অভিজ্ঞান

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রতিষ্ঠান্বিত কথাসাহিত্যিক

লালগোলার রাজা রাও

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

করকমলে উপহার

দিলাম

এই লেখকের গ্রন্থ

অভিজ্ঞান (২য় সংস্করণ)

অনুরাগ (২য় সংস্করণ)

অমলা (২য় সংস্করণ)

বিদুষী ভার্যা (২য় সংস্করণ)

যৌতুক

সোনালী রঙ

রাজপথ (৩য় সংস্করণ)

শশিনাথ (২য় সংস্করণ)

অমূলতরু (৩য় সংস্করণ)

ছদ্মবেশী (২য় সংস্করণ)

আশাবরী

দিকশূল

গিরিকা

নবগ্রহ

বৈতানিক

রাতজাগা

অভিজ্ঞান

এক

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম রেল স্টেশনের প্রায় দশ মাইল উত্তরে কাঁসাই নদীর অপর পারে পীরনগর নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে এ অঞ্চলের জমিদার রায় চৌধুরীদের দ্বিতল অট্টালিকা। অট্টালিকার চতুর্দিকে বাগান পুষ্করিণী, দক্ষিণদিকে বারখণ্ড, তার পশ্চিম দিকে বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ; সদর দেউড়ির দুই দিকে পাইক বরকন্দাজদের মহল, বহির্বাটির সুবৃহৎ তোরণের উপর পাকা নহবৎখানা। দেখলে বেশ বোঝা যায়, জমিদাররা যখন গ্রামে বাস করতেন বিশেষ সমারোহের সহিতই করতেন। কলিকাতায় বাড়ি নির্মাণ হওয়ার পর থেকে বিশ পঁচিশ বৎসর গ্রামের বসবাস প্রায় উঠে গেছে বল্‌লেই চলে। নিতান্ত ক্রিয়াকর্ম কিম্বা আদায়-পত্রের সময়ে বর্তমান বারো-আনী সরিক জহরলাল রায় চৌধুরী গ্রামের বাটিতে পদার্পণ করেন—কিন্তু সে মাত্র দু-দশ দিনের জন্য। গৃহিণী মমতাময়ী সপুত্র-কন্যা কোনোবার সঙ্গে আসেন, কোনোবার আসেন না। পীরনগরে দশ দিনের বাস কলিকাতার দশ দিনের আয়ু হরণ করে ব'লে তাঁর মনের বিশ্বাস। পীরনগরের ম্যালেরিয়া-দূষিত খোলা হাওয়া কলিকাতার কলের জলের কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাভব স্বীকার করেছে।

এবারকার দেশে আসা জহরলালের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়লালের বিবাহ উপলক্ষে ঘটেছিল। মমতাময়ীর একান্ত ইচ্ছা ছিল কলিকাতার ইলেক্‌ট্রিক লাইট, ফ্যান, মোটার কার, কলের জল ইত্যাদির মধ্যে বিবাহের উৎসব সম্পন্ন করেন; কিন্তু জহরলাল তাঁর গ্রামবাসী জ্ঞাতি কুটুম্ব এমন কি নায়েব গোমস্তা প্রজা-মণ্ডলীর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়িয়ে উঠ্‌তে পারেন নি। তাছাড়া, দেশের

অভিজ্ঞান

বাড়ির সুবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে দীর্ঘকাল ধ'রে তাঁর নিজ বিবাহের যে বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার আনন্দের নিশ্চিন্ত-অলস মূর্তি স্মরণ ক'রে পুত্রের বিবাহ-উৎসব কলিকাতার দশ কাঠার উপর অবস্থিত বাড়ির মধ্যে কয়েক ঘণ্টায় নিঃশেষিত করবার কল্পনা তাঁর নিজের কাছেও ভাল লাগে নি। যেখানে কাজের কল চালাতেই সকলে দিবারাত্র ব্যস্ত, সেখানে উৎসবের বাঁশি বাজায়ই বা কে, আর শোনেই বা কে? পীরনগরের বাড়ি থেকে বিবাহের কথায় মমতাময়ী সম্মত হয়েছিলেন এই সর্তে যে, পীরনগরের উৎসব শেষ হওয়ার পর কলিকাতার গৃহে আগমন ক'রে যথোপযুক্ত ভাবে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বধূ পিত্রালয়ে যাবে; তার আগে নয়। সন্ধির প্রলোভনে জহরলাল পত্নীর এই সর্তে সম্মতি দিয়েছিলেন।

বিবাহের পর কয়েকদিন ধ'রে অবিশ্রান্ত যাত্রা, থিয়েটার, ম্যাজিক, বায়াস্কোপ, আতসবাজি ইত্যাদি চলেছে। ভোজের ত কথাই নেই, চার পাঁচ দিন গ্রামবাসীদের গৃহে হাঁড়ি চড়ে নি। দূরদেশ থেকে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের আসা-যাওয়া, পাইক বরকন্দাজদের ছুটোছুটি, চাকর চাকরাণীদের হাঁক-ডাক, আমলা প্রজাদের বিধি-ব্যবস্থা—সমস্ত মিলে গ্রামটা যেন আনন্দের যজ্ঞশালায় পরিণত হয়েচে। মানভূম থেকে একজন জমিদার দুটি হাতী নিয়ে নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিলেন, বিদায় কালে একটিকে রেখে গেছেন, কাজের বাড়িতে অতিথি অভ্যাগতের যাওয়া আসার ব্যাপারে যদি কোনো কাজে লাগে। সেই হাতী জমিদার বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে বড় একটা বটগাছের তলায় শিকল দিয়ে বাঁধা: সর্বক্ষণ তার চতুর্দিকে গ্রামের ছেলেমেয়েদের ভিড় লেগে আছে, আর সে মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে তার ছোট ছোট চোখের নিরুৎসুক দৃষ্টি তাদের উপর ফেলে সমস্ত দিন একমনে অবিশ্রাম ডালপালা চিবিয়ে চলেছে। উৎসবের উপকরণ-তালিকায় এই হাতীটির স্থান নিতান্ত নগণ্য নয়, বিশেষতঃ সকাল-বিকালে মাহুতের প্ররোচনায় সে যখন নানাবিধ কৌশল কসরৎ দেখায়।

অভিজ্ঞান

উৎসব আনন্দ হয়ত আরো কয়েকদিন এই ভাবেই চল্‌ত, কিন্তু হঠাৎ একদিন গ্রামে কলেরা দেখা দিলে। দু-তিন ঘণ্টার আগু-পিছু পাশাপাশি দু'বাড়িতে একেবারে দুজনে ঐ রোগে আক্রান্ত হ'ল, এবং মৃত্যুও হ'ল তাদের অল্পক্ষণের মধ্যে দু-তিন ঘণ্টারই আগু-পিছু। সমস্ত গ্রামের মধ্যে একটা নিবিড় আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে উঠল,—উৎসবের স্রোতে ভাঁটা দেখা দিলে।

একবাড়ি লোক নিয়ে এরূপ অবস্থায় কি করা উচিত, জহরলাল তাই মনে মনে চিন্তা করছিলেন, এমন সময় সন্ধ্যার পর যখন খবর পাওয়া গেল যে, দু-চার বার ভেদবমির পরই একঘণ্টার মধ্যে কেদার চাটুয্যের নাড়ী ব'সে গেছে, তখন তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না, অন্দরে এসে কথাটা মমতাময়ীকে জানালেন।

জহরলালের কথা শুনে মমতাময়ী ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বল্‌লেন, "সকাল থেকে এই কথা শুনে তুমি এতক্ষণ পর্যন্ত দিব্যি নিশ্চিন্ত রয়েছ? তখন বলেছিলাম এমন বিদেশে বিভুঁয়ে কাজকর্ম কোরো না,—শুন্‌লে না ত! গরিবের কথা বাসি হ'লে তবে মিষ্টি লাগে! এখন চল, আজ রাত্রেই বেরিয়ে পড়া যাক্।"

মৃদু হেসে জহরলাল বল্‌লেন, "তোমার মতো গরিবের কথা বাসি না হ'লেও মিষ্টি লাগে। - কিন্তু তা ব'লেও আজ রাত্রে বেরিয়ে পড়া যায় না।"

"কেন যায় না? গাড়ি ত' রাত দুটোয়, এখন ত' সবে সন্ধ্যে। সাত ঘণ্টায় পাঁচ কোশ রাস্তা যাওয়া যায় না?"

জহরলাল মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "পাঁচ কোশ নয় মমো, পঁচিশ কোশ। মধ্যে কাঁসাই নদী আছে সে কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ। লোকে কথায় বলে একা নদী বিশ কোশ। তা ছাড়া, পাল্কী বেয়ারাদের খবর দেওয়া নেই।"

"খবর দেওয়া নেই তা জানি,—খবর দাও।"

"খবর দিলেই কি এত রাত্রে তারা যেতে রাজি হবে?"

অভিজ্ঞান

দৃপ্তস্বরে মমতাময়ী বল্‌লেন, "তা যদি না হয় তা হ'লে কিসের জমিদার তুমি?"

জহরলালের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। মমতাময়ীর কলিকাতা-প্রীতিকে ঈষৎ আঘাত দেবার অভিপ্রায়ে বল্‌লেন, "কলকাতায় থাক্‌লে কি আর জমিদার আগেকার মতো কেউটে সাপ থাকে?—ঢোঁড়া সাপ হ'য়ে যায়। তার না থাকে বিষ, না থাকে চক্কোর।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তোমার নায়েবকে ডেকে হুকুম দাও,—সে ত' আর কলকাতায় থাকে না।"

জহরলালের মুখে আবার হাসি দেখা দিল; বল্‌লেন, "শুধু নায়েবকে হুকুম দিলেই হবে না, সময়ের স্রোতকে এই সাতটার সময়ে আট্‌কে ফেলবার জন্যে বিধাতাপুরুষকেও হুকুম দিতে হবে। সাত ঘণ্টা থেকে যাবার ব্যবস্থা করবার জন্যে মাত্র এক ঘণ্টা খরচ হলেও ঝাড়গ্রামে গিয়ে ট্রেন ফেল ক'রে বারো ঘণ্টা ব'সে থাক্‌তে হবে। তা'তে যদি রাজি থাক ত চলো, আপত্তি নেই। কিন্তু বেশি রাত্রে ষ্টেশনের পথ একেবারে নিরাপদ নয়, মাঝে মাঝে রাহাজানির কথা শোনা যাচ্ছে।"

এই শেষোক্ত কারণটাই মমতাময়ীর মনে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল হ'ল। একটু চিন্তা ক'রে বল্‌লেন, "আচ্ছা, তা হ'লে কাল সকালে যাতে আমরা বেলা সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে পারি তার ব্যবস্থা এখন থেকে কর। কাল আর রাত্রের গাড়ি নয়, কাল বিকেলের গাড়িতে যাওয়া ঠিক রইল।"

জহরলাল বল্‌লেন, "ব্যবস্থা করবার দিক থেকে ধরলে আজ রাত্রে যাওয়া আর কাল সকালে যাওয়ার বিরুদ্ধে একই রকম আপত্তি দাঁড়ায়। সকালে গিয়ে আর দরকার নেই—কাল সকালে উঠে যাবার ব্যবস্থা ক'রে ফেলে বিকেলের দিকে শীঘ্র শীঘ্র বেরিয়ে পড়লেই হবে।" তারপর উৎকর্ণ হ'য়ে কি

শোনবার চেষ্টা ক'রে বল্‌লেন, "কে কাঁদে না! তবে এর মধ্যেই কেদার খুড়োর শেষ হ'য়ে গেল না-কি?"

আশঙ্কাটা যে অমূলক নয় তা একটু পরেই সঠিক জানা গেল—এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে আবার নূতন ক'রে আতঙ্কের একটা ঘন ছায়া বিস্তার করলে। যাওয়ার ব্যবস্থার কথা পরদিন প্রাতঃকালের জন্য অপেক্ষা না ক'রে অবিলম্বে আরম্ভ হ'যে গেল। শুভদিন দেখতে গিয়ে দেখা গেল যে, পরদিন বৈকালের গাড়িতে রওনা হ'লে সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতায় পৌঁছে গৃহ-প্রবেশের সময়টা জ্যোতিষের মতে অত্যন্ত অশুভ সময় পড়ে,—শুভ সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হ'লে রাত্রি একটার পূর্বে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। কিন্তু রাত্রের গাড়িতে রওনা হ'লে তার পরদিন সকালে গৃহ-প্রবেশের সময়ে একেবারে অমৃত যোগ!

বহুদিন থেকে বহুবার যারা কলিকাতার বাড়িতে যাতায়াত করছে তাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে সে অশুভক্ষণে প্রবেশ করলে তাকে যে গৃহদেবতা কখনই ক্ষমা করবেন না, তদ্বিষয়ে মমতাময়ীর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। সুতরাং স্থির হ'ল, পরদিন সকালে মমতাময়ী তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যাদের নিয়ে কলিকাতা রওনা হবেন এবং তৎপরদিন প্রাতঃ-কালে পুত্র এবং পুত্রবধূকে গৃহে বরণ ক'রে নেবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌বেন; বৈকালে জহরলাল, প্রিয়লাল এবং নববধূ সন্ধ্যা রওনা হবে। পাঁচখানা পাল্কী, আটখানা গোরুর গাড়ি এবং কয়েকটা ডুলির ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। অ ছাড়া হাতী ত' আছেই। সমাগত আত্মীয় কুটুম্বগণকেও পরদিনই নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করবার ভার নায়েবের উপর পড়ল।

রাত্রি তখন এগারোটা। সন্ধ্যা প্রিয়লালের ঘরে পালঙ্কের উপর শুয়ে ছিল, নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ ক'রে প্রিয়লাল সন্ধ্যার পাশে ব'সে তার একখানা হাত নিজ হাতের মধ্যে টেনে নিলে।

অভিজ্ঞান

পদশব্দে সন্ধ্যা প্রিয়লালের আগমন বুঝ্‌তে পেরেছিল, প্রিয়লাল হাত ধরাতে সে ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠে বস্‌ল। হাতখানা কিন্তু প্রিয়লালের অধিকারেই র'য়ে গেল।

প্রিয়লাল একটু অবনত হ'য়ে ভাল ক'রে সন্ধ্যার মুখখানা দেখ্‌বার চেষ্টা ক'রে স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাক্‌লে, "সন্ধ্যা!"

একবার মুহূর্তের জন্য প্রিয়লালের প্রতি চকিত দৃষ্টি স্থাপন ক'রে সন্ধ্যা পুনরায় মুখ নত ক'রে মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে, "কি?"

ঈষৎ হাসিমুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "কি জানি কি! কি মনে হয় জানো সন্ধ্যা? মনে হয় তুমি উষা ত নওই, সন্ধ্যাও নও,—তুমি গভীর রজনী। সত্যি, এ কয়েক দিনে তোমাকে একটুও বুঝ্‌তে পারলাম না। পাঁচজনের মধ্যে দেখ্‌লে বোধহয় চিন্‌তেও পারিনে। আচ্ছা, চাও ত' একবার ভাল ক'রে আমার দিকে।" প্রিয়লাল সযত্নে সন্ধ্যার মুখখানি ধ'রে নিজের দিকে ফিরিয়ে দেখ্‌লে।

সে মুখে সন্ধ্যার মতই অনির্বচনীয় স্তিমিত শোভা। এই সুন্দর মুখের জোরেই এত বড় জমিদার গৃহে তার প্রবেশ। সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "আচ্ছা, মুখখানি মনের মধ্যে ধ'রে রাখ্‌তে চেষ্টা করব। কিন্তু তোমার জন্যে আরও একটা সহজ উপায়ের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।" পকেট থেকে একটা আংটি বের ক'রে বল্‌লে, "এটা প্ল্যাটিনমের আংটি। এটা চোখের কাছে আলোর বিরুদ্ধে ধরলে এর মধ্যে একজনের সন্ধান পাবে। তাতে খুসি হবে কি-না তা অবশ্য বল্‌তে পারিনে।" ব'লে সন্ধ্যার আঙুলে প্রিয়লাল আংটিটি পরিয়ে দিলে।

আঙুল থেকে আংটি খুলে নিয়ে সন্ধ্যা চোখের নিকট আলোর বিরুদ্ধে ধ'রে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে সহসা এক সময়ে আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। তারপর সযত্নে সেটি আবার ধীরে ধীরে আঙুলে পরিয়ে নিলে।

অভিজ্ঞান

"খুসি হয়েচ?"

উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা শুধু প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। প্রিয়লাল দেখ্‌লে সে দৃষ্টির মধ্যে খুসি মূর্তি ধারণ ক'রে হাস্‌চে।

"সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা প্রিয়লালের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা পড়েছ?"

"পড়েছি।"

"রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার আঙুলে অভিজ্ঞান আংটি পরিয়ে দিয়েছিলেন মনে আছে?"

"আছে।"

"আমিও তোমার আঙুলে সেইরকম অভিজ্ঞান আংটি পরিয়ে দিলাম।— কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমি তোমাকে ভুলে যাব না সন্ধ্যা, এ নিশ্চয় জেনো।"

সন্ধ্যা তার ভীতিকাতর দৃষ্টি প্রিয়লালের প্রতি স্থাপিত ক'রে বল্‌লে, "তবুও ও-সব কথা বলতে নেই।"

"আমাদের মধ্যে ত' কোনো দুর্বাসা মুনিরই শাপ নেই সন্ধ্যা,—তবে তোমার অত ভয় কেন?" ব'লে প্রিয়লাল হাসতে লাগ্‌ল।

দুই

পরদিন প্রাতে প্রিয়লালের যখন ঘুম ভাঙ্‌ল তখন ছ'টা বাজে। নববধূর সহিত প্রেমালাপের মত্ততায় অনেকখানি রাত্রিই জাগরণে কেটে গিয়েছিল, সুতরাং যে সময়ে সে সাধারণতঃ শয্যা পরিত্যাগ করে আজ তার চেয়ে কতকটা বিলম্ব হ'য়ে গিয়েছে। নিদ্রাভঙ্গের পর সন্ধ্যা কখন্ উঠে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে, টের পায় নি। তার ব্যবহৃত শয্যাংশের কুঞ্চনে দেহভারের ছাপ মুদ্রিত, বালিসে সুগন্ধী তৈলের মৃদু সৌরভ, মাথার একগাছা ছিন্ন চুল দু-তিন পাকে কুঞ্চিত হ'য়ে বাতাসে অল্প-অল্প নড়্‌চে। সুন্দরী কিশোরী পত্নীর এই চিহ্নগুলি প্রিয়লালের মনে একটি সুমধুর আনন্দের বিলাস জাগিয়ে তুল্‌লে। মনে প'ড়ে গেল গত রজনীর কাব্য-জীবন-যাপনের কথা,—দুটি মিলনপ্রয়াসী হৃদয়ের সে কি অধীরোন্মত্ত ব্যাকুলতা, অথচ তারই মধ্যে সঙ্কোচের সে কি সুমিষ্ট অনতিক্রমণীয় বাধা! ক্ষণকাল প্রিয়লাল নিশ্চল ভাবে সেই বিগত সম্ভোগের তরল চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠে ব'সে পাশের জানালাটা খুলে দিল।

শ্রাবণ মাস। কিছু পূর্বে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, তার প্রমাণ তরুলতা-গুল্মে তখনো বর্তমান। গৃহ-প্রাঙ্গণের পরেই সুবৃহৎ কলের বাগান, তার পরে বিস্তৃত মাঠ, মাঠ ভেদ ক'রে চ'লে গেছে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কাঁচা শড়ক ঝাড়-গ্রামের দিকে, মাঠের শেষে শালবনের অনির্বচনীয় শোভা। প্রিয়লাল এ-সকল কিছুই দেখ্‌লে না। দৃষ্টি তার একেবারে মেঘলিপ্ত মলিন আকাশের উপর প'ড়ে সমস্ত মন সহসা এক অজ্ঞাত অনির্ণেয় ঔদাস্যে ঘুলিয়ে উঠল। গতরাত্রির সমুজ্জ্বল চিত্রের সকল রংগুলি যেন একমুহূর্তে সেই বর্ষাদিনের মলিনতার মধ্যে সমাধি লাভ করলে। মনে হ'ল এ যেন শুধু সেই দিনটিরই

নয়, তার জীবনেরও এক নূতন অঙ্কের সূচনা, যার সঙ্গে তার পূর্ব জীবনের কোনো মিল নেই।

বিরক্তিভরে জান্‌লাটা ভেজিয়ে দিয়ে প্রিয়লাল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় রেলিংএর ধারে দাঁড়াল। চেয়ে দেখ্‌লে নীচে প্রবলভাবে কর্মের স্রোত চলেছে,—বাঁধাবাঁধি, কষাকষি, হাঁক-ডাকের অন্ত নেই;—সুনির্মম ভাঙনের উপদ্রবে সংসারের জমাট অস্তিত্বটি একবারে খ'সে পড়েছে,—স্যুটকেস, হোল্‌ড-অল্‌, ট্রাঙ্ক, বাক্স, বিছানা—সংসারের যাবতীয় দ্রব্য—নিরুপায় নিশ্চিন্ততায় চট্‌ এবং দড়ির কবলে আত্মসমর্পণ করছে। সে বুঝ্‌লে এই ঐকান্তিক কর্ম-তৎপরতার সঙ্গে একমাত্র তারই এ-পর্যন্ত কোনো যোগ নেই, কিছুক্ষণ আগেও পরম নির্ভাবনায় সে তার সুখনীড়ের মধ্যে নিদ্রিত ছিল। মনে মনে একটু অপ্রতিভ হ'য়ে অগ্রসর হ'তেই সিঁড়ির মুখে দেখা হ'ল সুধারাণীর সঙ্গে।

সুধারাণী পাঁচ-পয়সা সরিকদের মেজবউ,—সম্পর্কে প্রিয়লালের বউদিদি। তার স্বামী জামসেদপুরে বড় চাকরী করে। বিবাহোপলক্ষে সে পীরনগরে এসেছে এবং জহরলালের গৃহেই বাস করছে। শিক্ষিতা ব'লে সুধারাণীর খ্যাতি এবং অভিমান আছে, তার উপর সে সুরসিকা। প্রিয়লালকে দেখে মৃদু হেসে বল্‌লে, "কি ঠাকুরপো, ঘুম ভাঙল? সন্ধ্যার খাতিরে তুমি যে উষার মুখদর্শন করবে না ব'লে পণ করেছ!"

সুধাময়ীর রহস্যের অর্থ উপলব্ধি ক'রে স্মিতমুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "প্রেমে যে একনিষ্ঠ সে ত' সন্ধ্যার খাতিরে উষা উপস্থিত হ'লে চোখ বুজে থাক্‌বেই বউদিদি। কিন্তু আমার এ সুনাম সকলেরই কাছে রাষ্ট্র হ'য়ে গিয়েছে, না একা তুমিই জান্‌তে পেরেছ?"

সুধারাণী সহাস্যমুখে বললে, "তোমাদের দিকে যাদের চোক-কান খোলা আছে তাদের কারুই জান্‌তে বাকি নেই।"

অভিজ্ঞান

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ! আমাদের দিকে চোক-কান খোলা ত' দেখতে পাই বাড়ির বারো-আনা লোকের! কিন্তু কি করি বল বউদি,—সন্ধ্যা যদি তাঁর প্রভাব রাত বারোটা পর্যন্ত বিস্তার করেন তা হ'লে ভোর পাঁচটায় কি ক'রে উষাকে স্বীকার করা যায়?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সুধারাণী বল্‌লে, "রাত বারোটা কি রকম? রাত দুটো বল!"

কপট বিরক্তির সহিত প্রিয়লাল বল্‌লে, "সে গুণও তা হ'লে আছে দেখচি তোমার! আড়িপাতা হয়েছিল?—ছি, ছি, বউদিদি, তুমি সহরের শিক্ষিত মেয়ে, পাড়াগাঁয়ে এসে তোমার নৈতিক অবনতি ঘটেচে। স্বামী-স্ত্রীর ঘরে তুমি আড়ি পাতো?"

আরক্তমুখে খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠে সুধারাণী বল্‌লে, "স্বামী-স্ত্রী কি রকম? বিয়ের আটদিন পর্যন্ত ত' বর-কনে।" তারপর একটা ঘরের দিকে অগ্রসর হ'য়ে পিছন ফিরে বল্‌লে, "শীগ্‌গির নীচে যাও ঠাকুরপো, মেজ-কাকিমা তোমার খোঁজ করছিলেন।"

নীচে এসে মমতাময়ীর নিকট উপস্থিত হ'য়ে প্রিয়লাল জিজ্ঞাসা করলে, "মা, তুমি আমাকে ডাকছিলে?"

মমতাময়ী বল্‌লেন, "ওমা, ডাক্‌ব না? আর কি সময় আছে? আমাদের ত' বেরিয়ে পড়লেই হয়। তুমি যত শীঘ্র পার তয়ের হ'য়ে নিয়ে চা-টা খেয়ে বাইরে যাও। কর্তা তোমার জন্যে অপেক্ষা করচেন,—কোথায় তোমাকে কি মামলা নিষ্পত্তি করতে যেতে হবে।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, "মামলা নিষ্পত্তি আবার কি মা?"

মমতাময়ী বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বল্‌লেন, "কে জানে বাপু! যত হাঙ্গামা উনি বাধাতে পারেন! কোথায় প্রজায়-প্রজায় কি বিবাদ বেধেছে—তা এই

পালাই-পালাই গোলযোগের মধ্যেও নিষ্পত্তি ক'রে যেতে হবে। তাও আবার নিজে করবেন না, তোমাকে দিয়ে করাবেন !"

সহাস্যমুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "সে ত' ভাল কথাই মা, বাবা আমাকে উপযুক্ত পুত্র ব'লে মনে করেন তাই আমাকে মামলা নিষ্পত্তি করতে পাঠাচ্ছেন। তুমি আমাকে উপযুক্ত মনে কর না, তাই কোথাও পাঠাতে চাও না।"

পিছনে পিছনে সুধারাণী এসে কখন নিকটে দাঁড়িয়েছিল; হাসতে হাসতে বল্‌লে, "এ তোমার অন্যায় কথা ঠাকুরপো,—মেজকাকিমা তোমাকে উপযুক্ত মনে করেই ত' সেদিন বিয়ে করতে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছিলেন। এরই মধ্যে সেকথা ভুলে গেলে না-কি ?"

নিকটে যারা উপস্থিত ছিল সুধারাণীর কথা শুনে সকলেই হেসে উঠ্‌ল। প্রসন্নস্মিতমুখে মমতাময়ী বল্‌লেন, "আমার উকিলের মুখ থেকে উত্তর শুন্‌লে ত' ?—এখন যাও, তাড়াতাড়ি তয়ের হয়ে নাও।"

প্রিয়লাল মাথা নেড়ে বল্‌লে, "তোমার উকিল নয় মা, মোক্তার! এ উত্তর উকিলের মুখ থেকে বেরোয় না।"

পুনরায় একটা হাসির কলরব উঠ্‌ল।

কিছুক্ষণ পরে প্রিয়লাল বহির্বাটীতে উপস্থিত হ'য়ে দেখ্‌লে বৈঠকখানার বারান্দায় টেবিল চেয়ারে ব'সে জহরলাল খাতাপত্র পরিদর্শন করছেন, পাশে একটা বড তক্তপোষের উপর ব'সে কয়েক ব্যক্তি নীরবে অপেক্ষা করছে। প্রিয়লাল উপস্থিত হ'তেই তারা সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন করলে।

বিবাদ তাদেরই মধ্যে। বিবাদের বস্তু অকিঞ্চিৎকর,—দশ বারো কাঠা জমি মাত্র। কিন্তু উভয়পক্ষ প্রবল, এবং সামান্য জমির টুক্‌রা উভয়ের বসত বাটীর মধ্যস্থলে পড়ায় বিবাদের প্রাবল্য বিবাদী বস্তুর মূল্যকে অপরিমিত ভাবে

অতিক্রম ক'রে গেছে। ইতিমধ্যেই দু-তিন নম্বর ফৌজদারী হ'য়ে গেছে, পুনরায় একটা খুব জমকালো ভাবে হবার উপক্রম করছিল, এমন সময়ে জমিদার-পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হওয়ায় আপাতত স্থগিত আছে। বিবাদী জমির পূর্ববর্ত্তী প্রজা গ্রাম ত্যাগ ক'রে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর উভয় পক্ষই এক একটি কোবালা বার ক'রে জমি দখল করতে উদ্যত হয়েচে। প্রত্যেকেই অপরের কোবালাকে জাল ব'লে অভিহিত করছে। বিবাদকে জটিলতর করেছে জহরলালের নায়েব। সে বলে দুটো কোবালাই জাল, প্রকৃতপক্ষে জমিটি পলাতকা জমা, সুতরাং আইনত আপাতত জমিদারের প্রবেশের যোগ্য ; তারপর পরে ইচ্ছামত বা সুবিধামত বিলি-বন্দোবস্তই করা হোক কিম্বা জমিদারের খাস দখলেই থাক্। এই নূতন জটিলতার সৃষ্টি কোনো পক্ষকেই কিছুমাত্র শান্ত করতে সক্ষম হয়নি, কিন্তু প্রিয়লালের বিবাহোপলক্ষে জহরলাল গ্রামে আগমন করার পর উভয়পক্ষই বিবাদ ভঞ্জনের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়েচে। জহরলাল এই সর্ত্তে বিবাদ মিটিয়ে দিতে রাজি হয়েচেন যে, পুত্রবধূর মঙ্গলকামনায় তিনি তাঁর পলাতকা জমার দাবী উপেক্ষা করবেন, কিন্তু বিবাদী জমি তিনি যেভাবে উভয় পক্ষর মধ্যে ভাগ ক'রে দেবেন বিনা আপত্তিতে তাতে উভয় পক্ষকে সম্মত হ'তে হবে ; অন্যথা তিনি জমিতে প্রবেশের জন্য কালেক্টারীতে দরখাস্ত দেবার জন্য নায়েবকে আদেশ দিয়ে যাবেন। প্রজারা এ সর্ত্তে সম্মত হ'য়ে যথাবিধি সোলেনামা লিখে দিয়েছে।

প্রিয়লালের নিকট সংক্ষেপে বিবাদের কাহিনী বিবৃত ক'রে জহরলাল বল্‌লেন, "সবই প্রায় ঠিক হ'য়ে আছে, তুমি গিয়ে বিবাদী জমিটুকু উভয়ের প্রয়োজন এবং সুবিধামত উভয়ের মধ্যে ভাগ ক'রে দেবে।"

মাথা নেড়ে প্রিয়লাল বল্‌লে, "আচ্ছা।"

"আর দেখ, চকদীঘি এখান থেকে তিন পো রাস্তা। পাল্কী ক'রে যাবে, যেতে আস্‌তে বড় জোর এক ঘণ্টা, সেখানে থাক্‌বে এক ঘণ্টা। দশটার মধ্যে

এখানে ফিরে আসা চাই। বারোটার মধ্যে রওনা না হ'লে ঝাড়গ্রামে পৌঁছাতে রাত্রি হ'য়ে যাবে। আমিই যেতাম, কিন্তু আমি এখানে না থাক্‌লে অসুবিধে হবে। আরও দু-তিনটে বিবাদ নিষ্পত্তি করবার আছে, যাবার গোছ-গাছ ঠিক করারও অনেক বাকি। তা ছাড়া, তোমার বিয়ে উপলক্ষ ক'রে এ বিবাদ মেটানো হচ্চে, সুতরাং আমার ইচ্ছে তুমিই এ বিবাদ নিষ্পত্তি কর।"

প্রজারা উচ্চৈঃস্বরে ব'লে উঠ্‌ল, "হ্যাঁ, মহারাজ, আমাদেরও ইচ্ছে যে, ছোট-বাবুর হাত থেকেই এবার আমরা বিচার পাই।" তারপর প্রিয়লালকে পাল্কীতে চড়িয়ে নিয়ে 'জয়! ছোটবাবুর জয়!' বল্‌তে বল্‌তে তারা পাল্কীর সঙ্গে ছুটে চলল। আটজন বেহারা পাল্কী নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে চকদীঘির অভিমুখে অগ্রসর হ'ল।

তিন

চকদীঘি থেকে দশটার মধ্যে ফেরা হ'য়ে উঠ্‌ল না। প্রিয়লাল যখন ফিরে এল তখন এগারোটা বেজে গিয়েছে। গৃহ প্রায় জনশূন্য। কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানের অভ্যাগতেরা সকলেই ষ্টেশনের অভিমুখে রওনা হয়েচে। জিনিষপত্র বহু-পূর্বেই গরুর গাড়িতে চালান দেওয়া হয়েচে। বাড়িতে আছেন শুধু জহরলাল, সন্ধ্যা এবং এমন দু চার জন আত্মীয় যাঁরা পীরনগরেই থাক্‌বেন।

প্রিয়লালের বিলম্ব দেখে জহরলাল একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, প্রিয়লালকে দেখ্‌তে পেয়ে বল্‌লেন, "কি হ'ল প্রিয়,--কাজ মিট্‌ল ?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "মিটেচে।"

"খুসি হয়েচে তারা।"

প্রিয়লাল অল্প হেসে বল্‌লে, "খুসি হয়েচে কি-না বল্‌তে পারিনে, বাবা, রাজি হয়েচে।"

জহরলাল বল্‌লেন, "খুসি কেউ হয় না,—উভয় পক্ষ ত হয়-ই না, সময়ে সময়ে কোনো পক্ষই হয় না। আচ্ছা যাও, একটু জিরিয়ে নিয়ে আহারাদি ক'রে প্রস্তুত হও।—একটার মধ্যে রওনা হওয়া চাই-ই, তা হ'লে সন্ধ্যার সময়ে ঝাড়গ্রামের বাসায় পৌছে চা-টা খাওয়া চল্‌বে। আমি এখনি রওনা হচ্চি, ঝাড়গ্রামে পৌছে একবার উকিলের সঙ্গে দেখা করতে হবে, একটা জরুরী পরামর্শ আছে, সেটা সেরে যেতে পারলেই ভাল হয়। যাও, আর দেরি কোরো না।"

প্রিয়লাল অন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, জহরলাল ডাক দিয়ে বল্‌লেন, "আর শোন প্রিয়, তোমাদের সঙ্গে জল আর খাবার থাক্‌বে,—বৌমাকে মাঝে মাঝে ক্ষিদে তেষ্টার কথা জিজ্ঞাসা কোরো। ছেলেমানুষ, এতখানি পথ যেতে দুই-ই প্রয়োজন হবে। জিজ্ঞাসা কোরো।"

মৃদুস্বরে প্রিয়লাল বল্‌লে, "কোরব"। তারপর জহরলালের নিকট এগিয়ে এসে বল্‌লে, "বাবা, তুমি কিসে যাবে ?"

"হাতীতে।"

"রোদ বৃষ্টিতে কষ্ট হবে ত ?"

জহরলাল বল্‌লেন, "না, তা হবে না। নায়েব মশায়কে তোমাদের সঙ্গে দিলেই ভাল হোত—কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি না গেলে উকিলের কাছে অসুবিধায় পড়তে হবে।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "না, না, আমাদের সঙ্গে নায়েব মশায়ের যাবার কোনো দরকার নেই, তোমার সঙ্গেই তিনি যান।"

দূরে ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। জহরলাল বল্‌লেন, "হাতী আস্‌চে; এখন নায়েব মশাই এলেই বেরিয়ে পড়া যায়।" সঙ্গে সঙ্গেই হাতী এবং নায়েবকে একযোগে দেখা গেল। জহরলাল বল্‌লেন, "পাকা লোক, একেবারে বাহনটি সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌চেন।" তারপর প্রিয়লালের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লেন, "যাও, তুমি আর দেরি কোরো না, একটার মধ্যে যাত্রা করা চাই। রাত্রে যে-রকম বৃষ্টি হয়েচে, নদীতে যদি ঢল নেমে থাকে তা হ'লে সেখানে পার হ'তে অনেক বিলম্ব হ'য়ে যাবে। সন্ধ্যার সময়ে ঝাড়গ্রামে পৌঁছন চাই।"

গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রিয়লাল সজোরে তাড়া লাগিয়ে দিলে। আধ ঘণ্টা হাতে রেখে বল্‌লে, "সাড়ে বারোটার মধ্যে বেরোনো চাই-ই।"

অদূরে বিমলা, প্রিয়লালের খুড়তত বোন, দাঁড়িয়েছিল; নিকটে এসে সে হাসিমুখে বল্‌লে, "নিজে ত' গিয়েছিলে চক্‌দীঘিতে হাকিমী করতে, তাড়া দিচ্ছ কাকে দাদা ?—বউকে ? সে ত' সেজে-গুজে তৈরি হ'য়ে ব'সে আছে;—শুধু দুটো ভাত মুখে দিয়ে নিলেই হয়।"

বিমলা প্রিয়লালের চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট, কিন্তু বিবাহ যদি মানুষের নাবালকত্ব মোচন ক'রে একটা নূতন জীবনের সূত্রপাত করে, তা হ'লে সে

প্রিয়লালের চেয়ে অন্তত বছর আষ্টেকের বড়। বিবাহিত জীবনের সেই প্রবীণত্বের জোরে সে প্রিয়লালের সহিত পরিহাস করতে সঙ্কুচিত হয় না ; বল্‌লে, "এত দেরি করলে কেন দাদা ? বউ-এর তোমার জন্যে ভারি মন-কেমন করছিল।—বিশ্বাস হচ্চে না ?"

গম্ভীর-মুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "বিশ্বাস না হবার ত কোনো কারণ দেখ্‌চিনে। রূপে, গুণে এমন একটি কামনার বস্তুর জন্যে মন না-কেমন করাই ত আশ্চর্য !"

বিমলা বল্‌লে, "ঈশ্‌, নিজের বিষয়ে গর্বও ত' কম দেখচি নে !"

"গর্বের বনেদ যখন খাঁটি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে গর্বকে কি বলে জানো বিমলা ?"

পুলকোজ্জ্বল মুখে বিমলা বল্‌লে, "কি বলে ?"

"আত্মোপলব্ধি !"

প্রিয়লালের কথা শুনে বিমলা হেসে ফেললে ; বল্‌লে, "আচ্ছা বেশ, পাল্কী চ'ড়ে ঝাড়গ্রাম যেতে যেতে সমস্ত পথ আত্মোপলব্ধি কোরো,—এখন তাড়াতাড়ি চারটি খেয়ে নেবার ব্যবস্থা দেখ দেখি। একটার মধ্যে রওনা হ'তে হবে সে কথা মনে আছে ?"

আহারাদি সেরে একটার মধ্যে প্রিয়লাল এবং সন্ধ্যা প্রস্তুত হ'ল বটে, কিন্তু রওনা হ'তে পারলে না। পাল্কীতে উঠ্‌তে যাবে এমন সময়ে হুড়্‌তে-পুড়্‌তে এসে পড়ল চক্‌দীঘির সেই দুই দল বিবাদী প্রজা। নিষ্পত্তির কোন্ এক অজ্ঞাত গোপন কোণ থেকে সহসা মতভেদের এমন একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা উঠেচে যে, সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমাল হ'য়ে যাবার উপক্রম করেছে। এ কথাটা তখন ওঠেনি তা সত্য ; উঠ্‌লে হয়ত সেই সময়েই অন্যান্য কথার সঙ্গে এরও একটা মীমাংসা সহজেই হ'য়ে যেতে পারত। তর্ক এবং যুক্তির গোলাগুলি যখন চলছিল তখন এক আঘাতেই যে পরাভূত হ'তে পারত, সন্ধির নিরস্ত্রতার মধ্যে হঠাৎ সে দুর্দান্ত হ'য়ে উঠেচে।

অভিজ্ঞান

এক ব্যক্তি চকদীঘি থেকে সঙ্গে এসেছিল, ঝাড়গ্রামে তার ভাইপো মোক্তারী করে। নিরপেক্ষতার দাবী তারই সকলের চেয়ে বেশি। সে বল্‌লে, "বিপদের কাঁটা রেখে যাবেন না হুজুর! ও আমগাছটা মনিরুদ্দীনকেই দিয়ে যান, নইলে তার ছেলেপিলে বৎসরান্তে একটা আমও খেতে পাবে না।"

মোক্তারের খুড়োর কথা শুনে অপর পক্ষ হাঁ হাঁ ক'রে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "বেশ ত কও মুখুজ্যে মশায়! কাঁটা মেরে সড়কি বানাবার সল্‌লা দিচ্ছ। আমগাছটা মনিরুদ্দীনকে দিলে আম পাড়বার জায়গা তাকে দিতে হবে না?"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিবাদ জমে উঠ্‌ল এবং প্রিয়লালও ধীরে ধীরে তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ল। যুক্তি-তর্কের জাল বিস্তার ক'রে একটা বিরোধকে শান্ত করবার মাদকতা ত আছেই,—তা ছাড়া, ছাড়েই বা তাকে কে? মোক্তারের খুড়ো হাতে পৈতে জড়িয়ে বল্‌লে, "আদালতে গেলে শুধু পয়সার শ্রাদ্ধ হবে হুজুর,—আপনি গরিবের মা-বাপ, বিবাদটা মিটিয়ে দিয়ে যান। আমগাছটা—"

অপর পক্ষ আগুন হ'য়ে জ্বলে উঠ্‌ল; কথাটা মুখুজ্যেকে শেষ করতে না দিয়ে বল্‌লে, "ফের আমগাছটা?—তুমি দেখচি মুখুজ্যে মশায়, এক নম্বর না বাধিয়ে ছাড়বে না।" তারপর প্রিয়লালের দিকে চেয়ে বললে, "হুজুর, ওনার এক ভাইপো ঝাড়গ্রামে মোক্তারী করে।"

শুনে মুখুজ্যে প্রশান্তমুখে বল্‌লে, "সে ত' বাপু, ফেল কড়ি মাখ তেল। সে মনিরুদ্দীনেরও কেনা নয়, তোমারও কেনা নয়। যদি এক নম্বর বাধেই, তুমিই না হয় তাকে নিযুক্ত কোরো, সে তোমারই গুণগান গাইবে।"

হাতের রিষ্টওয়াচের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল বললে, "মুখুজ্যে মশায়!"

"হুজুর?"

"আপনি যদি একটু চুপ করেন, তা হ'লে আমি একটু চেষ্টা দেখ্‌তে পারি।"

হাত জোড় ক'রে মুখুজ্যে বল্‌লে, "যে-আজ্ঞে, আমি আর একটি কথাও উচ্চারণ করব না, কিন্তু এ কথা ব'লে রাখলাম হুজুর, আমগাছটা মনিরুদ্দীন না পেলে সুবিচার হবে না।"

বহুক্ষণ বিচার-বিতর্কের পর নবজাত বিবাদের এক-রকম রফা হোল, এবং আমগাছ সম্বন্ধে এই স্থির হোল যে, গাছটা মনিরুদ্দীনের ভাগেই থাকবে, কিন্তু জমি থাকবে পতিতপাবন বিশ্বাসের। যতদিন গাছটা ফলদান করবে ততদিন পতিতপাবন কাঁচা এবং পাকা আম মনিরুদ্দীনের বাড়ি পৌঁছে দেবে, গাছ শুকিয়ে গেলে মনিরুদ্দীন গাছ কাটিয়ে নিয়ে যাবে।

মুখুজ্যে বল্‌লে, "পুকুর সম্বন্ধে বিচার খাশা হয়েচে হুজুর, কিন্তু গাছ সম্বন্ধে হোল না। ও জমিও রইল পতিতপাবনের, গাছও রইল পতিতপাবনের, আমও রইল তারই—কাঁচা পাকা দুই-ই। প্রতি বছর আমের মরশুমে দু-তিন নম্বর ফৌজদারী হ'তে থাকবে।"

মৃদু হেসে প্রিয়লাল বল্‌লে, "আপনি আছেন, তখন তার ব্যবস্থা আপনি করবেন।" তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "উপস্থিত আমি চল্লাম, আর একটুও অপেক্ষা করতে পারি নে। দুটো বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ।"

একতলায় একটা বসবার ঘরে সন্ধ্যা প্রস্তুত হ'য়ে অপেক্ষা করছিল, পরিচারিকা এসে বল্‌লে, "চলুন বউরাণী, দাদাবাবু পাল্কীতে উঠ্‌চেন।"

প্রণম্যদের প্রণাম ক'রে সন্ধ্যা অন্দরের প্রবেশ-দ্বারে এসে উপস্থিত হ'ল, সেইখানে তার জন্যে পাল্কী অপেক্ষা করছিল। পাল্কীটি সাবেক কালের সম্পদ, সাধারণত ক্রিয়াকর্মেই ব্যবহৃত হয়; সুনির্মিত, প্রশস্ত, প্রিয়লালের বিবাহ উপলক্ষে ভাল ক'রে রঙ করা হয়েচে; পাল্লায় পাল্লায় বিবাহের মাঙ্গলিক চিত্র অঙ্কিত, দুই দিকের দরজায় ঘন নীল রঙের আভাময় রেশমের পরদা, তার ধারে ধারে একই রঙের পুরু ক'রে পাকানো রেশমী সূতার সার-গাঁথা স্তবক। এই

অভিজ্ঞান

পাল্কী ক'রেই সে কয়েকদিন আগে ঝাড়গ্রাম রেল-ষ্টেশন থেকে পীরনগরে এসেছিল।

পাল্কীতে ওঠবার আগে সন্ধ্যা বিমলার হাত ধ'রে মৃদুস্বরে বললে, "চল্লাম বিমলাদি, মনে রেখো, ভুলোনা যেন।"

বিমলার চোখ ভ'রে অশ্রু নেবে এল ; হাসি-অশ্রু-মাখা মুখে সে বললে, "তোমার এই চাঁদের মত সুন্দর মুখখানি কি ক'রে ভুলে যেতে হয় তা হ'লে সে কথাও শিখিয়ে দিয়ে যাও সন্ধ্যা। এ ক'দিন পীরনগরের এ বাড়িখানা আলো ক'রে ছিলে ভাই, আজ সে আলো নিজের হাতে নিভিয়ে দিয়ে যাচ্ছ!"

শুনে সন্ধ্যার লাবণ্যময় মুখমণ্ডল আরক্ত হ'য়ে উঠল, চোখ এল সজল হ'য়ে, বিমলার দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সে পরদা ঠেলে তাড়াতাড়ি পাল্কীর ভিতর গিয়ে প্রবেশ করলে।

সদর দেউড়ীর মুখে প্রিয়লাল তার পাল্কীতে অপেক্ষা করছিল, সন্ধ্যার পাল্কী সেখানে উপস্থিত হ'তেই উভয় পাল্কী দ্রুতবেগে ঝাড়গ্রামের পথে অগ্রসর হ'ল।

পাল্কীতে পাল্কীতে আটজন ক'রে বেহারা, ছ'জন পাল্কী বহন করছে, বাকি দু'জন হাতে একটা ক'রে কেরোসিন তেলের লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে চলেছে, প্রয়োজন হলেই কাঁধ বদল দেবে। সন্ধ্যার পাল্কীর আগে-পিছে দুজন পাইক চলেছে ; একজনের কাঁধে বন্দুক, অপরজনের কটিতে তরবার। তার পশ্চাতে প্রিয়লালের পাল্কী, এবং সবশেষে একটা ডুলিতে সন্ধ্যার পরিচারিকা মতি। তারই কাছে খাবার এবং জল।

গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের পথে পড়তেই সন্ধ্যা দু-দিকের পরদা সরিয়ে দিলে। চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে দূরে ঘন-নিবদ্ধ শালবন, মাঠের সর্বত্র ছোট ছোট ঝোপ ঝাড়,—অধিকাংশই শিয়াকুল আর মনসা কাঁটায় ভরা, পথের ধারে ধারে কত নাম-না-জানা গাছ, তাদের শাখায় শাখায় কত নাম-না-জানা পাখী, কি অপূর্ব তাদের কাকলী! আকাশ মেঘমেদুর, বায়ু সুশীতল, মাঝে মাঝে তাতে

অভিজ্ঞান

অজানা.ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। পাল্কী বেহারারা মন্থর ভুলকি চালে ছুটে চলেছে, মুখে তাদের পথশ্রান্তিহরা ছড়ার মৃদু ভন্‌ভনানি, পাইকদের কড়া নাগরা জুতার মচ্‌মচানির শব্দ, মাঝে মাঝে তাদের মুখে 'হুঁসিয়ার' 'হুঁসিয়ার' ডাক। পথের বাঁকে বাঁকে প্রিয়লালের পাল্কী নজরে পড়ে, কখনো তার মুখের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হয়, কখনো বা চোখে চোখে দৃষ্টিবিনিময়ও হ'য়ে যায়, মুখে মুখে ফুটে ওঠে একপক্ষে আনন্দের, এবং অপর পক্ষে লজ্জার সুমিষ্ট হাসি।

সন্ধ্যার মনে হ'ল সে যেন চলেছে কোনো স্বপ্নরাজ্যের অপরিচিত পথে যার সহিত নিত্যকার বাস্তব জীবনের কোনো যোগ নেই। সে ধীরে ধীরে ভুলে গেল যে, সে পীরনগর থেকে আসচে, ভুলে গেল কলকাতায় যাচ্ছে, সে তার বাপ মাকে ভুলে গেল, এমন কি স্বামীকেও। শুধু মনে হ'তে লাগ্‌ল সে যেন চলেছে কোনো এক স্বপ্নের রাজ্যে, স্বপ্নের নগরে, এক অজানিত স্বপ্ন-পুরীতে। এম্‌নি একটা স্বপ্নের মদিরা তার মনকে সমস্ত পথটাই আচ্ছন্ন ক'রে রইল। সে মোহ ভাঙল যখন পাল্কী এসে নামল কাঁসাই নদীর তীরে। তখন সন্ধ্যা আসন্ন, পশ্চিম আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দিনের চিতা জ্বলে উঠেছে।

প্রিয়লাল সন্ধ্যার পাল্কীর পাশে এসে ডাক্‌লে, "সন্ধ্যা, বেরিয়ে এস।"

পাল্কী থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধ্যা দেখ্‌লে পাইক এবং বেহারারা দূরে এক জায়গায় ব'সে ভাজাভুজি বার ক'রে জল-পানের উদ্যোগ লাগিয়েছে, আর মতি জলের কুঁজা এবং খাবারের পাত্র হাতে নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রিয়লাল বল্‌লে, "সন্ধ্যা, একটু কিছু খেয়ে নাও।"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "এখন দরকার নেই, ঝাড়গ্রাম পৌছে খাব।"

"সে অনেক দেরি, এখনো ঘণ্টা তিনেকের কম নয়।"

"তবে তুমি আগে খাও।"

একটু দূরেই মতি ছিল, তা'কে একবার অপাঙ্গে দেখে নিয়ে একটু মৃদু গলায় প্রিয়লাল বল্‌লে, "আগে কেন ?—একসঙ্গেও ত খেতে পারি ?"

অভিজ্ঞান

প্রিয়লালের প্রস্তাবে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল ; ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে, "না।"

"আচ্ছা, তাহ'লে আমিই আগে খেয়ে নিই।" মতির দিকে ফিরে বল্‌লে, "মতি, খাবারটা নিয়ে এস।"

সন্ধ্যা এগিয়ে গিয়ে মতির হাত থেকে খাবারের পাত্রটা নিয়ে খুলে ফেললে. তারপর একটা প্লেটে খাবার সাজিয়ে একগ্লাস জল নিয়ে প্রিয়লালের নিকট উপস্থিত হ'ল।

সন্ধ্যার হাত থেকে খাবারের প্লেট্‌টা নিয়ে প্রিয়লাল বল্‌লে, "এরি মধ্যে স্বামী-সেবা আরম্ভ ক'রে দিলে সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যা এ কথার কিছুই উত্তর দিলে না, শুধু তার মুখমণ্ডল পুনরায় আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

আহার শেষ ক'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, "আমি নদীর ধারে ওই বাবলা-গাছতলায় গিয়ে বস্‌ছি, খাওয়া হ'য়ে গেলে তুমি ওখানে এস। জুতো প'রে এসো সন্ধ্যা, বাবলা-গাছের তলায় অনেক সময়ে শুকনো বাবলা ডালের কাঁটা থাকে।"

প্রিয়লালের প্লেটেই সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে বাকি খাবারটা মতিকে খেতে দিয়ে সন্ধ্যা প্রিয়লালের কাছে উপস্থিত হ'ল।

সন্ধ্যাকে নিজের পাশে বসিয়ে তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রিয়লাল বল্‌লে, "কেমন লাগছে সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "খুব চমৎকার !"

"নদী পেরিয়ে ওপারে যখন আমরা পৌঁছব তখন কিন্তু এই চমৎকার শোভা একেবারে ঘন অন্ধকারে ঢেকে যাবে।"

শুনে সন্ধ্যার মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিল ; বল্‌লে, "খুব ঘন কি ?"

"খুব ঘন। কিন্তু তার জন্যে তোমার ভাবনার কোনো কারণ নেই।"

ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ?"

"কি কাজ ?"

একটু অপেক্ষা ক'রে মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "এক পাল্কীতে দুজনে গেলে হয় না ?"

বাঁ হাত দিয়ে সন্ধ্যাকে বেষ্টন ক'রে ধ'রে একটু চাপ দিয়ে প্রিয়লাল বল্‌লে, "চমৎকার হয়,—কিন্তু তোমার লজ্জা করবেনা সন্ধ্যা ? অন্ধকারে অন্ধকারে অত লোকের মধ্যে আমার সঙ্গে যেতে ?"

ক্ষণকাল সন্ধ্যা চুপ ক'রে রইল ; তারপর বল্‌লে, "তবে তোমার পাল্কী আমার পাল্কীর পাশে পাশে রেখো।"

মৃদু হেসে প্রিয়লাল বল্‌লে, "পথ সরু, দুটো পাল্কী পাশাপাশি যেতে ত' অসুবিধে হবে। এবার পাইক দুজন তোমার পাল্কীর দু'দিকে দরজার পাশে পাশে চল্‌বে, আর আমার পাল্কী তোমার পাল্কীর ঠিক পিছনেই থাক্‌বে। কেমন, তা হ'লে হবে ত ?"

সন্ধ্যা কোন উত্তর দিলে না, চুপ ক'রে রইল।

আকাশে মেঘ ছেয়ে এসেছিল, টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়তে লাগ্‌ল। প্রিয়লাল সন্ধ্যাকে নিয়ে উঠে পড়ল। পাইক বেহারারাও তাদের জলপান শেষ ক'রে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

নদী পার হ'তে বেশ একটু বিলম্ব হ'য়ে গেল। এপারে এসে প্রিয়লাল তাদের বাহিনীটি, সন্ধ্যার সহিত যে ভাবে কথা হয়েছিল, ঠিক সেইমত সাজিয়ে নিলে। তখনো অন্ধকার খুব বেশি হয়নি, তবুও লণ্ঠন চারটি জেলে নিয়ে তারা দ্রুতবেগে রওনা হ'ল।

আধঘণ্টাটাক্ যাওয়ার পর আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নাম্‌ল, অন্ধকার হ'ল দুশ্ছেদ্য, চারটি লণ্ঠনের ক্ষীণ রশ্মি-রেখা নিজেদের একান্ত

অক্ষমতায় অপ্রতিভ হ'য়ে জ্বল্‌তে লাগল অন্ধকারকেই বিশেষভাবে প্রকট ক'রে।

বাহিনীটি ধীরে ধীরে প্রবেশ করলে একটি শালবনের মধ্যে। এ অরণ্যটি অত্যন্ত ঘন এবং বিস্তৃত। একমাইল পথ যাওয়ার পর বন থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া যায়। পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল, দ্রুতবেগে চলা নিরাপদ নয়, বেহারারা পা চেপে চেপে চলেছে এবং পাইকরা ঘন ঘন 'হুঁসিয়ার' 'হুঁসিয়ার' হাঁকচে।

ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে সন্ধ্যা তার পাল্কীর মধ্যে ব'সে ছিল। একবার একটু পরদা সরিয়ে দেখলে বাহিরে মসীর সমুদ্র, আর তার মাঝে মাঝে দু-একটা জোনাকির ঝিকিমিকি, তাছাড়া অন্য কিছুই দেখা যায় না। নদীর ওপার যা ছিল, নদীর এপার ঠিক তার বিপরীত! সে আলো সে ছায়া নেই, সে পাখী সে ফুল নেই, সে আকাশ নেই বাতাস নেই, আছে শুধু ঘন জমাট অন্ধকার আর বৃষ্টির ঝরঝর শব্দ। কোথায় ওপারের সেই স্বপ্নরাজ্য আর স্বপ্ন-পুরী, এ যেন চলেছে কোন্ পাতালপুরীর পথে! একবার তার একটু কাঁদতে ইচ্ছে হ'লে, একবার ইচ্ছে হ'ল চিৎকার ক'রে প্রিয়লালকে ডাকে। কিন্তু ভয়ে মুখ দিয়ে কান্নাও বেরোলো না, কথাও না।

প্রায় অর্ধেক বন-পথ অতিক্রম করা হ'য়ে গিয়েছে, এমন সময় পথের বাম-দিকে একটা খস্‌খস্ শব্দ শোনা গেল। সন্ধ্যার পাল্কীর একজন বেহারা শুনতে পেয়ে চুপি চুপি বল্‌লে, "মানুষ না কি গো?"

শব্দটা একজন পাইকেরও কানে গিয়েছিল, সে সজোরে চিৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "খবরদার!"

কিন্তু তার পরই অকস্মাৎ আরম্ভ হ'য়ে গেল একটা পৈশাচিক নৃশংসতার লীলা! একটা বিকট হল্লায় সমস্ত বন থরথর ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গেই দশ বারোজন লোক বড় বড় লাঠি নিয়ে ভীমবেগে এসে পড়ল প্রিয়লালের দলের উপর। সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে লেগে গেল একটা ভয়ঙ্কর

অভিজ্ঞান

মারামারি আর চেঁচামেচি, তার মধ্যে একটা বন্দুকের আওয়াজও শোনা গেল, কিন্তু পরমুহূর্তেই বিকট আর্তনাদ ক'রে বন্দুকধারী পাইক ভূমিশায়ী হ'ল, কোথায় ছিট্‌কে পড়ল তার হাতের অস্ত্র তা কেউ জান্‌লে না। পাল্কী-বেহারাদের পিঠের উপর দু-চার ঘা লাঠি পড়তেই তারা প্রাণ-ভয়ে ভীত হ'য়ে পাল্কী ফেলে যে যে-দিকে পারে পালিয়েছে। ভয়ে এবং বিস্ময়ে প্রিয়লাল প্রথমটা বিমূঢ় হ'য়ে গেল, তারপর 'সন্ধ্যা' 'সন্ধ্যা' ক'রে চিৎকার করতে করতে পাল্কী থেকে পা বাড়াতেই সজোরে পায়ের উপর এসে পড়ল একটা লাঠি,—যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে পাল্কীর মধ্যে শুয়ে প'ড়ে সে অচৈতন্য হ'য়ে গেল।

তখন দু'জন ভীমকায় লোক সন্ধ্যার পাল্কীর নিকট উপস্থিত হ'য়ে তার মূর্চ্ছিত শিথিল দেহ পাল্কীর ভিতর থেকে টেনে বার করলে, তারপর মতির ডুলির নিকট উপস্থিত হয়ে মতিকে টেনে বার ক'রে ফেলে দিয়ে তা'তে সন্ধ্যার বিবশ দেহ স্থাপিত করলে। জন পাঁচ সাত লোক লাঠি হাতে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বাকি চারজনে সন্ধ্যার ডুলি কাঁধে নিয়ে দ্রুতপদে অরণ্যের নিবিড় অংশে অন্তর্হিত হ'ল। যারা পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে তারা যখন দেখ্‌লে যে বিপক্ষ দলের কোনো ব্যক্তিরই ওঠবার কোনো লক্ষণ নেই, এবং বুঝলে যে ইত্যবসরে ডুলি অনেকটা এগিয়ে গেছে, তখন তারাও ডুলি যে-দিকে গিয়েছিল সেই পথে নিঃশব্দে অদৃশ্য হ'ল।

চার

কিছু পূর্ব্বে যেখানে চলেছিল নিদারুণ নির্মমতার অট্টরোল, সহসা সে স্থান মগ্ন হ'ল সুগভীর স্তব্ধতায় এবং অন্ধকারে। বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছিল. শুধু ফোঁটা ফোঁটা পাতা-ঝরা জল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সঙ্গে চারটে লণ্ঠন ছিল যার কোনো অস্তিত্বই দেখা যাচ্ছিল না। দুটো হাতে নিয়ে দুজন পাল্কী-বেহারা পালিয়ে গিয়েছে, অপর দুটো দুর্বৃত্তেরা লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে দিয়েছে অন্ধকারকে আরও গাঢ় করবার অভিপ্রায়ে।

পাল্কীর ভিতর প্রিয়লালের যখন চৈতন্য হ'ল তখন প্রথমে সে মনে ভাবলে স্বপ্নেরই জের চ'লেছে। ঘুম তখনো সম্পূর্ণ ভাঙেনি,—কিন্তু শরীরটাকে একটু নাড়া দিতেই আহত পায়ের তীব্র বেদনার মধ্য দিয়ে ফিরে এল সমস্ত ঘটনার পরিপূর্ণ স্মৃতি। সন্ধ্যার খবর নেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পাল্কী থেকে নাম্‌তে গিয়েই দেখ্‌লে পায়ের বর্তমান অবস্থায় একেবারে তা অসম্ভব। একটা নিদারুণ হতাশা এবং দুশ্চিন্তার তাড়নায় সমস্ত দেহ অবশ হ'য়ে এল। পরক্ষণেই মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় পূর্বক জড়তাকে অতিক্রম ক'রে সে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ক'রে উঠ্‌ল—সন্ধ্যা! তমসাবৃত স্তব্ধ অরণ্য সেই সহসা-উচ্চারিত শব্দের আঘাতে চকিত হ'য়ে উঠ্‌ল,—কিন্তু উত্তরে কোনো দিক থেকেই কিছু সাড়া পাওয়া গেল না। আরও তিন চার বার সন্ধ্যাকে উচ্চকণ্ঠে ডেকে কোনো ফল লাভ না ক'রে সে স্থির করলে সন্ধ্যা নিশ্চয় তার পাল্কীতে ভয়ে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে আছে। অতি কষ্টে কোনো রকমে পাল্কী থেকে একটু মুখ বার ক'রে প্রিয়লাল উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ক'রে ডাক্‌লে, "রূপণ সিং!" তলোয়ারধারী পাইকের নাম রূপণ সিং।

নিকটবর্তী ঝোপের মধ্যে একটা খস্‌খস্ শব্দ শোনা গেল এবং তারপরেই সে দিক থেকে অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল—"মহ্‌রাজ!"

অভিজ্ঞান

"তুম্ কীধর হ্যায় ?"

"ঈধর্ মহ্‌রাজ !"

নিরর্থক উত্তর। বিরক্তিভরে প্রিয়লাল বল্‌লে, "সাম্‌নে আও।"

ঝোপের মধ্যে রূপণ সিং খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল, তারপর সন্তর্পণে প্রিয়লালের পাল্কীর সামনে এসে ব'সে প'ড়ে করজোড়ে আর্তস্বরে বল্‌লে, "হুকুম মহ্‌রাজ !"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রিয়লাল বল্‌লে, "বহুমায়জীকা কিয়া হাল হ্যায় ?"

ঝোপের ভিতর থেকে রূপণ সিং সমস্ত ব্যাপারই নিরীক্ষণ করেছিল, কিন্তু নিদারুণ দুঃসংবাদের কথা নিজমুখে প্রকাশ করতে সে ভয় পেলে ; বল্‌লে, "বেগর্ বত্তি অব্ কা কহা যায় মহ্‌রাজ ! সুঝৎ কুছ্ নইখে নু !"

উত্তর শুনে প্রিয়লাল ক্রোধে আগুন হয়ে উঠ্‌ল। কঠিন স্বরে তর্জন ক'রে বল্‌লে, "নিকালো ঢুঁড় কর্ বত্তি !"

সেই গভীর অন্ধকারে বন জঙ্গলের মধ্যে লণ্ঠন খুঁজে বার করা কঠিন কাজ, কিন্তু প্রভুর কঠোর আদেশে সে কাজে রূপণ সিংকে প্রবৃত্ত হ'তেই হ'ল। সে ব'সে ব'সে চতুর্দিক হাতড়ে হাতড়ে লণ্ঠন খুঁজতে লাগ্‌ল।

প্রিয়লাল চিৎকার ক'রে ডাক্‌লে, "ক্ষীরোধর সীং !" ক্ষীরোধর সিং অপর পাইকের নাম।

ক্ষীরোধর সিং-এর পক্ষ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, কিন্তু উত্তর দিলে রূপণ সিং-ই। বল্‌লে, "ক্ষীরোধর সিংকো ডাকুলোগ জান্‌সে মার দিয়া মহ্‌রাজ !"

শুনে প্রিয়লাল দুঃখে এবং আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌ল ! অনেকদিনের প্রভু-ভক্ত পুরাতন ভৃত্য, অবশেষে এমন ভাবে অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণ হারালো ! সন্ধ্যাই বা এখন কি অবস্থায় কোথায় আছে কে জানে ! দুশ্চিন্তায় প্রিয়লালের সমস্ত দেহ-মন আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ল, কিন্তু অপরের সাহায্য

ব্যতিরেকে পাল্কী থেকে বেরিয়ে আসবার ক্ষমতা তার ছিল না, পায়ে এত অসহ্য বেদনা। সে ব্যগ্রস্বরে রূপণ সিংকে জিজ্ঞাসা করলে, "জান্ সে মার দিয়া সো তুমকো কৈসে মালুম হুয়া ?"

রূপণ সিং বল্লে, "উয়ো খুদ আপ্ হি কহা মহ্রাজ!"

রূপণ সিংএর কথার অপূর্ব সঙ্গতিতে প্রিয়লাল বিরক্তিতে গর্জন ক'রে উঠ্ল, "মুরদা তুমকো আপসে কহা যো মর্ গিয়া ?"

প্রিয়লালের বোধশক্তির শোচনীয় অভাব দেখে রূপণ সিংএর বিস্ময় এত বেশি হ'ল যে, তার তাড়নায় সে ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে উঠে দাঁড়ালো। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল ক'রে বল্লে, "গিরতেহি ক্ষীরোধর সিংনে কহা, জান্ লিয়া ; পিছে, পুকারনে সে হর্গিজ্ বোলৎ নৈথন্। অব ইস্সে দুস্রা বিচার ক্যা কিয়া যায় মহ্রাজ ?"

রূপণ সিংএর যুক্তির বিরুদ্ধে প্রিয়লালের কি বলবার ছিল তা বলা যায় না, কিন্তু তার আর অবসর হ'ল না, অন্ধকারের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক টল্তে টল্তে এসে তার পাল্কীর সম্মুখে আছ্ড়ে প'ড়ে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্ল, "সর্বনাশ হয়েছে দাদাবাবু—"

উন্মত্তের মত প্রিয়লাল চিৎকার ক'রে উঠ্ল, "কি হয়েচে মতি ?"

"ওগো দাদাবাবু, বউরাণীকে ডাকাতরা ডুলি ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেছে!"

কোথায় রইল প্রিয়লালের আহত পায়ের বেদনা,—কোথায়ই বা রইল তার ত্রস্ত মনের জড়তা,—একটা বিকট আর্তনাদ ক'রে সে মুহূর্তের মধ্যে পাল্কীর বাইরে এসে দাঁড়াল, তারপর ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্ দিকে মতি, কোন্ দিকে তারা গেছে ?"

কাঁদতে কাঁদতে হাত দিয়ে দিক নির্দেশ ক'রে মতি বল্লে, "ঐ বাঁ দিকে গো দাদাবাবু!"

পাগলের মতো প্রিয়লাল পথ-পার্শ্বের নালি অতিক্রম ক'রে ঘন বনের মধ্যে

প্রবেশ করলে। মুখে তার 'সন্ধ্যা' 'সন্ধ্যা' ডাক, পায়ে অসংযত অনির্ণীত চপল গতি, বুদ্ধির একটা দিক দিয়ে সে বেশ বুঝ্‌তে পারছে যে এই অজানা অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে সন্ধ্যার সন্ধান খুঁজে বার করা তার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু মনের মধ্যে এমন একটা অস্থিরতার আগ্নেয়গিরি নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকাও ত একই রকম অসম্ভব।

পাল্কী-বেহারাদের মধ্যে একজন ছিল, নাম তার মোহন। মাথায় চোট্ খেয়ে সে অচেতন হ'য়ে পথের পাশে প'ড়ে ছিল, প্রিয়লাল এবং রূপণ সিং-এর কথার শব্দ পেয়ে তার চেতনা ফিরে আসে। বয়স তার ষাট বৎসর অতিক্রম ক'রে গেছে, মাথায় আধাআধি কাঁচা-পাকা চুল, কিন্তু শুধু ঐ পর্যন্তই ;—তার বেশি এক ইঞ্চিও জরা তার শরীরে অধিকার বিস্তার করতে পারেনি। মোহনের গায়ে পঁচিশ বৎসরের যুবাপুরুষের বল ; শরীরের গঠন দীর্ঘ অনবনত, যেন ইস্পাত দিয়ে গড়া ; পাল্কী বইবার সময় লোকাভাব হ'লে স্বেচ্ছায় সে একাই দুজনের কাঁধ দেয়। জাতে সে গয়লা, সাবেককেলে লোক, জহরলালের পিতার সঙ্গে সকালে-বিকালে কুস্তি লড়া ছিল তার যৌবনকালের কাজ। সে দৌড়ে গিয়ে দু-হাত দিয়ে প্রিয়লালকে আট্‌কে ধ'রে দাঁড়াল ; বল্‌লে, "ও কাজ কোরোনা ছোটবাবু, রেতের বেলা মিছিমিছি বনের মধ্যে সেঁধিয়ো না, বর্ষাকাল, পোকা-মাকড়ের ভয় আছে। এই পরশুদিন এই পথেই একটা লোক পোকার কামড়ে ম'রে গেছে।"

মোহনকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, "মোহন, ছেড়ে দাও আমাকে, আমি যাবই।"

দু'হাতে প্রিয়লালকে জড়িয়ে ধ'রে মোহন বল্‌লে, "কোথা যাবে ছোটবাবু, তারা কি এখানে ব'সে আছে? এতক্ষণে কোশ খানেক রাস্তা চ'লে গেছে। তাদেরও পাবে না, নিজেও পথ হারাবে। তার চেয়ে তুমি পাল্কীতে বস্‌বে চল, আমরা দল বেঁধে বেড়িয়ে পড়ি। তা'তে কাজ হবে।"

"কিন্তু সে সময়ে তোমরা অত সহজে পাল্কী ফেলে পালিয়ে গেলে কেন মোহন ?"

"পালাই নি ছোটবাবু। কি করব বল ? পিছন থেকে হঠাৎ এসে মাথায় দিলে চোট, মাথা ঘুরে লুটিয়ে পড়লাম। সমুখ দিক থেকে এলে তাদের নিদেন পাঁচটাকে না সাবড়ে মোহন গয়লা ভুঁই নিতো না! কি বলব বল হুজুর, একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়ে চ'লে গেল, মহারাজের কাছে কি ক'রে মুখ দেখাবো জানিনে! এখন চল, তোমাকে পাল্কীতে বসিয়ে একটা সল্লা ক'রে বেরিয়ে পড়ি।"

"শুধু হাতে যাবে ?"

"শুধু হাতে নয়,—সক্কলের লাঠি আছে পাল্কীর নীচে বাঁধা।"

ব্যগ্রস্বরে প্রিয়লাল বল্লে, "আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব মোহন!"

প্রিয়লালের কথা শুনে মোহন একটু যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠ্ল; বল্লে, "এ সময়ে বাজে কথা ব'লে সময় নষ্ট কোরো না ছোটবাবু, তুমি কি আমাদের সঙ্গে এই আঁধারে বন-বাদাড় ভেঙে চল্‌তে পারবে ? এখনো ছুটে গেলে যদি কোনো রকমে তাদের ধরতে পারি। এ বন ছেড়ে অন্য বনে ঢুকলে আর কিনারা লাগাতে পারব না।"

মোহনের কথা শুনে প্রিয়লাল আর কোনও কথা না ব'লে তার কাঁধে ভর দিয়ে পাল্কীর কাছে ফিরে এল। এসে দেখ্‌লে ক্ষীরোধর সিং মরে নি, পাল্কীর কাছে উবু হয়ে ব'সে রয়েছে। প্রিয়লালকে দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল; বল্লে, "হামি জিন্দা আছি এ বহুৎ শরমের মহ্‌রাজ! বহুরাণীকে হামি রক্‌ছা করতে পারলাম না, হামার জান্ গেলে ভালো ছিলো!"

প্রিয়লাল উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে মোহন বল্লে, "তোমার বন্দুক কোথায় সেপাইজী ?"

বন্দুকটি ক্ষীরোধর সিং খুঁজে বার করেছিল ; বল্‌লে, "বন্দুক ঈ কা আছে।"

"বহুরাণীর তল্লাসে আমরা যাচ্ছি, তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে ?"

"বহুরাণীর ওয়াস্তে জান্ দিতে পারে, আর তল্লাসে যেতে পারবে না ?—আলবাৎ যেতে পারবে।"

তখন মোহন সহসা সমস্ত অরণ্য কম্পিত ক'রে অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল। উত্তরে দূর থেকে মনুষ্যকণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল।

তেমনি উচ্চৈঃস্বরে মোহন চিৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "হা—আ—জির্ !"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাল্কী-বেহারারা সকলেই এসে উপস্থিত হ'ল, শুধু রঘু নামে একজনের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। সে সকলের অগোচরে সোজা ঝাডগ্রাম চ'লে গিয়েছিল জহরলালকে ডাকাতির সংবাদ দেবার জন্যে।

মিনিট দুই তিনের মধ্যে সকলের সঙ্গে একটা মোটামুটি পরামর্শ ক'রে নিয়ে ডাকাতরা যে-দিকে গিয়েছিল সেই পথে মোহন সদলে বেরিয়ে পড়ল। সকলের হাতে লাঠি, ক্ষীরোধর সিংএর হাতে বন্দুক। রূপণ সিংকে এবং একজন বেহারাকে তারা রেখে গেল প্রিয়লাল এবং মতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। লণ্ঠনও রেখে গেল তাদের নিকট।

লণ্ঠন নিয়ে মতির কাছে রূপণ সিং আর পাল্কী-বেহারাকে বস্‌তে ব'লে প্রিয়লাল ধীরে ধীরে সন্ধ্যার পাল্কীর ভিতর প্রবেশ করলে। কিছুক্ষণ পূর্বেও এই শয্যা সন্ধ্যাকে ধারণ ক'রেছিল ! সন্ধ্যা,—তার সুখ-সৌভাগ্যলক্ষ্মী সন্ধ্যা,—তার অন্তরের অমূল্য সম্পদ সন্ধ্যা ! এখনো যেন শয্যার মধ্যে তার মধুময় স্পর্শটুকু লেগে রয়েছে ! উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে প্রিয়লাল সমস্ত দেহ বিস্তার ক'রে শয্যার উপর শুয়ে প'ড়ে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। নিরুপায় দুর্ভাগ্যের এ কি মর্মন্তুদ গ্লানি !—বিগত কয়েক দিনের অপূর্ব সুখসম্ভোগের কথা মনে পড়ল,—মনে পড়ল নদীর ওপারের সুদীর্ঘ পথের কাব্য-যাপনার স্মৃতি ! যে

অদৃষ্ট-দস্যু নিমেষের মধ্যে সে-সকল এমন ক'রে অপহরণ করলে সমস্ত মন তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠ্‌ল!

রাত্রি দশটার সময়ে দূরে মনুষ্যকণ্ঠধ্বনি শোনা গেল। পাল্কী থেকে মুখ বাড়িয়ে প্রিয়নাথ পাঁচ সাতটা আলো দেখ্‌তে পেলে। অবুঝ মন মনে করলে সন্ধ্যাকে নিয়েই বা তারা ফিরে আসছে। এসে উপস্থিত হলেন জহরলাল— পুলিশ আর লোকজন নিয়ে; সঙ্গে রঘু বেহারা।

নিরতিশয় ব্যগ্রতার সহিত উদ্বিগ্ন মুখে জহরলাল জিজ্ঞাসা করলেন, "বৌমার কোনো সন্ধান পেয়েছ প্রিয়?—পাওয়া গেছে তাঁকে?"

মাথা নেড়ে প্রিয়লাল বল্‌লে, "না।"

"লোকজনেরা কোথায়?"

"খুঁজ্‌তে বেরিয়েছে।"

নূতন দল অবিলম্বে আর একদিকে বেরিয়ে পড়ল। সমস্ত রাত ধ'রে চল্‌ল সারা অরণ্য তোলপাড় ক'রে অধীর অন্বেষণের পালা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি প্রভাত হ'য়ে গেল কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন পুনরায় নূতন উদ্যমে তারা চতুর্দিকে সন্ধ্যার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। নদীর ধারে ধারে, বনের ঝোপে ঝাড়ে, দুতিন মাইল দূরান্তরের গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে চল্‌ল অন্বেষণ। কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হ'ল।

অবশেষে পুলিশের হাতে অন্বেষণের ভার সমর্পণ ক'রে বধূহীন ভাগ্যহীন অস্নাত অভুক্ত প্রিয়লালকে সঙ্গে নিয়ে জহরলাল হাওড়াগামী দ্বিপ্রহরের রেল-গাড়িতে এসে উঠ্‌লেন।

অচিন্তনীয় দুর্ঘটনা!—পীরনগরের চৌধুরী বংশের অম্লান গৌরব-পটে কলঙ্কের কুৎসিৎ রেখা!

গাড়ি চল্‌তেই জহরলাল শয্যা গ্রহণ করলেন।

পাঁচ

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের গালুডি ষ্টেশনের মাইল দশেক দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বৃহৎ শালবনের প্রান্তদেশে তিরোবিয়া নামে একটি অতিক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঘর অধিবাসীর মধ্যে ঘর পাঁচেক মুসলমান ও দুই ঘর হিন্দু গোয়ালা ভিন্ন বাকি সমস্তই কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতি। চক্রধরপুরের বনে লাক্ষা সংগ্রহ এবং সিংভূমের অভ্র ও লোহার খনিতে কুলিগিরি ছাড়া অর্থোপার্জনের জন্যে এরা মাঝে মাঝে যে দু-চার রকমের উপায়ন্তর অবলম্বন ক'রে থাকে তার একটির নমুনা পীরনগর থেকে ঝাড়গ্রামের পথে সন্ধ্যা-হরণের দিন দেখা গেছে। অবশ্য সে ব্যাপারে পীরনগর অঞ্চলের বীরগণই প্রধান উদ্যোক্তা; কিন্তু পুলিশের দুরতিক্রম অন্বেষণ থেকে মাল এবং মানুষকে নিরাপদে রাখবার জন্য সুদূর স্থানের সহধর্মীদের সহযোগিতার প্রয়োজনও তাদের কম নয়। সুতরাং সেদিনকার ডাকাতির দলপতি রঘু গয়লা পীরনগরের নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী হ'লেও প্রায় মাসাবধিকাল সন্ধ্যা পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী তিরোবিয়া গ্রামের একটি গৃহে অবরুদ্ধ আছে। রঘু বেয়ারারূপী এই রঘু গয়লাই ডাকাতির দিনে ঝাড়গ্রামে উপস্থিত হ'য়ে জহরলালকে ডাকাতির সন্ধান দিয়েছিল, এবং প্রভুভক্ত ভৃত্যের অবয়ব ধারণ ক'রে পুলিশকে সেদিন সমস্ত রাত এবং পরদিন বৈকাল পর্যন্ত অবিরত ভুল পথে প্রবর্তিত ক'রে পরিশ্রান্ত ক'রে মেরেছিল।

তিরোবিয়া গ্রামে যাদের গৃহে সন্ধ্যা বাস করছে তারা দু' ভাই, গফুর ও মহবুব। ডাকাতির দিনে এরা দুজনেই দলে ছিল, এবং তিন দিন শুধু রাত্রি-কালে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে বন বাদাড়, পর্বত প্রান্তর অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যাকে তিরোবিয়ায় নিয়ে আসে। পুলিশের সন্দেহে যাতে না পড়ে সেজন্য রঘু সঙ্গে

আসেনি, কিন্তু সন্ধ্যার দেহে যে সকল অলঙ্কার ছিল তার তালিকা এবং ওজন নির্ধারিত করাবার জন্য তার ভগ্নীপতি নিতাইকে দলের সঙ্গে পাঠিয়েছিল।

ঘটনার দিন সকালবেলা যখন রঘু নিতাইকে তার কর্তব্য-কার্যের বিষয়ে গোপনে উপদেশ দিচ্ছিল তখন কৌতূহলী হয়ে নিতাই জিজ্ঞাসা করেছিল, "ভাগ-বাঁটরার কিছু ঠিক হয়েছে রঘু?"

রঘু বলেছিল, "সে কথা আগে ঠিক না হ'লে, পরে কি আর হয় রে? পরে ঝগড়াই হয়। ঠিক হয়েচে।"

"কি ঠিক হয়েচে?"

"ঠিক হয়েচে আধা-আধি। আধা গহনা তারা পাবে, আধা পাব আমি।"

একটু নীরব থেকে কি একটা কথা মনে মনে ভেবে নিতাই বলেছিল, "আর যারা খাটবে তাদের মেহনত-আনা কি দেবে, তাও ঠিক হয়েচে নাকি?"

"তা-ও হয়েচে। গফুরদের এলাকার লোকেরা গফুরদের হিস্‌সা থেকে দু-আনা পাবে, আমিও আমার এলাকার লোকদের মধ্যে আমার হিস্‌সা থেকে দু-আনা বেঁটে দোবো।"

"আর, মেয়েটার ভাগাভাগি কি রকম হবে রঘু?"

"মেয়েটার আবার ভাগাভাগি কি হবে? সে আমার ভাগে থাকবে।"

"তোমার ভাগে থাকবে? কোথায় রাখবে তাকে? বাড়িতে রাখলে ত পুলিশের হাতে ধরা পড়বে।"

নিতাইয়ের কথা শুনে রঘু হেসে উত্তর দিয়েছিল, "সে কি বাড়ির বউ যে বাড়িতে রাখব? কিছুদিন বনে-বাদাড়ে আমার ভোগে থাকবে, তারপর ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে কলকাতায় বাগানবাড়িতে চড়া দামে বড়লোকের হাতে বেচে দেবো?"

"গফুরদের বাড়ি থেকে তাকে নিয়ে আসবে কবে?"

"মাস দুই ত' নয়। পুলিশের তল্লাস জুড়িয়ে গেলে তারপর তাকে বালুডির

পাহাড়ে নিয়ে যাব। সেখানে পুলিশ ত' পুলিশ, চন্দোর সুয্যি সেঁদোবার উপায় নেই।"

তিরোবিয়ায় পৌঁছে সন্ধ্যার অলঙ্কারের ফিরিস্ত এবং ওজন ক'রে নিয়ে পরদিন রাত্রেই নিতাই গ্রামে ফিরল। গালুডি হ'য়ে ট্রেনে ফিরে যাবারই তার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রেলে ষ্টেশনে ষ্টেশনে পুলিসের নজর থাকতে পারে সেই আশঙ্কায় গফুর তাকে ট্রেনে যেতে না দিয়ে বনপথেই ফেরৎ পাঠালে,—সঙ্গে দিলে মহবুবকে অজানা পথের প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবার জন্যে।

যত দিন নিতাই সঙ্গে ছিল, মাত্র শাসনে রাখবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, তার বেশি উৎপীড়ন সন্ধ্যার প্রতি কেউ করেনি। কিন্তু নিতাই চ'লে যাওয়ার পর মহবুবের দিক থেকে নির্যাতনের মাত্রা অল্পে অল্পে দিনে দিনে বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে যেদিন সে গভীর রাত্রে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার ঘরের দ্বার জবরদস্তি ক'রে খুলিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে অর্গল লাগিয়ে দিলে, সেদিন গফুরের অসহ্য হ'ল। দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত ক'রে সে মহবুবকে ডাকতে লাগল।

পাশের একটা ছোট জানলার পাল্লা ঈষৎ উন্মুক্ত ক'রে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে মহবুব বল্‌লে, "হল্লা করছিস্ কেন ?"

গফুর বল্‌লে, "আমার কথা শোন্,— দোর খুলে বেরিয়ে আয়।"

গফুরের কথা শুনে মহবুব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠ্‌ল,—সে হাসি আর কিছুতেই থামতে চায় না। গফুর তার বড ভাই, কিন্তু তখনকার মত সে সম্পর্ক সম্পূর্ণ-ভাবে অগ্রাহ্য ক'রে একটা বিকট সম্বোধন প্রয়োগ ক'রে সে একটা কুৎসিৎ রসিকতা করলে। তারপর জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে সহসা একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, সম্ভবত সন্ধ্যার মনে সন্ত্রাস জাগিয়ে তোলবার অভিপ্রায়ে।

মহবুবের উদ্দেশ্যে একটা গালি বর্ষণ ক'রে গফুর গৃহ-প্রাঙ্গণে তার পরিত্যক্ত খাটিয়ায় এসে শুয়ে পড়ল,—কিন্তু ঘুম আর কিছুতেই আসে না। বর্ষণহীন

মেঘময় শ্রাবণ দিনের ভাপ্‌সা গরম, তার উপর সন্ধ্যার ঘরে থেকে-থেকে চাপা কণ্ঠের আর্তনাদ। কিছুক্ষণ শয্যায় এ-পাশ ও-পাশ ক'রে মহবুবের উদ্দেশ্যে আবার একটা গালি পেড়ে গফুর খাটিয়াটা একটু দূরে নিয়ে গিয়ে শয়ন করল।

সকালে মহবুব যখন সন্ধ্যার ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখনো তার দুই চক্ষু রক্তাভ; খোঁয়াড়ির ঠিক অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা, অপচীয়মান নেশার মৃদু আবেশে মন তখনো ঈষৎ প্রদীপ্ত।

মহবুবের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে গফুর তাকিয়ে বল্‌লে, "কাজটা ভাল করলি নে মহবুব।"

পিছন ফিরে থম্‌কে দাঁড়িয়ে মহবুব বল্‌লে, "কি মন্দ করলাম শুনি?"

"সেটা তুই বুঝতে পারছিস্ নে?"

সজোরে মাথা নেড়ে মহবুব বল্‌লে, 'না।"

গফুর বল্‌লে, "দেখ্ মহবুব, ইমান্ শুধু ভালো লোকের জন্যেই নয়, চোর ডাকাতকেও ইমান্ বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়, নইলে তাদের নিজেদেরই সর্বনাশ। চোর ডাকাতেরা যদি নিজেদের মধ্যে ইমান্ রেখে না চল্‌ত তা হ'লে তাদের আর ক'রে খেতে হ'ত না, সকলকেই জেলখানায় ঘানি টান্‌তে হোত।"

অধীরভাবে তর্জন ক'রে উঠে মহবুব বল্‌লে, "বেশ, তাই যেন হোল, কিন্তু বেইমানিটা কি করলাম তাই খুলে বল্ না?"

"বেইমানি নয়? এ কাজে আমরা হাত দিয়েছিলাম এই সর্তে যে, মেয়েটা পড়বে শুধু রঘু গয়লার ভাগে। আর তুই কি ক'রে তার ওপর এ রকম জুলুম করছিস্?"

"জুলুম করছি, না, তার ভাল করছি? আমি ত' তাকে সাদী ক'রে জোরু বানাবো, কিন্তু রঘু কি করবে জানিস? তাকে কলকাতার বাজারে বিক্রী ক'রে পয়সা করবে। জুলুম ত' সে-ই করবে।"

"এ তুই কি ক'রে জান্‌লি?"

অভিজ্ঞান

মহবুব বল্‌লে, "যাবার পথে নিতাই আমাকে ব'লে গিয়েছে। তা ছাড়া, দোস্‌রা আর কি হ'তে পারে বল্ ত গফুর? মেয়েটার জাত আছে, না ইজ্জৎ আছে, না আর কিছু আছে যে, হিঁদুর ঘরে তার ঠাঁই হবে? এ কি মুসলিম ঘরের কথা যে, জাত মার্‌তেও যেমন জানে, দিতেও তেম্‌নি পারে?"

মহবুবের এ যুক্তি গফুরকে একটু দমিয়ে দিলে। এ কথা সত্যই অস্বীকার করা চলে না যে, যে-ব্যাপার ঘটে গেল তারপর শ্বশুর গৃহে অথবা পিতৃগৃহে সন্ধ্যার স্থান হওয়া কঠিন হবে। মনে মনে একটু-কি সে চিন্তা করলে, তারপর বল্‌লে, "আচ্ছা, রঘু এখানে এলে তখন যা-হয় করা যাবে, কিন্তু সে যতদিন না আস্‌ছে সবুর ক'রে থাক্।"

মাথা নাড়া দিয়ে মহবুব বল্‌লে, "কেন সবুর করতে যাব? রঘুর সঙ্গে এ কথার কি আছে যে, সে আসা পর্যন্ত সবুর ক'রে থাক্‌তে হবে! এ আমি ব'লে রাখ্‌চি গফুর, এ মেয়ে আমার চাই-ই,—সে জন্যে যদি আমার জান্ দিতে হয় সোভি আচ্ছা!" ব'লে সদর্পে বড় বড় পা ফেলে প্রস্থান করলে।

সমস্ত দিনের কাজ সেরে মহবুব যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত্রি প্রায় আটটা। আট নয় মাইল দূরে জোরোবার বনে সে গিয়েছিল লাক্ষা সংগ্রহের কাজে।

গফুর আজ কাজে যায়নি, সমস্ত দিনই বাড়ি আছে। এখন সে তার খাটিয়ায় শুয়ে আকাশ পাতাল অনেক কথাই মনে মনে চিন্তা করছিল। মনটা তার কিছু দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না, বিশেষতঃ গত রাত্রি থেকে একেবারেই না। বয়স তার চল্লিশ উত্তীর্ণ, মাথার বাঁ দিকে জুল্‌ফির উপরে একগোছা চুল সাদা হয়ে এসেছে, কিন্তু দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহে শক্তি এবং সামর্থ্যের কোন হ্রাস হয়েছে ব'লে মনে হয় না, যৌবন তার সমস্ত সম্পদ প্রৌঢ়ত্বকে সমর্পণ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু মনের মধ্যে এমন একটা নূতন অজানা হাওয়া প্রবেশ করেছে যে, মন এখন স্থির হ'য়ে দাঁড়ায়, চিন্তা করে, এমন কি সময়ে

সময়ে যেন বিগত জীবনের গতিধারাকে প্রতিবাদ করবারও উপক্রম করে। বিবাহ সে পর পর দুবার করেছিল, কিন্তু দুটি স্ত্রীই তাকে দাম্পত্য-জীবনের সুখ বেশি দিন ভোগ করতে দেয়নি; এমন কি ইহলোক পরিত্যাগ ক'রে পরলোকে প্রস্থানের পূর্ব্বে উক্ত দাম্পত্য-জীবনের কর্তব্যমোচন স্বরূপ একটি সন্তানও স্বামীকে উপহার দিয়ে যায় নি। মানুষের ভাগ্যলিপিতে পুত্র-কলত্রের যেখানে স্থান, সেখানে গফুরের অশুভ গ্রহের দৃষ্টি। জীবনের প্রেরণাই বল আর তাড়নাই বল, কোনো খোঁটাতেই কোথাও সে বাঁধা ছিল না, কিন্তু তবু্ও একান্ত নিষ্ঠার সহিত সমস্ত সদসদ্ কার্য বরাবর ক'রে এসেছে। এখন সময়ে সময়ে মনে হয়, আর কেন!

মহবুব গফুরের চেয়ে বছর দশেকের ছোট। তার স্ত্রী কিছুদিন থেকে পুত্রকন্যাসহ পিত্রালয়ে বাস করছে। মহবুবের দেহ এবং মন দুই-ই কঠিন। কার্য বিষয়ে সে ঘোরতর সাম্যবাদী, অর্থাৎ কার্যের মধ্যে শ্রেয় হেয় এমন কোনো শ্রেণী-বিভাগ আছে ব'লে সে একেবারেই মনে করে না। তার মতে এমন কোনো কাজ নেই যার সংস্পর্শে মানুষ দেহে-মনে অশুচি হ'তে পারে। তবে একমাত্র সেই সকল কাজ আভিজাত্যের দাবী করতে পারে যেগুলি সমাধা করবার জন্য অত্যধিক শক্তি এবং সাহসের প্রয়োজন হয়। কাজের মধ্যে জাত ব'লে যদি কিছু মান্‌তে হয় তা হ'লে মানুষের জীবন নেওয়া সকলের চেয়ে বড় জাতের কাজ, কারণ সে বিষয়ে কোন রকম ত্রুটি ঘট্‌লে নিজের জীবনও দিতে হতে পারে।

মহবুব গিয়েছিল পুকুরে মুখ-হাত-পা ধুতে। সেই অবসরে গফুর তার শয্যা পরিত্যাগ ক'রে সন্ধ্যার ঘরের সামনে এসে দরজাটা একটু খুলে ধীরে ধীরে ডাক্‌লে, "হামিদা।"

সন্ধ্যা তার নিজের নাম গফুরদের কাছে প্রকাশ কর্‌তে স্বীকৃত না হওয়ায় বেশি পীড়াপীড়ি না ক'রে গফুর বলেছিল. "আমি তোমার নাম দিলাম

হামিদা। যতদিন আমাদের বাড়ি থাক্‌বে আমরা তোমাকে হামিদা ব'লে ডাক্‌ব—সাড়া দিয়ো।" সন্ধ্যা কিন্তু কোনোবারেই সে নামে সাড়া দেয় নি—এবারও দিল না।

গফুর বললে "হামিদা, মহবুব বাড়ি এসেছে। জান তো ওর অসাধ্য কোন কাজই নেই। উঠে এসে কিছু খাও।"

ঘরের মেঝেতে সন্ধ্যা উপুড় হ'য়ে প'ড়ে ছিল, মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না।"

"কিন্তু মহবুব ত' সহজে ছাড়বে না, সে একটা অনর্থ বাধিয়ে বস্‌বে।"

এ কথার সন্ধ্যা কোন উত্তর দিল না,—যেমন প'ড়ে ছিল তেমনই প'ড়ে রইল। গফুর অনেকক্ষণ পীড়াপীড়ি করলে, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। অবশেষে পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে মহবুব সেখানেই এসে পড়ল। গফুরকে সন্ধ্যার ঘরের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েচে?"

গফুর বল্‌লে, "হামিদা সমস্তদিন কিছু খায় নি,—এমন কি জলস্পর্শ পর্যন্ত করে নি। তাকে খাবার জন্যে বলছিলাম।"

"জোর ক'রে খাওয়াস নি কেন?"

একটু হেসে গফুর বল্‌লে, "জোর ক'রে একটা এক বছরের বাচ্ছাকে খাওয়ান যায় না, আর সতেরো আঠোরো বছরের একটা সমত্ত মেয়েকে জোর ক'রে খাওয়াবি?"

"কেমন খাওয়ান যায় না আমি একবার দেখছি!" ব'লে বিকট স্বরে হুঙ্কার দিয়ে মহবুব ছুটে তার নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে, তারপর প্রকাণ্ড একটা চক্‌চকে ছোরা নিয়ে সন্ধ্যার ঘরে দ্রুতবেগে প্রবেশ ক'রে পদাঘাতে তাকে চিৎ ক'রে দিয়ে ছোরাটা একেবারে বুকের উপরে ধ'রে বল্‌লে, "শীগ্‌গির উঠে আয়, নইলে সমস্ত ছোরাটা তোর বুকের মধ্যে সেঁদিয়ে দোব!"

সন্ধ্যার সমস্ত শরীরের মধ্যে কোথাও একটু মৃদু স্পন্দন পর্যন্ত দেখা গেল না,—মহবুবের মুখে দৃষ্টিপাত ক'রে স্থির অবিচলিত কণ্ঠে বল্‌লে, "দাও।"

অভিজ্ঞান

গফুর দৌড়ে এসে মহবুবের হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকে টেনে বাহিরে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বল্‌লে, "তুই কি পাগল হলি মহবুব! যে মরবার জন্যে একেবারে পুরোপুরি তৈরী হয়েচে তাকে তুই ছোরা দিয়ে ভয় দেখাতে যাস? ও যে মরবার জন্যে মরিয়া হ'য়েচে রে!"

"তা' ব'লে না খেয়ে মরবে?"

"তাই ব'লে ছোরা মেরে মারবি?"

মারবে যে কত তা বুঝ্‌তে আর বাকি নেই! ধপ্‌ ক'রে মহবুব ভূমির উপর ব'সে পড়ল। তার শরীরের সমস্ত স্নায়ু এবং পেশীগুলো অকস্মাৎ যেন ঢিলা হয়ে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে থাকবার মতও ক্ষমতা তার ছিল না। মানুষ যখন সহসা তার শক্তির সীমান্তে উপস্থিত হ'য়ে দেখে যে, সেইখানেই তার শেষ, আর এক ইঞ্চিও বাড়াবার উপায় নেই, তখন তার এমনি অবস্থাই হয়। ভয় দেখিয়ে যখন ভয় পাওয়ানো যায় না তখন সে নিজেই ভয় পেয়ে যায়। সেই জন্য বুদ্ধিমানেরা শেষ অস্ত্র সহজে ছাড়তে চায় না।

সন্ধ্যার উপর মহবুবের ক্রোধ আবার জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু সে ক্রোধের প্রকাশ যে কি ভাবে করবে তা ভেবে পেলে না। বুকের উপর ছোরা বসানো ব্যর্থ হ'লে মাথার উপর লাঠি ঘুরিয়েও লাভ নেই। সে গফুরের দিকে বিহ্বল-ভাবে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "তা হ'লে যা হয় একটা উপায় কর্‌।"

"করছি, তুই একটু আড়ালে যা।" ব'লে গফুর সন্ধ্যার ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

কিন্তু উপায় ত' সেদিন হ'লই না—অধিকন্তু তারপর দু'দিনেও হ'ল না। অথচ অবস্থা এরকম হ'য়ে এল যে, মৃত্যু যেন আসন্ন। হাত পা শীতল, চক্ষু মুদিত, নিঃশ্বাস এত ক্ষীণ যে ভাল ক'রে নিরীক্ষণ না করলে বোঝাই যায় না যে পড়ছে, না বন্ধ হয়েচে। আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, উপরোধ, ভয়প্রদর্শন, বলপ্রকাশ সবই ব্যর্থ হয়েচে। কোনো ঔষধেই কিছুমাত্র ফল পাওয়া যায় নি।

এখন একমাত্র উপায় হচ্চে পুলিশে খবর দেওয়া,—কিন্তু সে ত একরকম গর্দান দেওয়ারই সামিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর দুই ভাইয়ে ব'সে চিন্তায় আকুল হ'য়ে উঠেছে, এমন সময়ে হাস্তে হাস্তে প্রবেশ করলে বাইশ তেইশ বছরের একটি যুবতী এবং তার পিছনে পিছনে একটি যুবক।

যুবতীকে দেখে গফুরের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্ল ;—বল্লে, "আমিনা, এলি না কি রে?—আয় বোন, আয়!"

মহবুবের মুখ কিন্তু কঠিন হয়ে উঠ্ল ; বল্ল, "খবর-টবর না দিয়ে হঠাৎ এ-রকম এসে পড়লি যে?" কথায় অপ্রসন্নতার সুর।

হাস্তে হাস্তে আমিনা বল্লে, "বা রে, বাপের বাড়ি আসব, ভাইয়ের বাড়ি আসব, তা আবার খত লিখে খবর পাঠিয়ে আসতে হবে না-কি?"

গফুর বল্লে, "না, না, বেশ করেছিস এসেছিস্। আমরা ভারি একটা ফ্যাসাদে পড়েছি—দেখি তুই যদি কোনো উপায় করতে পারিস।"

চিন্তিত-মুখে আমিনা বল্লে, "কি ফ্যাসাদ দাদা? মা ভাল আছে ত?"

গফুর বল্লে, "মা'র আর ভাল থাকা-থাকি কি? বাতে পঙ্গু হ'য়ে পাথরের মত প'ড়ে আছে।"

"ছোট বউ? তার ছেলে পিলে?"

"তারা সব মহবুবের শ্বশুর-বাড়ি।"

"তবে ফ্যাসাদ কিসের?"

গফুর বল্লে, "বল্ছি। ইয়াসিন ভাই, পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এস, তোমাকেও সব কথা বলব।"

গফুর এবং মহবুবের আমিনা সহোদরা ভগ্নী, এবং ইয়াসিন তার স্বামী। মাইল দশেক দূরে একটা গ্রামে ইয়াসিনরা সম্পন্ন গৃহস্থ।

অভিজ্ঞান

ইয়াসিন প্রস্থান করলে গফুরের সম্মুখে ব'সে প'ড়ে আমিনা বল্‌লে, "কি বল শুনি।"

সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা ব'লে গফুর বল্‌লে, "তুই একটু বিশেষ রকম চেষ্টা ক'রে দেখ যদি তাকে কিছু খাওয়াতে পারিস। একটু গরম দুধ খেলে এখনো বোধ হয় বাঁচে।"

সব শুনে আমিনা স্তব্ধ হ'য়ে একটু ব'সে রইল ; তারপর বল্‌লে, "আমি এখনি চল্‌লাম,—কিন্তু এ সব ব্যাপার তোমরা ছেড়ে দাও দাদা !"

মহবুব বল্‌লে, "তা হ'লে মরদের পোষাকও ছাড়তে হয়—ঘাগরা আর ওড়না পরতে হয়।"

আমিনা বল্‌লে, "ঘাগরা ওড়না না পরলে যদি এ সব ছাড়তে না পারো তা হ'লে ঘাগরা ওড়নাই পোরো।" ব'লে হাস্‌তে হাসতে প্রস্থান করলে।

ছয়

পরদিনের কথা।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। সকাল থেকে মাঝে মাঝে লঘু মেঘের হাল্‌কা বর্ষণ হ'য়ে গেছে,—অপরাহ্নের দিকে আকাশ নির্ম্মল, বায়ুতে মৃদু শৈত্যের স্পর্শ। আমিনা গফুরের অনুমতি নিয়ে সন্ধ্যাকে তার কারাকক্ষ থেকে বার ক'রে বাড়ির পিছন দিকে একটা ঝোপের আড়ালে এসে বসেছে। তিরোবিয়ায় এসে পর্যন্ত সন্ধ্যার এই প্রথম বায়ু সেবন করবার জন্য বাইরে এসে বসা। গফুর বারম্বার আমিনাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছে যে, সন্ধ্যা যেন কোনো গ্রামবাসীর দৃষ্টিতে না পড়ে,—আর একান্তই যদি কেউ তাকে দেখে ফেলে ত' তার দূরসম্পর্কীয়া ননদ ব'লে যেন পরিচয় দেয়—দু'দিনের জন্য তিরোবিয়ায় বেড়াতে এসেছে।

সন্ধ্যাকে লক্ষ্য ক'রে গফুর বলেছিল, "আমি তোমাকে ভাল মেয়ে ব'লেই জানি হামিদা, কিন্তু তবু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি যে, হঠাৎ যদি কোনো লোকজনের সামনে পড ত' চেঁচামেচি ক'রে ছেলেমানুষী কোরো না। তাতে কোনো ফল হবে না, লাভের মধ্যে আমি তোমাকে মঃবুবের হাতে একেবারে ছেড়ে দোবো—তারপর সে তোমাকে বনের মধ্যেই নিয়ে যাক্ বা আর কোথাও লুকিয়ে রাখুক। চেঁচামেচি ক'রলে ফল হবে না কেন বলছি জানো? আমাদের এ গাঁয়ে যে কয়েকজন লোক বাস করে সব এক বাড়ির মতো,—সকলেরই এক পেশা, এক পরামর্শ। কেউ কারোর শত্রুতা করবে সে উপায় নেই।"

অন্যদিকে দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে সন্ধ্যা মৃদুস্বরে উত্তর দিয়েছিল, "আমি ত' বাইরে যেতে চাচ্ছিনে।"

"চাচ্ছনা, কিন্তু যাচ্চ ত? সেই জন্যে হুঁসিয়ার ক'রে দিলাম।"

উত্তরে আমিনা ব'লেছিল, "তুমি মিছে ভয় করছ ভাইজান, হামিদা ভারি ভাল মেয়ে।"

গফুর হেসে উত্তর দিয়েছিল, "আমিই কি হামিদাকে মন্দ বলছি। বাঘের মুখ থেকে হঠাৎ ছাড়ান পেলে হরিণ ধড়বড়িয়ে পালিয়েই থাকে,—তাই ব'লে কি তাকে মন্দ বলবি আমিনা। আচ্ছা তোরা যা, একটু ফাঁকায় গিয়ে বোস,—আমি এখানে আছি, কোনো ভয় নেই।"

দূরে তালবনের পাশে ঘন নীল বর্ণের গিরিশ্রেণী দেখা যাচ্ছিল,—সেই দিকে চেয়ে চেয়ে সহসা সন্ধ্যার দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে এল। তারপর ধীরে ধীরে টপ্ টপ্ ক'রে দু-চার ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে মাটিতে পড়ল।

ব্যস্ত হ'য়ে আমিনা বল্‌লে, "তুমি কাঁদচো হামিদা? কাঁদচো কেন তুমি?"

তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কেন তুমি আমাকে অমন ক'রে কাল বাঁচালে আমিনা? কাল যদি আমাকে না বাঁচাতে তা' হ'লে আজ হয়ত এতক্ষণে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম।"

চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে আমিনা বল্‌লে, "নিশ্চিন্তই যে হ'তে তা কি ক'রে বলছো হামিদা? তোমাদের হিন্দুদের শাস্তরে বলে আত্মহত্যা মহাপাপ। পাপীরা মারা গেলে কোথায় যায় তা জান ত?"

"জানি, নরকে। কিন্তু সে কি এর চেয়েও খারাপ জায়গা?"

"কিন্তু এখানেই যে চিরকাল তুমি থাক্‌বে তা কেমন ক'রে জান্‌লে?"

আমিনার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা সজোরে তার দু-হাত চেপে ধরলে;—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্‌লে,—"এখান থেকে আমি উদ্ধার হব আমিনা? বল, বল, সত্যি ক'রে বল,—হবো?"

"খোদাতালার মর্জি হ'লে হ'তে পারো।"

এবার দুই হাত দিয়ে সন্ধ্যা আমিনার দেহ জড়িয়ে ধরলে;—বল্‌লে, "কে আমাকে উদ্ধার করবে ভাই? তুমি?"

অভিজ্ঞান

সন্ধ্যার আকুলতা দেখে আমিনার চক্ষু সজল হ'য়ে উঠল, মুখে কিন্তু মৃদু হাসিও দেখা দিলে ;—বল্‌লে, "আমি সামান্য মেয়েমানুষ, আমি তোমাকে কি ক'রে উদ্ধার করবো হামিদা ?"

প্রবল ভাবে মাথা নাড়া দিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না আমিনা, তুমি সামান্য মেয়েমানুষ নও—একমাত্র তুমিই আমাকে উদ্ধার করতে পার! তোমার দাদারা ত' দস্যু'—জানোয়ারের মতো ;—তাদের কাছ থেকে কখনো দয়া প্রত্যাশা করতে পারি নে।"

কপট কোপ প্রকাশ ক'রে আমিনা বল্‌লে, "বেশ মেয়ে ত' তুমি ? আমার দাদাদের দস্যু জানোয়ার ব'লে গালি দেবে আর আমি তোমাকে উদ্ধার করব ?" তারপর সহসা কণ্ঠস্বর কোমল ক'রে নিয়ে বল্‌লে, "মহবুবের কথা তুমি যাই বল্‌তে চাও বল, কিন্তু গফুর ত' একেবারে নির্দয় নয় হামিদা ?"

তা যে নয়, সে কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। নিমেষের মধ্যে গত মাস-খানেকের ঘটনাবলী মনে মনে ভেবে নিয়ে সন্ধ্যা দেখ্‌লে গফুর তার প্রতি মাঝে মাঝে সদয় ব্যবহার করেছে। মহবুবের উৎপীড়ন থেকে তাকে রক্ষা করবার অভিপ্রায়ে মহবুবের সঙ্গে সে বচসা করেছে, অনশন-জনিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য বলপ্রয়োগ না ক'রে সুমিষ্ট বচনেই তাকে আহার করাতে চেষ্টা করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত আমিনার নির্বন্ধে সে যে আহার করতে বাধ্য হয়ে ছিল তার মূলে গফুরের আগ্রহই বর্তমান ছিল সে কথা জান্‌তেও তার বাকি নেই। মাঝে মাঝে গফুর প্রয়োজনের অনুরোধে বজ্রনাদ করেছে বটে, কিন্তু তাই ব'লে বজ্রপাত করেনি।

অনুতপ্ত কণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আমাকে মাপ করো আমিনা, গফুরের বিষয়ে আমার ওকথা বলা অন্যায় হয়েচে।" তারপর হঠাৎ মনের মধ্যে একটা কথা উদয় হ'তে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা আমিনা, কখনো যদি তেমন দরকার হয় ত গফুরকে আমার কি ব'লে ডাকা উচিত ?"

একটু ভেবে আমিনা বল্‌লে, "গফুর ব'লেই ডাকতে পারো ; আর, বয়সের জন্যে কিম্বা অন্য কোনো কারণে বুড়োমানুষকে একটু যদি খাতির করতে ইচ্ছে হয় তা হ'লে গফুর মিঞা ব'লে ডেকো।"

"গফুর মিঞা ? মিঞা মানে কি ?"

"তোমাদের যেমন বাবু, আমাদের তেমনি মিঞা।"

মিঞা কথাটা সন্ধ্যার একেবারে অপরিচিত না হ'লেও তার যথার্থ প্রয়োগ সে জান্‌ত না। আমিনার মুখ থেকে শোনবার পর বার পাঁচ-সাত মনে মনে আবৃত্তি ক'রে রাখ্‌ল।

আমিনা বল্‌লে ,"হামিদা, আমার একটি অনুরোধ রাখ্‌বে ভাই ?"

"কি বল ?"

"তোমার নাম আমাকে বল্‌বে ?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল ; বল্‌লে, "কি হবে ভাই, আমার নাম জেনে ? সে মানুষও আমি এখন নই, সে নামেও আর দরকার নেই। এখন আমার হামিদা নামই ভাল।"

"কিন্তু হামিদা ত আর তোমার আসল নাম নয়—জোর ক'রে দেওয়া নাম। তোমার আসল নাম তুমি আর-কাউকে না বল্‌তে চাও—শুধু আমাকে বল। আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি, কাউকে আমি তোমার সে নাম বলব না। কাল থেকে যতবারই তোমাকে হামিদা ব'লে ডাকছি মনে ঠিক তৃপ্তি পাচ্ছি নে।"

"তৃপ্তি পাচ্ছ না ? কেন, আমি ত হামিদা ব'লে ডাক্‌লেই সাড়া দিচ্ছি ?"

স্মিতমুখে আমিনা বল্‌লে,"তা দেবে না কেন। এই ধর, অমার নাম ত' আমিনা, কিন্তু আমার আসল নাম জান্‌তে না পেরে তুমি যদি আমাকে যশোদা ব'লে ডাকতে তা হ'লে আমিও হয়ত সাড়া দিতুম, কিন্তু তাই ব'লে আমাকে যা-তা একটা নামে ডেকে পুরোপুরি তৃপ্তি পেতে কি ? তা'ছাড়া হামিদা, তোমার আসল নাম বল্‌তে ভয়ের ত' কোনো কারণ নেই। আমরা ত' আর

তোমার নাম টের পেলে পুলিশে গিয়ে লিখিয়ে দিয়ে আসছিনে। বরং সে ভয় আমাদেরই আছে যে তুমি কোনোদিন ছাড়া পেলে আমাদের নাম পুলিশে লিখিয়ে দিতেও পারো। অথচ আমরা ত' তোমার কাছে আমাদের আসল নাম লুকোচ্ছি নে।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ পুনরায় আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। ম্লান হাসি হেসে সে বল্‌লে, "ভয়-টয় কিছু নয় আমিনা, তোমাকে এখনি বল্‌লাম ত' ভাই, মনে হয়, যখন আগেকার জীবনে আর আমার অধিকার নেই, তখন আগেকার নামেও নেই। তোমাদের এই জেলখানায় আমাকে সে-নামে তুমি নাই ডাক্‌লে ভাই!" কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যার দুই চক্ষু থেকে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে পুনরায় কয়েক ফোঁটা জল ঝ'রে পড়ল।

সন্ধ্যার পিঠের উপর সযত্নে একটি হাত রেখে আমিনা বল্‌লে, "কষ্ট যদি হয়, থাক্ ব'লে কাজ নেই।"

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, তুমি যখন জানতে চাইছ তখন বল্‌ছি। আমার নাম সন্ধ্যা।"

আমিনার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল; সহাস্য মুখে বল্‌লে, "সন্ধ্যা? চমৎকার নাম ত'! ও মা, যেমন স্বভাব, তেম্‌নি নাম!"

আমিনাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা নয় ভাই, যেমন অদৃষ্ট তেম্‌নি নাম।"

এ কথাও সত্য। আমিনার দুই চক্ষু সজল হ'য়ে এল। সেও দুই হাতে সন্ধ্যাকে জড়িয়ে ধ'রে নীরবে ব'সে রইল। দূরে গিরিমালা এবং তালবন ঘনায়মান সন্ধ্যার অস্পষ্টতায় ধূসর হ'য়ে আসছিল; একদল গো-মহিষ অন্য গ্রাম থেকে এ অঞ্চলে চর্‌তে এসেছিল, গলায় বাঁধা ঘণ্টায় সন্ধ্যার আগমনী বাজিয়ে তারা ফিরে চলেছিল গৃহাভিমুখে, তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলেছিল দুটি ভীল বালক মিহি সুরের বাঁশি বাজিয়ে। বহুক্ষণ কেটে গেল,—বেদনা-সমবেদনার

যুক্ত ক্রিয়ায় সম্মিলিত দুইটি নারী ভাষা হারিয়ে পরস্পর বাহুবদ্ধ হ'য়ে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

মৌন ভঙ্গ করলে সন্ধ্যা। আমিনার বাহুবন্ধন থেকে সহসা নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে তার মুখের উপর অবিচল দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "আমিনা, একটা কথার সত্যি উত্তর দেবে?"

"দোবো,—কি কথা বল?"

"তুমি আমাকে ভালবেসেছ,—না?"

সন্ধ্যার কথা শুনে আমিনা যেন ধপ্‌ ক'রে আকাশ থেকে পড়ল,—সবিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বল্‌লে, "শোন কথা! দেখা ত মোটে কাল থেকে, এর মধ্যে আবার ভালবাস্‌লাম কখন্‌?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল,—অধীর কণ্ঠে বল্‌লে, "বাস নি? সত্যি বলছ, বাস নি?"

"রোসো, একটু ভেবে দেখি।" ব'লে ক্ষণকাল মনে মনে কি যেন তলিয়ে দেখে আমিনা বল্‌লে, "তোমার দুরবস্থা দেখে মনের মধ্যে একটু দয়া হয়েচে বটে,—কিন্তু ভালবাসা?—কই, না।"

সন্ধ্যার চোখ-মুখ কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল। সবলে মাথা নেড়ে সে বল্‌লে, "দয়া নয়, দয়া নয়! সে যদি হ'য়ে থাকে ত' তোমাদের ঐ গফুর মিঞার হয়েচে!" তারপর সহসা আমিনার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার বক্ষের মধ্যে মুখ ঘস্‌তে ঘস্‌তে বল্‌লে, "আমাকে শুধু দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারবে না আমিনা, কখনই পারবে না; ভালবেসে হয় ত পারবে!"

দু'হাতে সন্ধ্যার মুখ তুলে ধ'রে আমিনা বল্‌লে, "আচ্ছা, তা হ'লে না হয় ভালবাসাই যাবে। এখন চল, তোমাকে ঘরে পুরে তালা দিই,—মহবুব কখন্‌ এসে পড়ে কিছু বলা যায় না ত!" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে, "বেসেছি সন্ধ্যা! খোদা-কশম তোমাকে ভালবেসেছি!"

সাত

রাত্রে যখন মহবুব ফিরল তখন নটা বেজে গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখলে আমিনা তার জন্য আহার্য সাজিয়ে ব'সে রয়েছে। টপ্ ক'রে খাবারের সাম্‌নে ব'সে প'ড়ে বল্‌লে, "এ-সব খাবার তুই রেঁধেছিস্ না-কি রে আমিনা ?"

আমিনা বল্‌লে, "আমি দু'দিনের জন্য এসে তোমাদের ব্যবস্থায় গোল বাধাব কেন ? রহিমের মা খাবার দিয়ে গেছে—আমি শুধু বেড়ে দিয়েছি।"

আর বাক্যব্যয় না ক'রে মহবুব আহারে নিবিষ্ট হ'ল। প্রথমে সে ক্ষুধার্ত পশুর মতো এক রাশ খাদ্য উদরসাৎ করলে, তারপর জঠরাগ্নি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হ'লে আমিনার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন হালচাল আমিনা ?"

"কিসের হালচাল ?"

মহবুবের কণ্ঠস্বর রুক্ষ হ'য়ে উঠল—"কিসের আবার ? হামিদার।"

সহজ ভাবে আমিনা বল্‌লে, "হামিদার আবার হালচাল কি ?—যেমন আমরা রেখেচি তেমনই আছে। খাওয়া-দাওয়া করছে— ।"

"সে কথা জিজ্ঞেস করছিনে,—পোষ-টোষ মান্‌লো কি-না তাই জিজ্ঞেস করছি।"

আমিনার মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিলে,—বল্‌লে, "তোমার বয়স হ'ল কিন্তু বুদ্ধি হলো না মহবুব ভাই, কি যে বলো তার ঠিক নেই।"

মহবুব গর্জন ক'রে উঠ্‌ল—"চুপ কর্, চুপ কর্। ভারি কাজিল হয়েছিস্ ! ছেলেবেলায় শ্বশুরের কাছে ছাই পাঁশ কি দুখানা বই পড়েছিলি, তাই তোর বুদ্ধির শেষ নেই—আর আমরা সব মুখ্‌খু !"

পূর্বের মতই হাস্‌তে হাস্‌তে আমিনা বল্‌লে, "মুখ্‌খু ত নও, কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো কথা বলনা কেন ? আচ্ছা, একটা জঙ্গলের জানোয়ারকে

পোষ মানাতে কত দিন লেগে যায়, আর একটা মেয়েমানুষ একদিনে পোষ মানবে ?"

মহবুব তর্জন ক'রে উঠ্‌ল, "তা ব'লে পাঁচ দিনের বেশি আমি সবুর মানবো না তা ব'লে রাখ্‌ছি। তার মধ্যে তোর চিড়িয়া পোষ মান্‌লে ত ভাল, নইলে আমি তার সুরুয়া ক'রে তবে ছাড়বো !"

আমিনা হাসিমুখে বল্‌লে, "একবার ত' সুরুয়া করতে গিয়েছিলে,—পেরেছিলে কি ? ওই ত' তোমাকে কাবাব ক'রে ছেড়েছিল। আমি যদি হঠাৎ না আস্‌তাম, এতদিন পুলিশের হাতে পড়তে।" তারপর সহসা মুখ গম্ভীর ক'রে গাঢ় স্বরে বল্‌লে, "না, না, ভাইজান, ছেলেমানুষি কোর না। তুমি হামিদাকে চেনো না—ও একেবারে কেউটে সাপের জাত—সব ভাল মেয়েই তাই—ওকে ভয় দেখিয়ে বশে আন্‌তে পারবে না। তুমি যদি ওকে সাদি করতে চাও,—বেশ ত ওকে খুসি করো, রাজি করো, আমার ওজোর নেই। কিন্তু জুলুম ক'রে তুমি ওকে পাবে না।"

মনে মনে আমিনার মুণ্ডপাত ক'রে মহবুব বাকি আহারটা শেষ করলে। তারপর অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "গফুরকে দেখ্‌চিনে যে ? গফুর কোথায় গেল ?"

"তার তবিয়ৎ ভাল নেই, ঘরের ভিতর শুয়েচে।"

"হামিদার ঘরের চাবি কার কাছে ?"

"আমার কাছে।"

বাঁ হাত বাড়িয়ে দিয়ে মহবুব বল্‌লে, "কই, দে আমাকে ?"

ঈষৎ দৃঢ় স্বরে আমিনা বল্‌লে, "চাবি নিয়ে এখন তুমি কি করবে ?"

মহবুব উষ্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল ; বল্‌লে, "সে কৈফিয়ৎও তোকে দিতে হবে না-কি ?"

"কৈফিয়ৎ আবার কি ? এম্‌নি জিজ্ঞেস করছি।"

অভিজ্ঞান

"হামিদাকে রাজি করব।"

সজোরে মাথা নেড়ে আমিনা বল্‌লে, "কখনো না। তুমি হামিদাকে রাজি করবে, আর আমি সমস্ত রাত সেখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দোবো, তা কিছুতে পারব না। দেখ, ভাইজান, সমস্ত দিন খেটেখুটে এলে এখন সারা রাত আঙ্গনে শুয়ে ঘুমোও গে। শরীরটাকে বজায় রাখ্‌তে হবে ত? কাল সমস্ত রাত হামিদাকে নিয়ে কেটেছে, আমার নিজের শরীর ভাল নেই—আমি আজ সমস্ত রাত ঘুমোতে চাই!"

"তুই ঘুমোগে, মরগে, যা ইচ্ছে হয় করগে। কিন্তু পাহারা দিবি কেন শুনি?"

সহাস্যমুখে আমিনা বল্‌লে, "শোন কথা! বাঘ যাবে হরিণকে রাজি করতে আর আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোবো?—পাহারা দোবো না?"

মহবুব তার ডান পা'টা সজোরে মাটিতে ঠুকে একটা চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "খালি পেটে বাড়ি ফিরেচি ব'লে তোর ভারি সাহস হয়েচে দেখ্‌চি! চললুম খেয়ে আস্‌তে। আগে তোকে খুন ক'রে তারপর তালা ভেঙ্গে হামিদাকে খুন করব।"

আমিনা আবার হাস্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌লে, "বেশ ত', আমিও চললাম হামিদার ঘরের দরজার সামনে শুতে। তুমি এসে দেখ্‌বে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমি ঘুমিয়ে আছি। দেখি, কত বড় মুরোদ তোমার, কেমন তুমি আমাদের খুন কর। কেন, মহবুব ভাই, খালি পেটে বোনের উপর তোমার ছোরা চলে না না-কি?" ব'লে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

আমিনার মুখের সম্মুখে ডান হাতের বদ্ধ-মুষ্টি একবার আস্ফালিত ক'রে বিড়-বিড় ক'রে কি বল্‌তে বল্‌তে মহবুব প্রস্থান করলে; তারপর হাত মুখ ধুয়ে একটা বড় লাঠি কাঁধে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

আমিনাও তাড়াতাড়ি আহার সমাপন ক'রে সন্ধ্যার ঘরের সামনে একটা

মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। একবার ভাবলে সন্ধ্যাকে ডেকে একটু তার সাড়া নেয়, কিন্তু ঘর একেবারে নিঃশব্দ; নিশ্চয়ই সে ঘুমিয়ে পড়েচে মনে ভেবে আর তাকে বিরক্ত করলে না।

সন্ধ্যা কিন্তু তখনো ঘুমোয় নি; স্তব্ধ হ'য়ে ঘরের মেঝেয় ব'সে একটি গবাক্ষের দিকে চেয়ে ছিল। তার অন্ধকার কক্ষের সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়ে বহির্জগতের সামান্য একটি অংশ দেখা যাচ্ছিল—একখণ্ড আকাশ, এবং তার মধ্যে জ্যোৎস্নাকিরণে মৃদু-হিল্লোলিত কয়েক গাছা তরুশির। গবাক্ষটি উচ্চে অবস্থিত, সুতরাং পাশে ব'সে বাহিরের দৃশ্য অবলোকন করবার সুবিধা ছিল না, ঘরের মেঝেয় ব'সে যতটুকু দেখা যায় নির্নিমেষ নেত্রে সন্ধ্যা তাই দেখছিল। তার মনের ভিতরকার অবস্থাও আজ কতকটা সেই ধরণের। সেখানেও আজ অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়ে ক্ষীণ একটি অলোকের রেখা নিবিড় অন্ধকার রাশির মধ্যে আশা জাগিয়ে তুলেছে। যেখানে ছিল শুধু অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্যাতিত মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা—মৃত্যু ভিন্ন যা থেকে উদ্ধারের উপায়ান্তর ছিল না—সেখানে আমিনা এনেছে মুক্তির কল্পনা। স্পষ্ট ক'রে সে কিছু বলেনি, কোন অঙ্গীকার করেনি, তবু মনে হয় সে তাকে উদ্ধার করবে, কেন না সে তাকে ভালবেসেছে!

জীবন-ধারার একটা অতি আকস্মিক প্রচণ্ড পরিবর্তনে হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলো স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল, পূর্ব জীবনের মধ্যে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনায় আজ আবার তারা ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌ল। আবার নূতন ক'রে নূতন ভাবে মনে পড়ল বাপ-মাকে, মনে পড়ল ভাই-বোনকে, মনে পড়ল শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে। তারপর যাকে মনে পড়ল তার কথা মনে করতে তার অঙ্গ বিকল হ'য়ে এল, চক্ষে বইল অশ্রু-ধারা। তার বিরহ-পীড়িত চিত্ত বল্‌তে লাগ্‌ল—ওগো, তুমি অত অল্প সময়ের মধ্যে এত যাকে ভালবেসেছিলে তাকে হারিয়ে কি ক'রে দিনাতিপাত করছ? ঘুরে বেড়াচ্ছ কি 'সন্ধ্যা সন্ধ্যা' ক'রে

অভিজ্ঞান

বনে-বনে, পাহাড়ে-পাহাড়ে, নদীর তীরে তীরে? রাত্রি কাটছে কি জেগে জেগে তার কথা স্মরণ ক'রে? দিন কাটছে কি সে অভাগিনীর ব্যাকুল প্রতীক্ষায়, আকুল অন্বেষণে?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে নিবিড়তরভাবে সেটা চিন্তা করবার অভিপ্রায়ে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে মেঝের উপর শুয়ে পড়ল। চিন্তাবিলাসে সে তখন আত্মহারা! মনে হ'ল, যেন মুক্তি লাভ ক'রে কলিকাতায় উপস্থিত হয়েচে, সমস্ত দিন কাটল বাইরে বাইরে আকুল প্রতীক্ষায়, রাত্রে প্রিয়লালের সহিত দেখা! ঘরে প্রবেশ করতেই দুটি উদ্যতব্যাকুল বাহুর মধ্যে সহসা বন্দী! উঃ! অত উগ্র উল্লাসের প্রকোপ সহ্য হবে কি? দু' হাত দিয়ে সন্ধ্যা তার দ্রুতস্পন্দিত বুকটা সজোরে টিপে ধরলে।

তারপর সহসা কোন্-এক মুহূর্তে অতর্কিতে নিদ্রা এসে জাগ্রৎ স্বপ্নকে টেনে নিয়ে গেল স্বপ্নেরই বাস্তব জগতে।

আট

মনের মধ্যে একটা লঘু সুখের হিল্লোল বহন ক'রে প্রত্যূষে সন্ধ্যার ঘুম ভাঙ্‌ল। নিদ্রায় দেখা সুখস্বপ্নের অস্পষ্ট স্মৃতির চেয়ে খুব যে এমন কিছু বেশি তার মূল্য, তা নয়; কিন্তু তবু যেন জমাট দুঃখের কঠিন আবরণ ভেদ ক'রে ঝির্‌-ঝিরে একটু হাওয়া প্রবাহিত হয়েচে,—যেন ঈষদুন্মুক্ত কারাদ্বারের ফাঁক দিয়ে বাহিরের লতাপুষ্পময়ী প্রকৃতির সামান্য একটু অংশ দেখা গিয়েছে। তালা খুলে আমিনা যখন আহ্বান করলে, 'বেরিয়ে এসো সন্ধ্যা', তখন সে লঘুপদে আমিনার নিকট উপস্থিত হ'য়ে উচ্ছ্বসিত পুলকে তাকে জড়িয়ে ধরলে; বল্‌লে, "রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল আমিনা?" অর্থাৎ যে প্রশ্নটা আমিনারই তাকে করবার কথা, মনের প্রসন্নতায় সে প্রশ্ন সে নিজেই আমিনাকে ক'রে বস্‌ল।

আমিনা স্মিতমুখে বল্‌লে, "কোথায় হয়েছিল? তোমার ভাবনায় সমস্ত রাত ঠায় জেগে ব'সে ছিলাম।"

কথাটা যে রসিকতা তা অনুমান ক'রে সন্ধ্যা মৃদু হেসে বল্‌লে, "রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ছিল,—না?"

"সে ছিল তোমার ঘরে, বাইরে ত বিষম গুমোট ছিল।"

এটাও যে রসিকতাই হ'তে পারে অতখানি ভাববার সাহস না পেয়ে সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বল্‌লে, "সে রকমও হয় না কি?"

সন্ধ্যার হৃদয়ের এই অকুণ্ঠিত সরলতায় মুগ্ধ হ'য়ে আমিনার চক্ষু সজল হ'য়ে এল; বল্‌লে "সব হয়! এখন এসো, তোমার কাজ কর্ম সেরে দিয়ে এক রাশ বাসন নিয়ে আমাকে আবার পুকুরে যেতে হবে। কাল রাত থেকে দবিরের জর হয়েচে, কাজে আসে নি।"

অভিজ্ঞান

আগ্রহান্বিত স্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আমাকেও নিয়ে চল না আমিনা, আমরা দু'জনে মিলে বাসনগুলো মেজে ফেলি।"

একটু কৌতুক করবার উদ্দেশ্যে আমিনা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বিস্ময়ের স্বরে বল্‌লে, "শোন কথা! হিঁদু ঘরের মেয়ে হ'য়ে তুমি মুসলমানের এঁটো বাসন মাজ্‌বে কি গো?"

আমিনার ধমকে অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আচ্ছা, তা হ'লে না হয় শুধু আমার আর তোমার বাসনগুলো আমাকে দিয়ো—আমি সেই গুলোই মাজ্‌ব।"

এবার আমিনা সজোরে হেসে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "এ কিন্তু বেশ কথা বলেছ সন্ধ্যা! তুমি আমি এক জাত, সেই জন্যে আমাদের দু'জনের বাসন তুমি মাজ্‌বে—আর মহবুব গফুর এরা সব অন্য জাত, তাই তাদের বাসন মাজ্‌ব আমি—না?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা ক্ষণকাল নিঃশব্দ স্মিতমুখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তারপর বল্‌লে, "তুমি বিশ্বাস করবে কি-না বল্‌তে পারিনে আমিনা, তোমার বাসন মাজ্‌তে আমার মনে কিন্তু একটুও বাধা নেই।"

আমিনা বল্‌লে, "আচ্ছা, তা হয়ত নেই, কিন্তু তাই ব'লে আমি তোমাকে বাসন মাজ্‌তে দোবো কেন। ও কি তোমার কাজ? তুমি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ,—তুমি কি ও কাজ কখনো করেছ? তার চেয়ে চল, পুকুরঘাটে ব'সে তুমি আমার সঙ্গে গল্প করবে, আর আমি তোমার গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে বাসনগুলো মেজে ফেল্‌ব। বল ত আমি গফুর ভাইয়ের মত নিয়ে আসি।"

অগত্যা সন্ধ্যা বল্‌লে, "আচ্ছা, তাই তা হ'লে চল।"

"কিন্তু কেউ তোমাকে পুকুরঘাটে দেখে ফেল্‌লে তুমি আমার কে হও বল্‌বে, বল ত?"

অভিজ্ঞান

সলজ্জ হাস্যের সহিত সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "ননদ?"

"ননদ কেন? ননদ ত পর হ'য়ে অন্য বাড়ি চ'লে যায়। তার চেয়ে জা' বোলো। তবু পাতানো সম্পর্কে মনে-মনেও এক সঙ্গে থাকা যাবে।"

ক্ষণকাল একটু কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু জা ত' বিয়ে না হ'লে হয় না,—ননদ আইবড়োও হ'তে পারে।"

জা কথাটা সন্ধ্যার মনে কোন্‌খানে বাধ্‌ছে বুঝ্‌তে পেরে আমিনা বল্‌লে, "কিন্তু তোমার স্বামীকে আমার স্বামীর ছোট ভাই ব'লে ধরলেও ত কোনো ক্ষতি হয় না সন্ধ্যা।"

আমিনার কথায় সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; মৃদু স্বরে বল্‌লে, "না, তা হয় না।"

হাসিমুখে আমিনা বল্‌লে, "বেশ, তা হ'লে কারো সাম্‌নে প'ড়ে গেলে দু'জনেই দু'জনের জা হব,—কেমন?" তারপর সন্ধ্যার সীমন্তের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "ননদ হ'লেও ত তুমি আইবড়ো ননদ হ'তে পারতে না সন্ধ্যা? সিঁতেয় সিঁদুর রয়েছে যে।"

অপহৃত হবার পর থেকে কোন দিনই সন্ধ্যা নূতন ক'রে সীমন্তে সিঁদুর দিতে পারে নি, কিন্তু যেটুকু সিঁদুর তার মাথায় ছিল সেটুকুকে সে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে। ধুয়ে যাবার আশঙ্কায় স্নান করবার সময়ে মাথার সম্মুখ দিক জলে ভিজ্‌তে দেয় নি, ঝ'রে যাবার ভয়ে চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ায় নি, তা ছাড়া কেশগুচ্ছের মধ্যে সর্বদা তাকে প্রচ্ছন্ন রেখে সর্ব-প্রকার বাহিরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে। এই সিঁদুরের বিন্দুটি তার বিবাহিত জীবনের পরিচিতি,—তার দাম্পত্য-দলীলপত্রের শীল মোহর, তার আয়তির সঙ্কেত।

আমিনার কথা শুনে নিরুদ্ধ কণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "এখনো দেখা যায়?"

সন্ধ্যার সীমন্তে পুনরায় দৃষ্টিপাত ক'রে আমিনা বল্‌লে, "ঠাওর ক'রে

দেখ্‌লে বোঝা যায়। কিন্তু অস্পষ্ট হ'য়ে এসেছে। সিঁদুর পরবে সন্ধ্যা? জোগাড় ক'রে দেবো?"

শুনে সন্ধ্যার চোখে জল দেখা দিল; বল্‌লে, "যদি কোন দিন এখান থেকে মুক্তির জোগাড় ক'রে দিতে পার সেদিন সিঁদুরও জোগাড় ক'রে দিয়ো ভাই, এখন থাক।"

গফুরের অনুমতি পেতে বিলম্ব হ'ল না, বাসন-পত্র নিয়ে আমিনা ও সন্ধ্যা পুকুর-ঘাটে গিয়ে বস্‌ল। সন্ধ্যার নির্বন্ধ সত্ত্বেও আমিনা কিছুতেই তাকে বাসন স্পর্শ করতে দিলে না;—বল্‌লে, "বেশি যদি দুষ্টুমী করো, ঘরে তালা বন্ধ ক'রে রেখে আস্‌ব। আমার পাশে ব'সে লক্ষ্মী হ'য়ে গল্প কর।"

বাসন মাজার কাজে অংশীদার হবার কোনো আশা নেই দেখে অগত্যা সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা হ'লে তুমিই গল্প বল আমিনা।"

"কিসের গল্প বল্‌ব বল?"

"তোমার স্বামীর গল্প।"

বিস্ময়ের সুর টেনে আমিনা বল্‌লে, "স্বামীর গল্প? স্বামী বাঘ না ভালুক, ভূত না প্রেত যে, স্বামীর গল্প করব? তার চেয়ে একটা ভূতের গল্প বলি।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "ভূতের গল্প রাত্রে বোলো, ভাল লাগবে।"

"তা হ'লে রাজকুমারীর গল্প বলি শোন।" ব'লে সন্ধ্যার মতামতের জন্য অপেক্ষা না ক'রে বলতে লাগ্‌ল, "এক ছিল পরমা সুন্দরী রাজকন্যা, তার বিয়ে হ'ল এক দেশের এক রাজকুমারের সঙ্গে। অল্প সময়ের মধ্যে দু'জনের মধ্যে খুব ভাব হ'য়ে গেল। রাজকুমারীকে নিয়ে রাজকুমার তার বাড়ি ফিরে চলেছে, এমন সময়ে পথে ডাকাতের দল প'ড়ে রাজকুমারীকে হরণ ক'রে নিয়ে গেল বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বতের মধ্যে দিয়ে অনেক দূরের দেশে। সেখানে ডাকাতদের বাড়ি বাস ক'রে দুঃখে-কষ্টে রাজকুমারী একদিন প্রাণ দিতে তৈরি

হয়েচে, এমন সময়ে সে বাড়িতে অন্য গ্রাম থেকে একটি মেয়ে এসে হাজির।—"

আমিনাকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সে মেয়েটির নাম আমিনা। আর সেই হরণ ক'রে আনা হতভাগিনী রাজকন্যার নাম সন্ধ্যা। প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্যে সন্ধ্যা একেবারে দৃঢ়সঙ্কল্প, এমন সময় যাদুকরী আমিনা তার কানে এমন সব মন্ত্র ঝাড়লে যে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা পোড়ারমুখীর মুখে বড় একবাটি দুধ একেবারে শেষ হ'য়ে গেল। তারপর এক নিশীথ রাত্রে কি রকম অদ্ভুত উপায়ে ডাকাতের বাড়ি থেকে উদ্ধার ক'রে আমিনা সন্ধ্যাকে তার শ্বশুরবাড়ী পাঠালে সে গল্প শুন্‌বে ভাই?"

সকৌতুকে আমিনা বল্‌লে, "বেশ ত' বল, শুন্‌ব।"

বলা কিন্তু হ'য়ে উঠ্‌ল না, পদশব্দে উভয়ে পিছন দিকে চেয়ে দেখ্‌লে মহবুব আসছে। মহবুবকে দেখে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি দেহের বস্ত্র সংযত ক'রে নিয়ে পুষ্করিণীর জলের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে ব'সে রইল। নিমেষের মধ্যে স্বপ্নরাজ্যের আলো গেল মিলিয়ে—চোখে-মুখে ফুটে উঠ্‌ল অকরুণ কাঠিন্য।

নিকটে এসে মহবুব বল্‌লে, "হামিদাকে এখানে এনেছিস যে আমিনা?"

আমিনা স্মিতমুখে বল্‌লে, "তা হামিদা চিরকালই তালাচাবির মধ্যে বন্ধ থাকবে না-কি?"

আমিনার কথায় আশ্বাস পেয়ে খুসি হ'য়ে মহবুব বল্‌লে, "না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।" তারপর একটু কেশে আমিনার মনোযোগ আকৃষ্ট ক'রে মুখ-চক্ষুর বিশেষ ভঙ্গী এবং মস্তকের বিশেষ সঞ্চালনের দ্বারা আমিনাকে যে নিঃশব্দ প্রশ্ন করলে, তার অর্থ, পোষ মেনে এল?

উত্তরে আমিনা তার দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর একটুখানি অগ্রভাগ দেখিয়ে যে কথা ব্যক্ত করলে, তার অর্থ, সামান্য একটু।

তর্জনীর অতটুকু অংশ দেখে মহবুবের পিত্ত উঠ্‌ল জলে! মুহূর্তের মধ্যে

নয়

দ্বিপ্রহর। মহবুব সকাল সকাল খেয়ে কাজে বেরিয়েছে, আমিনাও তার কোন্ এক বাল্য সঙ্গিনীর বাড়ি বেড়াতে গেছে; যাবার সময়ে সন্ধ্যাকে ব'লে গেছে, ফিরতে বিলম্ব হবে না, ফিরে এসে তাকে নিয়ে পুকুর-ঘাটে গিয়ে বস্‌বে।

সন্ধ্যার ঘরের দরজায় বাইরে থেকে শিকল টানা। ঘরের ভিতর ভূমির উপর শুয়ে সে নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করছিল। ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়ে সে, কলিকাতার কমলা গার্লস্ স্কুলের ছাত্রী, ধনী ও বনেদী বংশের বধূ—এ কী তার দুর্দ্দশা! চিরদিন আদরে যত্নে পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে সে মানুষ,—পিতামাতার আদরিণী কন্যা, স্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর প্রিয়তমা ছাত্রী, শ্বশুর-গৃহে সকলের আদরের বউ,—সহসা কোন্ মহাপাপে সে বন্দিনী হ'ল ডাকাতের ঘরে?—সেখানে তার সদ্যবিকশিত নারীত্ব কি ঘৃণিতভাবে অপমানিত হ'ল, বিমর্দ্দিত হ'ল! কিন্তু, কেন? কোন্ অপরাধে? যে প্রায়শ্চিত্ত এত ভীষণ ভাবে প্রকট হ'য়ে উঠল, চোখে তার পাপ দেখা যায় না কেন? সহসা অন্তরের সমস্ত দুঃখ-বেদনাকে অতিক্রম ক'রে একটা তীব্র ক্রোধ জাগ্‌ল, অভিমানে সমস্ত শরীরটা যেন বিষিয়ে উঠ্‌ল। চোখ ফেটে জল বেরোবার উপক্রম হ'ল।

আচ্ছা, মৃত্যু হয় না কেন? প্রাণটা কি এতই কঠিন বস্তু যে, কিছুতেই দেহ ছেড়ে বার হবে না? এত দুঃখ অপমান বেদনাতেও না? একজন সন্ধ্যা ম'রে গেলে পৃথিবীর কি এমন্ ক্ষতি হবে?—কিছুই না। কিন্তু সে নিজে একেবারে বেঁচে যাবে! দুঃখ লাঞ্ছনার এই কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে জীবনটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার কি কোন অর্থ আছে? কিছু না। একবার

ত' সে জীবনটাকে শেষ করবার পথে যাত্রা করেছিল, কিন্তু আমিনা তার মধ্যে এসে বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়াল। সে যদি না আস্‌ত তা হ'লে এতদিনে হয়ত সন্ধ্যা এই অপবিত্র কারাগার হ'তে চিরদিনের জন্য মুক্তি লাভ করতে পারত। আমিনা বলে বটে সে সন্ধ্যাকে হয়ত' একদিন মুক্ত করবে, কিন্তু সে তার মনের সদিচ্ছা মাত্র। হরিণী হ'য়ে বাঘের মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নেবার শক্তি তার কোথায়? এ বাড়িতে এসে পর্যন্ত সে তাকে অনেকখানি আশ্রয় দিয়েছে সত্য, কিন্তু কতদিন এমন ক'রে আমিনা তাকে আগলে থাকবে? একদিন হয়ত হঠাৎ তাকে শ্বশুরবাড়ি চ'লে যেতে হবে। সেইদিনই সন্ধ্যার আশ্রয় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। সুতরাং যে আশ্রয় পাকা, যে আশ্রয় কোনো অবস্থাতে ভেঙে পড়বার কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই, সেই আশ্রয়ের শরণ নিতে হবে। সে মৃত্যু।

আচ্ছা, দুঃখ বেদনার পীড়ন সহ্য করতে না পেরে যারা আত্মহত্যা করে তাদের দুঃখ কি সন্ধ্যার দুঃখের চেয়েও বেশি? কখনই নয়। এর চেয়ে বেশি দুঃখ আর কি হ'তে পারে! এই ঘরের মধ্যেই এমন কোনো উপায় আছে কিনা, যার সাহায্যে জীবনটাকে শেষ ক'রে ফেলা যেতে পারে তা দেখবার জন্যে উঠে ব'সে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতেই সন্ধ্যা দেখলে বাহিরের বারান্দায় জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গফুর।

গফুর বল্‌লে, "এ সময়ে একটু ঘুমিয়ে নিলে না কেন হামিদা? রাত্রে ত নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমতে পার না। তাড়াতাড়ি উঠে বসলে কেন? শরীর ভাল আছে ত?"

সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "আছে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে এই বেলা একটু ঘুমিয়ে নাও।" ব'লে গফুর পিছন ফিরতেই শুন্‌তে পেলে সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর, "গফুর মিঞা!"

ফিরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার প্রতি সকৌতুক দৃষ্টিপাত ক'রে গফুর বল্‌লে, "গফুর মিঞা! এ ডাক তোমাকে কে শেখালে? আমিনা?"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর না দিয়ে আরক্তমুখে দৃষ্টি নত করলে।

গফুর বল্‌লে ,"আচ্ছা, কি বলবে বল ?"

সন্ধ্যা গফুরের প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "একবার ভেতরে এস।"

"ভেতরে ?"

"হ্যাঁ।"

মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেও গফুরের কৌতূহলও কম হ'ল না। ভিতরে কেন ? সে কথা ত' জানলা দিয়েও অনায়াসে বলা যেতে পারত। শিকল খুলে ভিতরে গিয়ে সন্ধ্যার নিকট দাঁড়াতেই চক্ষের নিমেষে যে ব্যাপারটা ঘট্‌ল তাতে গফুরের মত শক্ত লোকেরও বিস্ময়ে মুখ দিয়ে বাক্যস্ফুরণ হ'ল না! ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রী ঠিক যেমন ক'রে দ্রুতবেগে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে, তেমনি ক'রে সন্ধ্যা গফুরের উপর লাফিয়ে প'ড়ে দুই বাহু দিয়ে সজোরে তার দুই পা এমন জড়িয়ে ধরলে যে সাধ্য কি তার সেই সুদৃঢ় বাহুবন্ধন থেকে সহজে পা মুক্ত ক'রে নেয়। তারপর গফুরের পদদ্বয়ের উপর বিস্রস্তকেশ মাথা আকুলভাবে ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বল্‌তে লাগ্‌ল, "আমাকে বাঁচাও গফুর মিঞা!—আমাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দাও! আমি জানি তোমার মনের মধ্যে দয়া আছে, আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! আমি এমন ক'রে বেশিদিন বাঁচব না,—গফুর মিঞা, আমাকে ছেড়ে দাও!"

জীবনে গফুর অনেককে বিপন্ন করেছে কিন্তু এমন বিপন্ন নিজে কখনো হয়নি। পা টেনে নিতে গিয়ে দেখ্‌লে বজ্রের মত দৃঢ়! বল্‌লে, "ছি হামিদা, পা ছাড়, ছেলেমানুষী কোরো না!"

গফুরের পায়ের উপর মাথাটা আর একটু জোরে ঘ'ষে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তুমি আগে বল আমাকে ছেড়ে দেবে ?"

"সে কথা আমি কি ক'রে বল্‌ব হামিদা ? আমার ত' সে এখ্‌তিয়ার নেই।"

"আছে, আছে, গফুর মিঞা, তোমার সব আছে! তোমার দয়া আছে,

মায়া আছে! আমি তোমার মেয়ের মতন, বাঁচাও আমাকে!” ব’লে আরো দৃঢ়ভাবে সন্ধ্যা গফুরের পা আঁকড়ে ধরলে। যে শক্তি সে প্রয়োগ করলে তা স্বাভাবিক শক্তি নয়, উত্তেজিত স্নায়ুর শক্তি।

“আরে, টেনো না, টেনো না! ফেলে দেবে না-কি?” বলে গফুর পেছিয়ে যেতে উদ্যত হ’ল, কিন্তু দেখ্‌লে এমন দৃঢ়ভাবে সন্ধ্যা তার পদদ্বয়ের সহিত সংলগ্ন যে, পেছিয়ে গেলে সন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়েই পেছিয়ে যেতে হয়। তখন অগত্যা ভূমির উপর ব’সে প’ড়ে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার দুই হাত বলপূর্বক ছাড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে, “ভালো ফ্যাসাদ দেখ্‌তে পাই! এমন জান্‌লে কোন্ আহাম্মক্ তোমার ঘরে ঢুক্‌ত!”

ভূলুণ্ঠিত হ’য়ে সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদতে লাগল। “তা হ’লে আমাকে মেরে ফেল গফুর মিঞা, বিষ খাইয়ে হোক, ছোরা মেরে হোক, যেমন ক’রে পার মেরে ফেল! তাতেও তোমার পুণ্য হবে! মেরে ফেল্‌তে ত তোমার কোনো বাধা নেই গফুর মিঞা?”

গফুর বল্‌লে, “তুমি অবুঝ হ’য়ে যদি খালি গফুর মিঞা গফুর মিঞাই করতে থাক তা হ’লে আমি তোমাকে কেমন ক’রে বোঝাই বল? আমার কথা শোন হামিদা, তোমাকে মেরে ফেলবার এখ্‌তিয়ারও আমার নেই। তুমি আমার কাছে গচ্ছিত আছ। রঘু তোমাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেচে। তুমি তার জিনিস, সে ইচ্ছে করলে তোমাকে ছেড়েও দিতে পারে, মেরেও ফেল্‌তে পারে। আমি পারিনে, আমি শুধু পারি যতদিন আমার বাড়িতে তুমি আছ সাধ্যমত তোমাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখ্‌তে, জুলুম-জবরদস্তির হাত থেকে তোমাকে রক্ষে করতে।”

উঠে ব’সে সন্ধ্যা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, “রঘু কে?”

“তোমার উপর যে ডাকাতি হয়েচে, রঘু সে ডাকাতির সর্দার। চুক্তিমত তুমি তার হিস্‌সায় পড়েছ।”

মনে মনে একটু কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা হ'লে আমাকে রঘুর কাছেই নিয়ে চল না ?"

"রঘুর কাছে তোমাকে নিয়ে যাওয়ায় বিপদ আছে, তাই রঘুকেই আমি খবর পাঠিয়েছি ; সে দু-তিন দিনের মধ্যেই এসে পড়বে। তোমার হাঙ্গামা আমি জল্‌দি জল্‌দি চুকিয়ে ফেল্‌তে চাই। রঘু আসা পর্যন্ত আমিনা শ্বশুর-বাড়ি যাবে না সে কথা আমাদের হয়েচে, কিন্তু সেও বেশি দিন এখানে থাকৃতে পারবে না, তার শ্বশুরের কাছে দিন আষ্টেকের কথা ব'লে এসেছে। আমিনা থাকৃতে থাকৃতে আমি তোমার যা হয় কিছু ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌তে চাই।"

গফুরের কথা শুনে সন্ধ্যা উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ব্যবস্থা করবে গফুর মিঞা ? তুমি যে ব্যবস্থাই করবে তা'তে আমার ভাল হবে তা আমি জানি !"

শুনে গফুর হাস্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌লে, "এ বেশ কথা ! এই দেখ না, তোমাকে ডাকাতি ক'রে নিয়ে এসে বন্দী ক'রে রেখেচি, তাতে তোমার কত ভাল হচ্চে !"

"সে তুমি দলে প'ড়ে করেছ। আমার জন্যে একা তুমি যা করবে তা'তে আমার কখনই মন্দ হবে না।"

"এ বিশ্বাস তোমার কি ক'রে হ'ল হামিদা ?"

"তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু এ আমার বিশ্বাস। এখন তুমি বল গফুর মিঞা, রঘু এলে তুমি কি উপায় করবে।"

পুনরায় গফুরের মুখে হাসি দেখা দিলে ; বল্‌লে, "সে কথাও তোমাকে বল্‌তে হবে নাকি ?—এই ধর, তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে রঘুকে খুব বেশি রকম পীড়াপীড়ি করব।"

চিন্তিতমুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু সে যদি না ছাড়ে ?"

"তখন কিছু টাকা দিয়ে তোমাকে কিনে নেবার চেষ্টা দেখ্‌ব।"

অভিজ্ঞান

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "যদি না বেচে,—তখন ?"

"তখন আর কি ? তখন তোমার তক্‌দির,—অদৃষ্ট !" ব'লে গফুর তার দক্ষিণ হস্তের তর্জনী নিজের কপালে ঠেকালে।

সন্ধ্যার মুখে উৎকট বিহ্বলতার গ্লানি ফুটে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "অদৃষ্ট ? অদৃষ্ট আমার ভাল নয় গফুর মিঞা ! তার চেয়ে তুমি আমাকে রঘু আস্‌বার আগে ছেড়ে দাও ! আমাকে দয়া কর ! আমি তোমার মেয়ের মতন !"

অসম্মতিসূচক ভাবে গফুর একবার মাথা নাড়লে ; তারপর ঈষৎ দৃঢ়ভাবে বল্‌লে, "বুঝলাম তুমি আমার মেয়ের মতন, কিন্তু তুমি যদি সত্যি-সত্যি আমার মেয়েই হ'তে তা হ'লেও তোমাকে ছাড়তে পারতাম না। এ যে আমাদের পেশার ইমান হামিদা ! আমার শরিকদার তোমাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেচে, আর আমি তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ছেড়ে দেবো ! এটা কি বেইমানি হবে না ? যে কাজ এতটা বয়সে একদিনের জন্যেও করিনি, সে কাজ আজ করব ? যা হবার নয় হামিদা, তার জন্যে অনুরোধ করোনা।"

"বুঝেচি, তা হ'লে মরণ ভিন্ন আমার আর উপায় নেই।" ব'লে সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

অপরূপ শোভা ! বর্ষাধারায় সিক্ত অবনমিত শ্বেতকমল কখনো দেখেচ ? কিম্বা ঝঞ্ঝাবাতে ভেঙ্গে-পড়া করবীগুচ্ছ ? তা হ'লে সন্ধ্যার এ সময়কার কমনীয় সৌন্দর্য্য কতকটা উপলব্ধি করতে পারবে। সুন্দরী স্ত্রীলোক যখন হাসে তখন তা'তে বসন্তের শোভা, যখন কাঁদে তখন বর্ষার মাধুরী।

মুগ্ধ নির্নিমেষ নেত্রে গফুর ক্ষণকাল সন্ধ্যার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ; তারপর নিকটে উপস্থিত হ'য়ে সন্ধ্যার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে সদয়কণ্ঠে বল্‌লে, "অত অস্থির হয়োনা হামিদা। দেখনা রঘু এলে কি দাঁড়ায়। সে আমার অনেক দিনের দোস্ত, আমার কথা সহজে টাল্‌তে পারবে না।

এখন তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা দেখ, আমি চল্লাম।" তারপর দু পা এগিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বল্লে, "তুমি আমার মেয়ে হ'লে যা করতাম হামিদা, রঘুর কাছে তোমার জন্যে ঠিক তা-ই করব।"

সন্ধ্যার মুখ কৃতজ্ঞতায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠ্ল, সে নিঃশব্দে যুক্তকরে গফুরকে নমস্কার জানালে।

বাইরে গিয়ে দরজার শিকল টেনে দিয়ে জান্লার সম্মুখে এসে গফুর বল্লে, "আমার কথা শোন, এখন একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করো।"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা বল্লে, "আচ্ছা।"

সকালে মহবুব যে কথা শাসিয়ে গিয়েছিল আমিনার মুখে গফুর তা শুনেছিল। নেশায় উন্মত্ত মহবুবের উপদ্রবে রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হ'তে পারে সেই আশঙ্কায় সে সন্ধ্যাকে ঘুমিয়ে নেবার জন্ম অনুরোধ করছিল। রাত্রি কিন্তু নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। মহবুব ফিরল নেশা ক'রেই বটে, কিন্তু এত বেশি রাত্রে এবং নেশায় এত বেশি বিবশ হ'য়ে যে, গফুর এবং আমিনাকে দু-চারটে গালিগালাজ ক'রেই সেই যে শয্যাগ্রহণ করল ঘুম ভাঙ্ল একেবারে সূর্যোদয়ের পরে

কিন্তু ঘুম ভাঙার পরই তৎক্ষণাৎ সে ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্ল। দ্রুতপদে গফুরের নিকট উপস্থিত হ'য়ে চিৎকার ক'রে ডাক্লে, "গফুর!"

শান্তভাবে মহবুবের দিকে তাকিয়ে গফুর বল্লে "কি?"

"রঘুকে আস্বার জন্যে তুই খবর পাঠিয়েছিস্?"

"পাঠিয়েছি।"

"কেন?"

"আমি কিছুদিন বেনোডিতে গিয়ে থাক্‌ব। তার আগে রঘুর সঙ্গে দেনা-পাওনা মিটিয়ে নিতে চাই।" বেনোডিতে গফুরের প্রথম পক্ষের শ্বশুর-বাড়ি।

মহবুব হুঙ্কার দিয়ে উঠ্ল, "তুই বেনোডিতেই যাস্ আর জাহান্নমেই

যাস্ কিন্তু আমাকে না ব'লে রঘুর কাছে লোক পাঠিয়েছিস্ কেন তার জবাব দে!"

"আমার খুসি।"

"খুসি? দেখাচ্ছি খুসি! যত সব শয়তান আর শয়তানী মিলে সল্লা চলেছে। দিচ্ছি সব এক সঙ্গে শেষ ক'রে!"

ধীরে ধীরে গফুর তার শয্যার উপর উঠে বস্‌ল; তারপর মহবুবের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে গভীর অনুত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌লে, "আচ্ছা দিস্ শেষ ক'রে, কিন্তু তার আগে একটা কথা শোন্। কয়েকগাছা চুলে পাক্ ধরেছে ব'লে মনে করেছিস্ বুঝি হাতের তাকৎ কিছু কমেছে? একবার তাকতের পরখটা হ'য়ে যাবে নাকি?" তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "ভুলে গেছিস্ যে, সব রকম কসরৎ আমার কাছেই শিখেছিলি। একবার হাতভাঙ্গার কসরৎটা মনে পড়িয়ে দোবো নাকি? —চিরদিনের জন্যে ডান হাতটা জখম ক'রে দিয়ে? বাঁদর কোথাকার, তুই আমাকে শয়তান বল্‌তে সাহস পাস? —বেরো আমার সাম্‌নে থেকে!—"

মহবুবের মুখে এতক্ষণ চলেছিল পট্‌পটির আওয়াজ, তার কাছে এ যেন বোমা! তবু ত এখনো কাটে নি, কাট্‌বার উপক্রম করেছে মাত্র। গফুরের জলনোচ্ছৃত ক্রোধের ভূমিকা দেখে তাকে আর অপমান করতে মহবুবের সাহস হ'ল না; বল্‌লে, "আজ রাতে একটা ভারি কাজ প'চে ফেলেচি, তাই আজ আর কিছু হ'ল না,—কাল সকালে এসে হামিদাকে কল্‌মা পড়িয়ে সাদি করব। সঙ্গে থাকবে বৈজু মাঝির আটজন তীরন্দাজ, কেউ বাধা দিতে এলে, লুঠ্ ক'রে নিয়ে যাব হামিদাকে।"

গফুর হাঁক দিলে, "আমিনা!" স্বর কি গভীর! যেন শ্রাবণ মাসের আকাশের মেঘ গর্জন!

আমিনা নিকটে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। সামনে এসে বল্‌লে, "ভাইজান?"

অভিজ্ঞান

"আমার ঘর থেকে ইস্পাতের তার জড়ানো লাঠিখানা এনে দে ত'।"

"কেন ?—কি করবে ?" আমিনার মুখে গভীর উৎকণ্ঠার ছায়া।

গফুরের মুখে হাসি দেখা দিল ; বল্লে, "ভয় নেই তোর। লাঠি আজকে ব্যবহারের জন্যে নয়। কাল তীর ধনুক নিয়ে আটজন অতিথ্ আস্‌বে, তাদের খাতিরের জন্যে লাঠিটা একটু ঘুরিয়ে-ঘারিয়ে রাখ্‌তে হবে ত!"

মহবুব বল্লে, "কিন্তু হুঁসিয়ার গফুর! সাদা তীর নয়.—তা'তে জহর মেশানো থাক্‌বে।"

গফুর বললে, "তা হ'লে ত আরো জবর! আমিনা, একটু খাট্টা-টাট্টা কিছু যোগাড় ক'রে দে, লাঠির তারগুলো চক্‌চকে ক'রে ফেল্‌তে হবে।"

গফুরের এই বেপরোয়া লঘু ব্যবহারে অপমানিত বোধ ক'রে মহবুব বিরক্ত হ'য়ে সেস্থান পরিত্যাগ করলে। যাবার সময়ে আরক্ত নয়নে ফিরে তাকিয়ে ব'লে গেল, "এর জবাব কাল সকালে দোবো।"

দ্বিপ্রহরে খাওয়া দাওয়ার পর আমিনার নিকট উপস্থিত হ'য়ে গফুর বল্‌লে, "আমি একটু বেরোচ্চি আমিনা, ফিরতে হয়ত দেরি হ'তেও পারে। তুই একটু হামিদার উপর নজর রাখিস্।"

এ সময়টা সাধারণত গফুর বাড়িতে থেকেই বিশ্রাম করে, বাইরে যায় না। তা ছাড়া কিছুদিন থেকে সে প্রায় সর্বদাই বাড়িতে থাক্‌চে। তাই একটু কৌতূহলী হ'য়ে আমিনা জিজ্ঞাসা করলে, "এমন সময়ে কোথায় যাচ্ছ ভাইজান ?"

মৃদু হেসে গফুর বল্‌লে, "শুন্‌লি ত কাল সকালে মহবুব লোকজন নিয়ে আস্‌চে। আমিও একটু ব্যবস্থা ক'রে রাখি। একা-একা আটজনের সঙ্গে হয়ত এখনও আমি পারি, কিন্তু এক সঙ্গে আটজনের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। তাই দু-চার জনকে ব'লে আস্‌চি,—কাছে কাছে থাক্‌বে, দরকার হ'লে মদদ্ দেবে।"

অভিজ্ঞান

চিন্তিত মুখে আমিনা বল্‌লে, "কাল তোমরা সত্যি-সত্যিই একটা খুনোখুনি কাণ্ড করবে নাকি ভাইজান ?"

"তা কি করব বল্‌ ? সে যে আমার সাম্‌নে হামিদার উপর জুলুম করবে, কিম্বা তাকে লুঠ ক'রে নিয়ে যাবে, এ'ত আমি হ'তে দিতে পারিনে ! এ জুলুম ত' শুধু হামিদার উপরই নয়,—এ আমার উপরও জুলুম।"

"আর কোনো উপায়ই কি এর নেই ?"

মাথা নেড়ে গফুর বল্‌লে, "না, আর কোনো উপায়ই নেই।"

এ 'আর-কোন-উপায়ের' অর্থ যে কি তা মনে মনে উভয়েই বুঝলে, এবং এ বিষয়ে বাদানুবাদ নিরর্থক হবে তা-ও বুঝ্‌তে পেরে উভয়েই সে আলোচনায় নিরস্ত হ'ল।

গফুর প্রস্থান করলে সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'য়ে আমিনা বল্‌লে, "সন্ধ্যা, কি করছ ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।"

উদ্বেগে কণ্ঠস্বর কম্পিত নয়, দুশ্চিন্তায় মুখ বিরস নয়। লক্ষ্য ক'রে আমিনা বিস্মিত হ'য়ে গেল। বল্‌লে, "সকালে বাড়িতে যে সব কথা হয়েছিল শুনেছ সন্ধ্যা ?"

"শুনেছি।"

"তবে ?"

"তবে কি বল ?"

সন্ধ্যার এ প্রতি-প্রশ্নে আমিনা মনে মনে অপ্রতিভ হ'ল। সত্যিই ত' 'তবে' বলবার কথা ত আমিনারই, সন্ধ্যার নয়। যে বন্দিনী, যে সম্পূর্ণভাবে অসহায়, সে 'তবে'র কি জানে ? কথাটা ঘুরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে বল্‌লে, "কাল সকালে বাড়িতে একটা খুনোখুনি ব্যাপার হবে, কি ক'রে যে সাম্‌লাব, তা ভেবে পাচ্ছিনে।"

অভিজ্ঞান

শান্ত স্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তুমি নিশ্চিন্ত থেকো ভাই, এই সামান্য একটা মেয়েমানুষের জন্যে তোমাদের বাড়িতে খুনোখুনি হবে, তা আমি কিছুতেই হ'তে দোবো না। কালকের ব্যাপার আমি সাম্‌লে নেবো।"

সবিস্ময়ে আমিনা বল্‌লে, "তুমি সাম্‌লে নেবে? কি ক'রে সন্ধ্যা?"

"যদি অন্য কোন উপায় না করতে পারি, কাল সকালে মহবুব এলে তার হাতে আমি নিজেকে সমর্পণ করব। বাবার মুখে প্রায়ই শুনতাম, যে-অবস্থাকে কিছুতেই আটকান যায় না তাকে জীবনের মধ্যে সহজ-ভাবে গ্রহণ করতে হয়। আমিও ঠিক করেছি অদৃষ্টের সঙ্গে আর যুদ্ধ করব না।"

চকিতে একবার ঘরের চারিদিক দেখে নিয়ে আমিনা মনে মনে শিউরে উঠ্‌ল। জানালায় উঠে একটা নীচু বাঁশের আড়ায় শাড়ী বেঁধে ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়লেই উদ্বন্ধনের আর কোন আটক নেই। উদ্বিগ্ন মুখে বল্‌লে, "অন্য কোনো উপায়ের কথা কি বলছিলে সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "ও কথার কথা। বন্দী ক'রে যাকে একেবারে নিরুপায় ক'রে রেখেছ সে অন্য উপায় আর কি করবে ভাই। আচ্ছা আমিনা, আমাকে বাঁচাবার ত' অনেক চেষ্টা করলে, পারলে না; এখন মরবার জন্যে একটু সাহায্য করতে পার না? এমন একটু বিষ এনে দিতে পার না, যা খেলে তখনি মৃত্যু? তেমন উগ্র বিষ ত' কোল ভীলেরা সঞ্চয় ক'রে রাখে শুনেছি।"

একটু বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে আমিনা বল্‌লে, "যা-তা কথা বোলো না সন্ধ্যা।"

নির্বন্ধসহকারে সন্ধ্যা বল্‌লে, "যা-তা কথা কেন ভাই? একজন পুরুষ-মানুষকে একথা বল্‌লে সে হয় ত যা-তা কথা বল্‌তে পারত,—কিন্তু, আমিনা, তুমি মেয়েমানুষ হ'য়ে মেয়েমানুষের দুঃখ বুঝবে না ভাই? জীবন কি এতই মূল্যবান জিনিস যে, যে-কোনো অবস্থাতেই তাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে? তবে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এত লোক আত্মহত্যা করেছে কেন?"

অন্যমনস্ক হ'য়ে আমিনা মনে মনে কি ভাবছিল, হয়ত সন্ধ্যার সমস্ত কথা শুনতেই পায় নি, হঠাৎ তন্দ্রামুক্ত হ'য়ে বল্‌লে, "শোন সন্ধ্যা, আজ রাত্রে তোমাকে আমি এখান থেকে উদ্ধার করব মনে করছি। শুধু মনে করছি কেন, সে বিষয়ে অনেকটা ব্যবস্থাও করেছি, কিন্তু তার আগে এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটা সর্ত আছে।"

হায়রে জীবন-মরীচিকার মোহময় দীপ্তি! কোথায় গেল নিজের দুরবস্থার প্রতি দুর্জয় অভিমান, কোথায় গেল দৃঢ়নিবদ্ধ সঙ্কল্পের অবিচল স্থৈর্য! অধীরভাবে আমিনার দুই হাত দৃঢ়ভাবে ধ'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আমি রাজি ভাই, তোমার সর্তে রাজি! আমি জানি তোমার সর্ত আমার পক্ষে অমঙ্গলের হবে না। এখন বল, আমার উদ্ধারের কি উপায় করেছ।"

আমিনা বল্‌লে, "উদ্ধারের উপায় জেনে তোমার বিশেষ কোনো লাভ নেই, আমি তোমাকে তোমার স্বামীর কাছে পৌঁছে দোবোই। কিন্তু সর্তটা তোমার জানা উচিত।"

"কি সর্ত বল?"

"তোমার স্বামী, বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ী, তোমাকে ফিরিয়ে নিলে আমি যে কত খুসি হব তা তোমাকে বলবার দরকার নেই সন্ধ্যা,--কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ যদি তোমাকে ফিরিয়ে না নেন, বাড়িতে স্থান না দেন, তা হ'লে তোমাকে আমার কাছে আমার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসতে হবে। পিঁজরেপোলে যেতে পারবে না।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার হাসি পেলে। এই সর্ত! সে ফিরে গেলে যারা তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবে, এক মুহূর্তের জন্যে ছাড়তে চাইবে না, তাদের সম্বন্ধে এই সর্ত! আনন্দের সঙ্গে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আমি তোমার সর্তে রাজি আমিনা, কিন্তু পিঁজরেপোল বলছ কাকে?"

আমিনা বল্‌লে, "গরু, মোষ, ঘোড়া—এই সব গৃহপালিত জীব-জন্তু

বুড়ো হ'য়ে অচল হ'য়ে গেলে তাদের পিঁজরেপোলে দেওয়া হয় তা' ত জান ?"

"হ্যাঁ, তা' জানি।"

"সেখানে তারা যতদিন বেঁচে থাকে জীবন-ধারণের মত দানা-পানি পায়। আমার শশুর বলেন, তোমাদের হিঁদুদের মাতৃমন্দির অবলা-আশ্রম নামে যে-সব ব্যাপার আছে সবই ঐ সব হিন্দু মেয়েদের পক্ষে পিঁজরেপোলের মতন। যারা কোনো-না-কোনো কারণে সমাজের মধ্যে আশ্রয় পায় না, যতদিন বেঁচে থাকে সেখানে তারা ভাত-কাপড় পায়, হয়ত কিছু লেখাপড়া শেখে, হয়ত কিছু কাজ-কর্ম'ও করে, কিন্তু তা ছাড়া তাদের ও-জীবন মরণেরই সমান। মেয়েমানুষ যদি ছেলেপিলের মা হ'য়ে সংসার না করলে—তা হ'লে কি করলে বল ত ?"

অন্যমনস্ক হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "তা সত্যি !"

আমিনা বললে, "আমার সর্তের কথা আর একবার তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি সন্ধ্যা। ফিরে গিয়ে তোমার শ্বশুরবাড়িতে কিম্বা বাপের বাড়িতে যদি তুমি স্থান না পাও তা হ'লে তোমাকে আমার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসতে হবে। আমার শ্বশুরকে তুমি জান না, অমন উদার লোক আমি আর-একটি দেখিনি। তুমি সেখানে একেবারে পুরোপুরি নিজের ইচ্ছামত থাকতে পারবে। যদি সে-বাড়িতে একটা পাকাপাকি ঠাঁই ক'রে নিতে ইচ্ছা কর, আমি আমার দেওর নাসীরের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিইয়ে তাও ক'রে দিতে পারব। ভারি ভাল ছেলে, কলকাতায় কলেজে পড়ে, একটি রত্ন। কিন্তু এ-সবই তোমার ইচ্ছে মত হবে। এখন বল, তুমি রাজি কি-না।"

সন্ধ্যার মন তখন মুক্তির স্বপ্নে তন্দ্রিত ; বললে, "রাজি।"

"তা হ'লে তোমার উদ্ধারের জন্যে আমি যে ব্যবস্থা করেছি তা' শোন। মহবুবের কথা শুনে তখনি আমি একটি বিশ্বাসী লোককে আমার শ্বশুরবাড়ি

পাঠিয়েছি। রাত্রে গরুর গাড়ি নিয়ে আমার স্বামী আসবেন। কোন রকমে গফুরের চোখ এড়িয়ে তোমাকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দোবো, আপাতত আমার শ্বশুরবাড়ি। তারপর সেখান থেকে ব্যবস্থা ক'রে তোমাকে তোমার নিজের শ্বশুরবাড়ি পাঠাব।"

ব্যগ্রকণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আর তুমি সঙ্গে যাবে না আমিনা?"

আমিনা হেসে বল্‌লে, "আমি কাল সকালে দুই ভায়ের লড়াই দেখে সন্ধ্যার সময়ে যাব। মহবুব এসে যখন দেখ্‌বে চিড়িয়া পালিয়েছে, তখন আমি না থাক্‌লে গফুরকে মহবুবের রাগ থেকে বাঁচাবে কে?"

"আর তোমাকে কে বাঁচাবে?"

"আমাকে যে বাঁচাবে সে সন্ধ্যেবেলা তোমার কাছে পৌঁছে তোমাকে দুই ভাইয়ের লড়ায়ের গল্প শোনাবে।" ব'লে আমিনা হাস্‌তে লাগ্‌ল।

রাত্রি তখন দশটা। পঞ্চা মাঝি এসে আমিনাকে জানালে যে, ইয়াসিন্ গাড়ি নিয়ে এসে ধুরিয়ার মোড়ে, অর্থাৎ আমিনাদের বাড়ি থেকে আধ মাইলটাক দূরে অপেক্ষা করছে। আমিনা দেখ্‌লে গফুর আহার ক'রে তার খাটিয়ায় শুয়ে আছে। একটু কাছে গিয়ে লক্ষ্য ক'রে মনে হ'ল নিদ্রিত। তখন গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে ত্বরিত পদে সে ইয়াসিনের নিকট উপস্থিত হ'ল।

ইয়াসিন্ বল্‌লে, "কি হুকুম আমিনা বিবি?"

মৃদু হেসে আমিনা বল্‌লে, "হুকুম, আমাদের বাড়ি হামিদা নামে যে মেয়েটি আছে আপাতত তাকে নিয়ে বাড়ি যাও।"

"তা'ত আন্দাজে বুঝেছি, কিন্তু তোমার দাদাদের লাঠি মাথায় পড়বে না ত?"

"লাঠির ভয় করতে গেলে বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করা যায় না।"

"তা যেন হ'ল, তুমি?"

অভিজ্ঞান

"আমি? আমার জন্তে কাল গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো। আমি ঠিক বেলা এগারোটার সময়ে রওনা হবো।"

"তোমার নিজের মাথার কথা মনে আছে?"

স্মিতমুখে আমিনা বল্‌লে, "আছে। সে-বিষয়ে কোন ভয় নেই, কাল সন্ধ্যাবেলা আস্ত মাথাই পাবে। আমি চল্‌লাম, এখনি হামিদাকে নিয়ে আস্‌ছি।"

আধঘণ্টাটাক পরে সন্ধ্যাকে নিয়ে ফিরে এসে আমিনা বল্‌লে, "হামিদা, ইনি আমার স্বামী। এঁর সঙ্গে নির্ভয়ে যাও, কোন অসুবিধা হবে না।"

সন্ধ্যা যুক্তকরে ইয়াসিন্‌কে নমস্কার করলে।

প্রতি-নমস্কার ক'রে ইয়াসিন্ বল্‌লে, "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনি আমাদের বাড়ি যাচ্ছেন।"

আমিনা বল্‌লে, "ও-সব আদব-কায়দা তোমরা গাড়িতে উঠে কোরো। আমি এখন ফিরে চল্‌লাম। গফুরভাই জেগে ওঠ্‌বার আগে তোমাদের খুব খানিকটা এগিয়ে যাওয়া দরকার।" ব'লে প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই এমন একটা অচিন্তনীয় কাণ্ড ঘট্‌ল যে, যে যেখানে ছিল বিস্ময়ে এবং ত্রাসে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। পাশের বনের ঘন অন্ধকারের ভিতর থেকে মনুষ্য-কণ্ঠের ধ্বনি শোনা গেল, "গফুরভাই জেগেই আছে।" এবং পর মুহূর্তে এক দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্তি বেরিয়ে এসে আমিনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "কিরে আমিনা, এ যে চুরির উপর বাটপাড়ি দেখ্‌তে পাই!" কণ্ঠস্বরে এবং আকৃতিতে সকলেই গফুরকে চিন্‌তে পার্‌লে।

প্রথমে আমিনার গলা ভয়ে কাঠ হ'য়ে গিয়েছিল। তারপর কতকটা সাহস সঞ্চিত ক'রে সে বল্‌লে, "আমাকে মাপ কর গফুর ভাই।"

গফুর একটু হাসলে; তারপর মৃদুস্বরে বল্‌লে, "মাফ আর কি করব। যা

করেছিস্ এক রকম ভালই করেছিস্, অনেকগুলো ভাবনার হাত থেকে মুক্তি দিলি। কিন্তু তুই যে এদের সঙ্গে যাচ্ছিস্‌নে, ফিরে চলেছিস ?"

আমিনা বল্‌লে, "কাল সকালে মহবুব যখন আস্‌বে তখন আমি তোমার কাছে থাক্‌তে চাই ভাইজান।"

"কেন ? আমার হেফাজতে নাকি ?"

আমিনা কোনো কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইল।

এক ধমক দিয়ে গফুর বল্‌লে, "ভারি জ্যাঠা হয়েছিস্ দেখতে পাই। শীগ্‌গির ওঠ গাড়িতে! এতটা কাল লাঠি-ছোরা চালিয়ে এসে এখন ছোট ভাইয়ের ভয়ে বোনের আঁচলের আড়ালে লুকোতে হবে!" তারপর ইয়াসিন্‌কে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে, "তুমিও ত আচ্ছা লোক ইয়াসিন্ ভাই, নিজের মাথাটি বাঁচিয়ে স্ত্রীকে পিছনে ফেলে পালাচ্ছ!"

ইয়াসিন হাসতে হাসতে বল্‌লে, "কি করি বলুন, বাগ মানে কি ? আপনাদের বাড়িরই মেয়ে ত!"

আমিনার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে গফুর বল্‌লে, "আমার জন্যে কোনো ভয় নেই। যা, গাড়িতে গিয়ে ওঠ্।" তারপর সন্ধ্যার দিকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে, "অনেক কষ্ট পেয়েছ হামিদা, সে-সব ভুলে যেয়ো, কিন্তু গফুর মিঞাকে একেবারে ভুলো না।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে একেবারে নত হ'য়ে সন্ধ্যা গফুরের পদধূলি গ্রহণ করলে। কেউ তাকে আটকাতে পারলে না, গফুরও নয়, আমিনাও নয়। তারপর সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে, "তোমার দয়ার কথা জীবনে কখনো ভুলবনা গফুর মিঞা!"

সন্ধ্যার মাথাটা নেড়ে দিয়ে গফুর বল্‌লে, "দয়া নয়, দয়া নয় বেটি! খোদা তোমার ভাল করবে। এখন যাও, গাড়িতে গিয়ে ওঠ।"

অভিজ্ঞান

আরও দু'চার কথার পর ইয়াসিন, আমিনা ও সন্ধ্যা গফুর গাড়িতে উঠে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ভিতর দিয়ে গ্রাম্য মেঠো পথ ভেঙে দবীপুরের দিকে অগ্রসর হ'ল। গাড়ি অদৃশ্য হ'য়ে গেল, কিন্তু চাকার ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ বহুক্ষণ ধ'রে শোনা যেতে লাগল। অবশেষে তাও যখন মিলিয়ে এল, তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গফুর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করল। অনেকগুলো দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পেলে বটে, কিন্তু বাড়ি পৌঁছে তার মনে হ'ল বাড়িটা যেন কোন একটা সম্পদ থেকে সহসা রিক্ত হয়েছে। মনে মনে ভাবলে, জীবনে সে এই প্রথম দুর্বলতার বশীভূত হ'ল। হয়ত বা এ কোন নবতর পথেরই সূচনা!

দশ

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে সকাতর ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ ধ্বনি কানে প্রবেশ করতেই সন্ধ্যার মনে পড়্ল গরুর গাড়ি ক'রে সে আমিনার শ্বশুরবাড়ি চলেছে এবং সুদীর্ঘ পথের এখনও শেষ হয়নি। গাড়ি ছাড়ার পর চাকার শব্দের এবং গাড়ির ঝাঁকানির তাড়নায় কথাবার্তা বেশি কিছু আর হ'তে পারে নি, তারপর আদি-অন্তহীন চিন্তার মধ্যে মগ্ন থাক্‌তে থাক্‌তে কখন্ অতর্কিতে নিদ্রাকে আশ্রয় ক'রে অচেতন দেহ শয্যার উপর লুটিয়ে পড়েছে সে কথাও মনে পড়ে না। বিচালি, তোষক এবং চাদর দিয়ে রচিত শয্যা নরমই ছিল এবং বায়ুও ছিল সুশীতল। সুতরাং ঘুমটা এমনই প্রগাঢ় হয়েছিল যে, এর আগে আর একবারও ভেঙ্গেছিল কিনা তাও মনে পড়ে না। আকাশে প্রত্যূষের স্তিমিত আলোক, প্রভাতের সুশীতল জোলো বায়ু ঝির্ ঝির্ ক'রে বইছে। ছইএর জন্যে গাড়ির দু'পাশ দিয়ে দৃশ্য দেখা যায় না, কিন্তু সম্মুখের ফাঁক দিয়ে পথপার্শ্বের গাছ-পালা বন-জঙ্গল পাহাড়-প্রান্তর সবই কিছু-কিছু দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গাছে গাছে যেন দু'চারটে পাখীর কাকলীও শোনা যায়।

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! সহসা ধড়মড় ক'রে সন্ধ্যা উঠে বস্‌ল। রাত্রির ঘন অন্ধকারের মধ্যে মুক্তির যে পরিপূর্ণ মূর্তি সে দেখতে পায় নি, প্রত্যূষের আলোকে গাছ-পালা পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে তাকে সম্পূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি করলে! এ-ই ত' মুক্তি! একেই ত বলে মুক্তি! এ ত' মহবুবের শিকল-লাগানো কারাকক্ষ নয়, এ যে বিশ্বপ্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণ! এখানে পশু-পক্ষীর সঙ্গে তার মিতালী, তরু-পল্লবের সঙ্গে আত্মীয়তা! ইচ্ছা করলেই সে যে-কোনো গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, যে-কোনো লতা থেকে ফুল তুল্‌তে পারে, যে-কোনো পাখীর গান শুন্‌তে পারে! ঐ যে দূরে

অভিজ্ঞান

বন্ধুর প্রান্তরের একটুখানি অংশ দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছা করলে ওখানে গিয়ে সে কাঁটাগাছে হু'পা ক্ষতবিক্ষত করতে পারে। এমন কি কাছাকাছি যদি-কোনো বন্যা-উদ্বেল পার্বত্য নদী থাকে, তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতেও বাধা নেই। এ-ই ত মুক্তি! একেই ত বলে মুক্তি! মুক্তি যে এত মধুর আগে কে তা জানত!

কি আশ্চর্য! সে গতি লাভ করেছে! অবিশ্রান্ত চলেছে সে,—বাধা নেই, আটক নেই! এ চলার শেষ হবে কলকাতায়, যেখানে তার বাপ মা আছে, স্বামী আছে। সন্ধ্যার ইচ্ছা হ'ল লাফ দিয়ে পথের উপর প'ড়ে একটা ছুট্ দেয়। এমনই মন্থর গতি এই গরুর গাড়ির, যেন চলতেই চায় না।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে আমিনা তখনো শুয়ে ঘুমুচ্ছে, কিন্তু ইয়াসিন গাড়ির ভিতরে নেই। আমিনার গায়ে হাত দিয়ে একটু ঠেলা দিয়ে সন্ধ্যা ডাকলে, "আমিনা! আমিনা!"

নিদ্রালস চক্ষু উন্মীলিত ক'রে আমিনা বল্‌লে, "কি?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "এবার ওঠ! সকাল হয়েচে।"

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে ব'সে সহাস্য মুখে আমিনা বল্‌লে, "তা'ত হয়েচে, কিন্তু তোমার সকাল কখন হয়েছে শুনি? একটু আগেও ত তোমাকে ঘুমন্ত দেখেচি।"

অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সত্যি ভাই, এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে, এক ঘুমে রাত কাবার হ'য়ে গেছে। কিন্তু ইনি কোথায়?"

"কিনি?"

সন্ধ্যা ইয়াসিনের নাম ভুলে গিয়েছিল, স্মিতমুখে বল্‌লে, "কেন, বুঝতে পারছনা না-কি?"

"না, পাচ্ছিনে।"

অভিজ্ঞান

"তোমার—তোমার স্বামী?" ব'লেই সন্ধ্যার মুখ লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে উঠল।

নিষ্প্রভ আলোকেও আমিনা তা লক্ষ্য ক'রে বললে, "আমার স্বামী, তা তোমার এত লজ্জা কেন?" রাত্রে গাড়িতে উঠে ইয়াসিন্ গাড়ির পিছন দিকে পা ঝুলিয়ে বিপরীত দিকে মুখ ক'রে ব'সে ছিল। সেদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আমিনা ব'লে উঠল, "ওমা তাই ত! আমার স্বামী কোথায় গেল? ডাকাতে হরণ ক'রে নিয়ে গেল না ত!"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল; বললে, "সবাই কি হতভাগিনী সন্ধ্যা যে ডাকাতে হরণ ক'রে নিয়ে যাবে!" তারপর সাগ্রহে হাত চেপে ধ'রে বললে, "না ভাই, সত্যি ক'রে বল, কোথায় গেলেন তিনি।"

স্মিতমুখে আমিনা বললে, "তিনি? তিনি লাফ দিয়ে রাস্তায় গেলেন।"

"তার মানে?"

"তার মানে, কাল রাত্রে ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে তুমি যেই শুয়ে পড়লে, উনিও ওদিকে একটি পরিষ্কার লাফ মেরে রাস্তায় প'ড়ে গাড়ির পিছনে পিছনে পথ চল্‌তে আরম্ভ করলেন।"

সবিস্ময়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"তা হ'লে তোমার শোবার জায়গার আর-একটু সুবিধা হয়,—বোধ হয় সেই ভেবে। তা ছাড়া—"

ঔৎসুক্যের সহিত সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তা ছাড়া কি?"

"তা ছাড়া, তুমি ঘুমিয়ে থাক্‌লে একগাড়িতে ওঁর জেগে ব'সে থাকা উচিত হয় না, বোধহয় সে কথাও ভেবে।"

দুঃখিত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "তা'তে কি হয়েছিল? না, না, এ ভারী অন্যায়! আচ্ছা, তাই যদি, তুমি আমাকে তুলে দিলে না কেন আমিনা?"

হাসতে হাসতে আমিনা বললে, "তা বটে, সেইটেই ভুল হ'য়ে গিয়েছিল।"

"আচ্ছা, এখন ত ওঁকে উঠে আসতে বল!"

"কেন, তুমি নিজে বল না?—ভদ্রতা তো তুমিই করতে চাচ্ছ।"

"ভদ্রতা নয় আমিনা,—করুণা। আহা, দেখ দিকিনি, সমস্ত রাতটা মুখ বুজে পথ হাঁটচেন!" তারপর আমিনার হাত চেপে ধ'রে বল্লে, "নাও, গাড়ি থামাও!"

আমিনার আদেশে গাড়ি স্থির হয়ে দাঁড়াল। ইয়াসিন্ গাড়ির পাশে পাশেই চল্ছিল, গাড়ি থাম্তে পিছন দিকে এসে দেখ্লে গাড়ির ভিতর আমিনা এবং সন্ধ্যা তু'জনেই জেগে ব'সে রয়েছে। সন্ধ্যাকে সেলাম ক'রে হাসিমুখে বল্লে, "উঠে পড়েছেন? রাত্তিরে ঘুম বোধ হয় একটুও হয়নি?"

প্রতি-নমস্কার ক'রে লজ্জিত মুখে সন্ধ্যা বল্লে, "আপনি সমস্ত রাত হেঁটে এসেছেন, আর আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এসেছি! ছি ছি, কি লজ্জার কথা! আপনি উঠে আসুন।"

সন্ধ্যার অপ্রতিভ ভাব দেখে ব্যস্ত হ'য়ে ইয়াসিন্ বল্লে, "না, না, তার জন্তে আপনি একটুও লজ্জিত হবেন না। এ-সব রাস্তা ত' আমরা মরদরা হেঁটেই শেষ করি। শুধু আপনাদের জন্তেই গাড়ি আনা।"

"আচ্ছা, এখন উঠে আসুন!"

স্মিতমুখে ইয়াসিন্ বল্লে, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, কিচ্ছু প্রয়োজন নেই। আর ত' সবে পোন্ ক্রোশটাক পথ বাকি। একেবারে কাছে এসে পড়েছি; ঐ যে দবীপুরের গাছপালা মালুম দিচ্ছে।"

আমিনা বল্লে, "মালুম দিলেই কি কাছে হ'তে হয়? এই ত' আমিও এখান থেকে মালুম দিচ্ছি, তাই ব'লে কি তোমার খুব কাছে আছি বল্তে চাও?"

আমিনার পরিহাসে ঈষৎ লজ্জিত হ'য়ে সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ইয়াসিন্ দেখ্লে নিঃশব্দ হাস্তে সন্ধ্যার মুখ উচ্ছলিত। বল্লে, "একটু না হয় শুয়ে পড়ুন, এখনো খানিকটা ঘুমোতে পারবেন।"

মৃত্মস্মিত মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, আর ঘুমোবার দরকার নেই।"

"ঘুম একটু হয়েছিল ?"

"বেশ ভালই হয়েছিল।"

"আচ্ছা, আমি পাশেই রইলাম। আপনারা ততক্ষণ কথাবার্তা করুন।" ব'লে ইয়াসিন গাড়ির পাশে গিয়ে গাড়ি চালাবার আদেশ দিলে।

গাড়ি চল্‌তে আরম্ভ করতেই সন্ধ্যা আমিনাকে দুই বাহুর দ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ ক'রে ধরলে, তারপর মিনতি-করুণ স্বরে বল্‌লে, "ভাই আমিনা, আজই আমাকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করো।—কেমন, করবে ত ?"

সন্ধ্যার ব্যাকুলতা দেখে মনে মনে দুঃখিত হ'লেও হাসিমুখে আমিনা বল্‌লে, "কেন, সবুর সইছেনা না-কি ?"

কাতরস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সয় কি ? তুমিই ভেবে দেখ আমিনা! বন্দী যখন ছিলাম তখন একরকম ছিলাম, এখন তোমার দয়ায় মুক্তি পেয়ে সত্যিই সবুর সইছে না। মনে হচ্চে কি জানো, গাড়ি থেকে নেবে প'ড়ে ছুট দিই! আজই আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করো ভাই।—কেমন? লক্ষীটি!"

আমিনা বল্‌লে, "আমি কি তোমার মনের কথা বুঝ্‌তে পারছিনে সন্ধ্যা? খুবই বুঝ্‌ছি। আজকেই তোমাকে পাঠাবার বিশেষ চেষ্টা করব, তবে আমার শ্বশুর সব দিক বিবেচনা ক'রে যেমন করবেন তাই হবে ত ভাই। তোমাকে পাঠাবার মধ্যে ভাববার অনেক কথা আছে, শুধু তোমার দিক দিয়েই নয়, আমাদের দিক দিয়েও।"

আগ্রহ সহকারে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাদের দিক দিয়ে আবার কি ?"

"আমাদের দিক দিয়ে পুলিস। তোমার শ্বশুর বড়মানুষ, পুলিসের পাহারা চারিদিকে ছড়িয়ে রেখেছেন। যে তোমাকে নিয়ে যাবে সে যদি ধরা পড়ে তা

হ'লে শেষ পর্যন্ত গফুর মহবুবরাও ধরা পড়বে। জান ত' ভাই, কান টানলে মাথাও আসে।"

"কিন্তু এ বিশ্বাস ত' আছে আমিনা, আমার দ্বারা তোমাদের কখনো কোনো বিপদ হবে না? আমার মুখ দিয়ে কেউ কখনো কিছু বলিয়ে নিতে পারবে না—এ বিশ্বাস ত' করো?"

সন্ধ্যার কথা শুনে আমিনা হেসে ফেললে, বললে, "সে বিশ্বাস না করলে তোমাকে কি ঘরে এনে ঢোকাতাম সন্ধ্যা? তোমার কোনো ভাবনা নেই, যত শীঘ্র তোমাকে কলকাতায় পাঠানো সম্ভব তার চেয়ে এক মিনিটও দেরি হবে না। আমার শ্বশুর অত্যন্ত দয়ালু লোক।"

"তা' ত' তাঁর ছেলেকে দিয়েই বুঝতে পারছি ভাই। তোমার শাশুড়ী আছেন আমিনা?"

"না।"

"বাড়িতে আর কে কে মেয়েমানুষ আছেন?"

আমিনা হেসে বললে, "আর কেউ না। আমিই একমাত্র।"

সন্ধ্যা হেসে উত্তর দিলে, "তাই এত আদরের বউ!"

আমিনা হাসিমুখে বললে, "হ্যাঁ গো, তাই!"

কিছুক্ষণ পরে একটা বাড়ির প্রাঙ্গণে গাড়ি প্রবেশ করল। আমিনা বললে, "এইটে আমাদের বাড়ি, আর ঐ দেখ বারান্দায় আমার শ্বশুর ব'সে রয়েছেন।"

আগ্রহভরে সন্ধ্যা তাকিয়ে দেখলে একটি দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ বৃদ্ধলোক লুঙ্গি প'রে অনাবৃত দেহে মোড়ায় ব'সে তামাক খাচ্ছেন।

গাড়ি নিকটে উপস্থিত হ'তে আমিনার শ্বশুর মহীউদ্দিন গাত্রোত্থান ক'রে নেমে এসে বললেন, "কি, বউমা এলে না-কি?"

গাড়ি থেকে নেমে প'ড়ে অবনত হ'য়ে শ্বশুরকে সেলাম ক'রে হাসিমুখে আমিনা বললে, "হ্যাঁ আব্বা, এলুম।"

অভিজ্ঞান

আমিনার পিছনে পিছনে সন্ধ্যাও নেমে এসে আমিনার মত মহীউদ্দিনকে সেলাম ক'রে নতমুখে দাঁড়াল।

সন্ধ্যাকে দেখে মহীউদ্দিন বিস্মিত হ'য়ে বললেন, "এ মেয়েটি কে বউমা ?"

"এটি আমার একটি বন্ধু আব্বা। বিপদে প'ড়ে আপনার কাছে এসেছে।"

"তোমার বন্ধুর যখন বিপদ তখন তোমারো বিপদ বউমা। আর তোমার যখন বিপদ তখন আমিও দেখ্‌চি বিপদে পড়েচি!" ব'লে মহীউদ্দিন হাসতে লাগ্‌লেন। তারপর সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন, "এস, মা, এস। বউমার যখন সুপারিশ, তখন তোমার এ বুড়ো চাচার দ্বারা যা কিছু হবার সবই হবে। পরে সব কথা শুনব, এখন বাড়ির ভিতর গিয়ে প্রথমে একটু ঠাণ্ডা হও। লজ্জা করো না, এ তোমার আপন বাড়ি।"

এবার হিন্দু প্রথায় যুক্তকরে মহীউদ্দিনকে নমস্কার ক'রে সন্ধ্যা আমিনার সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করল।

এগার

বেলা তখন আটটা। স্নান এবং কিছু জলযোগ সমাপন ক'রে সন্ধ্যা আমিনার ঘরে ব'সে ছিল। একদল কৌতূহলী বালক-বালিকা দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে প্রত্যূষের এই সহসা-আবির্ভূত অপরিচিত অতিথিটিকে নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। অতিথির নাম হামিদা এবং সে আমিনার বাপের বাড়ির দিক দিয়ে তার একজন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়া, সে-কথা সহজেই জানা গিয়েছিল; কিন্তু এ গৃহের সহিত তার কি সম্পর্ক, কি জন্যে এখানে সে এসেছে, কতদিন এখানে অবস্থান করবে, এই সব অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যের কিছুই জানা যাচ্ছিল না। এজন্যে তাদের মনে ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না, কিন্তু আমিনাকে জিজ্ঞাসা করলে সে ধমক দেয়, বলে, "ও আমার বহিন্, সব দিন এখানে থাক্‌বে। যা, এখন পালাঃ।"

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কি ক'রে একটু আলাপ আরম্ভ করবে সন্ধ্যা মনে মনে তাই জল্পনা করছিল এমন সময় সেখানে আমিনা উপস্থিত হওয়ায় ছেলের দল দুদ্দাড় ক'রে স'রে পড়ল। আমিনা ঘরে প্রবেশ করল, এবং তার পিছনে পিছনে প্রবেশ করল তার দেবর নাসীর,—দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, কান্তিমান যুবক।

সহাস্যমুখে আমিনা বল্‌লে, "ভাই হামিদা, এটি আমার দেওর নাসীরউদ্দিন, যার কথা তোমাকে বলেছিলাম।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে উঠে একবার নাসীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে যুক্তকরে তাকে নমস্কার করলে।

তাড়াতাড়ি সম্মুখে এগিয়ে এসে সন্ধ্যাকে প্রত্যভিবাদন ক'রে স্মিতমুখে নাসীর বল্‌লে, "আপনার বহুৎ মেহেরবানি যে, আমাদের বাড়ি পায়ের ধুলো দিয়েছেন। সত্যিই আমাদের এ সৌভাগ্যের কথা।"

অভিজ্ঞান

মাস দুই পূর্বে হ'লে একজন অপরিচিত যুবকের মুখ থেকে উচ্চারিত এই ভদ্রতার বাক্যের উত্তরে সন্ধ্যা হয়ত' একটি কথাও বল্‌তে পারত না, আরক্ত-মুখে নতনেত্রে দাড়িয়ে থাক্‌ত, কিন্তু জীবনধারার নিদারুণ বিপর্যয়ের কাছে তালিম নিয়ে নিয়ে তার প্রকৃতিও অনেকটা পরিবর্তিত হ'য়ে গেছে, বল্‌লে, "সৌভাগ্যের কথা আমারই বলতে হবে। আপনারা ত' আমাকে আশ্রয় দান করেছেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে নাসীরের মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল, অল্প একটু মাথা নেড়ে বল্‌লে, "আশ্রয়দানের কথা আমরা জানিনে, সে আপনার বন্ধু বল্‌তে পারেন, কিন্তু আপনি দয়া ক'রে আসায় সত্যিই আমরা খুসি হয়েছি।"

হাসিমুখে আমিনা বল্‌লে, "আশ্রয় পাওয়ার কথাটা একেবারে বাজে মিথ্যা। আচ্ছা, আশ্রয় পেয়ে সেই দিনই যদি আশ্রয় ভেঙ্গে কলকাতায় পালাবার জন্যে কেউ ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে ত' সে কি-রকম আশ্রয় পাওয়া তা তুমিই বিচার কর।"

নাসীর হাসতে হাসতে বল্‌লে, "না, তাকে কিছুতেই আশ্রয় পাওয়া বলা যায় না।"

এক মুহূর্তের জন্য নাসীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু কলকাতায় যদি যেতে পাই ত' সে আপনাদের দয়াতেই যাব। কলকাতার আশ্রয় ত' আপনাদেরই আশ্রয় হবে।"

শুনে আমিনা খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল; বললে "এ ঠিক কি রকম কথা হ'ল জানো ভাইদা?—একটা খাঁচার পাখী যদি বলে, দয়া ক'রে যদি খাঁচার দোরটা খুলে দেন ত' দেশান্তরে উড়ে যাই—দেশান্তরের আশ্রয় ত' আপনাদেরই আশ্রয় হবে।—অনেকটা সেই রকম।"

আমিনার উপমার যৌক্তিকতায় খুসি হ'য়ে নাসীর মৃদু মৃদু হাসতে লাগ্‌ল, কিন্তু আশঙ্কায় সন্ধ্যার মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ল। শ্বশুর কিম্বা পিতৃগৃহের আশ্রয়

অবিলম্বে ফিরে পাবার জন্য তার মনে এমন একটা দুর্বার উত্তেজনা জেগে উঠেছে যে, তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট পরিহাসের মিথ্যা কথাও যেন সে বরদাস্ত করতে পারে না। মহবুবের গৃহে প্রথম দিকে যখন পরিত্রাণের বিশেষ কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তখন উত্তেজনাও এতটা ছিল না; কিন্তু সম্ভাবনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের চাঞ্চল্য বহুগুণিত পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। দুস্তর সাগরের প্রায় সবটাই পেরিয়ে এসে এখন অতি অল্পের জন্য মন ধৈর্য মানছে না, মনে হচ্ছে তরী ভেড়বার পূর্বেই তীরে লাফিয়ে পড়ি।

সন্ধ্যার মুখে চিন্তার কুজ্ঝটিকা লক্ষ্য ক'রে আমিনা তার মনের উদ্বেগ বুঝতে পারলে। বল্‌লে, "ভয় নেই তোমার হামিদা, খাঁচার দোর ত' খুলে দোকেছি, তা' ছাড়া দেশান্তরে তোমার সত্যিকার আশ্রয়ে তোমাকে রেখে আসব। এখন একটু ধৈর্য ধ'রে মেজ মিঞার সঙ্গে গল্প-টল্প কর, আমি ততক্ষণে একটু-কিছু মুখে দিয়ে আসি।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে, "এখনো তুমি কিছু খাওনি ভাই আমিনা?—যাও, যাও, আর দেরি কোরো না।"

"এই এখনি এলুম,—বেশি দেরি হবে না।" ব'লে আমিনা লঘু ক্ষিপ্রপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমিনা যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তাকে মধ্যস্থ ক'রে সন্ধ্যা এবং নাসীরের মধ্যে এক-আধটা কথাবার্তা চল্‌ছিল, কিন্তু সে চ'লে যাওয়ার পর এই সদ্যপরিচিত দু'টি তরুণ-তরুণীর পক্ষে কথাবার্তা চালানো কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল। নবপরিচয়ের সঙ্কোচ কথোপকথনের মধ্য দিয়েই তরল হ'য়ে ভেসে চ'লে যায়, নীরবতা তার পথে বাধা সৃষ্টি ক'রে তাকে বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং একটা মামুলী কথোপকথনের সূত্রপাত ক'রে নাসীর এই অস্বস্তিকর মৌনের অবসান করবার চেষ্টা করলে। বল্‌লে, "কাল রাত্রে গরুর গাড়িতে আসতে আপনার খুবই কষ্ট হ'য়ে থাকবে।"

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বললে, "মোটেই না, আমি খুবই আরামে এসেছিলাম। কষ্ট হয়েছিল আপনার দাদার ; তিনি প্রায় সমস্ত রাতই গাড়ির পিছনে পিছনে হেঁটে এসেছিলেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে নাসীর হাসতে লাগল, বললে, "আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, এটুকু পথ হাঁটতে, বিশেষত রাত্রে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায়, আমাদের কোনো কষ্টই হয় না। গাড়ি-পাল্কী জেনানাদের জন্তেই ব্যবহার হয়। আমরা পুরুষেরা গাড়ির আগে পিছে ত' চলি-ই, আবার সময়ে সময়ে গাড়ির ওপর উঠে গরুর ল্যাজ মলতে মলতেও চলি।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। তারপর ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বললে, "আপনারা বড়-মানুষ, জুড়ি গাড়ি মোটরকার চড়া অভ্যেস, গরুর গাড়ি চড়তে নিশ্চয়ই আপনাদের কষ্ট হয়।"

শুনে সন্ধ্যা অবরুদ্ধ বেদনার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করলে। হায় রে! কোথায় বা জুড়ি গাড়ি, আর কোথায়ই বা মোটরকার! সে-সব ত' একরকম ভুলেই গেছে। সম্পদে-সম্মানে নন্দিত তার পূর্বকার সহজ সুন্দর জীবন, সে ত এখন অতীতের স্মৃতি। যে কলুষিত গ্লানিকর অস্তিত্বের মধ্যে তার দেহ-মন পলে পলে গলিত হ'য়ে উঠছিল, গরুর গাড়ি ক'রে তা থেকে দূরে পলায়ন, সে ত' একটা অচিন্তিত সৌভাগ্যের কথা। আমিনা যদি তার হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে বন-বাদাড় কাঁটা-কাঁকরের মধ্য দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসত তা হ'লেও দুঃখ ছিল না। মুখে তার কাতরতার ছায়া ঘনিয়ে এল ; দুঃখার্ত কণ্ঠে বললে, "আমি বড়মানুষ নই,—অতি দুর্ভাগিনী!"

সন্ধ্যার কথা শুনে এবং আকৃতির আকস্মিক পরিবর্তন দেখে নাসীর গভীর ঔৎসুক্যের সহিত বললে, "কিন্তু আপনি বড়লোকের মেয়ে, বড়-ঘরের বউ, এ কথা ত' আমি ভাবীর মুখে শুনেছি।"

"শুধু সেই কথাই শুনেছেন, না আরও কিছু শুনেছেন?"

"আর বিশেষ-কিছু শুনিনি, তবে আপনার বিষয়ে সব কথা আমাকে পরে বল্‌বেন বলেছেন।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "যখন সব কথা শুন্‌বেন তখন বুঝ্‌তে পারবেন আমি তখন পরিহাস করছিলাম না,—সত্যিই আমি আপনাদের আশ্রিত, আপনাদের শরণাগত।" একটু চুপ ক'রে থেকে কতকটা যেন আপন মনে অন্যমনস্কভাবে বল্‌লে, "যে গরুর গাড়ি ক'রে আমিনা আমাকে উদ্ধার ক'রে আন্‌লে সে গরুর গাড়ি ত' চিরদিনের জন্যে আমার মনে পুষ্পকরথ হ'য়ে রইল।" কথাটা ব'লে ফেলে নাসীরের দিকে চেয়ে হাসতে গিয়ে অকস্মাৎ ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লে। ঠিক যেন সূর্যকিরণের মধ্যে শরৎকালের অতর্কিত লঘুমেঘের বর্ষণ-লীলা।

নিজের এই আকস্মিক বিচলতার অভিনয়ে অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে পুনরায় একবার নাসীরের দিকে চেয়ে দৃষ্টি নত করলে।

দুঃখিত স্বরে নাসীর বল্‌লে, "আমি বড়ই অন্যায় করেছি এ সব কথা তুলে। আমি আগে জান্‌তাম না—"

নাসীরকে আর অধিক কথা বলবার অবসর না দিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আপনি তো কোনো কথাই তোলেন নি। এ কথা আপনিই ওঠে,—আমার জীবনে উপস্থিত এর চেয়ে বড় কোনো কথাই আর নেই, সুখেরও নয়, দুঃখেরও নয়।"

কী সে এমন কথা যার চেয়ে এই সুন্দরী তরুণী নারীর উপস্থিত আর কোনো কথাই বড় নেই, তা শুনতে ইচ্ছা করে; কী সে এমন বিপদ যা থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে আমিনা এ বাড়িতে নিয়ে আসার ফলে সামান্য গরুর গাড়ি পুষ্পক-রথ হ'য়ে রইল, তা জানবার আগ্রহও মনে কম নয়; কিন্তু যে প্রসঙ্গের অবতারণা মাত্রেই এক পশলা চোখের জলের বর্ষণ হ'য়ে যায় সে প্রসঙ্গ নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করতে সহৃদয়তায় বাধে। পিছনদিকের বাগানে বহুক্ষণ থেকে একটা কাঠ-ঠোকরা পাখী সমানে শব্দ ক'রে চলেছিল, সেই একটানা শব্দের মদিরতায় নিজের কল্পনাবৃত্তিকে নিমজ্জিত ক'রে নাসীর তার সম্মুখে উপবিষ্ট এই

অভিজ্ঞান

অপরূপ রূপসী নারীর রহস্যাবৃত জীবনের সুখদুঃখের সমস্যা অনুমাননে প্রবৃত্ত হল। কোথা থেকে সে এসেছে, কোথায় সে যাবে, কি তার অভিপ্রায় কিছুই সে আমিনার কাছ থেকে জানতে পারেনি, শুধু এইটুকু মাত্র জেনেছে যে, সে ওদের গৃহে ক্ষণস্থায়ী অতিথি এবং জাতিতে হিন্দু। বিবাহিত কি অবিবাহিত, সে কথা জিজ্ঞাসা করবারও অবকাশ হয়নি। চোখে দেখে ঠাহর করবার কয়েকবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাও ঠিক বোঝা যায় না। সীমন্তের প্রান্তভাগে রক্তাভ দাগটুকু সিঁদুরের, কি সিঁদুরের নয়, তাও যেন একটা রহস্য! এ যেন ঠিক রূপকথার অলৌকিক ব্যাপার! রূপকথার নায়িকার মতো সোনার কাঠির স্পর্শে হঠাৎ এক-সময়ে আবির্ভূত হয়েছে, আবার রূপার কাঠির স্পর্শে হঠাৎ কখন অদৃশ্য হবে! রূপকথা নয় ত কি? দবীপুরের মতো অজ পাড়াগাঁ জায়গায় তাদের বাড়িতে এমন একটি অভিজাত বংশের রূপসী মেয়ে, রূপকথার পরীর মতোই বিস্ময়ের বস্তু!

"নাসীর মিঞা!"

সহসা নিদ্রোত্থিতের মতো চকিত হ'য়ে নাসীর বল্লে, "জী আজ্ঞে!"

"আপনি ত' কলকাতায় পড়েন?"

"জী।"

"এখন আপনি এখানে রয়েছেন, কলেজ কি বন্ধ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের একটা পরব পড়েছে, সেই জন্য কলেজ পাঁচ দিন বন্ধ।"

"কবে আপনি কলকাতায় ফিরবেন?"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে নাসীর বল্লে, "দিন তিনেক পরে।"

নাসীরের কথা শুনে সন্ধ্যার মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিল, বল্লে, "আজ তবে আমাকে কে কলকাতায় নিয়ে যাবে? বোধহয় আপনার দাদা?"

"তা'ত বল্‌তে পারলাম না। আপনার যাওয়ার কোনো কথাই আমি শুনিনি।"

উৎকণ্ঠিত মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু আজ আমাকে কলকাতা যেতেই হবে! আপনি যদি দয়া ক'রে সে বিষয়ে ব্যবস্থা করবার জন্যে আপনার বাবাকে একটু অনুরোধ করেন!"

নাসীর বল্‌লে "আপনি আদেশ করলে নিশ্চয়ই করব, কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন হবে না, সে বিষয়ে আপনার সমস্ত ব্যবস্থা বৌদিদি, আমার ভাবী, করবেন। বাবার কাছে তাঁর কথার চেয়ে বেশি জোর আর কারো কথার নেই, আমারও নয় দাদারও নয়। কিন্তু আজই আপনার কলকাতায় যেতে হবে? দু-চার দিন পরে গেলে হোত না? দিন তিনেক পরে আমিও ত' আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।"

মৃদু মৃদু মাথা নাড়তে নাড়তে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আজ আমাকে যেতেই হবে। সব কথা শুন্‌লে আপনি বুঝ্‌তে পারবেন যে আজ আমার না গেলেই নয়।" একটু অপেক্ষা ক'রে নাসীরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, এখান থেকে রেল ষ্টেশন কত দূরে?"

নাসীর বল্‌লে, "বেশি নয়, মাইল চারেক পথ।"

"যেতে কতক্ষণ সময় লাগে?"

"তাও বেশি নয়, ঘণ্টা দেড়েক।"

"ষ্টেশনের নাম কি?"

"গালুডি।"

"গালুডি!" সন্ধ্যার মুখ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। অবশেষে একটা পরিচিত জায়গার কাছাকাছি উপনীত হয়েচে তা হ'লে! বছর চারেক আগে মাস-খানেকের জন্যে গালুডিতে সে তার মাসির বাড়ি বেড়াতে আসে। স্ত্রীর ভগ্ন-স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তার মেশোমশাই গালুডিতে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন।

নাসীর বল্‌লে, "গালুডি তা হ'লে আপনি জানেন ?"

"হাঁ, জানি। পাশেই বোধ হয় জামসেদপুর ?"

"ঠিক পাশেই নয়, গোটা দুই ষ্টেশন পরে। জামসেদপুর গেছেন নাকি কখনো ?"

"হাঁ, গেছি।"

"আত্মীয় কেউ সেখানে আছেন ?"

গালুডিতে অবস্থানকালে লোহার কারখানা দেখ্‌বার জন্যে সন্ধ্যা একবার জামসেদপুর গিয়েছিল। সেখানে তার মাসিমার বড় জামাই কারখানায় বড় চাকরি করেন। তিনিই আগ্রহ ক'রে সকলকে নিয়ে গিয়ে চার পাঁচ দিন নিজের গৃহে রেখেছিলেন। তাঁর কথা মনে ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "হাঁ, আছেন। আমার মাসিমার জামাই সেখানে চাকরি করেন।" বিবাহের সময়ে পীরনগরে পরিচিত সুধা-রাণীর স্বামীও জামসেদপুরে চাকরি করে এ কথা সে শুনেছিল। কিন্তু সুধারাণীর স্বামীর নাম তার মনে পড়ল না, হয় ত কখনো শোনেইনি।

নাসীর বল্‌লে, "বোনের বাড়ির এত কাছাকাছি যখন এসেছেন তখন কলকাতা যাওয়ার আগে একবার জামসেদপুরে গিয়ে দেখাটা ক'রে এলে ভাল হোত না ? না গেলে, পরে শুনলে তিনি হয় ত দুঃখ করতে পারেন।"

এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হ'ল না, মহীউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে আমিনা সহাস্যমুখে ঘরে প্রবেশ ক'রে বল্‌লে, "বেশি দেরি হয়েছে কি সন্ধ্যা ?"

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "একটুও না, খুব শীগ্‌গির এসেছ।"

মহীউদ্দিন বল্‌লেন, "বোসো মা, বোসো। তুমিও ব'সে পড় বউ মা, এখন অনেকক্ষণ কথাবার্তা করবার দরকার হবে।" তারপর নাসীরের দিকে

দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লেন, "নাসীর, তুমি গিয়ে ইয়াসিন্‌কে ডেকে নিয়ে এস,—পরামর্শের মধ্যে আমাদের সকলেরই থাকা দরকার।"

ইয়াসিন্‌ উপস্থিত হ'লে অবিলম্বে কথাটার আলোচনা আরম্ভ হ'য়ে গেল।

সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা পুত্রদের কাছে বিবৃত ক'রে মহীউদ্দিন সন্ধ্যাকে বল্‌লেন, "এ কথাতে কোনো ভুল নেই মা, যে, যতশীঘ্র সম্ভব তোমার এখান থেকে চ'লে যাওয়া দরকার, তা'তে তোমার পক্ষেও মঙ্গল আমাদের পক্ষেও মঙ্গল। কিন্তু গোয়েন্দা-পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে কলকাতায় তোমাকে নিয়ে যাওয়া যে খুব সহজ হবে তা আমার মনে হয় না, কারণ কলকাতার দিকে, বিশেষত হাওড়া ষ্টেশনে, তারা ওৎ পেতে ব'সে আছেই। এ কথা তারা খুবই জানে যে এ সব ব্যাপারের বদমাইশেরা শেষ পর্যন্ত কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নেয়, আর ধরা পড়বার ভয়ে টাট্‌কা-টাট্‌কি যায় না, দু-চার মাস পরেই গিয়ে থাকে। তোমাকে নিয়ে আমার ছেলেরা যদি ধরা পড়ে তা হ'লে বৌমার ভাইদের ধরা পড়তেও বিলম্ব হবে না—আর, তা হ'লে তার চোট্‌টা শেষ পর্যন্ত বউমার ওপরই গিয়ে পড়বে তা বুঝতেই পারছ। শুনেছি বউমার খাতিরে তুমি তাঁর ভাইদের এইটুকু ক্ষমা করেছ যে, তাদের আর অনিষ্ট কামনা কর না। এ কথা সত্যি কথা কি মা?"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা তার সম্মতি জানালে; বল্‌লে, "সত্যি।"

মহীউদ্দিন বল্‌লেন, "ভালো কথা। ক্ষমার উপর কোনো শিকায়েৎ চলে না, বিশেষত যেখানে ক্ষমা একটা উপকারের প্রত্যুপকার। তা হ'লে কাছাকাছি কোনো জায়গায় যদি তোমার এমন কোনো আত্মীয় স্বজনের বাস থাকে যেখানে রাতারাতি তোমাকে রেখে আসা যেতে পারে তা হ'লে গফুর-মহবুবের সঙ্গে নেতুড়টা কেটে যায়। তারপর সেখান থেকে তুমি অনায়াসে কাউকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় চ'লে যেতে পারো। এমন কেউ

আছেন কি মা? তা যদি থাকেন ত' আজই তোমাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।"

উৎসুকনেত্রে নাসীর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। সন্ধ্যাও একবার নাসীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আছেন। জামসেদপুরে আমার এক ভগ্নীপতি আছেন, টাটা আয়রন্ ওয়ার্কসে চাকরি করেন।"

মহীউদ্দীন উৎফুল্ল হ'য়ে বললেন, "আল্লা! তা হ'লে ত' সুবিধেই হয়েচে। নাম কি মা তাঁর?"

"প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

"ঠিকানা কি জানো?"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "বোধ হয় নদার্ন্ টাউন্।"

"তা হ'লে বড় চাকরি করেন?"

"হ্যা, বড় চাকরিই করেন।"

"সেখানে তোমার যেতে কোনো আপত্তি নেই ত মা? তা যদি না থাকে ত' আজ রাত্রেই তোমাকে জামসেদপুরে পাঠিয়ে দিই। কলকাতা পৌঁছতে তা'তে তোমার একটা দিন বিলম্ব হ'য়ে যাবে, কিন্তু উপায় কি?"

সকৃতজ্ঞনেত্রে সন্ধ্যা মহীউদ্দিনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আমার পক্ষে আর কিছুই হ'তে পারে না। কি ব'লে আপনাকে যে আমি—" সে আর অধিক কিছুই বলতে পারলে না, অশ্রুতে চক্ষু আচ্ছন্ন হ'য়ে এল, কণ্ঠস্বর গেল জড়িয়ে।

স্নিগ্ধকণ্ঠে মহীউদ্দিন বললেন, "কিছুই তোমাকে বলতে হবে না মা, আমি সব বুঝতে পাচ্ছি। অনেক কষ্ট পেয়েছ তুমি, এবার খোদা তোমার মঙ্গল করুন।"

তারপর কি ক'রে সন্ধ্যাকে জামসেদপুরে পাঠানো হবে তার আলোচনা হ'য়ে গেল। স্থির হ'ল বেলা আড়াইটার গাড়ীতে ইয়াসিন্ জামসেদপুর গিয়ে প্রথমে সন্ধ্যার ভগ্নীপতির গৃহের সন্ধান ক'রে রাখবে, তারপর কাসেম নামে

তাদের একজন পরিচিত এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তির ট্যাক্সি নিয়ে রাত্রি চারটার সময়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করবে। রাত্রি তিনটার গাড়ীতে গালুডি থেকে সন্ধ্যা ও নাসীর রওনা হ'য়ে জামসেদপুর পৌছলে ইয়াসিন্ সন্ধ্যাকে নামিয়ে নিয়ে প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে পৌছে দেবে। নাসীর সেই গাড়ীতেই চক্রধরপুর চ'লে গিয়ে দিন দুই তিন তার এক মাসির বাড়িতে অবস্থান করবে, এবং ইয়াসিন্ মধ্যাহ্নের গাড়িতে দবীপুর ফিরে আসবে।

আমিনাকে সম্বোধন ক'রে মহীউদ্দিন বল্‌লেন, "তাহ'লে বউমা, বারোটার সময়ে তোমার বন্ধুকে নাসীরের সঙ্গে রওনা করিয়ে দিয়ো। তার আগে যেটুকু সময় হাতে আছে গরিবের ঘরে যতটুকু সম্ভব তাঁর খাতির-যত্ন কর।" তারপর হাসতে হাস্‌তে বল্‌লেন, "যে সর্ত্তে তোমার বন্ধুকে মুক্তি দিচ্ছ বউমা, সে সর্ত্ত কিন্তু তুমি তুলে নিয়ো। খাঁচার দরোজা যখন খুলে দিচ্ছ তখন পাখীর পায়ে আর জিঞ্জির বেঁধে রেখো না।"

সহাস্যমুখে মৃদুকণ্ঠে আমিনা বল্‌লে, "আপনার যখন হুকুম আব্বা, তখন তাই হবে।"

"হুকুম নয় বেটি, অনুরোধ।" তারপর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মহীউদ্দিন বল্‌লেন, "খোদার কৃপায় সে প্রয়োজন যেন না হয়, কিন্তু যদিই হয়, তা হ'লে কিছুমাত্র সঙ্কোচ না ক'রে তুমি ফিরে এসো মা। যখনি তুমি আস্‌বে তখনি বউমার এ বাড়ির দরোজা তোমার জন্যে খোলা পাবে—এ জেনে রেখো।"

শুনে সন্ধ্যার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে এল ; বল্‌লে, "তা আমি জানি আব্বা !"

কম্পিতকণ্ঠে মহীউদ্দিন বল্‌লেন, "আরো একটা কথা ব'লে রাখি। বি-এ পাশ করলেই আমি নাসীরের সাদি দোবো। তোমার কাছে নেওতা যাবে, জামাইকে সঙ্গে নিয়ে আমার একটি মেয়ের মত তখন তোমাকে আস্‌তে হবে।"

সন্ধ্যার গৌরবর্ণ মুখে লজ্জার একটা গোলাপী আভা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ল ; মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে, "নিশ্চয় আস্‌ব।"

বার

বেড্ সুইচ টিপে ঘর আলোকিত ক'রে পার্শ্ববর্তী নিদ্রিত স্বামীর গা নেড়ে দিয়ে সবিতা ডাকলে, "ওগো, ওগো, শুনছ ?"

ধড়মড় ক'রে শয্যার উপর উঠে ব'সে উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রকাশ বললে, "কি ?"

অবরুদ্ধ স্বরে সবিতা বললে, "অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? চোর ডাকাত নয়। তুরং সিং বলছে, কে একজন মেয়েমানুষ কলকাতা থেকে এসেছে।"

"মেয়েমানুষ ? কোথায় ?"

"কি আশ্চর্য ! কোথায় আবার ? আমাদের বাড়িতে।"

তুরং সিং বাহিরের বারান্দা থেকে প্রভু এবং প্রভুপত্নীর কথোপকথনের মৃদু গুঞ্জন শুনতে পেয়ে প্রকাশ জাগ্রত হয়েচে বুঝতে পেরে কপট কাশির শব্দ দ্বারা নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করলে।

ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ ডাক দিলে, "তুরং সিং!"

"হুজুর !"

"কিয়া হায় ?"

"হুজুর, একঠো নারী লোক কলকত্তে সে আয়ী হৈ।"

"কাঁহা হৈ ?"

"বরন্দে পর খড়ী হৈ।"

'কলকত্তে সে আয়ী হৈ'- এ তুরং সিং-এর অনুমানের কথা, কেউ তাকে বলে নি। বহুদর্শিতার ফলে সে জানে যে, রাত চারটার সময় রেল থেকে কেউ এলে কলকাতা থেকেই এসে থাকে ;—এ স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারে অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন।

তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ ক'রে হল ঘর পেরিয়ে এসে ঔৎসুক্যের সহিত দোর

খুলে প্রকাশ দেখ্‌লে সিঁড়ির নিকট বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে একটি স্ত্রীলোক, এবং তার নিকটেই নিয়ে গাড়ি-বারান্দায় একজন পুরুষ। কম্পাউণ্ডের প্রান্তে রাজপথে একটা মোটরের অস্তিত্ব এঞ্জিন চলার মৃদু ধক্ ধক্ শব্দে বোঝা যাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সবিতাও স্বামীর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

প্রকাশ এবং সবিতা আবির্ভূত হ'তেই ইয়াসিন্ সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠিক চিনতে পারছেন? এঁরাই ত?"

তুরৎ সিং পূর্বেই বারান্দার বিজলী-বাতি জ্বেলে দিয়েছিল, সুতরাং ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাওয়ার পক্ষে কোনো অসুবিধা ছিল না। মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "হ্যা।"

"আচ্ছা, তা হ'লে এখন আসি,—নমস্কার!" ব'লে যুক্তকরে সন্ধ্যাকে নমস্কার ক'রে ইয়াসিন্ ত্বরিতপদে অন্তর্হিত হ'ল, এবং পর মুহূর্তে বিকট শব্দ ক'রে রাজপথের মোটারকার দ্রুতবেগে প্রস্থান করলে।

সন্ধ্যার কাছে এগিয়ে এসে সবিতা বল্‌লে, "আপনি কে, চিন্‌তে পারছিনে ত।"

"চিন্‌তে পারছ না সবি দিদি, পোড়ারমুখীকে চিন্‌তে পারছ না।" ব'লে সন্ধ্যা একেবারে ঝাঁপ দিয়ে সবিতার দেহের উপর প'ড়ে দু' হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলে।

তাড়াতাড়ি এক হাতে সন্ধ্যাকে জড়িয়ে ধ'রে অপর হাত দিয়ে তার মুখ আলোয় তুলে ধ'রে দেখে গভীর বিস্ময়ে সবিতা ব'লে উঠ্‌ল; "ওমা, ওমা, সন্ধ্যা যে! তুই কোথা থেকে এলি রে সন্ধ্যা? তুই কোথা থেকে এলি?"

কিন্তু সন্ধ্যার তখন সবিতার প্রশ্নের উত্তর দেবার মত অবস্থা একেবারেই ছিল না,—তার মুখ হ'য়ে গিয়েছিল পাংশু, চোখ আসছিল বুজে, দেহ আসছিল এলিয়ে।

অভিজ্ঞান

"ওগো, ওগো, শীগ্‌গির ধর, সন্ধ্যা প'ড়ে যাচ্ছে।" ব'লে সবিতা সন্ধ্যাকে সজোরে চেপে ধরলে।

দ্রুতপদে এগিয়ে এসে প্রকাশ দুই বাহুর উপর সন্ধ্যার বিবশ দেহ তুলে নিলে; তারপর ধীরপদক্ষেপে হল-ঘর অতিক্রম ক'রে শয়ন-কক্ষে পৌঁছে তাদের শয্যার উপর সন্তর্পণে তাকে শুইয়ে দিল।

ভয়াতুরকণ্ঠে সবিতা বললে, "ওমা, কি হ'ল গো! শীগ্‌গির ডাক্তার ডাকতে পাঠাও!"

প্রকাশ বললে, "কিছু ভয় নেই, মানসিক উত্তেজনায় এরকম হয়েছে। তুমি শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে এস,—আর তোমার স্মেলিং সল্টের শিশিটা।"

মুখে চক্ষে কিছুক্ষণ জল হাত বুলিয়ে দিয়ে প্রকাশ স্মেলিং সল্টের শিশিটা নেড়ে নিয়ে ছিপি খুলে সন্ধ্যার নাকের কাছে ধরলে। তীব্র অ্যামোনিয়ার গন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্ধ্যা পাশ ফিরে শুলো।

প্রকাশ বললে, "আর ভাবনা নেই, খানিকটা ঘুম হ'লে শরীর ঠিক হ'য়ে যাবে। তুমি পাশে শুয়ে পড়, আমি ততক্ষণ ও-ঘরে গিয়ে একটা সোফা-টোকায় আশ্রয় নিই।"

কিন্তু হল ঘরে গিয়ে সোফার মধ্যে আশ্রয় নিতে ইচ্ছা হ'ল না। পূর্বদিকের আকাশে অন্ধকার তরল হ'য়ে এসেছে, খোলা দোর-জানলার মধ্য দিয়ে ঝির্‌ঝির্ ক'রে যে বায়ু প্রবেশ করছে তার মধ্যে প্রত্যূষের লঘুতা, দূরে কম্পা-উণ্ডের সীমানায় একটা কিংশুক গাছের ভিতর পাখীর ঝাপট শোনা যাচ্ছে। অতি-প্রত্যূষের এই কমনীয় শোভা উপভোগ করবার সুযোগ কদাচিৎ ঘ'টে থাকে। ঘটনাচক্রে যদিই বা সে সুযোগ উপস্থিত হ'ল, তাকে প্রত্যাখ্যান করতে প্রকাশের ইচ্ছা হ'ল না। সিগারকেশ, অ্যাশ্‌-ট্রে এবং দেশলাই নিয়ে

সে বাইরে বারান্দায় গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে বস্‌ল। তারপর কেসের ভিতর থেকে একটা মোটা চুরুট বার ক'রে ভাল ক'রে ধরিয়ে নিয়ে সমস্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

নিদ্রার খানিকটা প্রয়োজন যে একেবারে ছিল না তা নয়, কারণ মামুলী বরাদ্দ পূর্ণ হ'তে তখনো ঘণ্টা দেড়েক বাকি ছিল। কিন্তু রাত্রি শেষের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিস্ময় মনকে তখনো এমন নাড়া দিচ্ছিল যে, নিদ্রা তাকে পরাজিত করতে পারলে না। দস্যু-অপহৃতা এই মেয়েটি তার গৃহে সহসা এসে উপস্থিত হ'ল কেন, কোথা থেকে সে এখন আস্‌ছে, কে তাকে রেখে গেল, মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে ত্বরিতবেগে সে কেনই বা প্রস্থান করলে,—ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভিতর কথাবার্তার শব্দে প্রকাশ বুঝ্‌বে পারলে সন্ধ্যা সুস্থ হ'য়ে জেগে উঠেছে, কিন্তু সেখানে না গিয়ে চুপ ক'রে চেয়ারেই প'ড়ে রইল। মনে মনে ভাবলে, নারীর মনের গভীর দুঃখের এবং লজ্জার কথা একজন নারীরই কাছে প্রথমে ব্যক্ত হ'য়ে কতকটা সহজ হ'য়ে যায়, সেই ভাল। এ কথাও সে মনে মনে স্থির করলে যে, সন্ধ্যার বিগত দুঃখময় জীবনের বিষয়ে বিশেষ কোনো ঔৎসুক্যই সে তার কাছে কখনো প্রকাশ করবে না,—যেটুকু সে নিজে বল্‌বে অথবা সবিতার কাছে শুন্‌তে পাবে তাই যথেষ্ট।

মূর্চ্ছিতা সুন্দরী সন্ধ্যার অপূর্ব স্তিমিত শ্রী মনে ক'রে প্রকাশের মন সমবেদনায় সিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। নিজের শয্যার উপর সে যখন তাকে শুইয়ে দিয়েছিল তখন তাকে কমলেরই মত সুন্দর মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কমলের উপর যেন গন্ধক-ধূমের মলিন পীতাভ অবলেপ।

"এখানে রয়েছ তুমি? আমি ভেবেছিলাম হলঘরে হয়ত ঘুমচ্ছ।"

চেয়ারে উঠে ব'সে প্রকাশ পিছন ফিরে চেয়ে দেখ্‌লে সবিতা আস্‌ছে এবং তার পিছনে পিছনে সন্ধ্যা। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে স্নিগ্ধকণ্ঠে সে সন্ধ্যাকে

আহ্বান করলে। "এস সন্ধ্যা, এস!" একটা চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "ব'স এখানে।"

এগিয়ে এসে নত হ'য়ে সন্ধ্যা প্রকাশের পদধূলি গ্রহণ করলে। শশব্যস্তে স'রে গিয়ে প্রকাশ বল্‌লে, "আহা হা, পায়ে হাত দিয়ো না। আমার পা'টা এমন কিছু অপূর্ব বস্তু নয় যে, তার ধূলো কারো মাথায় চড়তে পারে। আচ্ছা, তোমরা এক-একটা চেয়ার নিয়ে ব'সে পড়।"

সন্ধ্যা এবং সবিতা উপবেশন করলে প্রকাশ নিজের আসন গ্রহণ ক'রে বল্‌লে, "একটু ঘুমোলে না কেন সন্ধ্যা? শরীরটা সুস্থ হ'য়ে যেত।"

সবিতা বল্‌লে, "ঘুমোবে কি, কেঁদে কেঁদেই ত' প্রাণটা বার করছে। তুমি চ'লে এলে, তার ঠিক পাঁচ মিনিট পরে উঠে বস্‌ল, সেই থেকে কান্না! আহা, ওর কষ্টের কথা শুন্‌লে পাষাণও বোধ হয় গ'লে যায়। কিন্তু ওকে যে শেষ-পর্যন্ত ফিরে পাওয়া গেল, এই আমাদের পরম ভাগ্য বল্‌তে হবে।"

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, "সন্ধ্যা যে মুক্তি পেয়েছে, সে খবর কলকাতায় সকলে জেনেছেন কি?"

মাথা নেড়ে সবিতা বল্‌লে, "কেউ জানে না, মুক্তি পেয়ে প্রথমে ও তোমার কাছেই ছুটে এসেছে।"

প্রফুল্ল মুখে প্রকাশ বল্‌লে, "সে আমার পরম সৌভাগ্য ব'লে মনে করলাম। তোমাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দের বোধনটি যে আমাদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হ'ল, এ সত্যই আমার সৌভাগ্যের কথা সন্ধ্যা! এখন আজকের দিনের উৎসবটি কি ক'রে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে, তাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়।"

সবিতা বল্‌লে, "উৎসব তুমি কি বলছ? সন্ধ্যা ত আজই কলকাতা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েচে; যদি সম্ভব হয় আজ সকালের গাড়িতেই।"

একটু বিস্ময়ের সুরে প্রকাশ বল্‌লে, "আজ সকালের গাড়িতেই? কেন, এত তাড়া কিসের? আমি কলকাতায় তার ক'রে খবর দিচ্ছি, তাঁরা

এসে সন্ধ্যাকে নিয়ে যান। খবর পেয়ে তাঁরা এসে নিয়ে যান, সেইটেই ত ঠিক।"

প্রকাশের কথার শেষাংশ শুনে সন্ধ্যার মুখ দুশ্চিন্তায় বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। আমিনা তার মনের মধ্যে যে আশঙ্কার বীজ নিক্ষেপ করেছিল তা থেকে উৎপন্ন কাঁটা মুক্তির আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে তাকে বিদ্ধ করেছে। মনে হয়েচে, আমিনা যা বলেছিল তা যদি মিথ্যে না হয়! তা ছাড়া সে নিজেও ত কতকটা সেই হিন্দু সমাজকে চেনে যে সমাজ শুধু দ্বার রুদ্ধ করতেই জানে, খুলতে জানে না; যে শুধু বল্‌তে পারে 'যাও',—'এস' বলবার শক্তি যার নেই। যে অবস্থা থেকে সে বিচ্যুত হয়েচে সেই অবস্থা ফিরে পাওয়া ছাড়া সন্ধ্যার জীবনের আর কোন কাম্য কোন চিন্তাই নেই, তাই অসঙ্কোচে সে আর্তস্বরে প্রকাশকে বল্‌লে, "কেন মুখুয্যে মশাই, আমি নিজে গেলে কি-এমন ক্ষতি হ'তে পারে? আপনি কি মনে করেন তাঁরা আমাকে না নিতেও পারেন?"

সে আশঙ্কা যে প্রকাশের মনে একেবারে ছিল না তা নয়, এমন কি সেই কথারই ইঙ্গিত বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল,—কিন্তু সন্ধ্যাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সে বল্‌লে, "না, না, আমি সে সব কিছুই মনে করছিনে সন্ধ্যা। আমার বলবার অর্থ, তুমি গিয়ে এখন কোথায় উঠ্‌বে?—বাপের বাড়িতে, না শ্বশুরবাড়িতে? শ্বশুরবাড়ি যদি যাও, মেশোমশাই মাসিমা হয়ত' একটু ক্ষুণ্ণ হবেন; বাপের বাড়ি যদি যাও, তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী হয়ত অপমানিত বোধ করবেন। তার চেয়ে খবর দিয়ে গেলে তোমার আর কোন দায়িত্ব থাকে না। তাঁরা সেখান থেকে একটা যা-হয় স্থির ক'রে এখানে এসে তোমাকে নিয়ে যান সেই ত ভাল?"

"কিন্তু তাঁরা যদি এখানে না আসেন?"

প্রকাশ বল্‌লে, "তা হ'লে অবশ্য তোমাকেই যেতে হবে। পাহাড় যদি মহম্মদের কাছে না আসে ত' মহম্মদ পাহাড়ের কাছে যাবে—এ আপ্ত বাক্য।"

অভিজ্ঞান

অনুনয়ের করুণকণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সেই যদি যেতেই হয় মুখুয্যে মশাই, তা হ'লে আগেই যাইনে কেন?"

স্মিতমুখে প্রকাশ বল্‌লে, "যুক্তি চালাবার তোমার ক্ষমতা আছে সন্ধ্যা, কিন্তু আমার যুক্তিটাও নেহাৎ বাজে ব'লে মনে হচ্চে না।"

"কিন্তু আমি যে আর স্থির থাক্‌তে পাচ্ছিনে!"

সবিতা বল্‌লে, "আহা, সত্যি, ওর কষ্ট আর দেখ্‌তে পারা যায় না! তুমি আজকেই ওকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা কর। ব্যবস্থা আর কি করবে, নিজে গিয়ে রেখে এস।"

প্রকাশ বল্‌লে, "তথাস্তু। আজই তোমার যাওয়া স্থির। দুপুরের গাড়িতে সম্ভব হবে না, কারণ অফিসে কতকগুলো জরুরী কাজ সারতে হবে। রাত দুটোয় বম্বে মেলে রওনা হ'য়ে কাল সকালে কলকাতায় পৌছোনো।—কেমন? খুসি তো?"

সন্ধ্যার মুখে মৃদুহাস্যের দীপ্তি ফুটে উঠ্‌ল; ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "আচ্ছা।"

"বেশ কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এখনি দু' জায়গায় দুটো জবাবি তার ক'রে দিচ্ছি: তার ফলে যদি এই উত্তর আসে যে, বৈকালে বম্বে মেলে রওনা হ'য়ে তাঁরা রাত্রি দশটার সময়ে এখানে এসে পৌছবেন, তা হ'লে অন্তত পাঁচ দিন এখানে তুমি বন্দী থাক্‌বে। অবশ্য, সে কারাগার সুখের আগারই হবে।"

সন্ধ্যার মুখে পুনরায় একটা ক্ষীণ হাসির আভা দেখা দিলে। সবিতা বল্‌লে, "তা প্রিয়লাল যদি ওকে নিতে আসে তা হ'লে কি সহজে ওদের ছাড়ব? সম্পর্ক ত' আর একটা নয়,—দুটো।" তারপর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "ওরে সন্ধ্যা, তোর শ্বশুর দূর-সম্পর্কে আমার মামাশ্বশুর হ'ন তা জানিস্?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "না।"

অভিজ্ঞান

"তোর শ্বশুর আমার শ্বাশুড়ীর দূর সম্পর্কের পিসতুত ভাই। অনেক দূর হ'য়ে গেল বটে, কিন্তু তবু সম্পর্ক তো?" তারপর হঠাৎ প্রকাশের দিকে চেয়ে সবিতা ব'লে উঠ্‌ল, "ও মা, তুমি সন্ধ্যার সঙ্গে কথা কচ্ছ কি গো! সন্ধ্যা যে তোমার ভাদ্র-বউ হোল।" ব'লে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

হাসিমুখে প্রকাশ বল্‌লে, "ক্ষেপেচো? শালী কখনো ভাদ্র-আশ্বিন হয় না,—চিরকালই কাল্গুন। সোনা কখনো তামা হয় না, যতই তাকে পয়সার হিসেবে গুণতে চেষ্টা কর না কেন। কি বল সন্ধ্যা?"

কোনো কথা না ব'লে সন্ধ্যা মৃদু মৃদু হাসতে লাগ্‌ল।

চেয়ার থেকে উঠে পড়ে সবিতা বল্‌লে, "সোনা কখনো তামা হয় কি-না সে হিসেব পরে করা যাবে, এখন চল্ সন্ধ্যা, খানিকটা শুয়ে শুয়ে গল্প করা যাক্। তোর যাবার ব্যবস্থা ত' ঠিক হ'য়ে গেল।"

প্রকাশ বল্‌লে, "সেই ঠিক, আমিও ততক্ষণ দুটো তার লিখে ফেলে পাঠিয়ে দিই। শুভ সংবাদটা যত শীঘ্র দেওয়া যায় ততই ভাল। তারপর সাতটার সময়ে সকলে মিলে ভাল ক'রে চা খাওয়া যাবে,—তোমরা তার মধ্যে তয়ের হ'য়ে নিয়ো।"

সন্ধ্যা ও সবিতা চ'লে যাচ্ছিল, প্রকাশ ডেকে বল্‌লে, "সন্ধ্যা, তোমার শ্বশুরবাড়ির নম্বরটা মনে আছে? রাস্তা আমি জানি, কিন্তু নম্বরটা ঠিক মনে নেই।"

সন্ধ্যা ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "এগারো নম্বর।"

"দেখ, সুস্থ সবল চিত্তে আমি নম্বরটা ভুলে গেছি, কিন্তু এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও তুমি ঠিক মনে রেখেছ। সাধে কি আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের পতিগত প্রাণ ব'লে থাকে!" ব'লে প্রকাশ হাস্‌তে লাগ্‌ল।

সবিতা বল্‌লে, "তবুও ত তোমরা কথায় কথায় আমাদের সীতাসাবিত্রী ব'লে ঠাট্টা করতে ছাড় না!"

প্রকাশ বল্‌লে, "সেটা-কি জানো ?—কবির ভাষায় যাকে বলে 'তরল সুরে ঠাট্টা ক'রে শুনিয়ে দিতে চাই, আসল কথাটাই'—আমাদের ঠাট্টাও তাই।"

প্রকাশের কথা শুনে সহাস্যমুখে সবিতা ও সন্ধ্যা প্রস্থান করলে।

আর একটা চুরুট ধরিয়ে খানিকটা পুড়িয়ে বাকিটা অ্যাশ-ট্রের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে প্রকাশ উঠে পড়ল। অফিস-রুমে গিয়ে সন্ধ্যার পিতাকে এবং শ্বশুরকে দুটো টেলিগ্রাম লিখে ফেল্‌লে। দুটোরই এক মর্ম, এক শব্দ,—'শুভ সংবাদ। সন্ধ্যা আজ হঠাৎ টাটানগরে উপস্থিত হয়েচে। সে আপনাদের কাছে যাবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত। আমি নিয়ে যাব, অথবা আপনারা নিতে আস্‌বেন, সে কথা তার ক'রে জানাবেন।' তারপর বেল্ বাজিয়ে একজন বেয়ারাকে ডেকে একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে টেলিগ্রাম দুটো ডাকঘরে পাঠিয়ে দিলে।

বেলা তখন প্রায় দশটা, অফিস যাবার জন্যে প্রকাশ প্রস্তুত হচ্চে, এমন সময় সন্ধ্যার পিতার তারের জবাব এল,—'শুভ সংবাদে সকলেই সুখী। সন্ধ্যার শ্বশুরকে যদি সংবাদ না দিয়ে থাক ত' অবিলম্বে দেবে। তাঁর ঠিকানা ১১নং দত্তপুকুর রোড। চিঠি যাচ্ছে'।

নিকটে সবিতা এবং সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে ছিল, প্রকাশের পড়া হ'য়ে গেলে তারা তার হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে একে একে প'ড়ে দেখে ফিরিয়ে দিলে। সন্ধ্যাকে নিতে আসার অথবা আনিয়ে নেওয়ার বিষয়ে টেলিগ্রামে একটিও কথা নেই,—সে বিষয়ে প্রকাশের যে প্রশ্ন ছিল সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব। তা ছাড়া, নেই শুভ সংবাদের পরিমাণের হিসাবে আনন্দ প্রকাশের বদান্যতা। নেহাৎ যে আনন্দটুকু প্রকাশ না করলে সাধারণ সহৃদয়তার ব্যতিক্রম ঘটে, সুধু সেইটুকুই। সন্ধ্যার প্রতি নিমেষের জন্য দৃষ্টিপাত ক'রে সবিতা লক্ষ্য করলে নৈরাশ্যের আঘাতে তার মুখ কঠোর হ'য়ে উঠেচে। যতটা সম্ভব তাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সে বল্‌লে, "যতই হোক, মেয়ের বাপ তো, সব দিক বিবেচনা

ক'রে না চল্‌লে চলে না। পাছে কোনো কথা ওঠে সেই জন্যে নিজের তরফ থেকে কোনো-কিছু না ক'রে আগে শ্বশুরকে খবর দিতে বলেছেন।"

সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আমাকে কলকাতা যাবার জন্যে অনুমতি দিলেও কি কোনো কথা উঠ্‌ত সবিদি? মুখুয্যে মশাই লিখেছিলেন যে তিনি পৌঁছে দিতে পারেন।"

এ কথার উত্তর দিলে প্রকাশ; বল্‌লে, "বাঙ্গালী মেয়ের বাপ সন্ধ্যা, ভয়ে আধমরা হ'য়েই থাকে। তোমাকে দেখবার জন্যে ছুটে আসবার সাহস যাঁর হয় নি, তোমাকে যাবার জন্যে কেমন ক'রে তিনি লেখেন বল? সে যে আরো বেশি দায়িত্বের কথা হোতো।"

দৃঢ়স্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু দায়িত্ব কেন, তা আমি একটুও বুঝ্‌তে পারছিনে মুখুয্যে মশাই! কিসের দায়িত্ব?"

সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে প্রকাশ দেখ্‌লে তার দুই চোখের মধ্যে অগ্নিকণা প্রজ্বলিত হয়েচে। সে ভয় পেয়ে গেল; শান্ত স্বরে বল্‌লে, "এ সব আলোচনা এখন বন্ধ থাক সন্ধ্যা। হয় ত' এ সমস্ত কথাই নিরর্থক হচ্চে। আর একটু পরে তোমার শ্বশুরের তার এলে তখন হয় ত' এ সব কথা আলোচনা করবার কোনো প্রয়োজনই হবে না। এখন তোমরা যাও, খেয়ে নাও গে।"

সন্ধ্যার শ্বশুরের কাছ থেকে যখন টেলিগ্রাম এল তখন বেলা দুটো। একটা শীট্‌-মিল-এ প্রকাশ ব'সে মিলের একটা বেমেরামৎ অংশ পরীক্ষা করছে, এমন সময়ে তার একজন আরদালী গিয়ে তাকে তারখানা দিলে। খাম খুলে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামের উপর একবার চোখ বুলিয়ে প্রকাশের মুখে বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌ল। এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলে, তারপর টেলিগ্রামটা ভাঁজ ক'রে খামের মধ্যে পুরে জামার বুক পকেটে রাখ্‌লে। খানিকটা কাজ করবার পর দেখ্‌লে একটা সম্ভাবিত দুরূহ সমস্যার চিন্তায় কাজে মন বসছে না। বিরক্ত হ'য়ে সেদিনের মতো সেইখানে ইতি ক'রে নিজের অফিসরুমে চ'লে গেল।

অভিজ্ঞান

বেলা তখন সাড়ে তিনটে। প্রশস্ত বারান্দার এক প্রান্তে একটা মারবল পাথরের গোল টেবিল ঘিরে আট দশখানা চেয়ার ছিল, তারই দু'খানা অধিকার ক'রে সবিতা ও সন্ধ্যা গল্প কর্‌ছিল। সন্ধ্যার চক্ষু রক্তাভ,—বোধ হয় একটু পূর্ব্বেই কেঁদেছিল, তারই চিহ্ন।

সবিতা বল্‌লে, "ও-সব চিন্তা তুই ছেড়ে দে সন্ধ্যা। কোথাকার কে এক আমিনা তোর মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়েছে দেখ্‌চি।"

ম্লান হাসি হেসে সন্ধ্যা বল্‌লে, "শুধু আমিনার কথা কেন বল্‌চ সবিদি, তুমি নিজেই কি হিন্দু সমাজের কথা জানো না? গল্পে উপন্যাসে পড়োনি? খবরের কাগজে দেখোনি?"

"গল্প উপন্যাসের কথা এখন ছাড়্‌, উপন্যাসে সব-কথা একটু বাড়িয়ে না বল্‌লে লোকের ভালো লাগবে কেন? এখন লোকের মতি গতি অনেক বদ্‌লে গেছে।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "মতি বদ্‌লে থাক্‌তে পারে, কিন্তু গতি বদলায়নি। আর তাও যদি বদ্‌লে থাকে ত' সে সাধারণ ভদ্রলোকদের মধ্যে, বনেদী বংশে নয়। আমার শ্বশুররা যে বনেদী বংশ!"

"আচ্ছা, দেখ্‌না তোর শ্বশুরের কাছ থেকে কি জবাব আসে, তারপর যা বল্‌তে হয় বলিস্‌। আগে থেকেই খাঁড়া উঁচিয়ে রাখ্‌চিস্‌ কেন?"

"আমি আর খাঁড়া উঁচিয়ে কি রাখ্‌ব সবিদি। কিন্তু আমার কি মনে হচ্চে জানো? বাবার কাছ থেকে তবু যা হোক্ একটা উত্তর এসেচে, শ্বশুরের কাছ থেকে কোনো উত্তরই আস্‌বে না। বেলা চারটে বাজ্‌তে চল্‌ল এখনো জবাবি এক্সপ্রেস্ টেলিগ্রামের উত্তর এল না,—এ তুমি বুঝতে পারছ না?"

"হয়ত অফিসে এসেছে।"

"তা যদি এসে থাকে ত' খারাপ খবরই এসেছে, ভালো খবর হ'লে মুখুয্যে মশাই তখনি পাঠিয়ে দিতেন।"

অভিজ্ঞান

দূরে একটা মোটরকারের হর্ণ শুনে সবিতা বল্‌লে, "ঐ উনি আস্‌ছেন। সকাল সকাল যখন ফিরছেন তখন নিশ্চয়ই ভাল খবর নিয়ে টেলিগ্রাম এসেছে

কিন্তু গাড়িবারান্দায় যখন মোটর এসে দাঁড়াল তখন ভিতরে প্রকাশের উৎসাহহীন মুখে দেখে শুভসংবাদের ভরসা আর কিছু রইল না।

গাড়ি থেকে নেমে প্রকাশ বারান্দায় এলে সবিতা জিজ্ঞাসা করলে, "টেলিগ্রাম এসেছে ?"

"এসেছে।"

"কি খবর ?—ভালো ?"

"ঐ একই রকম।" মুখখানা একটু কুঞ্চিত বোধহয় অজ্ঞাতসারেই হ'য়ে গেল। সন্ধ্যা উঠে দাঁড়িয়েছিল, আস্তে আস্তে চেয়ারে ব'সে পড়ল।

সবিতা হাত বাড়িয়ে বল্‌লে, "কই দেখি ?"

পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বার ক'রে প্রকাশ সবিতার হাতে দিলে। সবিতা প'ড়ে সন্ধ্যার সামনে টেবিলের উপর রেখে দিলে। স্পর্শ না ক'রেই সন্ধ্যা টেলিগ্রামটা ধীরে ধীরে প'ড়ে নিলে।

টেলিগ্রামের মর্ম্ম এইরূপ,—'শুভসংবাদের জন্য ধন্যবাদ। বৌমা উপস্থিত এখন কিছুদিন তাঁর বাপের কাছে থাকেন সেইটেই বাঞ্ছনীয়। তাঁকে যদি এখনো খবর না দেওয়া হ'য়ে থাকে ত' অবিলম্বে যেন হয়। চিঠি যাচ্ছে।'

টেলিগ্রামের মধ্যে যে কঠোর কথা মৌন হ'য়ে বর্ত্তমান রয়েছে তার আঘাতে তিনটি প্রাণী ক্ষণকাল স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। কেউ তা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে সাহস করলে না। এ যেন ঠিক বিদ্যুৎপূর্ণ তামার তার, চোখে দেখ্‌তে নিরাপদ, কিন্তু স্পর্শ করলেই ভিতরে মৃত্যুদায়ী প্রবাহ।

অভিজ্ঞান

মৌনভঙ্গ করলে প্রকাশ; বল্‌লে, "আমি ত অফিসের কাজ গুছিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি। কিন্তু তুমি কি আজ রাত্রে কলকাতা যেতে চাও সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল; মৃদুস্বরে বল্‌লে, "না।"

প্রকাশ বল্‌লে, "সেই কথাই ভালো। কাল দু'জনেরই চিঠি আসবে, সেই দেখে যেমন ভাল হয় সেইরকম ব্যবস্থা করলেই হবে।"

"কিন্তু চিঠিতেও যদি আমাকে নিয়ে তাঁরা এম্‌নি ছোঁড়াছুড়ি করেন, তখন আমি কোথায় যাব মুখুয্যে মশাই!" ব'লে দুই বাহুর মধ্যে মুখ গুঁজে সন্ধ্যা নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল!

সন্ধ্যার পিঠের উপর দক্ষিণ বাহু রেখে সমবেদনার করুণকণ্ঠে সবিতা বল্‌লে, "তাই যদি হয়, তা হ'লে কোথায় আবার যাবি ভাই? আমাদের কাছেই থাক্‌বি। যতদিন দরকার, যতদিন ইচ্ছে। আমাদের ত' আর ছেলেপিলে নেই যে, সমাজের ভয় করতে হবে।"

প্রকাশ বল্‌লে, "আমার আবার বোনও নেই সন্ধ্যা, সুতরাং আমি মনে কর্‌ব এতদিনে আমি একটি বোন লাভ কর্‌লাম। কিন্তু এ সব বাজে কথা কোনো দরকার নেই, কাল চিঠি এলে দেখ্‌বে আজ তুমি যা ভয় করছ তার কোনো কারণই ছিল না।"

কিন্তু পরদিন যখন চিঠি এল তখন দেখা গেল, কারণ যথেষ্টই ছিল। দুটি চিঠিই দু'খানি টেলিগ্রামের কিঞ্চিত বিস্তৃত সংস্করণ মাত্র,—বাহুল্য-বর্জ্জিত, উচ্ছ্বাসবিহীন, যুক্তির সারবত্তায় সুনিবিড়। উভয় চিঠিরই প্রতিপাদ্য, সন্ধ্যা এখন কিছুদিন অপর পক্ষের কাছে থাকে সেইটেই বাঞ্ছনীয়। আনন্দ অথব সমবেদনার বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র নেই, পাছে তদ্দ্বারা বিবেচনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। উভয়পক্ষের সহিত উভয়পক্ষের দেখাশুনার পর চিঠি লেখা, তার ইঙ্গিত চিঠির মধ্যে বর্ত্তমান।

অভিজ্ঞান

চিঠি পড়ার পর মিনিটখানেক চুপ ক'রে ব'সে থেকে সন্ধ্যা উঠে ধীরে ধীরে তার ঘরের দিকে চ'লে গেল। কাল টেলিগ্রাম এলে সে কেঁদে আকুল হয়েছিল, আজ তাকে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তেও দেখা গেল না।

ভয়ার্ত্তকণ্ঠে সবিতা বল্‌লে, "কি হবে গো! শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটা ভেসে যাবে নাকি?"

প্রকাশ বল্‌লে, "বাঙ্গলা দেশ ত! ভেসে যেতেও পারে, ডুবে যেতেও পারে, —কিছুই আশ্চর্য্য নয়!"

"তারপর?"

"তারপর যা' তাকেই বলে অদৃষ্ট,—এখন কেমন ক'রে বল্‌ব বল?"

তের

সেদিন সন্ধ্যা কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করলে না, জলস্পর্শ করলে না; বৈকাল থেকে সেই যে শয্যা গ্রহণ ক'রেছিল তারপর সে-রাত্রি তাকে কেউ একবার ঘরের বাইরে আসতে দেখেনি। যতবারই সবিতা তাকে ওঠাবার খাওয়াবার চেষ্টায় গেছে, প্রতিবারই একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর পেয়ে ফিরেছে—'আজ আমাকে ছেড়ে দাও ভাই সবিদিদি, একেবারে একলা। কিছু ভালো লাগ্‌ছে না, ভারি ক্লান্ত!' সবিতা তাকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকারে কথাটা উত্থাপিত করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সন্ধ্যা সে কথায় কোনো দিক দিয়েই যোগ দেয়নি, না অনুযোগ-অভিযোগের দিক দিয়ে, না দুঃখ-অভিমানের দিক দিয়ে। কান্নাকাটির ত' ধার দিয়েও যায়নি।

রাত্রি দশটার সময়ে সবিতা ফিরে যখন দেখ্‌লে ভিতর থেকে সন্ধ্যার ঘরের দ্বার রুদ্ধ, তখন প্রকাশ বল্‌লে, "আর ডাকাডাকি কোরো না সবু, একরাত্রি আহার না করলে কোনো অনিষ্ট হবে না, কিন্তু একটু যদি ঘুমিয়ে পড়ে তা হ'লে ওর দেহ মন দুই-ই কিছু সুস্থ হ'তে পারবে।"

কিন্তু কোনো উপায়ে প্রকাশ যদি অবরুদ্ধ দ্বারের ভিতরকার অবস্থা একটুখানি দেখ্‌তে পেত তা হ'লে বুঝতে পারত, যে-দুটি চক্ষের মধ্যে অশ্রুর পরিবর্তে অগ্নির রুদ্রলীলা চলেছিল সেখানে ঘুমের কোনো সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। যে বস্তুর উপর বৃষ্টিপাত হ'ল না, শুধু বজ্রপাতই হ'ল, সে জ্বলবে না ত' আর কি হবে?

তিরোবিরা থেকে দবীপুর এবং দবীপুর থেকে টিটানগর সে এই সুনিশ্চিত ধারণা বহন ক'রে ছুটে এসেছিল যে, ডাকাতদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছে শোনবামাত্র তার পিতা-মাতা, শ্বশুর, স্বামী সকলেই বাহু প্রসারিত ক'রে

ছুটে আসবে ;—বলবে, ওরে আয়, আয়, আমাদের হারানো ধন, আমাদের হারানো মাণিক, আমাদের ঘরে ফিরে আয়, আমাদের বুকে ফিরে আয়! তোকে হারিয়ে আমরা জীবন্মৃত হ'য়েছিলাম, ফিরে পেয়ে মৃতদেহে প্রাণ পেলাম! কিন্তু কোথায় বা ছুটে আসা, কোথায়ই বা বাহু প্রসারণ! স্বপ্ন-মরীচিকা চক্ষের পলকে অন্তর্হিত হ'ল। যা এল, তা জড় নিশ্চল, তার মধ্যে পাষাণের স্থাবরতা। তার মধ্যে স্নেহ নেই, প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, দুঃখ নেই, সমবেদনা নেই ; আছে শুধু শুভবুদ্ধি। পিতৃপক্ষ এবং শ্বশুরপক্ষ, উভয়পক্ষের মুখে একই বাক্য—অন্যত্র, অন্যত্র!

কিন্তু উভয়পক্ষই যদি অন্যত্র বলে, তা হ'লে সে 'অন্যত্র' কোথায়? পথে কি? না নদীগর্ভে, না অগ্নিকুণ্ডে? সবিতা বলে তাদের গৃহে। কিন্তু কিছুতেই নয়! কুটুম্ববাড়িতে আশ্রিতা হ'য়ে করুণার উপর নির্ভর ক'রে জীবন-যাপন কোনোমতেই না। প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠে সবিতা এবং প্রকাশের মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে সেই স্বরে স্বর মিলিয়ে দিন আরম্ভ করতে হবে, তার চেয়ে ভিক্ষা ভাল, দাস্যবৃত্তি ভাল। ঘর ঝাঁট দিয়ে, উঠান পরিষ্কার ক'রে, বাসন মেজে জীবিকা অর্জ্জনের মধ্যে দৈন্য থাকতে পারে, কিন্তু হীনতা নেই। কিন্তু গলগ্রহ হ'য়ে থাকা?—না, কিছুতেই নয়!

আচ্ছা, স্কুলে মেয়েদের গান শিখিয়ে কোনো প্রকার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয় না কি? সে ত' স্কুলের মধ্যে তার সময়ে গানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রী ছিল। সভাসমিতি, পুরস্কার-বিতরণ, অভিনয়, সব'তাতেই গানের প্রধান ভার পড়ত তার উপর।

মনে পড়ল তার সঙ্গীত-শিক্ষক যতীন চাটুয্যের কথা। গান শেখাতে শেখাতে যতীন চাটুয্যে একদিন তাকে ব'লেছিলেন, সন্ধ্যা, তোমার গলায় মালকোশের কোমল গান্ধার শুনে আমার মনে হয়, এমন কোনো রাগিণীই নেই যা তুমি ডাকলে তোমার কাছে সম্পূর্ণ মূর্ত্তিতে এসে ধরা না দেয়। সেদিন

অভিজ্ঞান

যতীনবাবু সন্ধ্যাকে অদারঙ্গের বিখ্যাত খেয়াল 'আজু মোরে ঘর আইলা সুমত প্যারে' শেখাচ্ছিলেন। গান শেখানো শেষ হ'লে তিনি বলেছিলেন, 'শুনছি তোমার খুব বড় বনেদী ঘরে বিয়ের কথা হচ্চে, আশীর্ব্বাদ করি তাই যেন হয়। সে ভারি আনন্দের কথা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার এই ভয় হচ্চে মা, বনেদী বংশের ঘেরাটোপের মধ্যে ঢুকে শেষ পর্য্যন্ত তোমার গলায় না ছিপি পড়ে। তা যদি হয়, তা হ'লে আমি বুঝ্‌ব বাঙ্গলা দেশের একটি সুরেলা পাপিয়ার কণ্ঠরোধ হ'লো। সে, অন্ততঃ আমার পক্ষে, ভারি পরিতাপের কথা হবে। আর যদি দুটো বৎসর তোমাকে শেখাতে পারতাম সন্ধ্যা, তা হ'লে তোমাকে নিয়ে গিয়ে লক্ষ্নৌ দিল্লীর মুখে চুণকালি দিয়ে আসতে পারতাম। বাঙ্গলা দেশের একটা অপবাদ দূর হোত।'

ওস্তাদের মুখে এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-বাণী শুনে সেদিন সন্ধ্যারও মনে তার বিবাহ-প্রস্তাবের উপর একটা সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়েছিল। সঙ্গীতের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ বশতঃ মনে হয়েছিল বিবাহটা আরও দুটো বৎসর পেছিয়ে গেলে সত্যই মন্দ হোত না ; তা'তে দিল্লী লক্ষ্নৌর মুখে চুণকালি দেওয়া না হোক, যে জিনিস থেকে চিরদিনের মতো বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা আসন্ন হ'য়ে উঠেছে, তার মেয়াদ আরও দুটো বৎসর বেড়ে যেত। আজ তার মনে হ'ল, হয়ত' গুরু-শিষ্যার মনের গোপনতম যুক্ত-কামনার প্রভাবেই তার বিবাহ-বন্ধনে এত বড় একটা চোট এসে পৌঁচেছে,—হয়ত' যতীন চাটুয্যের শরণাপন্ন হ'য়েই গানবাজনার সাহায্যে গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

হঠাৎ সন্ধ্যা চকিত হ'য়ে তার দুশ্চিন্তার তন্দ্রা থেকে জেগে উঠ্‌ল। ছি, ছি, এমন সব অশুভ কথা কেন সে এমন ক'রে চিন্তা করছে। কী এমন হয়েচে যে, চরম দুর্দ্দশার কথা ভেবে নিয়ে তার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে? নিদ্রাভঙ্গে দুঃস্বপ্নের মতো হয়ত' কালই এ সব অলীক হ'য়ে যাবে। তবে সে কেন মিছিমিছি এমন ক'রে আত্মনিপীড়ন করে!

কিন্তু এ ক্ষণজাগ্রত সান্ত্বনা পাঁচ মিনিটের জন্যও সন্ধ্যার মনের মধ্যে অবস্থান করলে না। নিষ্প্রভ রামধনুর মত এক মুহূর্ত্তের জন্য ফুটে উঠে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মিলিয়ে গেল। যে বিপুল প্রত্যাশা প্রথমেই এই নির্জীব অভ্যর্থনা লাভ করলে তার মধ্যে নিশ্চয় মৃত্যু-কীট বাসা বেঁধেছে। কোনো রকমেই তাকে বাঁচিয়ে তোলা যাবে না।

পুনরায় সন্ধ্যার মন দুশ্চিন্তার চিতানলে পুড়ে পুড়ে ছাই হ'তে লাগ্‌ল।

ধীরে ধীরে সমস্ত রাত্রি গেল কেটে। ঘুম হওয়া ত' দূরের কথা, চোখের পাতাও একবার মুদিত হ'ল না। এক সময়ে জানলার ভিতর দিয়ে দেখা গেল আকাশের ঘন তমিস্রার মধ্যে হঠাৎ কখন অতি ক্ষীণ আলোকের নিষ্প্রভ প্রলেপ পড়েছে। উঃ, দুশ্চিন্তার দীর্ঘ রাত্রি কোনো রকমে কাটল তা হ'লে! শয্যাত্যাগ ক'রে সন্ধ্যা দ্বার খুলে বাহিরে বারান্দায় এসে তার অবসন্ন দেহ একটা ইজিচেয়ারের মধ্যে এলিয়ে দিলে।

তখন বাড়িতে কেউতো জাগেইনি, রাজপথেও লোক চলাচল আরম্ভ হয়নি। উষার শীতল বাতাস লেগে তার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক যেন একটু স্নিগ্ধ হ'ল। বিশ্ব-প্রকৃতির চারিদিকে চেয়ে চেয়ে মনের অসহায় ভাবটা একটু তরল হ'য়ে গেল, মনে হ'ল একেবারেই হয়ত সে নিঃসহায় নয়, এত বড় জগতের মাঝে কোনো এক কোণে তার জন্যও হয়ত' একটু স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু সে স্থানের কোনো সীমানা আপাতত দেখা যাচ্ছে না,—একেবারে অজ্ঞাত, অনিশ্চিত।

খস্‌খস্‌ শব্দে সন্ধ্যা চেয়ে দেখলে সবিতা আসছে।

কাছে এসে সন্ধ্যার মাথায় হাত রেখে সবিতা বল্‌লে, "কি রে সন্ধ্যা, কখন এখেনে উঠে এসেছিস? ঘুম ভেঙ্গে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি তোর ঘরের দোর খোলা। তখনি বুঝ্‌লাম এখানে এসে বসেছিস্‌।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "বেশিক্ষণ নয় সবিদি, আধঘণ্টাটাক্‌ হবে।"

অভিজ্ঞান

সন্ধ্যার চোখের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে সবিতা বললে, "চোখ অত লাল কেন রে? সমস্ত রাত কেঁদেছিস্ বুঝি?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "না, কাঁদিনি ত।"

"তবে অত লাল হ'ল কেন?"

"ঘুম হয়নি, বোধ হয় সেইজন্তে।"

"সমস্ত রাত ঘুমোস্‌নি বুঝি?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "না"।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সন্ধ্যার পাশে উপবেশন ক'রে সবিতা স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, "এর মধ্যে এমনই কি হয়েচে সন্ধ্যা, যে, তুই এতটা উতলা হ'য়ে পড়লি? কাল জলস্পর্শ করলিনে, সারারাত ভেবে ভেবে জেগে কাটালি। এতটা ব্যস্ত হ'য়ে পড়বার মত কী হয়েচে?"

দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "কি হয়েচে তা কি তুমিই বুঝতে পারচ না সবিদি? তুমিই কি নিশ্চিন্ত আছ? তোমার মুখ দেখেও ত' মনে হয় তোমার মনেও ভাবনা কম নেই।"

সবিতা বললে, "কিন্তু ব্যবস্থাও ত' সবই হচ্ছে ভাই। তোর মুখুয্যে মশাই কাল রাত বারোটা পর্য্যন্ত জেগে মেসোমশাইকে আর তোর শ্বশুরকে বড় বড় চিঠি লিখেচেন। তিনিও কাল কিছু খাননি, শুধু এক পেয়ালা চা আর দু'খানা বিস্কুট খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।"

"আর তুমি?"

"তুই খেলিনে, তোর মুখুয্যে মশাই খেলেন না,—আর আমার গলা দিয়ে খাবার পেটে নামত?"

সন্ধ্যার মুখে বেদনার চিহ্ন দেখা দিলে; বললে, "কত কষ্টই তোমাদের দিচ্ছি সবিদি। কত পাপই পূর্ব্বজন্মে করেছিলাম যার জন্তে এই সব অপরাধ করতে হচ্ছে।"

অভিজ্ঞান

সন্ধ্যাকে একটা ধমক দিয়ে সবিতা বল্‌লে, "তুই চুপ কর্‌ সন্ধ্যা, তোকে আর ভদ্রতা প্রকাশ করতে হবে না। যে কষ্ট তুই নিজে ভোগ কর্‌ছিস্‌, যেদিন তোকে হাসিমুখে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে পারব সেদিন এ দুঃখ যাবে।"

"সেদিন কি কোনো দিন হবে সবিদি?"

"হবে, হবে, নিশ্চয় হবে। তুই মনের জোর একেবারেই হারিয়েছিস দেখ্‌চি।" তারপর অন্যদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "ঐ উনি আস্‌ছেন।"

প্রকাশ নিকটে আস্‌তেই সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল। বল্‌লে, "আপনি এইটেতে বসুন মুখুয্যে মশাই।"

প্রকাশ বল্‌লে, "ক্ষেপেচ? আমার বাড়িতে শ্যালিকার আসন সকলের শ্রেষ্ঠ আসন। তুমি আসনচ্যুত হয়ো না। আমি এইটেতে বস্‌ছি।" ব'লে একটা চেয়ার টেনে ব'সে পড়ল। তারপর স্মিতমুখে বল্‌লে, "কাল রাত থেকে তপস্যা আরম্ভ করলে নাকি সন্ধ্যা?"

প্রকাশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আপনারাও ত' করেছেন।"

"কি করি বল? একজন আরম্ভ করলে যোগ না দিতে লজ্জা বোধ করে। তবে আমি প্রায়োপবেশন করেছিলাম আংশিক, সম্পূর্ণ নয়। তোমার দিদি বোধ হয় সম্পূর্ণই করেছিলেন। সেই প্রায়োপবেশনের শুভলগ্নে দু'খানি লম্বা চিঠি লিখেচি, একখানি তোমার শ্বশুরকে আর একখানি মেসোমশাইকে। তুমি দেখবে?"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না। যা লিখেচেন, ভালই লিখেচেন, আমার দেখ্‌বার কোনো দরকার নেই।"

"মন্দ লিখেচি, তা বল্‌ছিনে, কিন্তু ভাল জিনিস দেখাও মন্দ নয়।"

সন্ধ্যা পুনরায় ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "না।"

প্রকাশ বল্‌লে, "আচ্ছা, তা হ'লে আমাদের বাগানে সন্ধ্যার কুঁড়িগুলি

সকালের ফুলে কি রকম পরিণত হয়েচে দেখে আসা যাক্ চল। আশা করি তা'তে কোনো আপত্তি নেই।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা নেই, চলুন।"

"বেশ কথা। তারপর সাতটার সময় চা ইত্যাদির দ্বারা ভাল ক'রে প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করা যাবে,—কেমন?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তাই হবে।"

প্রসন্নমুখে প্রকাশ বল্‌লে, "চল সবু, কাঁচি আর সাজিটা নিয়ে একবার তা হ'লে বাগানটা ঘুরে আসা যাক্।"

উপকরণ দু'টি সংগ্রহ ক'রে তিনজনে বাগানের দিকে অগ্রসর হ'ল।

চৌদ্দ

অফিস থেকে গৃহে ফিরে প্রকাশ দেখ্‌লে প্রতিদিবসের নিয়মিত অপেক্ষায় আজ সবিতা ও সন্ধ্যা তার জন্যে বারান্দায় ব'সে নেই। যেখানে যে কাজেই থাকুক না কেন, প্রকাশের গৃহে ফেরবার সময় হ'লে তারা বারান্দায় ব'সে গল্প-গুজব করে।

গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় উঠে দেখ্‌তে পেলে আয়াকে। তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বল্‌লে কানিয়া সাহেবের মেম এসে সবিতাকে ধ'রে নিয়ে গেছে নিজেদের বাড়ি। সেখানে 'তামাসা-টামাসা' ঐরকম কিছু একটা ব্যাপার আছে।

"মাসিমা ?"

"মাসিমা তাঁর নিজের ঘরে আছেন।"

সন্ধ্যার ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে প্রকাশ বাইরে থেকে ডাকলে, "সন্ধ্যা ?"

ঘরের ভিতর থেকে সন্ধ্যা উত্তর দিলে, "আজ্ঞে ?" তারপর তাড়াতাড়ি পর্দা ঠেলে বাইরে এসে বল্‌লে, "আপনার আসবার সময় হ'য়ে গেছে মুখুয্যে মশাই ?"

"তা' ত হ'য়ে গেছে, কিন্তু তোমার চোখ দেখে সন্দেহ হয় কিছু আগে ওখানেও একটা কোনো ব্যাপার হ'য়ে গেছে। বোধ হয় বর্ষা-ঋতুর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল ?"

অপ্রতিভমুখে আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কৈ, না।"

হাসিমুখে প্রকাশ বল্‌লে, "না-ই যদি, তা হ'লে ও-রকম ব্যস্ত হ'য়ে খপ্ ক'রে চোখ না মুছলেও ত চল্‌ত। তা ছাড়া, চোখ মুছলে জলই না-হয় যায়, চোখের লাল্‌চে রঙও কি তাতে যায় ?"

অভিজ্ঞান

সন্ধ্যা কোনো কথা বল্‌লে না, শুধু তার মুখে অল্প একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে।

প্রকাশ বল্‌লে, "বাড়িতে সবিতা নেই, সুবিধা পেয়ে অদৃষ্টের পায়ে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করছিলে বুঝি ?"

এবারও সন্ধ্যা কোনো কথা বল্‌লে না, কিন্তু এবার আর তার মুখে দুঃখের হাসির আভাসটুকু পাওয়া গেল না, তৎপরিবর্ত্তে চোখ দুটো সহসা চক্‌চকিয়ে উঠ্‌ল। বিপদ দেখে প্রকাশ অন্য কথা পাড়লে। বল্‌লে, "মিসেস্ কানিয়া এসে সবিতাকে ধ'রে নিয়ে গেছেন ?"

সঞ্চীয়মান অশ্রুকে বিন্দুতে পরিণত হ'তে না দেওয়ার জন্য সন্ধ্যাকে আর একবার চোখে আঁচল দিতেই হ'ল। তারপর প্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ, বোধহয় সেই নামই।"

"কি আছে সেখানে ?"

"কে একজন এসেছে ওঁদের দেশ থেকে, সে না-কি খুব ভাল ম্যাজিক দেখাতে পারে।"

"তুমি গেলে না কেন ?"

"আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে দু'জনেই পেড়াপিড়ি করেছিলেন, কিন্তু—", না যাওয়ার প্রকৃত কারণটা কি ভাবে বল্‌বে সে বিষয়ে সন্ধ্যা ইতস্ততঃ করতে লাগল।

প্রকাশ বল্‌লে, "কিন্তু যেতে ইচ্ছে হোল না ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না।"

মুখের উপর একটা কপট গাম্ভীর্য্যের ছায়া বিস্তার ক'রে প্রকাশ বল্‌লে, "ম্যাজিক দেখ্‌তে যেতে যখন ইচ্ছে হয় না তখন বুঝ্‌তেই হবে মনের আকাশ একেবারে মেঘাচ্ছন্ন! শুক্‌নো ডালে পাতা গজাবে, ফুল ফুটবে, ফল ফলবে, একটা আস্ত বেগুন কাটবে আর তার ভিতর থেকে ফুড়ুৎ ক'রে বুলবুলি পাখী

উড়ে যাবে—এ-সব কি সহজ কথা? এ দেখবার জন্যে আমি অফিস কামাই করতেও পেছপাও হইনে। চা খেয়েছ?"

"না।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তোমার আর আমার দু'জনের চা দিতে হুকম ক'রে দাও, আমি ততক্ষণে মুখ ধুয়ে তয়ের হ'য়ে নিই।" ব'লে প্রকাশ প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

সন্ধ্যা বল্‌লে, "মুখুয্যে মশাই, শুধু আপনার চা-ই দিতে বলি। সবিদিদি এলে আমি তাঁর সঙ্গে খাব অখন।"

ফিরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ বল্‌লে, "সে কার্য্য তোমার সবিদিদি কানিয়া সাহেবের বাড়িতে উত্তমরূপে শেষ না ক'রে ফিরবেন, তা মনেও কোরো না। সুতরাং তাঁর ভাগের খাবারটাও যদি আমরা দু'জনে ভাগাভাগি ক'রে খেয়ে ফেলি তা হ'লেও এমন কিছু অপরাধ হবে না।"

প্রকাশের দু'টি মন্তব্যের মধ্যে অন্ততঃ প্রথমোক্তটা এমনই সমীচীন যে তার বিরুদ্ধে আর কোনো কথা বলা চল্‌লনা। অগত্যা সন্ধ্যা বল্‌লে, "আচ্ছা, আপনি তা হ'লে তয়ের হ'য়ে নিন্।—আমি চা দিতে বলছি।"

"দু'জনেরই ত?"

"হ্যাঁ; দু'জনেরই।"

"বেশ কথা।" ব'লে প্রকাশ প্রসন্নমুখে প্রস্থান করল।

ভিতরের একটা বারান্দার একপ্রান্তে চা পানের জন্য টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। সেখানে চা এবং খাবারের বিবিধ উপকরণ সাজিয়ে রেখে সন্ধ্যা প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করছিল। যথা সময়ে প্রকাশ তথায় এসে উপস্থিত হ'ল, এবং নানাবিধ কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে পানাহার চল্‌তে লাগ্‌ল।

খাওয়া শেষ হ'লে চেয়ার ত্যাগ ক'রে উঠে প্রকাশ বল্‌লে, "চল সন্ধ্যা, একটু খড়কাই নদীর দিকে বেড়িয়ে আসা যাক্।"

একটু ইতস্তত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সবিদিদি হয়ত' একটু পরেই এসে পড়বেন। সবিদিদি এলে তারপর গেলে ভাল হয় না?"

প্রকাশ বল্‌লে, "তা'ত হয়-ই। কিন্তু আস্‌তে তাঁর যে অনেক দেরী হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই।"

অপ্রতিভমুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "শুধু তাই নয় মুখুয্যে মশাই, সবিদিদি অনেক পেড়াপিড়ি করেছিলেন, তবু আমি তাঁর সঙ্গে যাইনি, পাছে তিনি মনে করেন—"

সন্ধ্যার অসমাপ্ত কথার মধ্যে প্রকাশ উচ্চৈঃস্বরে হো হো ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে, "পাছে তিনি মনে করেন তাঁর কথার চেয়ে তুমি আমার কথার বেশি বাধ্য,—এই ত? তা' ত তুমি নিশ্চয়ই বাধ্য। বোনের ওপর বোনের কথার চেয়ে শালীর ওপর ভগ্নীপতির কথার জোর বেশি, এ সনাতন সত্য সকলেরই জানা আছে। বরং এখনও তিনি যদি রাগ না ক'রে থাকেন ত' তাঁর কথা না শুনে আবার আমার কথাও শোননি জান্‌তে পারলে হয়ত রেগে যেতে পারেন। জান ত, প্রত্যেক পতিপ্রাণা স্ত্রীলোক নিজের অপমানের চেয়ে স্বামীর অপমানে বেশি আহত হয়। সতীর কথা মনে আছে ত?"

প্রকাশের কথা শুনে সন্ধ্যা হেসে ফেল্‌লে; বল্‌লে, "কথায় আপনার সঙ্গে পেরে ওঠ্‌বার শক্তি ত' আমার নেই, কাজেই চলুন।"

প্রসন্ন হ'য়ে প্রকাশ সন্ধ্যার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "বেশ পরিবর্ত্তনের কোন দরকার আছে কি?"

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিছু না।"

"তবে এসো, মোটর তৈরিই আছে।"

প্রকাশের মোটর অন্তর্হিত হওয়ার মিনিট পাঁচেক পরেই কানিয়া সাহেবের গাড়ি ক'রে সবিতা গৃহে এসে উপস্থিত হ'ল। তখনো ম্যাজিক শেষ হয়নি, প্রধান দুটো খেলা তখনো বাকি। ম্যাজিকের শেষে লঘু জলপানের ব্যবস্থা

ছিল, কিন্তু প্রকাশ অফিস থেকে এসে হয়ত' অপেক্ষা ক'রে থাক্‌বে এই কথা মনে ভেবে সে অতি কষ্টে মিসেস্ কানিগ্নার নির্ব্বন্ধাতিশয্য এড়িয়ে শুধু দুই তিন চুমুক চা এবং আধাখানা বিস্কুট খেয়েই চ'লে এসেছে, কতকটা পরিশ্রান্ত ক্ষুধিত অবস্থায়। দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ ক'রে সাম্‌নে কাউকে দেখ্‌তে না পেয়ে চেঁচিয়ে ডাক্‌লে, "আয়া, আয়া!"

মোটরের শব্দ পেয়ে আয়া আপনিই আস্‌ছিল, সবিতার আহ্বানে তাড়াতাড়ি সম্মুখে এসে বল্‌লে, "মেম সাহেব!"

"সাহেব অফিস থেকে আসেন নি?"

আয়া বল্‌লে, "হাঁ্যা মেমসাহেব, সাহেব অফিস থেকে এসে চা খেয়ে মাসি-মাকে নিয়ে বেড়াতে গেছেন।"

সবিস্ময়ে সবিতা বল্‌লে, "এরি মধ্যে বেরিয়ে গেছেন?" পরমুহূর্ত্তেই ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল। "কতক্ষণ গেছেন?"

"কতক্ষণ?—এই পাঁচ মিনিট। ব্যস্।"

একমুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে সবিতা জিজ্ঞাসা করলে, "কতক্ষণ সাহেব এসেছিলেন?"

মনে মনে একটু হিসাব ক'রে আয়া বল্‌লে, "আধ ঘণ্টার কিছু বেশি হবে।"

"মাসিমা চা খেয়েচেন?"

"হাঁ্যা, মাসিমাও সাহেবের সঙ্গে চা খেয়েচেন।"

"আচ্ছা, তুই যা।" ব'লে সবিতা প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

আয়া জিজ্ঞাসা করলে, "মেমসাহেব, চা দোবো আপনাকে?"

মাথা নেড়ে সবিতা বল্‌লে, "না, কিছু দিতে হবে না, আমি চা খেয়ে এসেছি।"

আক্ষরিক হিসাবে সত্য হ'লেও, বস্তুতঃ কথাটা মিথ্যাই; কারণ দেহের

মধ্যে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা উভয়েরই তাগিদ ছিল তখন যথেষ্ট। কিন্তু মনটা হঠাৎ কেমন গেল বেঁকে, মনে হ'ল দূর হোক্‌গে ছাই, খেয়ে-টেয়ে আর কাজ নেই, চুপচাপ্‌ একটু শুয়ে পড়া যাক্। কিন্তু বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে শুতে গিয়ে শুতে ইচ্ছা হ'ল না। বাঁ দিকের কপালের একটা শির দপ্‌ দপ্‌ করছিল,—বোধহয় পিত্ত পড়ারই জন্য। স্মেলিং সল্টের শিশিটা হাতে নিয়ে সবিতা পিছনদিকের বাগানে একটা সান-বাঁধানো চাতালে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

এ জায়গাটা তার ভারি প্রিয়। এর আশপাশের প্রায় সমস্ত গাছগুলোই তার নিজের হাতে পোঁতা এবং নিজের যত্নে বর্দ্ধিত। তাই সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই এ জায়গাটা তার ভাল লাগে। কিন্তু আজ তাও লাগ্‌ল না। মনের ভিতরকার তারটা সহসা একটু চ'ড়ে গিয়ে এমন একটা বেসুরায় বেঁধেছে যে, কোনো বস্তুরই সঙ্গে এখন আর সুর মিল্‌ছে না। উঠে প'ড়ে একটু ঘুরে-ফিরে অবশেষে শয়নকক্ষে গিয়ে শয্যাশ্রয় করলে। আলো নিভিয়ে চোখ বুজে স্থির হ'য়ে প'ড়ে রইল, কিন্তু ঘুম এল না।

প্রকাশের মোটরের হর্ণের শব্দ যখন শোনা গেল তখন রাত্রি সাড়ে সাতটা উত্তীর্ণ হয়েছে। কিছু পরেই প্রকাশ ঘরে প্রবেশ করলে। সুইচ খুলে দিয়ে সবিতাকে শয্যায় শুয়ে থাক্‌তে দেখে উদ্বিগ্ন হ'য়ে নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েচে সবু?—অসুখ করেছে না-কি?"

সবিতা অন্যদিকে ফিরে শুয়ে ছিল, প্রকাশের প্রশ্নে তার দিকে ফিরে বল্‌লে, "না।"

"তবে এ সময়ে শুয়ে রয়েছ কেন?"

"মাথাটা সামান্য ধরেছে।"

"কি আশ্চর্য্য! সেটা কি অসুখ নয়?" তারপর সবিতার পাশে শয্যা-প্রান্তে ব'সে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লে, "তোমার মাথাধরা ত' সহজ ব্যাপার নয় সবু। একটু ফুটবাথ্‌ নিলে না কেন?"

অভিজ্ঞান

"দরকার নেই, চুপ ক'রে শুয়ে থাক্‌লেই ক'মে যাবে অখন।"

"ম্যাজিক কেমন দেখ্‌লে ?"

"ভালই।"

"ম্যাজিশিয়ান্‌ কি কানিয়াদের আত্মীয় কেউ ?"

"না, ব্যবসাদার ; ওদের দেশের লোক।"

"বুঝেচি। ওদের বাড়ি প্রথম একদিন দেখিয়ে একটা সার্টিফিকেট জোগাড় ক'রে বাড়ি বাড়ি দেখিয়ে বেড়াবার ফন্দী।"

একথার উত্তরে সবিতা কোন কথা বল্‌বার প্রয়োজন বোধ করলে না। ক্ষণকাল চুপ ক'রে ব'সে থেকে প্রকাশ বল্‌লে, "আজ একটা ভারি চমৎকার জিনিস আবিষ্কার করেছি সবু। তুমি ত' কোনদিন আমাকে বলনি যে, সন্ধ্যা এত ভাল' গান গাইতে পারে।"

"আমি ছেলেবেলায় ওর গান শুনেছিলাম, তারপর অনেকদিন শুনিনি। ন, তুমি ওর গান আজ শুন্‌লে না কি ?"

"শুনলাম বই কি, তা নইলে বলছি কেমন ক'রে ? আহা, চমৎকার গাইলে ! পটকিরির দানাগুলো কি পরিষ্কার, ছোট ছোট তানগুলো দেয় এমন অদ্ভুত ক'রে ! আমি ত মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছি !"

সন্ধ্যার গান যে বাড়িতে হয়নি, অন্য কোথাও হয়েছিল, তা অনুমান ক'রে তে সবিতার বিলম্ব হ'ল না। চা-পান সহ আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে গানের বসর কোথায় ? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ওকে কাদের বাড়ি নিয়ে ছিলে ? কোথায় ও গান গাইলে ?"

অল্প একটু হেসে প্রকাশ বল্‌লে, "কারুর বাড়িতে নয়, খড়কাইয়ের ধারে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেইখানেই শুন্‌লাম।"

'সেই খোলা জায়গায় লোকজনের সাম্‌নে তান গিট্‌কিরি দিয়ে গান গাইলে?"

"লোকজন কোথায়? একেবারে নির্জ্জন। যেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে জনমানবের সাড়া নেই।"

"তা যেন নেই, কিন্তু তুমি ত' ছিলে,—তোমার সামনে অমন তান-টান দিয়ে গান করবার মতো অবস্থা হয়েচে তা হ'লে?"

প্রকাশ বল্‌লে, "তুমি একটু ভুল করছ সবু। ও কি সহজে গেয়েচে? কত সাধ্যসাধনা ফন্দী-কৌশল ক'রে তবে আমি ওকে গাইয়েচি। আজ অফিস থেকে এসে দেখি কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি রক্তজবা ক'রে রেখেচে। ওর মনের দুরবস্থার কথা ভেবে জোর ক'রে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। তাই কি যেতে চায়, বলে সবিদিদি এলে তারপর যাব। তুমি যে কখন আসতে পারবে তার ত স্থিরতা ছিল না তাই আমি একলাই ওকে নিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে ওর নিজের কথা উঠ্‌তে বল্‌লে, মুখুয্যে মশাই, আমার শ্বশুর আর বাবা ভাবুন না কিছুদিন আমাকে তাঁরা ঘরে নেবেন কি নেবেন না; আমি কিন্তু ততদিন অকর্ম্মণ্য হ'য়ে বসে থাকি কেন, দিননা আমাকে কোনো স্কুলে কিম্বা ভদ্রলোকের বাড়ি ভর্ত্তি ক'রে, মেয়েদের লেখাপড়া শিল্পকর্ম্ম গানবাজনা শিখিয়ে নিজের যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করি। আমি বললাম, লেখাপড়া শিল্পকর্ম্মের কথা এখনি বলতে পারছিনে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে গানবাজনা শেখবার তাগিদটা আজকাল হঠাৎ এমন বেড়ে উঠেছে যে, আমি চেষ্টা করলে এই টাটা-নগরেই অন্ততঃ টাকা পঞ্চাশের মতো কাজ তোমাকে সংগ্রহ ক'রে দিতে পারি, কিন্তু তুমি কি ভাল গান শেখাতে পারবে? সন্ধ্যা বললে, ছোট ছেলেমেয়েদের যা হোক একরকম শেখাতে পারব ব'লেই ত মনে করি। উত্তরে আমি বল্‌লাম, কিন্তু সেটা ত শুধু তোমার মুখের সার্টিফিকেট শুন্‌লেই হবে না, তোমার গানও শুন্‌তে হবে, তা নইলে আমি অন্য লোককে জোর ক'রে বলব কেমন ক'রে যে, তুমি ভাল গাও তা আমি জানি। এই কৌশলেই অবশ্য কার্য্যোদ্ধার হ'ল, তবে ঠিক এমনি ভাবে এই কথাগুলিতেই হয়নি, অনেক

বাক্যের জাল ফেঁদে কৌশলকে যুক্তির আবরণে ঢাক্‌তে হয়েছিল। এখন বুঝ্‌লে — সমস্ত ব্যাপারটা ?"

মাথার বালিসটা একটু সরিয়ে নিয়ে সবিতা বল্‌লে, "বুঝলাম "

প্রকাশ বল্‌লে, "তোমাকেও আজই গান শোনাতে হবে, সন্ধ্যাকে দিয়ে সে কড়ার করিয়ে নিয়েছি। দেখো না কি সুন্দর গায়, বোনের গুণের পরিচয় —য়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে।"

ঠিক এমনি সময়ে পর্দ্দার বাহিরে মৃদু পদধ্বনি শোনা গেল এবং পরমুহূর্ত্তেই শব্দ এল, "আস্‌তে পারি ?"

সবিতাকে প্রকাশ বল্‌লে, "সন্ধ্যা আস্‌ছে।" তারপর উঠে একটু এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিলে, "এস, সন্ধ্যা, এস !"

পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রে সবিতাকে শায়িত দেখে সন্ধ্যা উদ্বিগ্ন হ'য়ে নিকটে গিয়ে বল্‌লে, "শুয়ে আছ কেন সবিদিদি ? অসুখ করেছে —কি ?"

সবিতা বল্‌লে, "কিছু হয়নি, সামান্য একটু মাথা ধরেছে। বোস্ সন্ধ্যা, এই চেয়ারটায় বোস্।"

চেয়ারে না ব'সে সবিতার শয্যাপ্রান্তে উপবেশন ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "একটু মাথা টিপে দোব সবিদিদি ?"

সবিতা বল্‌লে, "না, না, মাথা টিপে দিতে হবেনা, তুই চুপ ক'রে বোস্।"

"বাড়ি এসে মাথা ধরল, না আগেই ধরেছিল ?"

"বাড়ি এসে।"

"এসে চা-টা কিছু খেয়েছিলে ?"

মাথা নেড়ে সবিতা বল্‌লে, "না।"

সবিতার মুখের কাছে ঝুঁকে প'ড়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "একটু চা খেলে মাথাটা —ড়ে যাবে এখন। চা দিতে বলব সবিদিদি ?"

ক্ষুধা এবং পিপাসা কিছুরই অভাব ছিল না। একটু চুপ ক'রে থেকে সবিতা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "আচ্ছা, আমাকে না হয় ব'লে দিয়ে আয়।"

চা এবং কিছু খাবার দেবার জন্য আমাকে আদেশ ক'রে সন্ধ্যা ফিরে এলে প্রকাশ বল্‌লে, "এইখানে একজন পুরুষের সঙ্গে একজন মেয়ের তফাৎ সন্ধ্যা। পুরুষ যদি ওষুধ ত মেয়ে আহার। সবিতার মাথাধরা দেখে আমার মনে হয়েছিল ফুটবাথের কথা, কিন্তু তোমার মনে পড়ল চায়ের কথা; অথচ দুটো প্রস্তাবের মধ্যে তোমারটাই যে অধিকতর সমীচীন হয়েছিল, তার প্রমাণ ত হাতে হাতে পাওয়া গেল। অনাদি কাল থেকে লালন-পালনের ভার বহন ক'রে ক'রে সেবা-ধর্ম্মটা তোমাদের মজ্জাগত হ'য়ে গেছে।"

সবিতা বল্‌লে, "আজ গান গেয়ে তোর মুখুয্যেমশাইকে খুব খুসি করেছিস্ দেখ্‌চি সন্ধ্যা।"

শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "এরি মধ্যে সে কথাও হ'য়ে গেছে না কি?"

সহাস্যমুখে প্রকাশ বল্‌লে, "সবিস্তারে! তুমি যখন এলে তখনো সেই কথাই হচ্ছিল। এবার তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর, সবিতাকে গান শোনাও।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "আজ সবিদিদির মাথা ধরেছে, আজ আর গান-টান থা্‌ক্ মুখুয্যে মশাই, আর একদিন শোনালেই হবে।"

প্রকাশ বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ! ও-রকম কথা মুখেও এনো না! সবিদিদিকে গান শোনাবার আগে আমাকে গান শুনিয়েছে তাইতে সবিদিদির মাথা ধ'রেছে, তার ওপর আজ যদি তাঁকে একেবারে গান নাই শোনাও তা হ'লে একটু পরে জ্বর আস্‌বে; তখন চায়ের পরিবর্ত্তে তোমাকে দুধসাবুর ব্যবস্থা করতে হবে!"

প্রকাশের কথায় সবিতা তর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো; বল্‌লে, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি অন্তর্যামী সব বুঝতে পারো! জ্বর আসবে, না আরো কিছু!"

প্রকাশ বল্‌লে, "আহা হা, তুমি জানো না সবু, আসবে! আস্‌তে বাধ্য!

কোনো স্ত্রীলোকের ছোটবোন যদি দিদির চেয়ে দিদির স্বামীর প্রতি বেশি মনোযোগ দেখাতে আরম্ভ করে তখন ঈর্ষা নামক যে বস্তু সুপ্ত অবস্থায় সেই স্ত্রীলোকের অচেতন মনে—"

সবিতা গর্জ্জন ক'রে উঠে বল্‌লে, "রেখে দাও তোমার অচেতন মনের গাঁজাখুরী!"

প্রকাশ তার অসমাপ্ত বাক্য অনুসরণ ক'রে বল্‌তে আরম্ভ করলে—"সেই স্ত্রীলোকের অচেতন মনে অবস্থান করছিল— "

বাধা দিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সবিতা বল্‌লে, "ফের যদি অচেতন মনের কথা মুখে আন্‌বে তা হ'লে সচেতন মন দিয়ে ভীষণ ঝগড়া বাধাবো।"

কপট নৈরাশ্যের সুরে প্রকাশ বল্‌লে, "কি আশ্চর্য্য! স্ত্রীলোক চিরকালই স্ত্রীলোক থাক্‌বে—তা সে যত লেখাপড়াই শিখুক না কেন! বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর অবিচল নিষ্ঠা কিছুতেই হবে না। ওগো, ফ্রয়েডের মেণ্টাল্ টপোগ্রাফি, সুপার্ এগো, এ-সকলের বিষয়ে গবেষণা যদি একটু ভাল ক'রে করতে তা হ'লে চট্ ক'রে কথাটা উড়িয়ে দিতে পার্‌তে না।"

সবিতা বল্‌লে, "চুলোয় যাক্ ফ্রয়েড্! আমি ফ্রয়েডের কথা শুন্‌তে চাইনে! তার চেয়ে চল্ সন্ধ্যা, তোর গান গোটাকয়েক শুনি।"

হাস্য-কৌতুকের প্রসাদে ঘরের আবহাওয়া লঘু হ'য়ে গেল। স্মিতমুখে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার চা?"

"চা ও-ঘরেই দেবে এখন।"

শয্যা ত্যাগ ক'রে সবিতা লাউঞ্জ ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল। পিছনে পিছনে আসছিল প্রকাশ,—ফিরে দাঁড়িয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অস্ফুটস্বরে বল্‌লে, "তুমি যে কত বড় ধূর্ত্ত লোক তা আমিই জানি! তোমার হাতে প'ড়ে জ্বলে পুড়ে মরলুম।" মনে মনে বল্‌লে, মিথ্যে কথা। তোমার হাতে প'ড়ে আমার জীবন ধন্য হয়েচে! কিন্তু সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকি,—একমাত্র নিজেকে ছাড়া আর-কিছু দিয়ে ত তোমাকে বাঁধতে পারলাম না!

পনের

প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন একটা-না-একটা অবলম্বনের বস্তু থাকেই যার সন্ধান খুঁজে বার করতে পারলে সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থাতেই তার মধ্যে আশ্রয় লাভ করতে সে সমর্থ হয়। কতকটা সমুদ্র উপ-কূলের বন্দরের মত,—সুখের দিনে মৃদু-মন্দ সমীরণে সেখান থেকে সমুদ্রের মধ্যে পাড়ি জমানোও চলে, আবার ঝড়-ঝাপটার দিনে তার আশ্রয়ে ফিরে এসে নোঙ্গর ফেলে আত্মরক্ষা করাও সম্ভবপর হয়। সেই অবলম্বনের বস্তু কারো জীবনে সাহিত্য, কারো জীবনে শিল্প, কারো জীবনে ধর্ম্ম। সন্ধ্যার জীবনে হয় ত' তা সঙ্গীত, সে কথা যেন সে সেদিন লাউঞ্জ ঘরে গান গাইতে গাইতে সহসা কোন্ এক মুহূর্ত্তে উপলব্ধি ক'রে বস্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গান হ'য়ে উঠ্‌ল সজীব,—তার সুরের অপরূপ ব্যঞ্জনার মধ্যে আশ্রয় লাভ ক'রে বিগত দুঃখময় জীবনের সকল গ্লানি সকল বেদনা ফিকে হ'য়ে এল। প্রত্যেকটি গান, প্রত্যেকটি রাগিণী যেন নব নব চেতনার প্রকাশ, সুখ-দুখের মিশ্রণের উদাস বৈরাগ্যে স্তিমিত।

বিমুগ্ধ বিস্ময়াবিষ্ট শ্রোতা দুটিও সঙ্গীতের এই অনন্যসুলভ স্পর্শ লাভ ক'রে আত্মহারা হ'য়ে গিয়েছিল। একটির পর আর একটি ক'রে দশ বারো খানা গানের মধ্য দিয়ে কখন্ যে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল তা কেউ বুঝ্‌তেই পারেনি। একটা গানের শেষে সন্ধ্যা যখন হারমোনিয়মের ডালা বন্ধ ক'রে মৃদুস্বরে বল্‌লে, আজ আর থাক্, তখন তাকে আর গাইবার জন্যে কেউ অনুরোধ করতে পারলে না। ও জিনিস শেষ হওয়ার পর আর ফরমায়েস চলে না, উপরোধ অনুরোধের দ্বারা তার মেয়াদ বাড়ানো যায় না। সে ত' শুধু গানই নয়, সে যেন কতকগুলো সুরকে আশ্রয় ক'রে একটা

অবরুদ্ধ জমাট ক্ষোভের বিমুক্তি,—গানের ভাষায় সে যেন প্রাণের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী!

সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সবিতা বললে, "কি চমৎকার গাস্ রে তুই সন্ধ্যা! কি অদ্ভুত তোর গলা!"

সন্ধ্যার তখন চোখ ফেটে অশ্রুপাতের উপক্রম হয়েছিল, কোনো রকমে একটা নিঃশব্দ হাসির দ্বারা সবিতার কথার উত্তর দিয়ে সে আসন ত্যাগ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে সবিতা বল্‌লে, "এমন রূপ, এত গুণ, কিন্তু অদৃষ্টে কি আছে কে জানে! হয়ত' কিছুই কাজে আসবে না, সবই অসার্থক হবে।"

প্রকাশ বল্‌লে, "মানুষের জীবন কিসে সার্থক হয়, অথবা হয় না, আগে থাকতে কিছুই বলা যায় না সবু। কোনো জিনিসকে রূপ দিয়ে সার্থক করতে হ'লে আঘাত তার একটা প্রধান উপায়। যত মর্ম্মরমূর্ত্তি দেখে মুগ্ধ হয়েচ সবগুলিরই উপরে ছেনি আর হাতুড়ির নির্ম্মম আঘাত পড়েছে। রূপ দেবার জন্যে আমাদের কারখানায় আগুন আর আঘাতের কি ভীষণ রুদ্রলীলা চলে তা দেখেছ ত। সন্ধ্যার মনের উপর এই যে প্রচণ্ড আঘাত পড়েছে, এর জন্যে তার জীবন অসার্থক হবে এ কথা জোর ক'রে বলা চলে না,—হয়ত তার মনের উপর এই হাতুড়ির আঘাত তার জীবনকে সার্থকতারই দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

মতভেদের শিরশ্চালনা ক'রে সবিতা বল্‌লে, "তা কি ক'রে হবে? স্বামীর আশ্রয় হারিয়ে ওর জীবন সার্থক হ'তেই পারে না।" দাম্পত্য গণ্ডীর বাইরে নারী-জীবনের যে কোথাও সার্থকতা থাকতে পারে এ কথা সবিতা বিশ্বাসই করে না। বল্‌লে, "বিয়ে হ'য়ে গেলে মেয়েদের স্বামীর ঘর ছাড়া আর উপায় নেই।"

প্রকাশ বল্‌লে, "কিন্তু মীরার কথা ভেবে দেখ। জীবনকে সফল করবার জন্যে তাকে স্বামীর ঘরই ছাড়তে হয়েছিল।"

অভিজ্ঞান

"স্বামীর ঘর নয়,—শ্বশুরের ঘর।"

প্রকাশ বল্‌লে, "সে একই কথা। তা ছাড়া, এ ক্ষেত্রেও শ্বশুরেরই ঘর।"

প্রকাশের এই একান্ত অযৌক্তিক প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার উদ্দেশ্যে সবিতা বল্‌লে, "আচ্ছা, সে হ'ল পরের কথা। আপাতত আজ গান গেয়ে বেচারা যেন সত্যিই একটু তৃপ্তি পেয়েছে। কি আগ্রহ ভরে গান গাচ্ছিল দেখ্‌লে? মনে হচ্ছিল প্রত্যেক গান দিয়ে যেন ওর দুঃখের বোঝা একটু একটু ক'রে হাল্কা হ'য়ে যাচ্ছে। শেষকালে প্রায় কেঁদে ফেলবার উপক্রম করেছিল; দেখেছিলে?"

প্রকাশ বল্‌লে, "দেখেছিলাম। ওটা শুভ লক্ষণ। বর্ষণের দ্বারা আকাশ আর মন দুই-ই পরিষ্কার হয়।"

সবিতা বল্‌লে, "রোজ সন্ধ্যাবেলা ওকে একটু ক'রে গানে বসালে হয়,—গান গেয়ে তবু যদি নিজেকে খানিকটা ভোলাতে পারে।"

প্রফুল্লমুখে প্রকাশ বল্‌লে, "বেশত, বসালেই হবে,—তাতে আমাদের নিজেদের লাভও ত' নিতান্ত কম হবে না।"

এই পরামর্শ অনুযায়ী প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা খুব উৎসাহ ভরে সন্ধ্যার গান-বাজনা চল্‌ল। প্রথম কয়েকদিন এ বিষয়ে সবিতার যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, কিন্তু যখন সে দেখলে যে. গানের দ্বারা সন্ধ্যা নিজেকে কতটা ভোলাতে পেরেছে সে বিষয়ে মতভেদ থাকৃতে পারে, কিন্তু তার স্বামীকে যে বিশেষ রূপে ভুলিয়েছে তা নিঃসন্দেহ, তখন থেকে তার উৎসাহ দ্রুত গতিতে ক'মে আসতে লাগল। গান শোনবার আগ্রহে প্রকাশ বৈকালে বেড়ানো ছেড়ে দিয়েছে, রাত্রে বই পড়া কমিয়ে দিয়েছে, ছুটির দিনে এক মাত্র গান শোনা ছাড়া আর সব-কিছুকেই ছুটি দিতে পারলে ভাল হয় এম্‌নি মতলব। সন্ধ্যা যখন গান গায় তখন প্রকাশ এমন বিভোর হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে যে, দাম্পত্য জীবনের আদিতম যুগেও কোনও আবেগ-মদির মুহূর্তে

সে এমনি ক'রে সবিতার মুখের দিকে তাকিয়েছিল ব'লে মনে পড়ে না। সন্ধ্যার গানের প্রতি প্রকাশের এই অনির্ব্বেয় আসক্তির মধ্যে সবিতা বিপদের রক্ত-পতাকা দেখ্‌তে পেলে। এ বিষয়ে অগ্নি ও ঘৃতের প্রাচীন উপদেশ মনে পড়ল। মনে মনে স্থির করলে এ বিপদ থেকে অচিরে উদ্ধার পেতেই হবে; সহজে যদি হয় ত ভালই, নচেৎ যেন তেন প্রকারেণ।

সন্ধ্যা তার মাসতুত বোন সত্য, কিন্তু স্বামীর ক্ষেত্রে সবিতা এতই শক্ত যে, সন্ধ্যা সহোদরা বোন হ'লেও সে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করত না। যে মহলে প্রজাবিলি চলে না সেখানে অপর ব্যক্তির প্রবেশ মানেই বেদখল হওয়া, এবং বেদখল হওয়ার আশঙ্কায় সতর্ক দৃষ্টিকে নিন্দুক ব্যক্তিরা যদি ঈর্ষা ব'লে অভিহিত করে ত করুক,—তা'তে সবিতার চক্ষুলজ্জা নেই।

প্রকাশ তখন অফিসে। নিজের ঘরে শয্যার উপর শয়ন ক'রে সন্ধ্যা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল, সবিতা এসে প্রবেশ করলে।

সবিতাকে দেখে সন্ধ্যা শয্যার উপর উঠে বস্‌ল। সন্ধ্যার পালঙ্কের নিকট একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন ক'রে সবিতা বল্‌লে, "কি বই পড়ছিলি রে সন্ধ্যা? উপন্যাস না-কি?" তারপর বইখানা টেনে নিয়ে খুলে দেখে বল্‌লে, "কবিতার বই। ভাল?"

"মন্দ না।"

"কোথায় পেলি?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "মুখুয্যে মশায়ের টেবিলে ছিল, সেখান থেকে নিয়ে এসেছি।"

দুই একটা অবান্তর কথার পর সবিতা আসল কথা উত্থাপিত করলে; বল্‌লে, "তোর বিষয়ে একটা ভাল রকম পরামর্শের দরকার হয়েচে সন্ধ্যা।"

সবিতার প্রতি উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কি পরামর্শ সবি দিদি?"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে নিয়ে সবিতা বল্‌লে, "তোর শ্বশুরকে আর

মেসোমশাইকে উনি কত ভাল ক'রে বড় বড় চিঠি লিখ্‌লেন, তার উত্তর যা এল তা'ত জানিস্‌। তুই এখানে আমাদের কাছে আছিস সেই জন্যে উভয় পক্ষই একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভেবে-চিন্তে কাজ করবার সুবিধে পেয়েছেন। হঠাৎ ওঁদের মধ্যে কেউ এসে তোকে নিয়ে যাবেন, তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, তুই যদি একেবারে হুড়মুড় ক'রে সেখানে গিয়ে পড়িস্‌, তা হ'লে তোকে কখনই ফেরাতে পারবেননা ”

একটু চুপ ক'রে থেকে ইতস্ততঃ সহকারে সন্ধ্যা বল্‌লে, “কিন্তু ও-রকম চিঠি পাওয়ার পর আর কি তাঁদের দোরে গিয়ে দাঁড়ানো চলে সবিদিদি ?”

একটু কঠিন স্বরে সবিতা বল্‌লে, “চলে। ও তোদের আজকালকার মেয়েদের বাজে সেণ্টিমেণ্ট শিকেয় তুলে রাখ্‌ সন্ধ্যা। অভিমান যদি করতে হয় ত' নিজের জায়গায় কায়েম হ'য়ে ব'সে তার পর করিস্‌, এখন যেমন ক'রে পারিস্‌ দিন কিনে নে। পরের উপর রাগ ক'রে নিজের চিরদিনকার আশ্রয়ের স্থল চিরদিনের মতো বন্ধ করিস্‌নে !”

সন্ধ্যা বল্‌লে, “কিন্তু তাঁরা যদি আমাকে স্থান না দেন ? আশ্রয় যদি না পাই ?”

ব্যস্ত হ'য়ে মাথা নেড়ে সবিতা বল্‌লে, “তাঁরা ত স্থান দিচ্ছেনই না। আশ্রয় তোকে যে-রকম ক'রে হোক ক'রে নিতে হবে। সাধ্য-সাধনা ক'রে, মাথামুড় খুঁড়ে, তাঁদের পা জড়িয়ে ধ'রে সেখানকার মাটি আঁকড়ে প'ড়ে থাক্‌বি। এতে যদি আত্মসম্মানের হানি হয় ত' এ ছাড়া যা করবি তা'তে এর শত গুণ হানি হবে, তা জেনে রাখিস্‌। একথা কখনও ভুলিস্‌নে সন্ধ্যা,—স্বামীর আশ্রয় ছাড়া সধবা মেয়েমানুষের আর দ্বিতীয় আশ্রয় নেই।”

অন্ততঃ কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বামীর আশ্রয়ের প্রতি সন্ধ্যার শ্রদ্ধার এবং লোভের অন্ত ছিল না। এখনো যে নেই তা নয়, কিন্তু ঘটনার জটিলতায় অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, অনেক প্রশ্নই মনের মধ্যে আজকাল উদয়

হয়, প্রাচীন সংস্কারের জীর্ণ অট্টালিকা যেন সময়ে সময়ে ন'ড়ে ওঠে। তবুও সে-সব নিয়ে এখন আলোচনা করতে প্রবৃত্তি হ'ল না ; জিজ্ঞাসা করলে, "মুখুয্যে মশাইয়েরও কি এই মত ?"

সবিতা বল্‌লে, "হাজার হোক তিনি পুরুষমানুষ, তাঁদের মতের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের মত সব সময়েই যে এক হ'তে হবে এর কোনো মানে নেই সন্ধ্যা। আমাদের শুভাশুভ আমরা যতটা বুঝব তাঁরা ততটা কখনই বুঝবেন না—হয়ত' একটা সাধারণ উদার নীতির দোহাই দিয়ে সমস্ত জিনিসটার ভুল বিচার ক'রে বসবেন। হয় ত বল্‌বেন, 'কেন ? কি এমন তাড়া পড়ছে যে, আশ্রয় ভিক্ষের জন্যে ছুট্‌তেই হবে এখন কলকাতায় ? থাক্‌না ও আমাদের কাছে, যতদিন না ওরা নিজে এসে ওকে নিয়ে যায়।' এমন কথা ত' আমিও প্রথম দিন আকস্মিক দুঃখের মুখে বলেছিলাম, কিন্তু মনে মনে তখন একথাও জানতাম যে আসলে ওটা প্রবোধ বাক্য, ওতে তোর প্রকৃতমঙ্গল নেই।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "আজকালের মধ্যে এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে মুখুয্যে মশাইয়ের কোনো কথা হয়েচে কি সবিদিদি ?"

সবিতা বল্‌লে, "না, তা হয়নি। আমি প্রথমে তোর সঙ্গেই পরামর্শটা ক'রে নিতে চাইছিলাম। তবে আমার মনে হয়, কথা উঠলে তিনি আমার মতেই মত দেবেন, কারণ এ কথা নিশ্চয়ই যে, বেশিদিন এ রকম ছাড়াছাড়ি থাকার ফলে চক্ষুলজ্জাটা ক্রমশঃ কেটে গেলে তখন হয়ত তাঁরা আর সহজে তোকে ফিরে নিতে চাইবেন না। তা ছাড়া, আর একটা কথা আমি তোর মঙ্গলের জন্যে খুব স্পষ্ট ক'রে বল্‌ছি, তুই অন্য কোনো রকমই কিছু মনে করিস্‌নে ভাই। আমার এ বাড়িও তোর পক্ষে পুরোপুরি পাকা আশ্রয় নয়। এ সংসারে একমাত্র স্ত্রীলোক আমি ; আমার সঙ্গে একত্রে তুই যতদিন ইচ্ছে থাক্‌তে পারিস্‌, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু জীবনের কথা ত কিছু বলা যায় না ভাই, ধর, হঠাৎ যদি ম'রেই গেলাম,—সে কথা ছেড়ে দিলেও, বাপের

বাড়িও ত দু-চার মাসের জন্যে মাঝে মাঝে যেতে পারি,—তখন তোর একা এ বাড়িতে ওঁর সঙ্গে থাকা চল্‌বে কি? আমি তোর বোন, কিন্তু উনি ত' সত্যিসত্যিই তোর ভাই নন্।"

বিচার-বিবেচনার দিক থেকে দেখলে সবিতার কথার মধ্যে হয় ত রূঢ় কিছুই ছিল না, কিন্তু তবু একটা কোন্ অনির্দেশ্য কারণে আঘাত পেয়ে সন্ধ্যার দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে এল। তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে ফেলে বল্‌লে, "আমার নিজের মত যাই হোক না কেন সবিদিদি, তোমার উপদেশেই আমি চল্‌ব। তুমি আমার আপনার জন, বয়সে বড়, তুমি যা আদেশ করবে আমার পক্ষে নিশ্চয়ই তা শুভ হবে,—কলকাতায় আমি যাব। অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছ,—তোমার স্নেহের কথা, মুখুয্যে মশায়ের দয়ার কথা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার অন্ধকার মনের একটা দিক্ আলো ক'রে থাকবে। কিন্তু আমার অন্তরের একটা অকপট কথা শোনার পরও যদি আমাকে ক্ষমা করো তা হ'লে আমি বলি যে, তোমাদের এ আশ্রয়ও আমি ঠিক সহ্য করতে পারছিনে; এর মধ্যে আমি কিছুতেই সহজ হ'তে পারছিনে, এ আশ্রয় ছেড়ে যাবার জন্যে মনে মনে অস্থির হ'য়ে উঠেছি। এ যে কেন, তা হয়ত আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু একে অকৃতজ্ঞতা ব'লে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুল কোরো না সবিদিদি, এ অপরিসীম কৃতজ্ঞতারই একটা রূপ। অযাচিত দানের ঋণ বাড়িয়ে চল্‌বার ক্ষমতা হয়ত আমার নেই, এ হয়ত তাই!" সহসা সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে এল, দুই চক্ষু হ'তে ঝর ঝর ক'রে এক রাশ অশ্রু ঝ'রে পড়ল।

চেয়ার থেকে উঠে এসে সন্ধ্যার পাশে ব'সে তাকে জড়িয়ে ধ'রে সবিতা দুঃখার্দ্র কণ্ঠে বল্‌লে, "আমি তোকে কষ্ট দিয়েছি সন্ধ্যা, আমাকে তুই ক্ষমা কর।"

অঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জিত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না সবিদিদি, তুমি সহানুভূতি দিয়ে আমার মনকে আলগা ক'রে দিয়েছ, তাই কাঁদছি। তুমি আমাকে কষ্ট দাও নি।

"তা হ'লে তোর কল্‌কাতা যাওয়ার কথা তাঁকে বল্‌ব ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় বল্‌বে। আজই বোলো,—আর, যত শীঘ্র যাওয়ার ব্যবস্থা হয় তা কোরো। তোমার সুপরামর্শে আবার আমার মনকে জাগিয়ে দিয়েচ সবিদিদি !"

প্রসন্নকণ্ঠে সবিতা বল্‌লে, "সেখানে গিয়ে তোর নিজের অধিকারের জায়গা জোর ক'রে দখল করবি ; কিছুতে ছাড়বিনে। নিজে শক্ত না হ'লে কেউ সহজ হবে না। জীবনের এত বড় গুরুতর ব্যাপার নিয়ে ভালোমানুষি ক'রে কোনো লাভ নেই সন্ধ্যা,—চিরজীবন তার ফলে দুঃখের বোঝা বইতে হবে।"

"কবে তা হ'লে আমার কলকাতা যাওয়া হবে সবিদিদি ?"

"দিন দুই পরে অফিসের কাজে ওঁর তিন চার দিনের জন্যে কলকাতায় যাবার দরকার আছে, সেই সঙ্গে তুই যেতে পারবি।"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "আচ্ছা।"

সেই দিন রাত্রেই আহারের পর শয়ন কক্ষে প্রবেশ ক'রে সবিতা কথাটা প্রকাশের কাছে উত্থাপন করলে। সমস্ত কথা ধীরভাবে শুনে প্রকাশ বললে, "এ পরামর্শ যে ভাল নয় তা বলছিনে, কিন্তু এতে সন্ধ্যা সত্যিসত্যিই রাজি হয়েছে ত ?"

"তার মানে ?"

"তার মানে, চক্ষু লজ্জায় প'ড়ে শুধু মুখের কথায় রাজি হয়েছে কি-না তাই জান্‌তে চাইছি। এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম কথা আছে সবু। তোমার বাড়িতে যদি কোনো লোক কতকটা আশ্রিতরূপে বাস করে, যার মনে আত্মসম্মান জ্ঞানের অভাব নেই, তার কাছে তুমি যদি এমন কোন প্রস্তাব কর যেটা পালন করলে তোমার বাড়ি ত্যাগ ক'রে তাকে যেতেই হয়, তা হ'লে সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হওয়া তার পক্ষে একটু কঠিন।"

প্রকাশের কথা শুনে সবিতা অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠ্‌ল ; একটু তীব্রকণ্ঠে বল্‌লে,

"কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, সন্ধ্যা আমার একেবারে পর নয়, সে আমার বোন ; তার মঙ্গলের জন্যে তাকে যেমন আমি বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারি, তেমনি বাড়ি ছাড়া করতেও পারি।"

প্রকাশ বল্‌লে, "তুমিও ভুলে যাচ্ছ যে, সন্ধ্যা আমারও একেবারে পর নয়, সে আমার শ্যালী ; সুতরাং তার নিজের আন্তরিক ইচ্ছের অভাবে তাকে বাড়িছাড়া করতে আমার মনের মধ্যে আপত্তি হ'তে পারে।"

সবিতা একেবারে উষ্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল ; বল্‌লে, "তবে কি তুমি বল্‌তে চাও যে, চিরকালই সে তোমার ভাত কাপড়ে মানুষ হ'য়ে তোমাকে গান শুনিয়ে এখানে প'ড়ে থাক্‌বে ?—আর তা হ'লেই তার জীবন সার্থক হবে ?"

প্রকাশ বল্‌লে, "না, তা আমি বল্‌তে চাইনে। কিন্তু এ কথাও বল্‌তে চাইনে যে কলকাতায় তাকে নিয়ে গিয়ে বাড়ি বাড়ি অপমানিত করিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলেই তার জীবন সার্থক হবে।"

সবিতা সজোরে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল, "ফিরিয়ে তুমি তাকে আনবে না !"

বিস্মিত নেত্রে ক্ষণকাল সবিতার দিকে চেয়ে থেকে প্রকাশ বল্‌লে, "কিন্তু ওর বাপ-শ্বশুরের মধ্যে কেউ যদি ওকে না নেয় ত' কোথায় ওকে রেখে আসব ?"

"যেখানে হয় সেখানে। কোথাও না হয়, পথে। ওর বাপ-শ্বশুরেরা যদি ওর ভার না নেয় ত' তোমারই বা কি এমন মাথাব্যথা পড়েছে শুনি ?"

"কিন্তু, আমি যদি ঠিক ওর বাপ-শ্বশুরের শ্রেণীর লোক না হই সবিতা ?"

"না, না, তুমি নিজেকে অত অসাধারণ ব'লে মনে কোরো না ! তোমারও সমাজ আছে, সংসার আছে,—শুধু তাদেরই নেই !"

আলোচনাটা কলহে রূপান্তরিত হ'য়ে আস্‌ছে দেখে প্রকাশ বল্‌লে, "রাত অনেক হয়েছে, এখন এস শুয়ে পড়া যাক্। কাল সকালে উঠে যখন দেখা যাবে যে, বিশ্রাম কোরে দু'জনেরই বুদ্ধি পরিষ্কার হয়েচে, তখন আবার পরামর্শটা ভাল ক'রে চালানো যাবে। তখন মীমাংসা হতেও বিলম্ব হবে না।"

অভিজ্ঞান

সকালে উঠে সত্যই দেখা গেল, গতরাত্রের কলহটা দাম্পত্য কলহের পরিণতিই লাভ করেছে। ফলে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের অভিমত দ্রুতগতিতে নিকটবর্ত্তী হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল এবং অচিরকালের মধ্যে স্থির হ'য়ে গেল যে, সন্ধ্যার কলিকাতা যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত।

তিন দিন পরে রাত্রি এগারটার সময়ে প্রকাশ ও সন্ধ্যা নাগপুর প্যাসঞ্জারের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা অধিকার ক'রে বস্‌ল। সে কামরায় অন্য কোন আরোহী ছিল না।

গাড়ি ছাড়লে প্রকাশ বল্‌লে, "সন্ধ্যা, কাল সকালে ত' রীতিমত যুদ্ধং দেহির মতো একটা ব্যাপার আছে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়, বিশ্রাম নিয়ে কালকের জন্যে প্রস্তুত হ'তে হবে।"

উত্তরে সন্ধ্যা কিছু বল্‌লে না, শুধু একটু হাস্‌লে। মন তার তখন সেই অবস্থায় যেখানে ভাল মন্দ সুখ-দুঃখ উৎসাহ-আলস্যের সব অনুভূতি আসন্ন অনিশ্চিতের প্রত্যাশায় স্তব্ধ হ'য়ে থাকে। বাহিরের গাঢ়নিবদ্ধ তমিস্রের প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত ক'রে সে শুয়ে পড়ল।

প্রত্যূষে যখন ঘুম ভাঙল তখন গাড়ি কোলাঘাট ষ্টেশন ছাড়িয়ে রূপ-নারায়ণের পুলের উপর দিয়ে গভীর শব্দ করতে করতে চলেছে।

প্রকাশ বল্‌লে, "রাত্রে ঘুম হয়েছিল সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "একরকম হয়েছিল।"

"প্রথমে কোথায় যাবে ? শ্বশুর বাড়িতে, না বাপের বাড়িতে ?"

"আপনি কোথায় বলেন ?"

"আমি বলি, প্রথমে মেসোমশায়ের বাড়ি যাওয়াই ভাল।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তবে তাই।"

হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে প্রকাশ যখন সন্ধ্যাকে নিয়ে তার পিত্রালয়ের সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'ল তখন বেলা সাড়ে সাতটা।

ষোল

শেষরাত্রি থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল, কিছুক্ষণ থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে। আশ্বিন মাসের প্রথম, সুতরাং আসল বর্ষাকাল অনেকদিন হ'ল শেষ হ'য়ে গিয়েছে,—এ অসময়ের বাদল, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে দু'চার দিনের জন্য প্রায় প্রতিবৎসরই এক-আধবার দেখা দিয়ে থাকে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে প'ড়ে প্রকাশ বল্‌লে, "এস সন্ধ্যা, নেমে এস।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "প্রথমে একবার খবর দিলে ভাল হয়না ?"

মাথা নেড়ে প্রকাশ বল্‌লে, "আরে না, না,—এ তোমার নিজের বাড়ি,— এখানে আবার খবর দেবে কিসের জন্যে। এস, নেমে এস।"

প্রকাশের কথায় আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সন্ধ্যা ট্যাক্সি হ'তে অবতরণ করল। গৃহদ্বারে একটি দশ বারো বৎসরের বালক দাঁড়িয়ে ছিল, সে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সন্ধ্যাকে একবার ভাল ক'রে দেখেই 'ওমা মেজ দিদি, এসেছে!' ব'লে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ক'রে দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করল।

সন্ধ্যার জননী সুবর্ণলতা নীচের তলায় নিকটেই গৃহকর্ম্মে রত ছিলেন, পুত্র পরেশের কথা শুনে যুগপৎ আনন্দে এবং উদ্বেগে চকিত হ'য়ে উঠলেন। 'কই সে, কই ?' ব'লে ফিরে তাকাতেই প্রশ্নের উত্তরের প্রয়োজন হ'ল না,— দেখ্‌লেন পর্দ্দা সরিয়ে সন্ধ্যা প্রবেশ করছে, মুখ আরক্ত দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন। সুবর্ণলতার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হওয়া মাত্র কিন্তু নিমেষের মধ্যে মুখের সমস্ত রক্তিমা অন্তর্হিত হ'য়ে মুখ পাংশু বর্ণ ধারণ করলে, চক্ষুর দৃষ্টি স্তিমিত হ'য়ে এলো, একবার অস্ফুট স্বরে 'মাগো' ব'লে সন্ধ্যা পাশের বারান্দার সিঁড়ির উপর ধপ্‌ ক'রে ব'সে পড়ল।

অভিজ্ঞান

ক্ষিপ্র বেগে সন্ধ্যার কাছে উপস্থিত হ'য়ে তার পাশে ব'সে প'ড়ে সুবর্ণলতা ব্যাকুলভাবে দুই হস্তে সন্ধ্যার তন্দ্রাচ্ছন্ন দেহ কোলের উপর তুলে নিলেন। তারপর উপর দিকে তাকিয়ে কন্যা সাধনার উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে বল্লেন, "সাধন্, শীগ্‌গির একবার নীচে নেমে আয়।"

মাতার আহ্বান কানে যেতেই সাধনা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে সন্ধ্যাকে দেখ্‌তে পেয়ে দ্রুতপদে নীচে নেমে এল। সুবর্ণলতা তখন সন্ধ্যাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে নিঃশব্দে রোদন করছিলেন; বল্লেন, "শীগ্‌গির একটু জল আর একখানা হাত-পাখা নিয়ে আয়!"

কিন্তু ততক্ষণে সন্ধ্যা তার অসংবৃত অবস্থা থেকে অনেকটা মুক্তিলাভ করেছিল; বল্লে, "দরকার নেই মা, আমি উঠ্‌ছি।" তারপর সহসা দুই বাহু দিয়ে সুবর্ণলতার কণ্ঠ জড়িয়ে ধ'রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রোদন করতে লাগল। চাপা কান্নার উগ্র তাড়নায় তার সমস্ত দেহ আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ল।

দুষ্পরাজেয় অভিমানের দ্বারা মনকে কঠিন ক'রে সন্ধ্যা জামসেদপুর থেকে কলিকাতা পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা প্রস্তুত হ'য়ে এসেছিল। মনে মনে এই সঙ্কল্প সে বার বার স্পষ্ট ক'রে নির্ণীত ক'রে নিয়েছিল যে, যে-প্রতিশ্রুতি সে সবিতার কাছে জামসেদপুরে দিয়ে এসেছে সংযত মনের সমস্ত শক্তির সাহায্যে তা পালন করবে; কিন্তু তাই ব'লে নিজের মধ্যে নিজে কখনই ভেঙ্গে পড়বে না, সকল সময়ে সর্ব্বাবস্থায় চিত্তকে সে নিজের বশীভূত রাখবে। কিন্তু পিতৃগৃহে পদার্পণ করবামাত্র এক নিমেষে কি রকম ক'রে সমস্তই ওলট-পালট হ'য়ে গেল! যে অভিমানকে শিখিয়ে পড়িয়ে প্রহরী-রূপে সে আত্মরক্ষার্থে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, মাতৃমূর্ত্তির যাদুর সম্মুখে সে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করলে যে, জননীর কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে গভীর অভিমানের স্বরে সন্ধ্যা বল্লে, "কি ক'রে মা, তোমরা এমন ক'রে আমাকে ভুলে ছিলে? কি ক'রে এতদিন আমাকে জামসেদপুরে ফেলে রেখেছিলে?"

অভাগিনী কন্যার এই সকরুণ অনুযোগে সুবর্ণলতার অন্তর বিদীর্ণ হ'য়ে গেল। গভীর আবেগের সহিত প্রবলতর বন্ধনে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লেন, "ওরে সন্ধ্যা, এ কথা তুই আমাকে—তোর নির্বোধ মাকে—জিজ্ঞেস করিস্‌নে। ইচ্ছে হয় তোর বাপকে জিজ্ঞেস করিস্‌, তিনি জ্ঞানী মানুষ, অনেক বুদ্ধি বিবেচনা আছে, তিনি হয়ত তোকে এ কথার উত্তর দিতে পারবেন।"

জননীর এই বাক্যের মধ্যে বেদনার যে মর্ম্মন্তুদ পরিচয় প্রচ্ছন্ন ছিল সে কথা সন্ধ্যার কাছে ধরা পড়ল কি-না বলা কঠিন। মনে মনে একটু কি চিন্তা ক'রে সে বল্‌লে, "মা, বাবা কোথায়? বাবা কি বাড়ি নেই?"

সুবর্ণ বল্‌লেন, "তিনি ঘরে শুয়ে আছেন। আজ তিন দিন শয্যাগত। বস্‌তেও পারেন না। কাঁধের কাছে একটা বড় কোড়া অস্ত্র হয়েছে।"

পিতার অসুখের কথা শুনে সন্ধ্যা উদ্বিগ্ন হ'ল; বল্‌লে, "এত অসুখ? চল মা, বাবাকে দেখি গে।" ব'লে উঠে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে ভেবে বল্‌লে, "মা, আমাকে দেখে বাবা অসন্তুষ্ট হবেন না ত?"

সন্ধ্যার কথা শুনে সুবর্ণলতার মুখ বেদনায় বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল; দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে বল্‌লেন, "হ্যাঁ রে সন্ধ্যা, আমরা কি তোর এতই পর হ'য়ে গেছি ব'লে মনে করিস্‌?"

সন্ধ্যার দুই চক্ষু আবার সজল হ'য়ে এল; বল্‌লে, "আমার মনের মধ্যে কত দুঃখ কত ভয় তা ত' তোমরা জান না মা! তা যদি জান্‌তে তা হ'লে আমার কথা শুনে তুমি কখনই রাগ করতে না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে সুবর্ণলতা বল্‌লেন, "তোর ওপর রাগ কেন করব সন্ধ্যা? রাগ করি আমার অদৃষ্টের ওপর, আর পোড়া সমাজের ওপর।"

চল্‌তে চল্‌তে সাধনা এবং পরেশের সঙ্গে এক-আধটা কথা কইতে কইতে দ্বিতলে এসে সন্ধ্যা তার পিতা বেণীমাধবের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলে। সন্ধ্যার

আগমন সংবাদ বেণীমাধব পরেশের মুখে পূর্ব্বেই অবগত হয়েছিলেন। সন্ধ্যাকে দেখে তিনি শয্যার উপর উঠে বসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না।

"তুমি উঠো না বাবা, শুয়ে থাক।" ব'লে সন্ধ্যা ত্বরিতপদে বেণীমাধবের শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হ'লো, তারপর সহসা হাঁটু গেড়ে মেঝের উপর ব'সে প'ড়ে মুখখানা বেণীমাধবের পায়ের উপর গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বেণীমাধব ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন; দুই বাহু প্রসারিত ক'রে অধীর কণ্ঠে বললেন, "সন্ধ্যা, আয় মা, আমার কাছে আয়! শান্ত হ', কাঁদিস্ নে!" তারপর অর্দ্ধোত্থিত হ'য়ে কোনরূপে সন্ধ্যার বাম বাহু ধারণ ক'রে তাকে নিকটে টেনে নিলেন। মাথাটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধ'রে সহসা হু হু ক'রে কেঁদে উঠলেন।

চোখে চোখে জল, মুখে মুখে বাষ্পাবরুদ্ধ অসম্বদ্ধ দু-চারটে বাক্য। এমনি ভাবে পাঁচ সাত মিনিটে অশ্রু বর্ষণের পালা শেষ হ'ল। তখন হঠাৎ মনে পড়ল একটা কথা যা পূর্ব্বেই মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এরূপ গুরুতর অবস্থার আকস্মিকত্বে প্রথমটা প্রায়ই ভুল হ'য়ে যায়। মনে পড়ল বেণীমাধবেরই; ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, "তুমি কার সঙ্গে এলে সন্ধ্যা? প্রকাশেরই সঙ্গে বোধহয়?"

সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, মুখুয্যে মশায়ই আমাকে নিয়ে এসেছেন।"

সুবর্ণলতা অপ্রতিভ হ'য়ে বললেন, "ওমা! ওঁর কথা আমরা একেবারে ভুলে আছি! কাউকে দেখ্‌তে না পেয়ে চ'লে গেলেন না ত?"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা বলল, "না, তা যাবেন না। বোধ হয় জিনিসপত্র নিয়ে ট্যাক্সিতেই ব'সে আছেন।" মনে মনে এ কথা সে ভাল ক'রেই জানে যে, অভাগিনী সন্ধ্যার গতি কি হ'ল তা সঠিক না জেনে চ'লে যাবার পাত্র নয়।

সাধনার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বেণীমাধব বললেন, "সাধন্, তুমি গিয়ে প্রকাশকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।"

অভিজ্ঞান

সাধনার সঙ্গে প্রকাশ যখন কক্ষে প্রবেশ করল তখন সকলের চোখে চোখে অশ্রু শুকিয়ে গেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে বিষয়ে যে একটা অভিনয় হ'য়ে গিয়েছে তার পরিচয় চক্ষুপল্লবাদি থেকে তখনো সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নি। বেণীমাধব এবং সুবর্ণলতাকে প্রণাম ক'রে প্রকাশ একটা চেয়ারে উপবেশন করল। প্রথমে বেণীমাধবের অসুস্থতা এবং অপরাপর বিষয়ে দু'চারটা মামুলি কথার পর আসল কথা উঠ্‌ল।

বেণীমাধব বল্‌লেন, "সন্ধ্যার আমরা বাপ-মা, কিন্তু তুমি যে আমাদের চেয়েও তার আত্মীয়, তুমি তার প্রমাণ দিয়েছ প্রকাশ!"

শুনে প্রকাশ মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগল. বল্‌লে, "প্রমাণটা কিন্তু খুব পাকা নয় মেসোমশাই। সের দুই তিন চাল, সের খানেক ডাল, আর কিছু মাছ তরকারী। এর বেশি এমন কিছু নয়,—তুমি কি বল সন্ধ্যা?" ব'লে প্রকাশ সকৌতুকে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

উত্তরে সন্ধ্যা শুধু একটু হাস্‌লে,—কিছু বল্‌লে না।

বেণীমাধব বল্‌লেন, "কথাটা তুমি এড়িয়ে যেতে চাও বাবাজি। তুমি যে তাকে কয়েকদিন আহার দিয়েছ সে কথা আমি মোটেই বল্‌তে চাচ্ছিনে। অমন বিপদের দিনে তুমি যে তাকে আশ্রয় দিয়েছ, সেই কথাই আমি বল্‌ছি।"

প্রকাশ বল্‌লে, "কিন্তু আশ্রয় না দিয়েই বা কি করি বলুন? বলা নেই কওয়া নেই রাত দুটোর সময়ে এসে দোর ঠেলাঠেলি ক'রে ঘুম ভাঙালে। সঙ্গে একটি মুসলমান ছেলে ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। সেও একটি কথা কইবার অবসর দিলে না, সন্ধ্যাকে দিয়ে আমাদের সনাক্ত করিয়ে নিয়ে অমনি মুহূর্ত্তের মধ্যে মোটর ক'রে ছুটে পালাল। এখন সে রকম অবস্থায় বাড়ির বার ক'রে গেট বন্ধ না ক'রে দিয়ে বেশি কিছু বাহাদুরী করেছি কি? তা যদি করতাম তাহ'লে ত আমাকে পাষণ্ড বল্‌তে পারতেন!"

বেণীমাধব বল্‌লেন, "কিন্তু তাহ'লে ত' আমাকে তুমি পাষণ্ড বল্‌তে পার

প্রকাশ। আমি ত' তাকে জামসেদপুর থেকে নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিইনি।"

প্রকাশ বল্‌লে, "ও কথা কেন বলছেন মেসোমশায়?—আপনার আশ্রয় না দেওয়া সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার;—তার যুক্তি আছে, সদুদ্দেশ্য আছে। গুণ্ডার ছুরি আর ডাক্তারের ছুরি দুই-ই এক বস্তু, দুই-ই মানুষের দেহে রক্তপাত করে, কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। গুণ্ডার ছুরি মানুষের জীবন নেবার চেষ্টা করে, আর ডাক্তারের ছুরি মানুষের জীবন দেবার চেষ্টা করে।"

ক্ষণকাল নীরবে থেকে বেণীমাধব বল্‌লেন, "সে কথা ঠিক, কিন্তু আমার এ বাড়িতে একটি লোক আছেন যিনি আমার ছুরিকে গুণ্ডার ছুরি ব'লেই মনে করেন। তাঁর ধারণা বাপ-শ্রেণীর জীবেরা প্রধানতঃ পাষণ্ড প্রকৃতির, সঙ্গে সঙ্গে মা-শ্রেণীর জীবেরা যদি না থাকতেন তাহ'লে ছেলেমেয়েদের জীবনধারণ সঙ্কটাপন্ন হ'ত।"

বেণীমাধবের কথা শুনে প্রকাশ স্মিতমুখে বল্‌লে, "এ কথার মধ্যে সত্যি মিথ্যে দুই-ই আছে মেসোমশায়। আসলে এ হ'ল স্নেহ আর বিবেকের চিরকেলে ঝগড়া। আমার মনে হয় ছেলে-মেয়েদের মঙ্গলের জন্য এ দুয়েরই প্রয়োজন আছে। এই দুটি বিভিন্নমুখী শক্তির টানে তাদের জীবন একটি শুভ মধ্য-পথ অবলম্বন ক'রে চলে। মায়ের স্নেহের নদীকে সামলাবার জন্যে বাপের বিবেচনার বাঁধের দরকার আছে বইকি।"

প্রকাশের কথায় বেণীমাধবের মুখে হাসি দেখা দিল; বল্‌লেন, "তাহ'লে বাপ-শ্রেণীর জীবেরা সত্যিসত্যিই পাষণ্ড নয়!"

এ কথার উত্তর দিলেন সুবর্ণলতা; বল্‌লেন, "কে তোমাকে কবে পাষণ্ড বলেছে যে, তুমি ও-কথা বল্‌ছ! আমি কোনোদিন বলেছি কি?"

বেণীমাধব স্বীকার করলেন যে, উক্ত বাক্য-বিশেষটি সত্য-সত্যই কোনোদিন

তাঁর প্রতি প্রয়োগ করা হয়নি, কিন্তু একথাও বল্‌লেন যে, সন্ধ্যা সম্পর্কে তাঁর আচরণাদির বিষয়ে এমন সব মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েচে যাতে উক্ত বাক্যটি প্রয়োগ করলে এমন কিছু অপপ্রয়োগ হোত না। কিন্তু তা'তে কিছু যায় আসে না, কারণ সন্ধ্যার প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্য করার ফলে পাষণ্ড আখ্যাটি যদি সত্যসত্যই তাঁকে গ্রহণ করতে হয় ত' কোন দুঃখ নেই, কারণ তাঁর যশ-অপযশের কথা মুখ্য বস্তু নয়, মুখ্য বস্তু সন্ধ্যার হিতাহিতের কথা। এবং একমাত্র সেই মুখ্য বস্তুরই প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে অবিলম্বে যে কার্য্য করবার আভাষ দিলেন তা'তে শুধু সুবর্ণলতাই নয়, প্রকাশ পর্য্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

বিবর্ণমুখে সুবর্ণলতা বল্‌লেন, "তুমি এখনি সন্ধ্যাকে বিদেয় করতে চাও না কি ?"

"বিদেয় করতে চাই বল্‌লে ভুল বলা হবে, রাখ্‌তে চাইনে।"

"তার মানে ?"

বেণীমাধব একটা তাকিয়ার সাহায্যে অতি কষ্টে কোনো-রকমে উঠে ব'সে বল্‌লেন, "তার মানে তুমি অনেকবারই আমার কাছে শুনেছ, কিন্তু সন্ধ্যা আর প্রকাশের সাম্‌নে আর একবার ভাল ক'রে শুন্‌লে মন্দ হয় না।" সাধনার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "সাধনা, তুমি আর পরেশ এখন এখানে থেকে একটু যাও।" তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে বল্‌লেন, "সন্ধ্যা, তুমি মা, আমার কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনো, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখুয্যে মশায়ের ডাক্তারের ছুরির চমৎকার উপমাটি মনে রেখো; সুবিধে হবে।" তারপর প্রকাশকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন, "তোমার কাছে সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ার পর এই সতের-আঠার দিনের মধ্যে অন্ততঃ বার দশেক আমি জহরলালের কাছে গিয়েছি, কিন্তু কিছুতে তাকে রাজি করতে পারিনি। ভারি চাপা লোক, কোনো কথাই স্পষ্ট ক'রে খুলে বলে না। মুখে প্রতিবারই

একটি বাঁধা গৎ—'আপনি নিয়ে এসে কিছুদিন রাখুন—আমি একটু ভেবে দেখি।' আমি কিন্তু হলফ ক'রে তোমাকে বল্‌তে পারি প্রকাশ, যেদিন জহরলাল শুন্‌বে আমি সন্ধ্যাকে নিয়ে এসেছি সেইদিনই তার সব ভাবনার শেষ হবে,—আর কোনোদিনই আমার সঙ্গে সে দেখা পর্য্যন্ত করবে না। এখন এ রকম অবস্থায় তুমি আমাকে কি করতে বল?—সন্ধ্যাকে এ বাড়িতে রেখে তোমার মাসিমাকে খুসি করতে বল?—না, সন্ধ্যাকে তোমার সঙ্গে জহরলালের বাড়িতে এখনি পাঠিয়ে তার একটা গতি করতে বল? তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান,—তুমি যা পরামর্শ দেবে তাই আমি করব,—এখন পরামর্শ দাও,—বল, কি করা উচিত।"

গভীর ভাবে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে প্রকাশ বল্‌লে, "মাসিমা, আপনি কি বলেন? আপনার কি মত?"

ব্যথিত কণ্ঠে সুবর্ণলতা বল্‌লেন, "আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না বাবা, আমার না আছে বিদ্যে, না আছে বুদ্ধি, থাকবার মধ্যে আছে একটা পোড়া অবুঝ মন, যা নিয়ে জ্ব'লে পুড়ে মরছি। তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর।"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রকাশ বল্‌লে, "তোমার কিছু বল্‌বার আছে সন্ধ্যা?"

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা জানালে বলবার কিছুই তার নেই।

প্রকাশ বল্‌লে, "তাহ'লে সন্ধ্যাকে জহরমামার বাড়িই নিয়ে যাই।"

তাকিয়াতে ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে উঠে বেণীমাধব বল্‌লেন, "এখনি। জহরলাল তোমার ত' আত্মীয়—যেরকম ক'রে পার মেয়েটাকে গছিয়ে দিয়ো প্রকাশ,—তোমার পুণ্য হবে। এখানে এসেছিলে সে কথা যেন জান্‌তে না পারে, যদি জিজ্ঞাসা করে অসময়ে কেন, বোলো ট্রেন লেট্ ছিল[illegible]

হাতঘড়িতে সময় দেখে প্রকাশ বল্‌লে, "আর আধ ঘণ্টা[illegible] গেলে

অসময় হবে না মেসোমশায়। ও লাইনের গাড়ির সময় মামার খুব জানা আছে, মনে করবেন বম্বে মেলে আমরা এলাম। কিন্তু কথা হচ্চে, আমি ত' যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করব না, তা সত্ত্বেও যদি ওঁরা সন্ধ্যাকে রাখ্‌তে রাজি না হন তাহ'লে আপনাদের কাছেই তাকে রেখে যাব ত?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বেণীমাধব বল্‌লেন, "আমার যে কত দিকে কত বিপদ তা আর কি বল্‌ব বাবা! সন্ধ্যার বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধনার একটি ভাল পাত্র পাওয়া গেছে—ছেলেটি ইম্পীরিয়াল সারভিসে চাকরি করছে —বাপের এক পয়সার কামড় নেই। আমার মত দরিদ্র লোকে এ সুযোগ ছাড়ে কি ক'রে বল? তাই মনে করছি অগ্রাণ মাসে দায় থেকে উদ্ধার হ'য়ে যাই। ততদিন সন্ধ্যা যদি তোমার কাছে থাকে তাহ'লে বড় ভাল হয়। তারপর সাধনার বিয়ে হ'য়ে গেলে আমি আর কাউকে গ্রাহ্য করি নে। খুকির বিয়ে? সে ভাবনা আমার নেই—ততদিনে আমি ডঙ্কা বাজিয়ে চ'লে যাব।"

কঠোর নেত্রে প্রকাশ ক্ষণকাল বেণীমাধবের দিকে তাকিয়ে থেকে বল্‌লে, "দরকার হ'লে সন্ধ্যা চিরদিনই আমার কাছে থাক্‌বে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন,—কিন্তু এ বিষয়ে পাত্রপক্ষ কি কোনো রকম সর্ত্ত করেছে?"

"একরকম করেছে বই-কি?"

"আর, সেই সর্ত্তে আপনাকে রাজি হ'তে হয়েচে?"

প্রকাশের কথার ভঙ্গি দেখে বেণীমাধবের মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ল; বল্‌লেন, "রাজি না হ'য়ে কি করি বল? সমাজের যে কি জুলুম, তা'ত তোমরা ঠিক জান না বাবা!" ব'লে হিন্দু-সমাজের একটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে উদ্যত হ'লেন।

সহসা আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে প্রকাশ বল্‌লে, "এ-সব আলোচনা এখন থাক মেসোমশায়—এ ভারি painful। আমি রাস্তায় বেরিয়ে

একটা ট্যাক্সির চেষ্টা দেখি—সে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়েছি।" ব'লে প্রস্থান করলে।

"ওমা, একটু চা-জলখাবার না খেয়ে কেমন ক'রে যাবে!" ব'লে সুবর্ণলতা ব্যস্ত হ'য়ে প্রকাশের পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যা মেঝে থেকে বেণীমাধবের পদপ্রান্তে উঠে বস্‌ল। ধীরে ধীরে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লে, "তোমার এত অসুখ বাবা, ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছ ত?"

বেণীমাধব বল্‌লেন, "সে ভয় নেই মা, এখনো অনেক দুঃখ ভোগ করবার বাকি আছে, ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা না করালেও কোন ক্ষতি হবে না।" তারপর একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন, "সন্ধ্যা, তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা মা!"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তুমিও মাকে ভুল বুঝো না বাবা। মা সবই বোঝেন, কিন্তু হাজার হোক মেয়েমানুষ ত?"

সন্ধ্যার মনটাও মেয়েমানুষেরই মন, এ কথা বেণীমাধবের মনে পড়ল কি-না, তা তাঁর আকৃতি থেকে ঠিক বোঝা গেল না।

ট্যাক্সি এনে জিনিষ উঠিয়ে ভিতরে এসে প্রকাশ বল্‌লে, "আর দেরি ক'রে কাজ নেই, সন্ধ্যাকে ডেকে দিন মাসিমা।"

সুবর্ণলতা বল্‌লেন, "মুখ ধুয়ে একটু চা খেয়ে নাও প্রকাশ।"

সজোরে মাথা নেড়ে প্রকাশ বল্‌লে, "ওরে বাপ্‌রে! আমার এখন অনেক হাঙ্গামা বাকি। আমি ত' এখনি হোটেলে গিয়ে উঠ্‌ব,—আপনি বরং সন্ধ্যাকে কিছু খাইয়ে দিন।"

সন্ধ্যা কিন্তু কিছুতেই রাজি হ'ল না; বল্‌লে, "এবার যেদিন আসব সেদিন তুমি নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে দিয়ো মা, আজ কিন্তু একটু জল পর্য্যন্ত আমার গলা দিয়ে গলাবে না।"

অভিজ্ঞান

মলিনমুখে সুবর্ণলতা বললেন, "তুই আমাদের ওপর রাগ ক'রে যাচ্ছিস্ সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যার মুখে একটা ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে; বললে, "তোমাদের ওপর রাগ কেন মা? আমারও ত' একটা অদৃষ্ট আছে—তার ওপর ত' রাগ করতে পারি।" ব'লে সোজা গিয়ে ট্যাক্সিতে প্রকাশের পাশে বসল।

জহরলালের বাড়ি পৌছানো পর্য্যন্ত পথে একটা কথাও হোল না—উভয়েরই মনের অবস্থা চিন্তায় স্তব্ধ হ'য়ে ছিল। গৃহদ্বারে ট্যাক্সি স্থির হ'য়ে দাঁড়ালে দ্বাররক্ষী উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করলে।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, "বাবু ঘরমে হ্যায়?"

"বড়া মহারাজ তো কোই দশ মিনিট নিকল গয়ে।"

"কব আবেঙ্গে মালুম হ্যায়?"

"দশ বজে।"

"মাই লোক ভিতর হ্যায়?"

"হাঁ হজুর।"

মুখ ফিরিয়ে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রকাশ চিন্তিত হ'য়ে উঠল। তার মুখ জবাফুলের মত আরক্ত, দৃষ্টি অর্থহীন কঠোর,—যেন সাধারণ চৈতন্যের সীমা হঠাৎ অতিক্রম করেছে! ভয়ে ভয়ে প্রকাশ বললে, "তা হ'লে কি করা যায় সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বললে, "কি আর করা যাবে? আমি ভিতরে যাচ্ছি।"

"কিন্তু দশটা পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা করা ত' চলবে না—কাউলি সাহেবের সঙ্গে বেলা ১১টায় অ্যাপয়েণ্ট্মেণ্ট!"

"আপনি পরে বেলা ছটো তিনটের সময়ে আসবেন।"

"মামিমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাব?"

"তাড়াতাড়ির দরকার নেই, পরে দেখা করবেন।"

অভিজ্ঞান

"তোমার সুট্‌কেস্‌টা ?"

"নামিয়ে দিয়ে যান।"

ট্যাক্সি থেকে নেমে প'ড়ে সন্ধ্যা দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

সন্ধ্যাকে কোনও রকম পরামর্শাদি দেবার সময় পাওয়া গেল না, পাওয়া গেলেও পরামর্শ গ্রহণ করবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। সুট্‌কেস্‌টা দারোয়ানের জিম্মা ক'রে দিয়ে চিন্তিত মনে প্রকাশ বল্‌লে, "ক্যালক্যাটা হোটেল।"

ট্যাক্সি ক্যালক্যাটা হোটেল অভিমুখে ধাবিত হ'ল।

সতের

সদর মহলে প্রবেশ ক'রে সন্ধ্যা অন্তঃপুরে যাবার পথটা ঠিক নির্ণয় করতে পারছিলনা, দূর থেকে দেখ্‌তে পেয়ে একজন ভৃত্য ছুটে এল ; বল্‌লে, "আসুন আমার সঙ্গে, আমি গিন্নী-মা'র কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" অভ্যাগতা যে সেই বাড়িরই বধূ, তা অবশ্য সে বুঝ্‌তে পারেনি।

অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে দীর্ঘ বারান্দার প্রান্তে উপরে উঠবার প্রশস্ত সোপান। ভৃত্যের পিছনে পিছনে সোপান অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যা দ্বিতলের বারান্দায় উপনীত হ'য়ে দেখ্‌লে ঠিক যেন তারই অপেক্ষায় প্রিয়লাল স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে হঠাৎ মাথাটা গেল ঘুরে, চক্ষে যেন একটা অন্ধকার ঘনিয়ে এল ; সিঁড়ির রেলিং-প্রান্তের মোটা থামের মাথাটা তাড়াতাড়ি ধ'রে ফেলে সে ভাবটা সে সাম্‌লে নিলে।

কথাটা মিথ্যে নয়। মোটরের শব্দ শুন্‌তে পেয়ে প্রিয়লাল বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে সন্ধ্যাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করতে দেখ্‌তে পেয়েছিল। কি যে করা উচিত তা সে প্রথমটা ভেবেই ঠিক করতে পারে নি, তারপর শেষ পর্য্যন্ত সন্ধ্যা উপরেই আসবে অনুমান ক'রে সিঁড়ির নিকটে গিয়ে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। সন্ধ্যাকে সম্বোধন ক'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, "মা এখন পূজো করছেন, হয় ত একটু দেরি হবে,—ততক্ষণ অন্য ঘরে একটু অপেক্ষা করলে ভাল হয়।" তারপর ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, 'হরি, তুই তোর কাজে যা, আর দরকার নেই।"

হরি চ'লে গেলে প্রিয়লাল বল্‌লে, "এস আমার সঙ্গে।"

প্রিয়লালের পিছনে পিছনে গিয়ে সন্ধ্যা যে ঘরে প্রবেশ করল সেটা প্রিয়-লালের পাঠাগার। চার পাঁচটা বই-ভরা আলমারি, একটা বড় সেক্রেটেরিয়েট্‌

টেবিল, গোটা দুই তিন হোয়াট্‌নট, সাধারণ ও কুশন-মোড়া পাঁচ সাতটা চেয়ার, —অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পাঠাগারে যেমন থাকা উচিত সবই তেমনি, অধিকন্তু ঘরের একপাশে একটা গদী-মোড়া অপ্রশস্ত খাট, সম্ভবতঃ পরিশ্রমের পর ক্লান্তি অপনোদনের জন্য।

ঘরে প্রবেশ ক'রে ভাল ক'রে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে প্রিয়লাল বল্‌লে, "ও চেয়ারটায় বসো।"

সন্ধ্যা একবার নিমেষের জন্য প্রিয়লালের মুখের উপর দৃষ্টিপাত ক'রে আঁচলটা গলায় দিয়ে নত হ'য়ে প্রিয়লালের পদধূলি গ্রহণ করলে, তারপর ধীরে ধীরে চেয়ারে গিয়ে ব'সে চেয়ারের বাহুর উপর মাথা রেখে নিঃশব্দে রোদন করতে লাগল।

প্রিয়লালেরও চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে এল, মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান ক'রে ভগ্নকণ্ঠে সে ডাক্‌লে, "সন্ধ্যা ?"

বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু নেত্রে সন্ধ্যা প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

প্রিয়লাল বল্‌লে, "সন্ধ্যা, আমাদের প্রাণের যা কথা, তা বলবার সময় এখন হয় ত' হবে না, মা অনেকক্ষণ পূজোয় বসেছেন, এখনি উঠবেন। তার আগেই দু'-চারটে কাজের কথা সেরে নিতে হবে।"

প্রিয়লালের ভূমিকা শুনে সন্ধ্যার মুখ আশঙ্কায় বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। স্খলিত-কণ্ঠে বল্‌লে, "কাজের কথা ? আমার সঙ্গে কি কাজের কথা ?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "কাজের কথা আর কিছু নয়, আমরা যে বিপদে পড়েছি তার কথা।"

"তার কি কথা ?"

"তুমি আজ যে এখানে এসেছ, সে কি বাবাকে জানিয়ে এসেছ ?"

"না।"

প্রকাশদাদা তোমাদের আসবার কথা চিঠি লিখে কিছু জানান নি ?”

“যতদূর জানি, জানান নি।”

সন্ধ্যার উত্তর শুনে প্রিয়লালের মুখে চিন্তা দেখা দিলে; বললে, “বোধহয় ভাল করনি, হঠাৎ এসে পড়া হয়ত ঠিক হয় নি।”

সহসা সন্ধ্যার চক্ষের মধ্যে বিদ্যুৎ-কণিকা জ্ব'লে উঠ্ল। আরক্ত মুখে ঋজু হ'য়ে ব'সে সে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিলে, তারপর সোজা-সুজি প্রিয়লালের দিকে চেয়ে দৃঢ়স্বরে বললে, “ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর পনেরো ষোলো দিন আমি জামসেদপুরে প'চে মরছি,—একে তুমি হঠাৎ এসে পড়া বল ? তুমি পারতে এতদিন অপেক্ষা করতে ?” এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বললে, “তুমি ত তোমার কাজের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ, এবার আমি একটা কাজের কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, আমাকে তা'হ'লে পরিত্যাগ করবে ব'লেই কি তোমরা স্থির করেছ ? বল ? সত্যি ক'রে বল ?”

এই আকস্মিক কঠিন প্রশ্নের উত্তরে কি বল্বে সহসা তা স্থির করতে না পেরে প্রিয়লাল ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে নিরুত্তরে রইল; তারপর বললে, “এক কথায় ত' এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না সন্ধ্যা! এর উত্তর হ্যাঁ-ও নয়, না-ও নয়।”

“তবে কী এর উত্তর ? বল ?”

“এর উত্তর—বাবা যতদিন পর্য্যন্ত মন স্থির করতে না পারছেন ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। বাবার সঙ্গে এ নিয়ে বাদবিসম্বাদ করলে তাঁর জেদটা মিছামিছি বাড়িয়ে দেওয়া হবে—হয়ত' তাতে তাঁর মতকে আমাদের বিরুদ্ধে পাকা ক'রেই তোলা হবে। তার চেয়ে কিছুদিন তাঁকে ভাবতে দিয়ে অপেক্ষা করাই উচিত নয় কি সন্ধ্যা ? বুঝে দেখ !”

সন্ধ্যা বললে, “আচ্ছা, একথা তা হ'লে না-হয় তাঁর সঙ্গেই হবে, কিন্তু

একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—বাবা যদি শেষ পর্য্যন্ত আমাকে না নেওয়াই স্থির করেন, তখন তুমি কি করবে? তখন তুমি আমাকে গ্রহণ করবে ত?"

সন্ধ্যার এই সুকঠিন প্রশ্নে প্রিয়লালের মুখ শুকিয়ে উঠল; বল্‌লে, "এ কথা এখন কেন সন্ধ্যা? পরের কথা আগে কেন?"

সন্ধ্যার মুখে গভীর দুঃখের মৃদু হাসি স্ফুরিত হ'ল। বল্‌লে, "কেন, তা তুমি বুঝ্‌বে না। যে আশ্রয়হীন অবলম্বনহীন তার যে কত দুঃখ কত ভয় তা তুমি কি ক'রে বুঝবে বল?—তোমার ত' আশ্রয় ভাঙ্গেনি।" এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নিয়ে বল্‌লে, "তুমি বল্‌তে পারলে না, কিন্তু আমি হ'লে কি করতাম জান? দরকার হ'লে তোমার জন্যে সমাজ সংস্কার অবুঝ বাপ-মা সমস্ত ত্যাগ করতাম, কিন্তু বিনা অপরাধে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তোমাকে ছেড়ে থাকতাম না। এ তোমাকে আমি স্পষ্ট ক'রে ব'লে রাখলাম, একমাত্র বাঙ্গালাদেশের হিন্দু ঘরের মেয়ে হ'য়ে জন্মানো ছাড়া আর আমি কোনো অপরাধ করি নি,—পাল্কী থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ডাকাতদের সঙ্গে পালিয়ে যাই নি, আমি তাদের লুঠ করতে আসবার জন্যে ব'লে পাঠাই নি! তাদের হাতে প'ড়ে আমার যে নিগ্রহ হয়েচে তার জন্যে একমাত্র তোমরা দায়ী। কেন তোমরা আমাকে অমন বিপদ-ভরা পথ দিয়ে রাত্রে নিয়ে এসেছিলে? কেন তোমরা আমার রক্ষার জন্যে যথেষ্ট লোক-জন সঙ্গে আনো নি? কেন তোমরা ডাকাতদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করবার চেষ্টায় সেখানে প্রাণ দিলে না? অপরাধ করবে তোমরা, আর শাস্তি ভোগ করব আমি?" দীর্ঘ উত্তেজিত অভিভাষণের পর সন্ধ্যা ঘন ঘন হাঁপাতে লাগ্‌ল।

প্রিয়লালের পায়ে তখনো লাঠির আঘাতের বেদনা ছিল, তখনো আহত পায়ের চিকিৎসা শেষ হয় নি। একবার মনে করলে বলে যে, পা যদি সেদিন না ভাঙ্গত তা হ'লে প্রাণ হয় ত' দিতেই হোত। কিন্তু কৈফিয়ৎ দিতে

প্রবৃত্তি হোল না; বল্লে, "অপরাধ স্বীকার করছি সন্ধ্যা, কিন্তু তুমি বড় বেশি উত্তেজিত হয়েছ,—একটু শান্ত হও।"

সন্ধ্যা বল্লে, "উত্তেজিত হয় ত' কিছু হয়েছি, কিন্তু যতটা তুমি মনে ভাবছ, ততটা ঠিক নয়। মনে কোরো না এ-সব কথা এখনি আমি বানিয়ে বানিয়ে তোমাকে বল্‌ছি। এ সব আমার মুখস্থ হ'য়ে গেছে! দিনের মধ্যে কতবার যে এই সব কথা নিয়ে মনে মনে তোমাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করি তা তুমি কি ক'রে জানবে! তুমি ভাবছ, এ মেয়েটা যে এমন মুখরা তা আগে কখনো জান্‌তাম না!"

দুঃখার্তকণ্ঠে প্রিয়লাল বল্লে, "আমি ভাবছি সন্ধ্যা, কত দুঃখই না-জানি তুমি পেয়েছ যা তোমার মত লাজুক মেয়েকে এতটা মুখরা ক'রে তুলেছে!"

শুনে সন্ধ্যার দুই চক্ষু সজল হ'য়ে এল; সে বল্লে, "সত্যিই তাই। ভেবে ছাখ, পঁয়ত্রিশ দিন আমি ডাকাতদের বাড়ি ছিলাম। সেখানে কী ঝড় আমার ওপর দিয়ে ব'য়ে গেছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তারা যে দুর্গতি আমার করেছিল তার চেয়ে যদি আমাকে প্রাণে মারত ত' আমি তাদের সদয় বলতাম। জানো?—আমার মনে হয় আমার বয়স যেন দশ বৎসর বেড়ে গেছে। সময়ে সময়ে মনে হয়, সে সন্ধ্যাকে বোধ হয় ডাকাতেরা মেরেই ফেলেছে, আমি তার প্রেত-দেহ।"

এ কথার উত্তরে প্রিয়লালের মুখ দিয়ে কোনো কথা নির্গত হ'ল না,—একটা মর্মান্তিক মনস্তাপে তার দেহ স্তব্ধ হ'য়ে গেল। সমস্ত ঘরটা বেদনার সকরুণ ব্যঞ্জনায় থম্‌থম্ করতে লাগল। একটা ক্লক্ ঘড়ি ঠক্ ঠক্ ক'রে একটানা শব্দ ক'রে চলেছিল, ঢং ক'রে তাতে সাড়ে নটার প্রহর বাজল। সেই শব্দে যেন উভয়ের অনুভূতি ফিরে এল।

কাতরস্বরে প্রিয়লাল বল্লে, "সময় আমাদের বেশি নেই সন্ধ্যা। বাবা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দমদমার বাগানে বেড়াতে গেছেন, সাড়ে নটা দশটায়

সময়ে তাঁর আসবার কথা; মা'র পূজো এতক্ষণে বোধ হয় শেষ হ'য়ে এসেছে। তোমার অক্ষম স্বামীকে যদি ক্ষমা করতে পার ত' কোরো, কিন্তু সব দিক বিবেচনা ক'রে, সব কথা সব রকমে ভেবে দেখে আমি যা উচিত ব'লে স্থির করেছি আর একবার তোমাকে তা বলতে বাধ্য হ'লাম,—বাবার মত হওয়া পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

দৃপ্তস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু তোমার এ কথার উত্তরে তোমাকে যে কথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আর একবার তা জিজ্ঞাসা করি,—বাবা যদি শেষ পর্য্যন্ত আমাকে না নেন, তুমি নেবে ত?"

প্রিয়লালের মুখ সহসা কালো হ'য়ে উঠ্‌ল; গভীরস্বরে সে বল্‌লে, "এ কথারও উত্তরের জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে!"

ঘৃণা ও ব্যঙ্গ-মিশ্রিত তীক্ষ্নকণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "অপেক্ষা করতে হবে? —কতদিন অপেক্ষা করতে হবে শুনি? জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কি?"

"তা বলতে পারিনে,—কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে।"

রুষ্ট মুখে এক মুহূর্ত্ত প্রিয়লালের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা যেন বল্‌তে পার না,—কিন্তু কোথায় অপেক্ষা করতে হবে তাও বল্‌তে পার না কি? কোন্ দেশে, কোন্ সহরে, কাদের বাড়ি?"

"ধর, তোমার বাপের বাড়ি।"

"আমার বাপের বাড়ি? কেন, তোমাদেরই সমাজ আছে, জাত আছে, ধর্ম্ম আছে,—আর আমার বাপের বাড়ির লোকেদের সে-সব কিছু থাক্‌তে নেই? তারা ত' টাকা-কড়ি আসবাব-পত্র দিয়ে আমাকে দান ক'রে দিয়েছে —তুমি ত' ধর্ম্ম-সাক্ষী ক'রে আমাকে গ্রহণ করেছ,—এখন তুমি আমাকে একটা অনিশ্চিত সময়ের জন্যে বাপের বাড়িতে অপেক্ষা করতে বল্‌ছ। দৈবক্রমে তুমি পুরুষ হ'য়ে জন্মেছ আর আমি জন্মেছি মেয়েমানুষ হ'য়ে,—

এরই বলে তুমি আমার ওপর এতবড় অত্যাচার করতে পারছ। এই কি তোমার ধর্ম্ম ? এই তোমার কর্ত্তব্য ?"

"আমার কর্ত্তব্য তা হ'লে কি বল তুমি ?"

স্থির দৃষ্টিতে সন্ধ্যা ক্ষণকাল প্রিয়লালের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বল্‌লে, "আমি যা বলি তা পারবে তুমি করতে ? আমি বলি তোমার কর্ত্তব্য, তোমার বাপ-মা আমাকে নিতে রাজি না হ'লে আজই তোমার আমার সঙ্গে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা। তারপরে কোনো দিন যদি তাঁদের মত আমাদের সম্পর্কে বদলায় সেদিন আমরা দু'জনে আবার এ বাড়িতে ফিরে আসব। দুটো পেটের জন্যে ভেবো না। তুমি বড়লোকের ছেলে, তুমি যদি চালাতে না পার, মেয়েস্কুলে মাষ্টারী ক'রে, বড়লোকের মেয়েদের গান শিখিয়ে আমি চালিয়ে নোবো। এ তুমি পারবে করতে ? আমি হ'লে নিশ্চয় পারতুম !"

আর্ত্তস্বরে প্রিয়লাল বল্‌লে, "আমি দুর্ব্বল, আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো সন্ধ্যা !"

সজোরে মাথা নেড়ে প্রবলভাবে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, না, দুর্ব্বলকে আমি ক্ষমা করিনে ; দুর্ব্বলকে আমি ঘৃণা করি !"

"তবে তাই কোরো।"

তেম্‌নিভাবে সন্ধ্যা বল্‌তে লাগ্‌ল, "শোন ! খবরের কাগজে আমার মত হতভাগিনীদের কাহিনী পড়তে পড়তে যখন দেখতাম যে, বিনা অপরাধে তাদের বাপ-মা শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী তাদের অনায়াসে ত্যাগ করলে, তখন কী ঘৃণা যে তাদের ওপর হতো তা তোমাকে কি বলব ! গুণ্ডাদের চেয়েও তাদের ওপর আমার বেশি ঘৃণা হোত। তখন কি জানতাম, আমি নিজেই একদিন তাদেরই একটা দলের হাতে পড়ব !"

একটু চুপ ক'রে থেকে প্রিয়লাল বল্‌লে, "সেই ঘৃণিত দলের কাছে আজ তুমি বিনা আহ্বানে কি প্রত্যাশা নিয়ে এসেছ বল্‌বে ?"

অভিজ্ঞান

"কোনো প্রত্যাশা নিয়ে আসি নি, একটা বোঝাপড়া করতে এসেছি।"

"কি বোঝাপড়া ?"

"বোঝাপড়া এই যে, আমার আর একটুও ধৈর্য্য নেই, আর আমি একদিনও অপেক্ষা করতে পারবো না! আজ তোমরা আমাকে গ্রহণ করলে ত' ভাল, নইলে আমিও তোমাদের আজ ত্যাগ ক'রে যাব। তারপর আর ফিরে আসবার পথ থাকবে না, তোমরা নিজে সাধ্য-সাধনা ক'রে নিয়ে আসতে গেলেও নয়।"

"এত বড় অপরাধ আমরা করেছি ব'লে মনে করো তুমি যে, এই শাস্তি আমাদের দিতে পার ?"

প্রিয়লালের কথা শুনে সন্ধ্যার দুই চক্ষু প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠ্‌ল ; বল্‌লে, "এ কি তুমি পরিহাস ক'রে বল্‌ছ ?"

ব্যস্ত হ'য়ে প্রিয়লাল বল্‌লে, "না, না, সন্ধ্যা, আমি এমন ইতর নই যে, তোমার সঙ্গে এ অবস্থায় পরিহাস করব,—আমার মনের অবস্থা পরিহাসের মত নয়। আমি সত্যিই জান্‌তে চাই, আমরা কী এমন অপরাধ করেছি যে, আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে বল্‌লে তুমি আমাদের চিরদিনের মতো পরিত্যাগ ক'রে যাবে ? আমরাও ত' ডাকাতদের লেলিয়ে দিই নি ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, তা দাও নি ; সে অপরাধ তোমাদের নয়। কিন্তু এক কথা কতবার বল্‌ব বল ? তুমি ত বুঝ্‌বে না! তুমি এত বড় প্রাসাদে বাস কর, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা তোমার ঠিক মতো আছে, নিরাশ্রয়ের দুঃখ তুমি কেমন ক'রে বুঝ্‌বে ? একদিনও ভাল ক'রে ভেবে দেখেছ কি আমার কথাটা ? কত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে মুক্তি পেলাম, অধীর আগ্রহে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম! ভাবলাম সংবাদ পেয়েই তোমরা জামসেদপুরে গিয়ে বুকে ক'রে আমাকে নিয়ে আস্‌বে। এই প্রত্যাশার বদলে কী পেলাম জান ? দু'-চারটে শুকনো ছোট ছোট টেলিগ্রাম, আর

দু'-চারটে ছোটো ছোটো চিঠি। তাও আমাকে নয়! তারপর পনের ষোল দিন অপেক্ষা ক'রে এখানে ছুটে এলাম। বাপের বাড়ি গেলাম তারা বল্লে, এখানে নয়, শ্বশুরবাড়ি যাও। শ্বশুরবাডি এলাম, তুমি বল্‌ছ এখানে নয়, বাপের বাড়ি যাও। আচ্ছা, কোথায় যাই বল দেখি? আছি ত' প'ড়ে দূর সম্পর্কের এক ভগ্নীপতির বাড়ি। সবিতা দিদি তা'তে ঠিক সন্তুষ্ট নয় তাও বুঝ্‌তে পারি। এতে কি অপেক্ষা করবার ধৈর্য্য থাকে?"

ম্লান মুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "সত্যি!"

সন্ধ্যা বল্‌তে লাগল, "তোমার সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়েছে, এখন চল মা'র সঙ্গে একবার দেখা করি, তাঁর হয়ত এতক্ষণে পূজো শেষ হয়েছে। তোমাকে অনেক দুর্ব্বাক্য অনেক কটু কথা বলেছি,—তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। তুমি আমার স্বামী, তোমাকে না ব'লে তোমার কাছে নালিশ না ক'রে আমার উপায় নেই। তা ছাড়া, একটা কথা কি জানো? বেশ বুঝ্‌তে পারছি এ আমার স্বাভাবিক অবস্থা নয়, এত কথা কওয়া আমার অভ্যাস নয়,—কিন্তু কিছুতেই সামলাতে পারছিনে। ঠিক মনে হচ্চে আর কোন লোকের আত্মা যেন আমার উপর ভর ক'রে এসব বলাচ্ছে করাচ্ছে!" তারপর আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "হয়ত' এ জীবনে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, তাই আর একবার তোমার পায়ের ধূলো দাও।" ব'লে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রিয়লালের পদধূলি গ্রহণ করলে।

উচ্ছল অশ্রু রোধ করতে করতে উঠে দাঁড়াতেই প্রিয়লাল বাহুবন্ধনে সন্ধ্যাকে আবদ্ধ করতে উদ্যত হ'ল। প্রিয়লালের বাহুপাশ কাটিয়ে ত্বরিত পদে দূরে স'রে গিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, না, ও-সব এখন নয়! আমি এসেছি তোমার কাছে আশ্রয় চাইতে। আশ্রয় পেলে তারপর তোমার কাছ থেকে আদর যত্ন সবই নোবো,—তার আগে কিছু নয়। এখন মা'র কাছে চল।"

বিষণ্ণ মুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "চল"।

তখন পূজার্চ্চনাদি সমাপন ক'রে মমতাময়ী একটা ঘরে ব'সে ধর্ম্মগ্রন্থে মনোনিবেশ করেছিলেন। সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে প্রবেশ না ক'রেই প্রিয়লাল বল্‌লে, "মা, সন্ধ্যা এসেছে।"

মমতাময়ী কথাটা ঠিক শুনতে পেলেন না, কিম্বা বুঝতে পারলেন না, বই থেকে চক্ষু উত্থিত ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এসেছে ?"

অন্তরাল থেকে সম্মুখে এসে সন্ধ্যা নিমেষের জন্ম স্থির হ'য়ে দাঁড়াল, তারপর দ্রুতপদে ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে নত হয়ে দুই হস্তে মমতাময়ীর পদধূলি গ্রহণ করতে গিয়ে দুই পা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগ্‌ল। বল্‌লে, "মা, তোমরা না-কি আমাকে ত্যাগ করবে ?"

সযত্নে মমতাময়ী সন্ধ্যাকে তুলে নিজের পাশে বসিয়ে বল্‌লেন, "স্থির হও বউ-মা, শান্ত হও ! বিপদে উতলা হ'য়ো না

"কিন্তু এমন বিপদে কি ক'রে স্থির হয়ে থাকি মা ? তোমার পদসেবার দাসী হ'য়েও কি এ বাড়িতে থাকতে পাব না ?"

বধূর চিবুক স্পর্শ ক'রে চুম্বন ক'রে মমতাময়ী বল্‌লেন, "দাসী হ'য়ে থাকবে কেন বউ-মা, তুমি ত এ বাড়িতে রাজরাণী হ'য়ে থাকবে তাই জানি। কিন্তু অদৃষ্ট আমার এমনই মন্দ যে এমন সোনার চাঁদের মত বউ পেলাম তা ভোগে এল না ! সংসারটা একেবারে ভেঙ্গে চুরে গেল !" ব'লে কাঁদতে লাগলেন। তারপর অঞ্চলে চক্ষু মুছে বলতে লাগ্‌লেন, "আমার কি অসাধ যে তোমাকে নিয়ে ঘর করি ? কিন্তু কি করব বলো, কর্ত্তাকে ত' কিছুতেই রাজি করতে পারছিনে, কেবল বংশ-মর্য্যাদা আর বংশ-মর্য্যাদা ! বেশি চাপাচাপি ক'রে ধরলে বলেন, কাশীবাসী হব।"

মমতাময়ীর কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ সন্ত্রাসে কালো হ'য়ে উঠল। আর্ত্তস্বরে সে বললে, "তুমি ত' মেয়েমানুষ হ'য়ে মেয়ে মানুষের দুঃখ বুঝ্‌বে মা ! তুমি বল, তা হ'লে আমার কি গতি হবে !"

তখন শাশুড়ী বধূতে অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক কথাবার্তা অনেক পরামর্শ হ'ল। মমতাময়ী বললেন, "আমি যেভাবে বললাম ঠিক সেইভাবে তুমি কথা কইবে বউ-মা। তারপর তোমার অদৃষ্ট!"

কিন্তু ক্ষণকাল পরেই জহরলাল গৃহে প্রত্যাগমন করলে মমতাময়ী যখন নানাপ্রকার ভূমিকাদির পর বধূর আগমন সংবাদ তাঁর নিকট জ্ঞাপন করলেন, তখন হ'তেই অদৃষ্ট বিরূপ মূর্ত্তিতে দেখা দিলে। ক্রুদ্ধস্বরে তর্জ্জন ক'রে জহরলাল বললেন, "না, সে কিছুতেই হতে পারে না, তুমি এখনি ওকে ওর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

মমতাময়ীর চিত্তের অন্তরতম প্রদেশে অভাগিনী বধূর জন্য অকৃত্রিম সমবেদনা ছিল, সেজন্য ইতিপূর্ব্বে কয়েকবারই তিনি বধূর সপক্ষে স্বামীর নিকট দরবার করেছেন, কিন্তু কখনো তর্ক অথবা বচসা করেন নি। আজ সূচনাতেই স্বামীর কাছ থেকে রূঢ় প্রতিবাদ পেয়ে তাঁর মনটা বিগড়ে গেল। তিক্তকণ্ঠে বললেন, "দেখ, অত কঠিন হয়োনা। সে তোমার ছেলের বউ, এত বড় বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছে আশ্রয় ভিক্ষে করতে, আর তুমি তার সঙ্গে একটা কথা না ক'য়ে আমাকে বলছ পাঠিয়ে দাও তার বাপের বাড়ি? একটা মিষ্টি কথাও তোমার কাছ থেকে সে পেতে পারে না? আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে বল দেখি তার অপরাধটা কি?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে জহরলাল বললেন, "কিন্তু আমার অপরাধটাই বা কি শুনি যে, আমি সমাজের কাছে অত বড় একটা অপরাধ করব?"

মমতাময়ী বললেন, "বউমার সঙ্গে দুটো কথা কইলেই সমাজের কাছে তোমার অপরাধ করা হবে? সমাজ তা হ'লে একটা দত্যি-দানবের মতো কিছু বল?"

জহরলাল মনে করলেন, উকিলের সঙ্গে তর্ক করার চেয়ে আসামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলে মামলা সহজে নিষ্পত্তি হ'তে পারে। বললেন,

"আচ্ছা, নিয়ে এস তা হ'লে। আমি কিন্তু দশ মিনিটের বেশি কথা কইব না।"

কথা কইতে গিয়ে কিন্তু বহু বহু দশ মিনিট হ'য়ে গেল তবু কথা শেষ হয় না। প্রথমে জহরলাল বিনা অনুমতিতে এবং না জানিয়ে হঠাৎ আসার অবিমৃষ্যকারিতার জন্ত সন্ধ্যাকে মৃদু তিরস্কার ক'রে আর বাজে দুই-একটা উপদেশ দিয়ে ব্যাপারটা শেষ করবার চেষ্টায় ছিলেন; কিন্তু ভৎর্সনা-উপদেশের লাঠি-সোঁটা শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যার দিক থেকে যখন বিচার-বিতর্কের গুলি-গোলা বর্ষণ আরম্ভ হ'ল তখন আত্মরক্ষা করতে করতে তিনি বিব্রত হ'য়ে উঠলেন; বুঝলেন বিবাহ-কালের বউমা আর নেই, তখনকার কেঁচো এখন হয়েছ কেউটে।

জহরলালের কাছে আসবার পূর্ব্বে সন্ধ্যা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছিল,—মনে মনে সে স্থির করেছিল যে, জহরলালের নিকট কোনো অবস্থাতেই নিজের সংযম হারাবে না। তাই যুদ্ধের বিশৃঙ্খল গোল-যোগের মধ্যে একজন পাকা গোলন্দাজ যেমন মাথা ঠাণ্ডা রেখে চতুর্দ্দিক দেখে দেখে গোলা-গুলি ছোড়ে, সেও তেমনিভাবে জহরলালের প্রতি প্রশ্ন বর্ষণ করছিল। উত্তর দিতে দিতে জহরলাল অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছিলেন;—বারে বারে তাঁর সাক্ষী মান্‌তে হচ্ছিল হিন্দুজাতির সনাতন সমাজ-বৃদ্ধকে, কিন্তু জেরার বাণে বাণে বৃদ্ধের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে জহরলাল বল্‌লেন, "তোমার তর্কের কাছে আমি হার মান্‌লাম। এবার তুমি থাম!"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু আমি ত শুধু তর্কই করিনি বাবা, আমি ত আমার মহাদুঃখের কথা, নিরাশ্রয়তার কথাও আপনার কাছে নিবেদন করছিলাম। আমার ত' মনে হয় তার কাছেই আপনার হারা উচিত ছিল।"

তীব্রকণ্ঠে জহরলাল বল্‌লেন, "না, তার কাছে আমার হারবার কোনো

কারণ নেই। তোমার দুরদৃষ্টের ফল তুমি যদি ভোগ কর তার জন্যে আমি দায়ী নই। সুতরাং এ-কথা তুমি জেনে রাখ যে, যতদিন পর্য্যন্ত আমি তোমাকে স্পষ্ট কথায় গ্রহণ না করছি ততদিন পর্য্যন্ত এ বাড়িতে আর এমন ক'রে হঠাৎ এসে উত্ত্যক্ত করবার কোনো অধিকার তোমার রইল না। এ কথা এমন রূঢ়ভাবে বলবার আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু তুমি আজ অতিশয় নির্লজ্জভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছ, তাই বল্‌তে বাধ্য হ'লাম। আর একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি, তোমার ভরণপোষণের জন্যে একটা অর্থের ব্যবস্থা আমি করব, সে বিবেচনা আমার আছে। সে কথাটা তোমার বাবাকে জানিয়ে দিয়ো, ফল হবে।"

এর পর কিছুক্ষণ ধ'রে এমন একটা ব্যাপার চল্‌ল যুদ্ধের ভাষায় যাকে বলে বেয়নেট্ চার্জ্জ। মনের রক্ত থাক্‌লে নিশ্চয় দেখা যেত উভয় পক্ষেই রক্তপাত ঘটেছে।

বেলা তিনটার সময়ে প্রকাশ যখন এসে উপস্থিত হ'ল জহরলাল তখন বৈঠকখানায় ব'সে তারই অপেক্ষা করছিলেন। প্রকাশকে দেখে তিনি ক্রোধে আগুন হ'য়ে উঠলেন ; কিন্তু যতটা সম্ভব তার বাহ্য অভিব্যক্তি প্রচ্ছন্ন রেখে বল্‌লেন, "প্রকাশ, তুমি আজ বিনা সংবাদে একটা hysteric মেয়েকে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়ে ভারী অন্যায় করেছিলে। এমন সব ভীষণ scene যে ঐ একটা অল্প বয়সের মেয়ে করতে পারে তা আমার এর আগে ধারণাই ছিল না!"

প্রকাশ বল্‌লে, "তার কারণ, এর আগে আর কখনো আপনার ও-রকম ভীষণ-অবস্থায়-পড়া মেয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করবার কারণ ঘটেনি। ভেবে দেখুন-দেখি কি নিদারুণ অবস্থায় ও দিন যাপন করছে, মাথা ঠিক রাখা সম্ভব কি?—কিন্তু সে কথা যাক্, ওর সম্বন্ধে আপনি কি সাব্যস্ত করলেন? ও আপনার এখানেই রইল ত?"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে জহরলাল বল্‌লেন, "না, না, নিশ্চয়ই সে আমার এখানে থাক্‌বে না। কিন্তু সে বিষয়ে শুধু আমিই সাব্যস্ত করিনি, সে নিজেও সাব্যস্ত করেছে আজ থেকে আমাদের ত্যাগ করবে!" ব'লে কথাটার একান্ত হাস্যকরতার প্রমাণ স্বরূপ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন।

প্রকাশ বল্‌লে, "এ কথা সে নিশ্চয় তখন বলেছে যখন দেখেছে আপনার কাছে তার বিশেষ কিছু আশা-ভরসা নেই, আপনি তাকে ত্যাগ করবেনই।"

জহরলাল বল্‌লেন, "কিন্তু ত্যাগ না ক'রে কি করি বল? তাকে ত্যাগ না করলে সমাজকে আমার ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু আমি কী এমন অপরাধ করেছি যে সমাজকে ত্যাগ করতে যাব তা বল?"

"সেই বা কী অপরাধ করেছে বলুন?"

"অদৃষ্ট তার মন্দ, এই তার অপরাধ। এ নিশ্চয় জেনো প্রকাশ, দুরদৃষ্টের মতো দ্বিতীয় অপরাধ আর নেই। তা নইলে এত সাধুলোকে যে এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে তার কোনো অর্থই হয় না।"

উভয়পক্ষে বহুক্ষণ ধ'রে এই ভাবে তর্ক-বিতর্ক চল্‌ল, কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। অবশেষে হতাশ হ'য়ে প্রকাশ বল্‌লে, "সন্ধ্যাকে গ্রহণ করতে কিছুতেই যখন আপনি রাজি নন তখন তর্ক ক'রে কোনো ফল নেই, ওকে ডেকে পাঠান, বাইরে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে।"

জহরলাল বল্‌লেন, "তুমি মনে করো না প্রকাশ, আমি এমনই একটা ভীষণ-রকম নিষ্ঠুর লোক যে, আমার মনে কোনো কষ্টই হচ্ছে না। এ ব্যাপারটা আমার জীবনেও একটা বড় রকম দুর্ঘটনা হ'য়ে রইল। আমি বেঁচে থাকৃতে সন্ধ্যাকে গ্রহণ করবে না এই কথা দেওয়াতে আমিও প্রিয়কে কথা দিতে বাধ্য হয়েছি যে, পুনর্ব্বার বিয়ে করবার জন্যে আমি কোনদিন তাকে অনুরোধ করব না। সংসার আমার ভেঙ্গে গেছে! তোমার মামীমা হাসেন না, আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কন না, দিবারাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ নিয়েই

সময় ক[illegible]দি সেই রাত্রেই সন্ধ্যাকে ডাকাতদের হাত উদ্ধার ক[illegible]তাম তাহ'লে ত' তাকে একেবারে বাড়িতেই নিয়ে আসতাম। কিন্তু একমাসের ওপর সে ডাকাতদের বাড়ি বাস ক'রে এসেছে, এখন, ধর, কিছুদিন পরে যদি প্রকাশ পায়—"অদূরে একব্যক্তি ব'সে খবরের কাগজ পড়ছিল, হয়ত আত্মীয়ই কেউ হবে, তার দিকে তাকিয়ে প্রকাশের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথাটা মৃদু চাপা কণ্ঠে শেষ করলেন।

শুনে প্রকাশের মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বল্‌লে, "কিন্তু তাতেও কিছু আসে যায় না। ডাকাতদের সন্ধ্যাকে হরণ ক'রে নিয়ে যাওয়াতে সন্ধ্যার নিজের কোনো অপরাধ হয় না স্বীকার করতে হ'লে ও-কথাতেও হয় না স্বীকার করতে হয়।"

"তুমি স্বীকার করতে পারতে ?"

"আমরা দুর্ব্বৃত্ত লোক, আমাদের কথা ছেড়ে দিন মামাবাবু, আমরা কিছু কিছু দুষ্কর্ম্ম ক'রে থাকি,—হয়ত পারতাম।"

"বলা সহজ, করা শক্ত!"

মৃদু হেসে প্রকাশ বল্‌লে, "এখন এ কথা থাক্, কিন্তু পরীক্ষা যদি আসে তা'হলে পাশ হব, এ কথাও ব'লে গেলাম।"

জহরলাল বল্‌লেন, "ভাল কথাই! আমরা সামান্য লোক, বড় কথার মাহাত্ম্য বুঝ্‌তে পারিনে। কিন্তু আর দেরি ক'রে কাজ নেই, ওকে নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়াও।"

"ও কি এখানে এখন পর্য্যন্ত কিছু খায় নি ?"

উচ্ছ্বসিত স্বরে জহরলাল বল্‌লেন, "কত বড় ওর দর্প! কেউ ওকে জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করাতে পারেনি।"

দুঃখিত স্বরে প্রকাশ বল্‌লে, "আহা, সেই কাল রাত্রে সামান্য-কিছু খেয়েছিল, এখন পর্য্যন্ত উপোস ক'রে আছে!" তারপরই কিন্তু [illegible]লে, "কিন্তু

প্রবন্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল ; বল্‌লে, "তা ভালই করেছে,—এখানে খেলে হজম হোত এখা না, বমি হ'য়ে যেত !"

রুষ্ট কণ্ঠে জহরলাল বল্‌লেন, "কেন শুনি ?"

প্রকাশ বল্‌লে, "তা নয় মামাবাবু ? এরকম অবস্থায় আপনি হ'লে এক পেট খেয়ে ঢেঁকুর তুল্‌তে তুল্‌তে ফিরে যেতে পারতেন ? পারতেন না, আপনারও বমি হ'য়ে যেত।"

কি উত্তর দেবেন ভেবে না পেয়ে জহরলাল আরক্ত মুখে ব'সে রইলেন। কিছুতেই বল্‌তে পারলেন না, তাঁর বমি হোত না, হজম করতেন।

গাড়িতে উঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "মুখুয্যে মশায়, আমিনার দেওর নাসীর উদ্দিন এখানে বোধ হয় ইস্‌লামিয়া কলেজে পড়ে। তার সন্ধান পাওয়া শক্ত হবে না, তার সঙ্গে আমাকে আমিনার কাছে পাঠিয়ে দিন !"

প্রকাশ বল্‌লে, "কিন্তু আমি কি অপরাধ করলাম সন্ধ্যা ? আমার সঙ্গে যাবে না কেন ?"

সন্ধ্যার দুই চোখের মধ্যে আলো জলে উঠ্‌ল ; বল্‌লে, "আপনিও ত' হিন্দু সমাজের লোক, আপনাকেই বা বিশ্বাস কি ? আমি কিছুতেই জামসেদপুরে ফিরে যাব না।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রকাশ বল্‌লে, "হোটেলে গিয়ে আগে কিছু খাবে চল সন্ধ্যা, তারপর এসব কথা হবে।"

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু প্রকাশের কাছে সন্ধ্যার হার মান্‌তেই হ'ল, সেই দিন রাত্রের ট্রেণেই উভয়ে জামসেদপুর ফিরে চল্‌ল।

তাকে

হাসেন না।

আঠার

প্রত্যূষে যখন প্রকাশের মোটর গেট্ পার হ'য়ে গৃহাঙ্গণে প্রবেশ করল তখন সবিতা বারান্দায় স্বামীর প্রতীক্ষায় ব'সে ছিল। দূর থেকে প্রকাশের পার্শ্বে সন্ধ্যাকে উপবিষ্ট দেখে মনটা একেবারে তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। একবার ভাবলে তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ির ভিতর চ'লে যায়,—কিন্তু ভাবতে ভাবতেই গাড়িটা এত কাছে এসে পড়ল যে তার আর উপায় রইল না।

অতি কষ্টে কোনো প্রকারে সন্ধ্যাকে কলিকাতায় চালান দিয়ে মনে মনে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তার উপর কাল সন্ধ্যার পর ষ্টেশনে গাড়ি পাঠাবার জন্যে যখন প্রকাশের টেলিগ্রাম এল তখন সবিতা মনে মনে এই কথাই স্থির ক'রে নিয়েছিল যে, সন্ধ্যাকে তার শ্বশুরেরা সহজে গ্রহণ ক'রেছে ব'লেই এত শীঘ্র প্রকাশের ফিরে আশা সম্ভবপর হচ্ছে। আজ সন্ধ্যাকে প্রকাশের সঙ্গে ফিরে আস্‌তে দেখে মনের সমস্ত স্থৈর্য্য অন্তর্হিত হ'ল। মনে হোল, এ আপদ সংসারের শান্তি একেবারে নষ্ট না ক'রে দিয়ে বিদায় হবে না।

গাড়ি থেকে অবতরণ ক'রে বারান্দার উপর উঠে প্রকাশ সবিতার মুখমণ্ডলে যে বস্তু সুপরিস্ফুট দেখ্‌লে তার সহিত ধূম মেঘ মসী প্রভৃতি দ্রব্যের উপমা দেওয়া চলে। সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের ফলে এই ধরণের ঘটনাদির সম্ভাবনা আছে মনে মনে সে আশঙ্কা বরাবরই ছিল। আসন্ন অপ্রীতিকর অবস্থার দুশ্চিন্তায় মনটা বিবন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল, কিন্তু তথাপি মুখে একটু ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত ক'রে বল্‌লে, "কি সব্? খবর সব ভাল ত?"

সবিতা বল্‌লে, "সবের মধ্যে ত আমি। বেঁচে যখন আছি তখন ভালই।"

অদূরে একটা চেয়ারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে প্রকাশ বল্‌লে, "কিন্তু

ঐ চেয়ারের পিঠে ঝোলানো ও সৌখীন জামাটি নিশ্চয়ই আমার নয়,— সুতরাং আরও কিছু খবর থাকতে পারে ব'লে মনে হচ্চে।"

সবিতা বললে, "ও! ওটা প্রমথ ঠাকুরপোর। প্রমথ ঠাকুরপো কাল কলকাতা থেকে এসেছেন।"

"হঠাৎ?"

"হঠাৎ ভিন্ন কবে তিনি নোটিস্ দিয়ে আসেন?"

স্মিতমুখে প্রকাশ বললে, "এ কথা অকাট্য। কিন্তু কোট ঝুলচে, সে গেল কোথায়?"

সন্ধ্যা সংক্ষেপে বললে, "বাথ্‌রুমে।"

"বোঝা গেল।" ব'লে প্রকাশ ভিতরের দিকে প্রস্থান করলে।

প্রমথ পিতৃমাতৃহীন ধনী যুবক। নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত কোনও গ্রামে, কিন্তু গ্রামের সহিত সম্পর্ক একরকম বিচ্ছিন্নই। ক্বচিৎ কদাচিৎ সেখানে পদার্পণ করে, বাস করে কলিকাতার গৃহে। বহুদূর সম্পর্কে সে প্রকাশের পিসতুত ভাই। সাধারণতঃ এরূপ অবস্থায় আত্মীয়তার স্বীকার-স্বীকৃতি আদান-প্রদান থাকে না, এ ক্ষেত্রেও ছিল না; কিন্তু প্রকাশ এবং সবিতা একবার লক্ষ্ণৌ বেড়াতে গিয়ে ঘটনাক্রমে দুই এক দিনের জন্য প্রমথর অতিথি হ'তে বাধ্য হয়। প্রমথ তখন দীর্ঘকাল যাবৎ তার লক্ষ্ণৌয়ের বাড়িতে বাস করছিল। সেই সময়ে কথায় কথায় তাদের মধ্যে আত্মীয়তার ক্ষীণ ধারাটুকু অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হ'য়ে পড়ে। তারপর থেকে প্রমথ পশ্চিমযাত্রার পথে মাঝে মাঝে দু'-চার দিনের জন্য জামসেদপুরে প্রকাশের গৃহে অবস্থান ক'রে যায়। প্রমথর প্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্র তার নিষ্কলুষ নয়, এ সব কতকটা জানা এবং বোঝা থাকলেও তার সহৃদয়তা এবং আন্তরিকতার গুণে প্রকাশ এবং সবিতা উভয়েই তাকে ভালবাসত এবং সে এলে খুসি হোত।

সন্ধ্যা প্রকাশের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, এগিয়ে এসে নত।

হ'য়ে সবিতাকে প্রণাম ক'রে ভগ্নকণ্ঠে বল্লে, "আবার ফিরে এলাম সবিদিদি।"

গম্ভীরমুখে সবিতা বল্লে, "ফিরে যে আসবে তা কতকটা জানাই ছিল।"

কথাটা নিতান্ত সহজ নয়। এই ফিরে আসার অপরাধের জন্য সবিতা কোন পক্ষকে দায়ী করতে চায়—সন্ধ্যাকে, না সন্ধ্যার পিতামাতা শ্বশুর শাশুড়ী স্বামীকে—তা ঠিক বোঝা যায় না,—কিন্তু তার মুখের ভাব এবং কথার সুর থেকে মনে হয় সন্ধ্যার প্রতি তার সন্দেহ কম নয়। বিশেষতঃ চিরকার 'তুই' সম্বোধনের পরিবর্তে আকস্মিক 'তুমি' শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ বিদ্রূপ বিরক্তি প্রভৃতি মনোভাবেরই পরিচায়ক। আত্মাবমাননার গ্লানিতে সন্ধ্যার মুখ কঠিন হ'য়ে উঠল, বল্লে, "তোমার কতকটা জানা ছিল, আমার কিন্তু পুরোপুরিই জানা ছিল।"

রুক্ষস্বরে সবিতা বল্লে, "তাই যদি ছিল, তা হ'লে যাবার দরকারই বা কি ছিল শুনি?"

কার নির্বন্ধে কলিকাতা গিয়েছিল সে কথা না তুলে সন্ধ্যা বল্লে, "অদৃষ্টের ভোগ ছিল, ভুগে এলাম।"

দৃঢ়স্বরে সবিতা বল্লে, "এ কথা আমি মানিনে;—অদৃষ্ট গাছে ফলে না, আমরা নিজের হাতেই গ'ড়ে তুলি। কিন্তু সে কথা যাক্, তোমার মুখুয্যে মশাই সেখানে তোমার বিষয়ে চেষ্টা-চরিত্র কিছু করেছিলেন, না, শুধু তোমাকে একদিনের জন্যে বেড়িয়ে নিয়েই এলেন?"

সন্ধ্যা বল্লে, "এ কথা তুমি মুখুয্যে মশাইকে জিজ্ঞাসা কোরো সবিদি, তিনি ঠিক বলতে পারবেন; তবে আমার বিশ্বাস সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন নি।"

"কিন্তু তাঁর সাধ্য কি একদিনেই শেষ হোল? আর দিন দুই সেখানে থেকে চেষ্টা করলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হোত কি?"

সন্ধ্যা বুঝ্‌তে পারলে যে, প্রশ্নের আকারে হ'লেও প্রকৃতপক্ষে এ-সকল কথা প্রশ্ন নয়, পরন্তু দোষারোপেরই রূপান্তর, এবং নামতঃ প্রকাশের প্রতি প্রযুক্ত হ'লেও সে নিজেও লক্ষ্যের বহির্ভূত নয়;—সুতরাং এ সকল কথার যথাযথ উত্তর দিতে হ'লে এমন সব কথা বলবার প্রয়োজন হ'তে পারে যাতে কথোপকথনটা হয় ত ক্রমশঃ বচসার রূপ ধারণ করবে। আপাততঃ কি উপায়ে আলোচনাটা বন্ধ করবে মনে মনে সেই কথা সে চিন্তা করছিল, এমন সময়ে অদূরে প্রমথ আবির্ভূত হ'ল। সন্ধ্যাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে সবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সে জিজ্ঞাসা করলে, "আস্‌তে পারি ?"

সবিতা বল্‌লে, "নিশ্চয় পারো, এসো প্রমথ ঠাকুরপো।"

নিকটে এসে চেয়ার থেকে জামাটা নিয়ে গায়ে দিতে দিতে প্রমথ বল্‌লে, "প্রকাশদাদা এসেছেন তা গাড়ির আওয়াজে আর তাঁর গলার শব্দে টের পেয়েছি, কিন্তু এত দেরি হ'ল কেন ? গাড়ি লেট্ ছিল না কি ?"

সবিতা বল্‌লে, "বোধহয় কিছু ছিল।"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মৃদুস্বরে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "ইনি ?"

সবিতা বল্‌লে, "সন্ধ্যা।"

সন্ধ্যার কথা সবিতার মুখে প্রমথ প্রায় সবটাই শুনেছিল। এত শীঘ্র প্রকাশের সহিত তার প্রত্যাবর্ত্তনে মনে কৌতূহলের উদয় হোল, কিন্তু সন্ধ্যা-প্রসঙ্গের অনালোচ্যতা স্মরণ ক'রে তদ্বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করা সে অসমীচীন বিবেচনা করলে। সন্ধ্যাকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে, "এত সংক্ষেপে বউদিদি আপনার পরিচয় দিলেন তা থেকে বুঝতে পারছেন আপনার পরিচয় আমার অজানা নয়; যদিও আপনাকে দেখ্‌ছি আজ প্রথম, কিন্তু নাম করলেই বুঝ্‌তে পারি। আপনার দিদি আমার বউ দিদি, সুতরাং এ বাড়িতে আমার কি সম্পর্ক তাও বুঝ্‌তে পারছেন।"

সবিতা বললে, "কিন্তু সে সম্পর্কের হিসেবে তোমার ওকে আপনি ব'লে সম্বোধন না করলেও চলে।"

সবিতার কথা শুনে প্রমথর মুখে হাসি দেখা দিলে; বললে, "শুধু সম্পর্কের হিসেবেই নয় বউদিদি, বয়সের হিসেবেও আপনি ব'লে সম্বোধন না করলে চলে; কিন্তু আজকালকার যুগরীতির হিসেবে বিনা অনুমতিতে হঠাৎ তুমি ব'লে সম্বোধন করলে বর্ব্বরতার পরিচয় দেওয়া হবে।"

প্রমথর কথা শুনে একটু সঙ্কোচের সহিত তার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ঈষৎ আরক্তমুখে সন্ধ্যা বললে, "অনুমতির দরকার নেই, আমাকে তুমি ব'লেই ডাকবেন।"

স্মিতমুখে প্রমথ বললে, "আচ্ছা, তা' তা হ'লে ডাকব।"

গৃহমধ্যে সন্ধ্যা প্রস্থান করলে প্রমথ বললে, "ভারী সুন্দর দেখতে তোমার বোনের মত সুন্দরী মেয়ে বাঙালীর ঘরে খুব বেশী নেই বউদিদি!"

প্রকৃতপক্ষে সে বিষয়ে সবিতারও বিশেষ কিছু মতভেদ ছিল না, কিন্তু বস্তু তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মতো তার বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে ব'লে মনে মনে আশঙ্কা করে, সুস্পষ্ট বচনে তার প্রশংসায় যোগ দিতে প্রবৃত্তি হো নিস্পৃহ উদাস কণ্ঠে বললে, "তা হবে।"

প্রমথ বললে, "'তা হবে' না বৌদিদি, ব তিনত্যিই তাই। কিন্তু যাক্, এঁরা ত কলকাতা গেছলেন মাত্র পরশুদিন রাত্রে, এরই মধ্যে ফি কেন? সেখানে কি তাঁরা সন্ধ্যাকে ঘরে নিতে রাজি হলেন না?"

সবিতার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল; ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বল শুনিনি ত , কি ক'রে বলব বল তাঁরাই রাজি হলেন না, না হ'লেন না।"

বিস্ময়মিশ্রিত স্বরে প্রমথ বললে, "এঁরাই রাজি হলেন না? না হবার কারণ কি হ'তে পারে বৌদিদি?"

অভিজ্ঞান

অন্তরের যত্ননিরুদ্ধ ক্রোধ এবং দুঃখ যে-কোনো একটা পথ দিয়ে নির্গত হবার চেষ্টা করছে বুঝতে পেরে সবিতা কথাটা এড়িয়ে যাবার অভিপ্রায়ে বল্‌লে, "তা ধর, তাঁরা যদি ঠিক এঁদের পছন্দ মত কথাবার্ত্তা না ক'রে থাকেন তা হ'লে এঁরাই বা হঠাৎ রাজি হন কি ক'রে ?"

সবিতার পূর্ব্ব কথা এবং এ কথা বলবার ভঙ্গীতে স্বরের আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রে প্রমথ মনে মনে মাথা নাড়লে। কথার টোপ ফেলে কথা তোলবার উদ্দেশ্যে শান্ত স্বরে বল্‌লে, "সে কথা ঠিকই বউদিদি, এখন ত তোমাদের আর সে 'পতি পরম গুরু'র দিন নেই, এখন মেয়েদের মধ্যে 'মানুষ' জেগে উঠ্‌ছে, সুতরাং এখন আর এমন সর্ত্তে স্বামীর ঘরে বাস করা চলে না যাতে আত্মসম্মানে আঘাত লেগে মাথা হেঁট হয়।"

বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে সবিতা বল্‌লে, "স্বামীর ঘরে বাস করতেই আত্মসম্মানে "প্রব ঘাত লাগে, কিন্তু—" কথাটা শেষ না ক'রেই সে চেপে গেল। অন্তরের পেয়েনিটা পুনরায় প্রকাশ পাবার চেষ্টায় ছিল।

সপ্রিমথ বল্‌লে, "কিন্তু কি বউদিদি ?"

সন্ধ্যা হেসে সবিতা বল্‌লে, "কিন্তু এ-সব কথা এখন থাক্, মুখটুক্ ধুয়ে চা সবিতন্নে তয়ের হও।"

সন্ধ্যারকন্তু' দিয়ে পূর্ব্বের 'প্রুকে' ঠিক চাপা দেওয়া গেল না। সামান্য প্রকাশের ন্ত্রের উপর চক্ষু স্থাপিত ক'রে যেমন পৃথিবীর অর্দ্ধেকখানা দেখে প্রসঙ্গের অনাদ, ঠিক তেমনি ভাবে একটি মাত্র 'কিন্তু' শব্দের দ্বারা চতুর প্রমথ বিবেচনা করন্তেরের অনেকখানি অংশের সন্ধান লাভ করলে। মুখে বল্‌লে, আপনার পরিচার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি; আগে চল, তাঁর সঙ্গে দেখা অজানা নয়; র্যা

বুঝ্‌তে পারি। ওসঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাত হ'তে সবিতা বল্‌লে, "তুমি আবার ওকে কি সম্পর্ক তাও বুঝ্‌নে নিয়ে এলে কেন ?"

প্রকাশ বল্‌লে, "খুব সরল কারণে। আর কেউ নিলে না, তাই নিয়ে আস্‌তে বাধ্য হলাম।"

সবিতার মুখে বিদ্রূপের হাসি স্ফুরিত হ'ল; বল্‌লে, "খুব সরল ত? আর কেউ না নিলে তুমি নিয়ে আস্‌তে বাধ্য হও?"

প্রকাশ বল্‌লে, "হই, তা'ত দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু তুমি কি মনে কর যে, এর মধ্যে একটা জটিল কারণও কিছু আছে?"

প্রকাশের অধর প্রান্তে কৌতুকের মৃদু হাসির রেখা দেখে সবিতার মুখ জ্বলে উঠ্‌ল; তীব্রকণ্ঠে বল্‌লে, "দেখ, শাক দিয়ে মাছ ঢাক্‌তে চেষ্টা কোরে না!"

শান্তকণ্ঠে প্রকাশ বল্‌লে, "বিশ্বাস কর সবু, এ পর্যন্ত ও চেষ্টা করিনি! কারণ এ ক্ষেত্রে শাকই বা কি, আর মাছই বা কে, তা যখন জানা নেই, তখন অজানা জিনিষ দিয়ে অজানা জিনিষ ঢাকবার চেষ্টা ভারি কঠিন কর্ম্ম।"

প্রকাশের রসিকতাকে সম্পূর্ণ ভাবে অগ্রাহ্য ক'রে তীক্ষ্ণকণ্ঠে সবিতা "তুমি যে ও-কে আবার এখানে ফিরিয়ে নিয়ে এলে তা'তে কার উপকার শুনি?"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে প্রকাশ বল্‌লে, "তোমার যে হয় বুঝতেই পাচ্ছি, কিন্তু সন্ধ্যা ছাড়া আর কোনো লোকের হয়েছে তোমার সন্দেহ হয়?"

আরক্ত মুখে সবিতা বল্‌লে, "ঠাট্টা এখন তুলে রাখ! কিছু মনে করোনা সন্ধ্যার তুমি বিশেষ কিছু উপকার করেছ।"

"কিন্তু ফিরিয়ে না এনে আর কি করতে পারতাম তা বল

"কেন, ফেলে এলে না কেন?"

সবিস্ময়ে প্রকাশ বল্‌লে, "ফেলে এলাম না কেন? কোথ তাকে?"

অভিজ্ঞান

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সবিতা বল্লে, "তার বাপের বাড়িতে,—শ্বশুর বাড়িতে। তা না পারতে, কলকাতায় ত ফুটপাথের অভাব ছিল না, ফুটপাথে।"

এবার কিন্তু প্রকাশের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ল ; বল্লে, "ওটা মনে পড়ে নি, ভুল হ'য়ে গেছে। কিন্তু একটা কথা বলি তোমাকে, এখানেও ত' ফুটপাথের অভাব নেই, দেও না ওকে ফুটপাথে বার ক'রে। আমার কুটুম্ব, কিন্তু তোমার ত আত্মীয়—তুমি ঢের সহজে ও কাজটা পারবে।"

অকস্মাৎ কথাটার মোড় ফিরে গেল। ছিল রঙিন, হ'য়ে উঠ্‌ল সঙ্গীন। ঈর্ষার মত্ততায় বচসা করা চলে, কিন্তু যুক্তি-হেতু দিয়ে তর্ক করা চলে না. সুতরাং এর পর থেকে তর্কটা যে-ভাবে অগ্রসর হ'ল তাতে শেষ পর্য্যন্ত সবিতাকেই পরাস্ত হ'তে হ'ল। সে যখন বুঝ্‌তে পারলে যে বাক্য তার প্রকৃত স্ত্র নয়, তখন বাক্য পরিত্যাগ ক'রে সহসা এমন একটা নিশ্ছিদ্র নীরবতা লম্বন করলে যে তার চাপে সংসারের দম আটকাবার উপক্রম হ'ল। যে াষটে কথা না কইলে আতিথ্য-ধর্ম্ম নিতান্তই ক্ষুণ্ণ হয়, শুধু প্রমথর সহিত পকথন সেই শীর্ণ ধারায় চল্‌ল, বাকি লোকের সহিত একরকম পরিপূর্ণ-বন্ধ হ'য়ে গেল। মাঝে মাঝে অতি সংক্ষিপ্ত যে এক-আধটা কথাবার্ত্তা কোনো মতেই সদালাপ বলা চলে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দু'-তিন ধ্য সংসারের আবহাওয়া বিষিয়ে উঠ্‌ল।

নের মধ্যে একটা যন্ত্র যখন বেসুরা বাজতে থাকে তখন বাকি যন্ত্র-যথার্থ মিলও ব্যর্থ হ'য়ে যায়। প্রকাশ প্রমথ আর সন্ধ্যার গেল একটা অস্বাস্থ্যকর নীরবতার মধ্যে কিছুতেই তারা সহজ ভাবে পারলে না। ফলে, অফিসের কাজের অত্যধিক চাপাচাপির জনীয়-অপ্রয়োজনীয় নানাবিধ ফাইলের অন্তরালে প্রকাশ ল, প্রমথ একটা অত্যন্ত মোটা ইংরাজি নভেল সংগ্রহ ক'রে ল, আর সন্ধ্যা নিরবশেষ দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনার পথ দিয়ে

ধীরে ধীরে সেই অবস্থায় উপনীত হ'ল, যে অবস্থার অব্যবহিত পরবর্তী অবস্থায় মানুষ জীবনের কোনো আকর্ষণ অথবা সমাজের কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না, যে অবস্থায় সে সুযোগ পেলে প্রাণত্যাগ করতে পারে, প্ররোচনা পেলে কুলত্যাগ করতে পারে।

প্রত্যূষের ক্ষীণ আভা সবেমাত্র পূর্ব্বদিকে ফুটে উঠেছে, গৃহ মধ্যে সকলেই তখনো নিদ্রাগত, সন্ধ্যা শয্যাত্যাগ ক'রে বারান্দায় এসে একটা চেয়ারে উপবেশন করলে। সমস্ত রাত্রিই নিদ্রিত অবস্থায় দুঃস্বপ্নে, এবং জাগ্রত অবস্থায় দুশ্চিন্তায় কেটেছে;—মনটা হ'য়ে রয়েছে একটা অতি-বেগবান সূক্ষ্ম যন্ত্রের মতো স্পন্দিত। সংসারের এই গ্লানিকর অবস্থার জন্য মুখ্যতঃ যে সে-ই দায়ী এবং গৌণতঃ প্রকাশ, এ কথা তার বুঝতে বাকি নেই; এবং যৌবন-প্রবৃত্তির সহজ অনুভূতির বশে এমন সংশয়ও তার মনে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে যে, সে নারী এবং প্রকাশ পুরুষ, এই যোগাযোগই অবস্থাটাকে বিশেষভাবে জটিল ক'রে তুলেছে। কথাটা ভেবে এক-এক সময়ে তার হাসি পায়; মনে মনে বলে, রে মানুষের ক্ষুদ্র মন! এত অকারণ পাপও তোমার মধ্যে বাস করতে পারে!

কলিকাতা যাওয়ার পূর্ব্বে সন্ধ্যা প্রকাশকে মাঝে মাঝে অনুরোধ [illegible] গার্লস স্কুলের একটা মাষ্টারী অথবা কোনও ধনী ব্যক্তির কন্যাকে [illegible] শেখানোর কাজ জুটিয়ে দেবার জন্যে। এবার কলিকাতা থেকে ফি[illegible] পর্য্যন্ত একবারও সে-রকম অনুরোধ সে করেনি। সে স্থির করেছে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে, তার সঙ্গে অপর কোনো ব্যক্তি[illegible] রাখবে না। কিন্তু কি যে সে ব্যবস্থা, গত রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা [illegible] তা স্থির করতে পারে নি। মাঝে মাঝে আমিনার কথা মনে হ[illegible] শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী তাকে যে জিনিস দেয় নি, সেই নিরতিপ্রা[illegible] আমিনা তাকে দিয়েছিল এবং প্রয়োজন হ'লেই দেবে ব'লে [illegible] রেখেচে।

অভিজ্ঞান

আশ্রয় যে কত বড় বস্তু, তা যার নেই সেই জানে! অনাহারে দেহ ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু সেই দেহটার অবস্থিতির জন্য এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে এক হাত ভূমি অধিকারে না থাকার মতো বিড়ম্বনা আর নেই! আমিনা তাকে শুধু সেই আশ্রয়ই দেয় নি, মর্য্যাদাও দিয়েছিল; এবং সেই মর্য্যাদা যাতে চিরস্থায়ী হয় তদুপযুক্ত ব্যবস্থা করবার প্রস্তাবও করেছিল। হায় রে! যে গৃহবধূকে এক সমাজ বিনা অপরাধে গৃহ হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দেয়, আর-এক সমাজ সেই হতভাগিনীকেই গৃহের বধূ করবার জন্য প্রস্তাব করে! তবে?— একটা নির্ম্মম আক্রোশে সন্ধ্যার চিত্ত আহত বিষধর সর্পের মত পাক খেতে লাগল।

চটি জুতার শব্দ পেয়ে সন্ধ্যা ফিরে দেখলে প্রমথ আসছে। এ কয়েকদিনের মধ্যে প্রমথর সঙ্গে তার দু-চারবার মামুলি কথা কথা হয়েছে মাত্র, আলাপ-রিচয় বিশেষ কিছু হয়নি।

একেবারে সোজা সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'য়ে প্রমথ একটা চেয়ার টেনে বসল; তারপর শান্তকণ্ঠে বল্লে, "তুমি যদি কিছু মনে না কর সন্ধ্যা, তা আমি তোমার কাছে সহজভাবে একটা প্রস্তাব করি।"

থ সহসা এত নিকটে এসে বসাতেই সন্ধ্যা একটু বিস্মিত হয়েছিল, কোনপ্রকার ভূমিকা ব্যতিরেকে অকস্মাৎ এমন একটা অদ্ভুত ধরণের য় সে আরও বিস্মিত হ'ল। প্রমথর প্রতি সকৌতুহল দৃষ্টি স্থাপিত "কি প্রস্তাব বলুন।"

লে, "বলছি। কিন্তু কথাটা যখন একান্ত তোমার পারিবারিক তখন বলতে গিয়ে কোনদিক দিয়ে যদি রূঢ়তা প্রকাশ পায় ত' কোরো,—কারণ বাস্তবিকই একটা sporting spirit নিয়ে মি উদ্যত হয়েছি।"

তেমনি উৎসুক দৃষ্টি স্থাপন ক'রে সন্ধ্যা বল্লে, "বলুন?"

মনে মনে একটুখানি চিন্তা ক'রে নিয়ে প্রমথ বললে, "ঘুম ভেঙে কেউ উঠে এলে অসুবিধে হবে, তাই কথাটা সংক্ষিপ্ত করবার জন্যে প্রথমেই ব'লে রাখা ভাল যে, যে কঠিন সমস্যা আর দুঃখের ভিতর দিয়ে তোমার জীবন এখন চলছে, তার প্রায় সব কথাই আমি জানি ;—সে বিষয়ে যেটুকু শোনবার তা শুনেছি,—তারপর যতটুকু বোঝবার তাও বুঝেছি। আমি যা জানি তাতে এই বুঝেছি যে, একমাত্র প্রকাশ দাদা ছাড়া তোমাকে আশ্রয় দেবার উপস্থিত আর কোনো লোক নেই ; কিন্তু তোমাকে আশ্রয় দিতে গিয়ে তাঁর অবস্থা যে কী শোচনীয় হয়েচে তা হয় ত' তুমি নিজেও কিছু কিছু বুঝতে পার। তোমাকে যতটা আদরযত্ন করবার জন্যে তাঁর মন ব্যস্ত হ'য়ে রয়েছে তার কিছুই তিনি করতে পারচেন না, অথচ অপর দিকে বউদিদি তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন। বউদিদির এই মনোভাবের কারণ কি, তুমি ঠিক তা অনুমান করতে পেরেচ কি না জানি নে, সুতরাং সে বিষয়ে একটু খুলে বলি। মেয়েমানুষ সব জিনিসই ভাগ ক'রে ভোগ করতে পারে, শুধু পারে না স্বামী। অবস্থা বিশেষে হয় ত' স্বামীর সমস্তটাই ছাড়তে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই খানিকটা ছাড়তে পারে না। তোমার প্রতি প্রকাশ দাদার [illegible] সম্ভবতঃ বউদিদি মনে মনে ভয় পেয়েছেন ; ভাবচেন ও শুধু স্নেহই নয়, চেয়েও এমন কিছু ধারালো আর জোরালো বস্তু যার দ্বারা তাঁর ষোল পত্নীস্বত্বের খানিকটা অংশ কেটে বেরিয়ে তোমার এলাকায় গিয়ে মিলতে সত্যি কথা বলতে গেলে, এ বিষয়ে বউদিদিকে বিশেষ দোষ দেওয়াও তোমার মতো এমন একটি অপরূপ পদার্থকে পাশে রেখে স্বামীর বিষ [illegible] হ'য়ে বাস করতে পারে এমন মনের জোর অল্প মেয়েমানুষে [illegible] বউদিদির তুমি মাসতুত বোন, সে জন্যে মনে কোরোনা এ বিষয়ে ব [illegible] কথা। একটা কথা আছে জানো ত ?—আন্ সতীনে নাড়ে [illegible] সতীনে পুড়িয়ে মারে। ভালবাসার ক্ষেত্রে বোন ব'লে কো [illegible]

নেই। সেই জন্যে ভয় পেয়ে বউদিদি এমন একটা রুক্ষ মূর্ত্তি ধারণ করেছেন যে, সংসার থেকে আমোদ-আহ্লাদ হাসিখুসি এমন কি কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত উবে গেছে। প্রকাশ দাদার মতো সদানন্দ প্রকৃতি লোকের পক্ষে এ অবস্থা হয়েছে জল থেকে ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো। কিন্তু ওঁর মতো অতবড় মহাপ্রাণ ব্যক্তি আমি ত' আর একটিও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না, ভদ্রলোক বল্‌তে প্রকৃত অর্থে যা বোঝায় সত্যিই তিনি তাই। তাই এ কথা আমি নিশ্চয় ক'রে তোমাকে বল্‌তে পারি যে, বউদিদি যদি কোনো দিন রাগ বা অভিমান ক'রে এ বাড়ি ছেড়ে চ'লেও যান, তা হ'লেও প্রকাশদাদা মুখ ফুটে কোনো কথা তোমাকে বল্‌তে পারবেন না; একবার আশ্রয় দিয়ে কখনই তোমাকে পরিত্যাগ করবেন না। কিন্তু যার মনে কিছুমাত্র আত্মসম্মানের বোধ আছে তার পক্ষে এরকম আশ্রয়ে জীবন যাপন যে কত বড় শাস্তি তা বলবার আবশ্যক করে না;—তুমি যে সেই শাস্তি প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্ত্তে ভোগ কর্‌ছ আমি হলফ ক'রে বল্‌তে পারি। কেমন?—যতটা বল্‌লাম মোটামুটি ঠিক -না?"

অবনত মস্তকে সন্ধ্যা বল্‌লে, "হ্যাঁ, ঠিক।"

"আচ্ছা, এবার তা হ'লে আমার দিকের কথা একটু বলি। আমার বাপ মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, এ পর্য্যন্ত বিয়ে করিনি কাজেই স্ত্রী পুত্র নেই। থাকবার মধ্যে আমার কি আছে জান?—প্রভূত অর্থ আছে। জানে, সত্যিই যে অর্থ আমার আছে তাকে লোকে প্রভূত অর্থ-ই বলে। অর্থ হচ্ছে একটা মস্ত বড় শক্তি। তা ছাড়া, সমাজের কাছে কোনো দিক দিয়ে আমার কান বাঁধা নেই ব'লে সমাজকে আমি অনায়াসে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখাতে পারি। যাবে তুমি আমার সঙ্গে? থাকবে তুমি আমার কাছে? তোমার আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজন, আমারও সে আশ্রয় দেবার মতো অর্থ আছে। চিরদিনের জন্যেই আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত

[illegible]ছি, কোনোদিনই তা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অনিশ্চিত হবে না।" একটু চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বলতে লাগল, "মনে কোরোনা আমি তোমার কাছে [illegible] প্রস্তাব করছি তোমার প্রতি কোনো মোহ অথবা আকর্ষণের বশীভূত হ'য়ে। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত ত' ও-সব জিনিসের কোনো লক্ষণ টের পাই নি। [illegible] আমি করছি নিতান্ত তোমার যে জিনিসটার প্রয়োজন হয়েছে সেই জিনিসটার যোগান দেবার লোভে,—সমাজের কসাইখানা থেকে উদ্ধার ক'রে একজন অসামাজিকের ঘরে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্ক্ষায়। এ [illegible] ভারি ভাল লাগছে! —মনে হচ্ছে এ যদি করতে পারি তা হ'লে আমার [illegible] সবটাই অপথে-কুপথে নষ্ট না হ'য়ে পুণ্যকাজেও খানিকটা লাগে! [illegible] আগে অমলা নামে একজন মেয়েকে কতকটা এই রকম অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে ভারি ধাক্কা খেয়েছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর কখনো কোনো মেয়ের উপকার করতে যাব না, কিন্তু তোমার দুর্গতি দেখে সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না। আমার প্রস্তাবে তুমি রাজি আছ সন্ধ্যা? যাবে [illegible] আমার সঙ্গে?"

প্রমথর সুদীর্ঘ বাক্যের সমস্তটাই সন্ধ্যার কর্ণে প্রবেশ করেছিল কি-না [illegible] কিন্তু শেষ কালের পর পর দুইটি প্রশ্নে সহসা যেন তন্দ্রামুক্ত হ'য়ে সে প্র[illegible] দৃষ্টিপাত করলে; তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, "যাব।"

নির্ব্বাক বিস্ময়ে প্রমথ বললে, "যাবে?—বেশ ক'রে ভেবেচিন্তে বলছ [illegible]"

সন্ধ্যা এ কথার কোন উত্তর দিলে না, চুপ ক'রে রইল।

প্রমথ বললে, "তাড়াতাড়ি নেই, দুই-এক দিন ভাল ক'রে ভে[illegible] [illegible] আমাকে বোলো।"

চকিত হ'য়ে ব্যগ্রকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "না, না, ভাববার দরক[illegible] আজই চলুন!"

উৎফুল্লমুখে প্রমথ বললে, "তা বেশ, আমার কোনো আপত্তি [illegible]

দেখ সন্ধ্যা, জানিয়ে যাওয়া কিছুতেই চল্‌বে না,—তা'তে শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াও হবে না, অথচ মিছে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। তাছাড়া, প্রকাশদাদা ভারি একটা অসুবিধার অবস্থায় পড়বেন। রাত্রের গাড়িতে যাওয়াও সুবিধা হবে না, চাকরদের নজরে প'ড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে; তা ছাড়া গেটে তালা দেওয়া থাকে, সে এক বিপদ। যেতে হবে দুপুরের গাড়িতে; সে সময়ে প্রকাশদাদা থাক্‌বেন অফিসে আর বউদিদি থাক্‌বেন ঘুমিয়ে। বাগানের একেবারে শেষের দিকে কোণে মালীদের যে ছোট গেট আছে, তুমি বেড়াতে বেড়াতে সেখানে ঠিক বেলা দুটোর সময়ে গিয়ে দাঁড়াবে, আমি তখনি এসে তোমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ষ্টেশনে চ'লে যাব। কেমন, এই ব্যবস্থাই ঠিক ত?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

"আর দেখ, জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নেওয়া চল্‌বে না। পথে একটা ব... হয়ে, দুই-এক দিনের জন্যে নেবে একেবারে গুছিয়ে দু'জনের মতো সমস্ত ...নিস কিনে নোবো,—তারপর পৌঁছে লিখে দিলেই হবে আমাদের জিনিস... এখানকার চাকর-বাকরদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে।"

...কান কথা না ব'লে সন্ধ্যা চুপ ক'রে ব'সে রইল।

...থ বল্‌লে, "আর একটা কথা। দু-চার কথায় প্রকাশদাদাকে একখানা ...থ রেখে যেয়ো,—এ ব্যবস্থা যে প্রধানতঃ তাঁদের কথা ভেবেই আমরা ... কথাটা বুঝিয়ে দিয়ো। এ বাড়িতে তুমি থাক্‌লে যদি কোন রকম ...উৎপত্তি না হোত, তা হ'লে আমার সঙ্গে তোমার এমন ক'রে চ'লে ... প্রয়োজনই হোত না, এই কথাটা স্পষ্ট কোরো। বুঝ্‌লে?"

...ন্ধ্যা কোনো কথা কইলে না। প্রমথ লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লে সন্ধ্যার ...স্বর আড়ম্বর হয়েছে; তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে বল্‌লে, "আমি ... খোলার শব্দ পেলাম, কেউ হয়ত উঠেছে,—এ দিকে আস্‌ছে

পারে।" যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকিয়ে বল্‌লে, "সময়টা ভুলো না যেন, ঠিক ছুটো।"

প্রমথ চ'লে যেতেই সন্ধ্যার চোখ থেকে অবরুদ্ধ অশ্রুর রাশি ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝ'রে পড়ল। তপ্ত অশ্রু—এর মধ্যে যে কত দুঃখ কত বেদনা কত গ্লানি সঞ্চিত, তা একমাত্র তার অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কেহই জানে না! কিন্তু আজ যে নূতন ক'রে তার প্রাণে মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌ল, তার হেতু কি?—উৎপত্তি কোথায়?—যে সমাজের শেষ সীমা আজ সে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে ব'লে মনে করছে, সে সমাজের কাছ থেকে ত নির্ব্বাসন-পত্র কয়েকদিন পূর্ব্বেই পেয়েছে,—সে সমাজের মধ্যে এ কয়েকদিনের বাস ত' অধিকারের বাস নয়, অনুগ্রহের বাস। তবে নূতন ক'রে কী এমন বস্তু সে আজ হারাতে চলেছে যে, সব-হারানোর করুণ রাগিণীতে তার প্রাণ সহসা আকুল হ'য়ে উঠ্‌ল! হায় সংস্কার! হায় মোহ! এমন নির্দ্দয়ভাবে পদাহত হ'য়েও পদলগ্ন হ'য়ে থাকতে চাও কিসের লোভে!

পদশব্দে সন্ধ্যা চেয়ে দেখ্‌লে প্রকাশ আস্‌ছে। তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু ভাল ক'রে মুছে ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

নিকটে এসে প্রকাশ বল্‌লে, "উঠ্‌লে কেন সন্ধ্যা? বোসো না।

সন্ধ্যা বল্‌লে, "অনেকক্ষণ ব'সে ছিলাম, এবার বাড়ির ভিতর যাই।"

"প্রমথর সঙ্গে গল্প করছিলে?"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

"খুব ভাল কথা। প্রমথ একজন চমৎকার গল্প-বলিয়ে। বিশ্বের এত খবরও ওর সংগ্রহে আছে। আমি ত' অফিসের ক[illegible] একটুও সময় পাইনে, তুমি প্রমথর সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প-টল্প[illegible] একটু অন্যমনস্ক থাকতে পারবে। কিন্তু ও-ই বা আর কদিন এখা[illegible] যে খেয়ালী মানুষ, কখন যে তল্পী-তল্পা নিয়ে স'রে পড়ে তার ঠিক[illegible]

অভিজ্ঞান

"মুখুয্যে মশাই ?"

প্রকাশ বল্‌লে, "কি ?"

"আপনি আমাকে কখনো ভুল বুঝবেন না মুখুয্যে মশায় !"

স্মিতমুখে প্রকাশ বল্‌লে, "তা হ'লে তুমিও কখনো আমাকে ভুল বোঝাতে চেষ্টা কোরো না ।"

"আর, যত অপরাধই আমি করিনে কেন, আপনি আমাকে ক্ষমা করতেও কখনো ভুলবেন না ।"

প্রকাশ বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ ! সে তিতিক্ষা আমার আছে না-কি সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "আছে । একমাত্র আপনারই আছে । আচ্ছা, মুখুয্যে মশায়, দেবতারা খুব বড় শুনেছি, কিন্তু তারা কি আপনার চেয়েও বড় ?"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রকাশ মুখে বিস্ময়ের ভাব প্রকট ক'রে বল্‌লে, "মাথায়, না বহরে ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "সে আপনি যাই বলুন, আমার বিশ্বাস তারা আপনার চেয়ে দিকেই ছোট ।"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রকাশ বল্‌লে, "ব্যাপারটা কি, বল দেখি সন্ধ্যা ? া আর মানুষ নিয়ে হঠাৎ এ রকম মাপজোক আরম্ভ করলে কেন ?"

্যা বল্‌লে, "তা জানিনে, কিন্তু আপনি একটু দাঁড়ান মুখুয্যে মশায়, পায়ের ধূলো নিই ।"

া পিছিয়ে গিয়ে প্রকাশ বল্‌লে, "হঠাৎ ?"

গিয়ে নত হ'য়ে প্রকাশের পদধূলি নিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "হঠাৎ নয় । হাল নিতে, তাই নিলাম ।"

মুখে হাসি নিয়ে সন্ধ্যা মুখ তুলে বললে, "কি ?"

, আসল ব্যাপার কি খুলে বল ।"

সন্ধ্যা নীরবে একটু হাস্‌লে ; তারপর বল্‌লে, "আচ্ছা, আপনি অফিস থেকে এলে ও-বেলা বল্‌ব অখন।" ব'লে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না ক'রে উদ্‌গত অশ্রু রোধ করতে করতে বাড়ির ভিতর চ'লে গেল। যেতে যেতে মনে মনে বল্‌তে লাগল, হে ভগবান্, তুমি আমার এইটুকু মিথ্যা বলার অপরাধ ক্ষমা কোরো। এ যদি না বলতাম তা হ'লে সমস্ত জিনিসটাই হয়ত' পণ্ড হ'য়ে যেত।

একটা অনির্দ্দিষ্ট দুশ্চিন্তায় সমস্ত দিন প্রকাশের মন অসুস্থ হ'য়ে রইল। কাজের তাড়ায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেও সেদিন একটু বিলম্ব হ'য়ে গেল। এসে শুন্‌লে দুপুরবেলা থেকে সন্ধ্যার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রমথরও উদ্দেশ নেই। ব্যাপারটা বুঝে নিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হোল না, এবং সন্ধ্যার সহিত সকালবেলাকার ব্যাপারটা যে প্রচ্ছন্ন বিদায়-অভিনয়, তাও সঙ্গে সঙ্গেই বুঝ্‌তে পারলে। সবিতার মুখে শুনলে টেবিলের উপর একটা খামে মোড়া চিঠি চাপা আছে,—সম্ভবতঃ সন্ধ্যারই চিঠি। খুলে দেখ্‌লে তাই-ই। চিঠিটা সংক্ষিপ্ত,—এই রকম।

শ্রীচরণকমলেষু,

মুখুয্যে মশায়, সকালবেলাকার কথাবার্ত্তার পর আজই আপনা[র] কাছে একেবারে দু-দুটো অপরাধ করলাম। সকালবেলা যখন ব'লেছি[লাম] সন্ধ্যাবেলায় আপনাকে আসল কথা বল্‌ব, তখন এই চিঠিটার কথা ভে[বে] 'ইতি গজ'র মিথ্যা কথা বলেছিলাম। সেই প্রথম অপরাধ, আর [না] জানিয়ে প্রমথবাবুর আশ্রয়ে পালিয়ে যাওয়া দ্বিতীয়। আমি জানি [আপনি] আমার এ দুটো অপরাধই ক্ষমা করবেন।

কেন আপনার আশ্রয় ত্যাগ করলাম, তা আপনার মতো [...] আর হৃদয়বান লোককে বেশি বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না। আ[...] করতে পারতাম, তা না ক'রে আত্মার হত্যা করলাম। এ এ[...]

যা যে-কোনো মেয়েমানুষের জীবনে ঘটতে পারে। বাঙলা দেশের শত সহস্র দুর্ভাগিনী মেয়ে সমাজ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে যে পথে গেছে, আমিও সেই পথে গেলাম। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন এই পথের চরম দুর্গতি থেকে আমি যেন রক্ষা পাই।

আপনি আমার জীবনে যে কত বড হ'য়ে রইলেন, তা বড ক'রে বল্‌তে গিয়ে ছোট ক'রতে চাইনে। আপনার কথা মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত মনে থাক্‌বে। আর মনে থাক্‌বে আমিনার কথা, সেও আমার পূর্ব্বজন্মে আপনার জন ছিল।

চল্‌লাম মুখুয্যে মশায়, অভাগিনী সন্ধ্যাকে ক্ষমা কর্‌বেন। সমস্ত মনটা একটা গভীর বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এ-ও আবার হয়! আমারই জীবনে এ-ও আবার হ'ল! উৎকট বিস্ময়ের মধ্যে আর সব অনুভূতি ডুবে গেছে। রাগ নেই, দুঃখ নেই, ভয় নেই! কিন্তু এ আপনাকে ব'লে গেলাম মুখুয্যে মশায়, সত্যিই আমি এমন কোনো অপরাধ করিনি, যাতে সমাজের কাছ থেকে আমার এত বড দণ্ডটা পাওয়া উচিত হোল।

মনের অবস্থা অত্যন্ত চঞ্চল, সব কথা ভাল ক'রে গুছিয়ে লিখ্‌তে ারছিনে, তাই এইখানেই শেষ করলাম।

সবিদিদিকে বল্‌বেন, আমার অপরাধ যেন তিনি ক্ষমা করেন। তাঁকে ার প্রণাম জানাবেন, আপনিও জান্‌বেন। ইতি

আপনার অভাগিনী ছোট বোন

সন্ধ্যা

শষ ক'রে প্রকাশ চক্ষু মার্জ্জনা করলে, তারপর সন্ধ্যার মঙ্গলের ানে এমন আকুলভাবে প্রার্থনা করলে যেমন সচরাচর কেউ কারুর

উনিশ

টাটানগর ষ্টেশনে পৌঁছে লেডিস্ ওয়েটিং-রুমের স বল্লে, "সন্ধ্যা, ভিতরে গিয়ে একটু বোসো, গাড়ী এ দেব অখন। আমি কাছেই আছি, ভয় নেই।"

ওয়েটিং-রুমের ভিতর সন্ধ্যা প্রবেশ করলে প্রমথ বুকিং দু'জন কুলিকে দিয়ে সদ্যক্রীত সুটকেস্, দুটো স্বতন্ত্র হোল্ডে অপরাপর খুচরা দু'-একটা জিনিষ নিয়ে লেডিস্ ওয়েটিং-রুমে হ'ল। প্রথমে সে মনে করেছিল, পথে কোনো বড় সহরে এক-জন্য নেমে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি কিনে নেবে, কিন্তু সর্ব্বদা-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির অভাবে পথেও অসুবিধা ভোগের সম্ভাবনা আছে; তা ছাড়া, যুবতী স্ত্রীলোক সহ নিতান্ত এক-বস্ত্রে রেল-ভ্রমণ সাধারণের চক্ষে একটু বিসদৃশ ঠেক্‌তে পারে মনে ক'রে সে জামসেদপুর থেকেই কতক জিনিষ-পত্র কিনে নিয়েছিল তারপর ষ্টেশনে এসে টিকিট কিনে, বুকিং অফিসে জিনিষগুলো একজন পরি কর্ম্মচারীর জিম্মায় রেখে সে পরামর্শ অনুযায়ী যথাসময়ে সন্ধ্যাকে আনবা প্রকাশের গৃহের কাছে উপস্থিত হয়েছিল।

গাড়ি এলে সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রমথ একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় গিয়ে সে কামরায় অপর কোনো যাত্রী ছিল না। সাধারণতঃ প্রমথ দ্বিতীয় ভ্রমণ করে, কিন্তু আজ অকস্মাৎ সন্ধ্যার মত অমন একটি সুন্দ আধিপত্য লাভ করার অপরিসীম আনন্দে মনটা এমনই উচ্ছ্বসি যে, রেল-ভ্রমণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা এবং আরাম দিয়ে তাকে সম্মানিত করবার জন্য সে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনেছিল।

স্ত্রীলোক নিয়ে ঘটনা প্রমথর অভিজ্ঞতায় এই নূতন নয়,

র্য্য, এই দুই কারণের সংযুক্ত প্রভাবে তার নারীপরি-
চত্র্য যথেষ্ট—কিন্তু তাই ব'লে আজকের এ ঘটনার
হ, হেয়। এর অপরূপত্ব এর আভিজাত্য এরূপ যে, যে-
নেও একে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না,—প্রজ্বলিত
তপ্ত দীপ্তিশীল।

প্রমথর মনে ক্ষোভ ছিল না। বরঞ্চ আজকের দিনের এই
। নূতন উদ্দীপনার আনন্দে তার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে
জ্ঞতাই ক্ষরিত হচ্ছিল। যে অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ লাভ ক'রে
টা দিক নূতন চেতনায় প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে, তার জন্য সে ঋণী
ধ্যার অসামান্যত্বের কাছে, তার রূপসম্ভারের অপরূপত্বের কাছে
তার অপচল মনের দুরভিগম্যতার কাছে। এই সকলেরই দ্বারা নিষিক্ত নূতন
এক রসায়নের ক্রিয়ায় প্রমথর মনে সুচিরসুপ্ত নীতিবোধ জাগ্রত হ'য়ে উঠেছে,
তার ভদ্র মন সাড়া দিয়েছে। মনে হ'ল যে নিরুপায় বিহঙ্গ অবস্থা-
বিপর্য্যয়ে আজ তার পিঞ্জরের মধ্যে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল, তার
ক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অপরিহার্য্য। প্রমথর জীবনে এ এক নূতন অনুভূতি।
রপথযাত্রায় সন্ধ্যার একান্ত নিরুপায়তার কথা স্মরণ ক'রে তার চক্ষু সজল
এল।

গাড়ি তখন টাটানগর ষ্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট্‌ সিগ্‌নাল ছাড়িয়ে ছুটে চলেছিল,
য়ে দেখ্‌লে সন্ধ্যা পিছন ফিরে বাহিরের চলমান দৃশ্যরাজির দিকে
স্থির হ'য়ে ব'সে আছে।

ডাক্‌লে, "সন্ধ্যা!"

টু ফিরে ব'সে জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রমথর দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

কাথায় চলেছি, তার তুমি নিশ্চয় কিছু জান না?"

া বল্‌লে, "না।"

"কোন্ দিকে [illegible]ছি,—ক

তাও বোধহয় বুঝ্‌তে পারছ ন

সন্ধ্যা বল্‌লে, "ক'লকাতা

"এটা ঠিক বুঝেছ।

পুরের টিকিট কিনেচি।

তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে

কাশী বাস ক'রে তারপর ল

নেই ত' সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বল্‌লে,

"কাশী যেতে?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "আপনি যেখা

বিনা আপত্তিতে যাব।"

গম্ভীরব্যগ্রকণ্ঠে প্রমথ বল্‌লে, "

সন্ধ্যা, বিনা অনিচ্ছায় যাওয়া চাই!"

এক মুহূর্ত্ত মনে মনে চিন্তা ক'রে

উপর আমার যখন হাত নেই তখন

হওয়াও ত' অসম্ভব নয়।"

প্রমথ বল্‌লে, "না, একটুও অসম্ভব নয়।

মাত্র বল্‌বার আছে যে, অনিচ্ছার সঙ্গে কোনো

বাধ্যতা নেই। আমরা বিলাসপুরের দিকে চলেছি,

অনিচ্ছা থাকে ত' বল, পরের ষ্টেসনে নেমে প'ড়ে

দিকে তোমার ইচ্ছে সেই দিকেই ফিরে যাই। যদি

হয় ত [illegible] আবার না-হয় জামসেদপুরে প্রকাশ দাদার

উঠি। যতদিন না তুমি আমাকে তোমার আত্মীয় ব'লে ম

গ্রসর হবার অধিকার

সে রইল। এ ক

ণা ছাড়া, এই যে বিশেষ একটা

র পুরুষের সঙ্গে প্রকাশের

ায় তার মন এমন আচ্ছন্ন

র দেখবার শক্তি সে যেন ঠিক

একে ঢেলে দেখ্‌লে এ সেই

কিন্তু মহামানবতার কেন্দ্রস্থলে

ান্‌ অকূলে যে স'রে গিয়ে দাঁড়ায়

ত পরিবেশের মধ্যে প্রমথ তার

ঃখ বিপত্তির সমবেদনায় প্রমথর চিত্ত

চরম দুরবস্থা থেকে উদ্ধার ক'রে

রজবরদস্তি ছিল না, সহৃদয়তার সহজ

ব তুলেছিল, সন্ধ্যা স্বেচ্ছায় সে প্রস্তাব

থের প্রতি মন যেন তিক্ত হ'য়ে ওঠে,—

বীভৎস অত্যাচারের মধ্যে যা করতে পারেনি,

চিকীর্ষার দ্বারা তাই করলে,—তার ভবিষ্যতের

বনা একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে ধুয়ে মুছে দিলে। কিন্তু

এই সম্ভাবনা, নিঃসত্ত্ব নিষ্প্রাণ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তার

যায় না, তবু মনে হয়—মহবুব ছিল ব্যাধি, কিন্তু প্রমথ মৃত্যু।

নে সন্ধ্যা তার চিন্তার তন্দ্রা থেকে জাগ্রত হ'য়ে ক্ষুল ক'রে

, "বলুন।"

প্রমথ বল্লে, "তোমাকে দেখে মনে হচ্চে, তুমি বেশ একটু চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছ—নিজের অবস্থায় ঠিক যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারছ না। প্রথমটা এরকম অবশ্য হবারই কথা, এর জন্যে তোমাকে আমি দোষ দিতে পারিনে। কিন্তু শুধু আমার মুখের কথা ছাড়া আর কোনও রকমে তুমি যদি আমার মনের অবস্থাটা ঠিক চোখে দেখ্‌তে পেতে তা হ'লে বোধহয় তোমার উদ্বেগের বিশেষ কারণ থাক্‌ত না। একটা কথা তুমি সব সময়ে মনে রেখো সন্ধ্যা, তুমি আমার আশ্রয়ে আছ, কিন্তু তাই ব'লে তুমি আমার আশ্রিতা নও। কেন নও, তা নিশ্চয় বুঝ্‌তে পারছ ?"

সন্ধ্যা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না, শুধু একবার প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করলে।

প্রমথ বল্‌তে লাগল, "কেন নও তা বল্‌ছি, শোন। আজ সকালে আমার ঘুম ভাঙলে, তখন পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা ছিল ব'লে আমি স্বীকার করিনে; টেনে-বুনে যেটুকু সম্পর্ক স্থির করা গেছে, তার কোনো অর্থ কোনো মূল্য নেই। সে কেবল ভদ্রতার নিতান্তই পাতা[illegible] সম্পর্ক। কিন্তু আমি যখন তোমার কাছে উপস্থিত হ'য়ে আমার তোমাকে গ্রহণ করবার অধিকার প্রার্থনা করলাম, তুমিও আমার সম্মত হ'লে এবং সেই মতো প্রকাশ দাদার বাড়ি পরিত্যাগ ক'রে আম[illegible] অনুসরণ করলে, তখন তোমার সঙ্গে আমার পরমাত্মীয়তা স্থাপি[illegible] তোমাদের সমাজে চলিত কোনো আত্মীয়তার চেয়ে আমাদের এ [illegible] কম মূল্যবান বা কম পবিত্র ব'লে আমি মনে করিনে। তুমি [illegible] জীবনে অতিথি হ'য়ে,—তুমি হ'লে আমার চিরদিনের জীবনসঙ্গিনী[illegible]

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল এবং [illegible] মধ্যে একটা সুপরিস্ফুট উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখা দিলে।

সন্ধ্যার মনের অবস্থা সঠিক উপলব্ধি ক'রে প্রমথ স্নিগ্ধক[illegible]

অকারণ লজ্জিত হয়ো না সন্ধ্যা। তোমাকে সন্তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে আমি কোনো কাব্য-কথা বলিনি। ও জিনিসটা একেবারেই আমার ধাতে সয় না। যাতে তুমি আমার কাছে সহজ হ'তে পার স্বচ্ছন্দ হ'তে পার, যাতে আমার সঙ্গে তোমার যথার্থ সম্পর্ক জানতে পেরে তোমার মনে কোন রকম কুণ্ঠা না থাকে, একমাত্র সেই উদ্দেশ্যে আমি আমার মনের অকপট কথা তোমাকে জানিয়েছি। জীবনসঙ্গিনী কথা শুনে তুমি চম্‌কে উঠো না; ও কথার কোনো কদর্থ আছে ব'লে আমার ধারণা নেই। তা ছাড়া, স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোনো স্ত্রীলোকের জীবনসঙ্গিনী হবার অধিকার নেই, এ কথাও আমি বিশ্বাস করিনে। তুমি যদি আজীবন আমার সঙ্গে বাস কর, তা হ'লে তোমাকে জীবনসঙ্গিনী ছাড়া আর কি বল্‌ব বল?"

শব্দের সহজ অর্থ অনুসরণ করলে এ কথার আপত্তি করা চলে না, কিন্তু তথাপি কথাটা কানে কটু হ'য়েই বাজে। কিন্তু উপায় কি! যে কথার সুলভ যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে পরাস্ত হ'তে হবে সে কথার অনতিবর্ত্তনীয় গ্লানিকে পরিপাক ক'রে সন্ধ্যা আহত মনে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

প্রমথ বল্‌তে লাগ্‌ল, "আমার সম্বন্ধে তুমি কতদূর কি শুনেছ তা জানিনে, কিন্তু আজ থেকে যার সঙ্গে তোমার জীবন জড়িত হ'ল সে কি-প্রকৃতির মানুষ জানবার আগ্রহ এবং প্রয়োজন তোমার হ'তে পারে। সাধু প্রকৃতির ব'লে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যে দাবী করিনে, তবে একেবারে প্রথম দুর্ব্বৃত্ত বল্‌লেও আপত্তি করব। আমাকে চরিত্রবান বল্‌লে গালি দেব, চরিত্রহীনই আমি নিশ্চয়,—কিন্তু তাই ব'লে দুশ্চরিত্রও নই। অথচ দুশ্চরিত্র নই, এর কি অর্থ তা হয় ত' তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না,—কিন্তু আমার চরিত্রের এই খবরটুকু জানা আছে ব'লেই শরদাদাদের বাড়ির মতো আরও পাঁচ সাত বাড়িতে আমার যাতায়াত আছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, সাধু-পুরুষ না হ'লেও আমার

মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে যা তোমার উপকারে লাগ্‌বে। ছলে বলে অথবা কৌশলে আমি যখন তোমাকে আয়ত্ত করিনি সন্ধ্যা, তখন তুমি আমার কাছে অনেকটা নিরাপদ, এ আশ্বাস তোমাকে দিতে পারি।"

আশ্বাসের পাশে পাশে যেন আশঙ্কা ওৎ পেতে ব'সে আছে, নল-খাগড়া বেড়ার অপর দিকে যেন বাঘের খস্‌-খসানি—কখন যে লাফ দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে আসে তার স্থিরতা নেই!

মনের এই অকারণ দুর্বলতায় সন্ধ্যার হাসিও পায়। কি-ই বা তার অবশিষ্ট আছে যার জন্যে এই উৎকণ্ঠা এই ভয়! মান গেছে, ইজ্জৎ গেছে; সমাজ সংসার কুল গেছে! আছে ত' শুধু অস্থি রক্ত মাংসের জড়বস্তু এই দেহটা! তবে তার জন্যে এত আশঙ্কা কিসের? দিলেই ত' হয় তাকে যে কোনো মুহূর্ত্তে শেষ ক'রে! দোর খুলে এই চলন্ত গাড়ি থেকে নীচে লাফিয়ে পড়লেই ত অভীষ্ট সিদ্ধি!—তবে?

চক্রধরপুর থেকে যখন গাড়ি ছাড়্‌ল তখন অপরাহ্ণ উত্তীর্ণ হয়েছে। স্তব্ধ ভাবে জানালার ধারে উপবেশন ক'রে সন্ধ্যা তার আলোড়িত কেন্দ্রচ্যুত মনকে কেন্দ্রস্থ করবার চেষ্টা করছিল, এমন সময়ে প্রমথ ডাক দিলে।

প্রমথ বল্‌লে, "সন্ধ্যা, ছোট স্যুটকেস্‌টা আমার, আর বড়টা তোমার উপস্থিত ব্যবহারের জন্যে কিছু-কিছু জিনিস-পত্র জামসেদপুর থেকেই কি নিয়েছি। তোমার স্যুটকেস্‌ থেকে কাপড়-চোপড় সাবান-টাবান বার ক'রে নিয়ে বাথ্‌রুমে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে এস। এই নাও তোমার চাবি" ব'লে উঠে গিয়ে সন্ধ্যার পাশে চাবিটা রেখে এল।

আরক্তমুখে ভগ্নকণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "এখন থাক, পরে নোবো অখন।"

"আবার পরে কখন্‌? সেই সকালে ত' দুটি ভাত খেয়েছ, খিদে পায় নি?"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না।"

"না ?—মেয়েদের কখনোই খিদে পায় না। কিন্তু আমি ত' একজন পুরুষমানুষ,—আমার খিদে পেতে ত' বাধা নেই ?"

প্রমথর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "বেশ ত', আপনি খান।" তারপর দৈব কর্তৃক সহসাগঠিত তাদের এই বিচিত্র সংসারকে একেবারে অস্বীকার না করলে তার যা কর্ত্তব্য তা স্মরণ ক'রে বল্‌লে, "ওই ঝোড়াটায় বোধহয় খাবার আছে,—বার ক'রে দোবো ?"

"নিশ্চয়ই দেবে,—কিন্তু তার আগে বাথ্‌রুম থেকে হ'য়ে এস। কাপড়-চোপড় না বদ্‌লে কি খাবারে হাত দিতে আছে ?"

এ কথার পর আর আপত্তি করা চলে না,—অগত্যা সন্ধ্যা স্যুটকেস খুলে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি বার ক'রে নিলে। মূল্যবান সৌখীন দ্রব্যে স্যুটকেস্ ভরা।

বাথ্‌রুম থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধ্যা দেখ্‌লে ইত্যবসরে প্রমথ দুই দিকের দুইটি বেঞ্চে শয্যা রচনা ক'রে রেখেছে। অপ্রতিভ হ'য়ে বল্‌লে, "আপনি কেন বিছানা পাতলেন ?"

প্রমথ মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "আর এ সব ব্যাপারে আপত্তি রলে চল্‌বে না, এখন আমার পরিচর্য্যা তুমি করবে, তোমার পরিচর্য্যা আমি ন। এখনি তোমাকে আমাদের দু'জনের জন্যে খাবার প্রস্তুত করতে হবে। ড়ায় ফল, মিষ্টি, রুটি, মাখম, প্লেট, ছুরি—সবই আছে। দু' প্লেট প্রস্তুত ক'রে রাখ। আমি বাথ্‌রুমে চল্‌লাম।"

া প্রস্তুত করতে ব'সে সন্ধ্যার দুই চক্ষে অশ্রু ভ'রে এল। কার করে! অদৃষ্টে এতও লেখা ছিল!

াথ্‌রুম থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধ্যা তার সম্মুখে এক প্লেট্ খাবার মথ জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার ?"

া বল্‌লে "আছে।"

অভিজ্ঞান

খাবারের পালা শেষ হ'লে অল্পক্ষণ পরেই সন্ধ্যা তার শয্যায় শুয়ে পড়ল।

প্রমথ বল্‌লে, "এরি মধ্যে শুলে সন্ধ্যা? এখনো আটটা বাজেনি।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "মাথাটা একটু ধরেছে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রমথ বল্‌লে, "তাই না কি? তা হ'লে আর কথা নেই, শুয়ে পড়।"

প্রমথ বাতিগুলো সব নিভিয়ে দিলে। তারপর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ব'সে থেকে সে-ও শুয়ে পড়ল। অন্ধকার কক্ষের দুইটি বিভিন্নচিন্তামথিত যাত্রী নিয়ে রেলগাড়ি সুনিবিড় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দ্রুত বেগে ছুটে চল্‌ল।

গভীর রাত্রে বৃষ্টি এসে একটা কন্‌কনানির সৃষ্টি করলে। সন্ধ্যা বুঝ্‌তে পারলে প্রমথ সন্তর্পণে তার গায়ে একটা বস্ত্র ঢেকে দিচ্ছে। একটা অনির্দেশ্য ঘৃণা এবং বিরক্তিতে তার সমস্ত শরীর রী রী ক'রে উঠ্‌ল।

বিশ

শেষ রাত্রির দিকে সহসা সন্ধ্যার ঘুম ভেঙে গেল। তিমিরাবৃত জনহীন প্রান্তর ভেদ ক'রে গাড়ি হু হু শব্দে ছুটে চলেছে। বাহিরে অন্ধকারের মধ্যে রেলপথের অতি নিকটবর্ত্তী গাছ-পালার কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি মাঝে মাঝে দ্রুতবেগে শটু শটু ক'রে পেছিয়ে যাচ্ছে। আকাশে একটিও তারা দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং সমস্ত আকাশ নিশ্চয়ই এখনো মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে আছে।

ঘরের ভিতরকার আলো নেবানো—ল্যাভেটরীর বাতি জ্বলছে, ঘসা কাচের ভিতর দিয়ে তার নিষ্প্রভ রশ্মি এসে কক্ষটিকে নিভেঁজ অন্ধকারের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে। সেই স্তিমিত আলোকে দেখা যাচ্ছে অপর বেঞ্চে প্রমথ শয়ন ক'রে আছে; নিদ্রিত কি জাগ্রত তা ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু তার নিশ্চল নীরব দেহ দেখে অনুমান হয় নিদ্রিতই।

প্রমথর গাত্রবস্ত্র তখনো তার গাত্রে আচ্ছাদিত রয়েছে মনে হওয়া মাত্র সন্ধ্যা ক্ষিপ্রবেগে সেটাকে টেনে নিয়ে মাথার শিয়রে একটা কোণে গুঁজে রেখে দিলে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, কি হবে তুচ্ছ একটা গাত্রবস্ত্রের ওপর বিদ্বেষ প্রদর্শন ক'রে, দেহ যখন প্রমথর অর্থে ক্রীত বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করছে এবং পাকস্থলীতে যখন প্রমথর অর্থে ক্রীত খাদ্য জীর্ণ হচ্ছে! প্রমথর গাত্রবস্ত্র ত' সহজেই টেনে ফেলে দেওয়া যায়; কিন্তু এই যে প্রমথর প্রসাদ-পরিবেশ যার মধ্যে সে তারই অন্নে-বস্ত্রে জীবন যাপন করছে, তাকে ত' টেনে ফেলে দেবার উপায় নেই! এ অবস্থাকে সে স্বয়ং স্বীকার ক'রে পিতৃগৃহের শেষ সীমান্ত রেখা অতিক্রম ক'রে সে স্বেচ্ছায় এর মধ্যে এসেছে। এখানে তার প্রমথর সঙ্গে যোগ!

প্রমথর প্রতি সন্ধ্যা দৃষ্টিপাত করলে। তার অস্পষ্ট দীর্ঘবিসারিত

দেহ ... পাপুরিটাই
কার্য্যসিদ্ধির পর অপহৃতা বন্দি...
পাশে শু ... নদ-নদী পার হ'য়ে মাঠ-ঘাট কান...
কান্তার প ... কোন্ সুদূরে কত দিনের জন্য
তাকে রেখে আ ... নিশ্চয়তা নেই! সহসা ...
পড়ল পঞ্চবটী-নিবাসি ... একদিন লঙ্কেশ্বর রাবণ
অপহরণ ক'রে রথে ... র করেছিল; ...
শেষ পর্য্যন্ত রামচন্দ্র জানবে ... তাকে উদ্ধার ...
করবে? উদ্ধার ত' দূরের ... না,
বোঝেন শুধু বর্জ্জন করার যুক্তি! ... বধূ
নয়, পুরস্ত্রী নয়,—সে এখন যূথভ্রষ্টা বি
কোনো এক লঙ্কাপুরীর কক্ষে প্রমথর চিরজীবনে

দুঃখে, নৈরাশ্যে, অপমানে, অভিমানে সন্ধ্যার মর্ম্মান্তিক বেদনা জাগ্রত হ'ল। শয্যার উপর উপুড় হ'য়ে রোদন করতে লাগ্‌ল যতক্ষণ না নিদ্রা এসে তাকে ক'রে দিলে

প্রমথর যখন ঘুম ভাঙল তখন আকাশে প্রত্যূষের আলো দেখা সেই অনুগ্র স্নিগ্ধ আলোকে প্রথমেই চোখে পড়ল নিদ্রিতা সন্ধ্যার নি মুখ; ঘুমের ঘোরে কোনো-এক সময়ে সে প্রমথর দিকে পাশ ফিরে করেছে। নিদ্রাজড়িত চক্ষে সন্ধ্যার মুখের অনির্ব্বচনীয় সুষমা নিরীক্ষণ প্রমথর বিস্ময়ের সীমা রইল না!—আশ্চর্য্য! এত সুন্দরও স্ত্রীলোকের মু সন্ধ্যার ঈষৎ-হিল্লোলিত দেহখানি দেখে মনে হ'ল যেন একটি সদ্য-ছিন্ন পু শয্যার উপর পড়ে রয়েছে! শাড়ির কালো পাড় অতিক্রম ক'রে রঞ্জিত উন্মুক্ত দু'খানি পা দেখে প্রমথ মনে মনে বল্লে, সুন্দরী পা'কে কেন যে পাদপদ্ম বলে আজ তা স্পষ্ট বোঝা গেল! নি

বান ব'লে মনে করলে। এই অ

রের বস্তু হ'ল। এই রজনী

যাপন করেছে! সুপ্রভাত!

পুলকিত চিত্তে প্রমথ উ মেরাবৃত জনহীন

দক্ষিণে-বামে ভাল-র আমার পকেট থেকে সিগার-

ও দেশলাই ক চুরুট ধরিয়ে বেঞ্চের প্রান্তে মুখ

ক'রে পা মুড়ে থর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মৃদু মৃদু

টানে হ'ল। দেখতে দেখতে, এবং সম্ভবতঃ

র্তে প্রমথ ভিতরে ভিতরে স্তব্ধ হ'য়ে গেল,

মধ্যেই নিভে গেল, মনে হ'ল চিত্তের একটা

টা অনুভূতি প্রবেশ করছে যা ইতিপূর্ব্বে আর

নি! দুঃখে, করুণায়, সমবেদনায় চোখের পাতা

নে সন্ধ্যার প্রতি যে ভাব ব্যক্ত করলে ভাষায় তা

া যেতে পারত, ওরে আমার ঝড়-খাওয়া পাখী, এসেছ

পিঞ্জরে, নির্ভয়ে অবস্থান কর! ভয় নেই, ভয় নেই!

ত খাওয়া চুরুটটা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলে; আকাশের দিকে

ক'রে আপন মনে মৃদুস্বরে বল্‌লে, সত্যই সুপ্রভাত! তারপর তোয়ালে

ব সাবান নিয়ে সন্তর্পণে ল্যাভেটরীতে প্রবেশ করলে।

ল্যাভেটরী থেকে বেরিয়ে এসে প্রমথ দেখ্‌লে তখনো সন্ধ্যা নিদ্রা যাচ্ছে;

দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ডাকলে, "উষা, উষা!"

ম শব্দ যেতেই সন্ধ্যা চোখ মেলে দেখ্‌লে পূর্ব্বেকার অন্ধকার কক্ষ

লোকে ভ'রে গেছে; ধড়্ মড়্ ক'রে শয্যার উপর উঠে ব'সে অপ্রতিভ

কণ্ঠে বল্‌লে, "কিছু বল্‌ছেন?"

সুটকেস্ দুটো উপরে-নীচে রাখা ছিল, তার উপর ব'সে প'ড়ে

দেহ দেবে
পাশে শুইে ...
কান্তার পশ্চাতে
তাকে রেখে আস ?

প্রমথ হাস্‌তে লাগ্‌ল ;
কেন বল্‌তে হ'লে হয় ত' এমন ক
বলিনি। সরস সৌখীন পোষাকী কথা
কথাই যদি বলি যে, 'আজ উষাকা
হ'ল, আমার জীবনেও আজ
পক্ষে সন্ধ্যা নও, উষা, ত হ'লে
আসলে হয় ত' কথাটা একে
কি মুখ দিয়ে বলা যায় ? এই
এ-রকম যে, সুবিধে পেলেই আমা
পার, কিন্তু তাই ব'লে ত' আর

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা একবার
করলে। আরক্ত মুখে অতি ক্ষীণ
করা কঠিন।

প্রমথ হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল,
দিয়েছি, 'হয় ত' বলেছি। 'হয় ত'র মধ্যে '
েলে ফেলে দিতে পার।"

এবার সন্ধ্যার মুখে যে হাসি দেখা দিলে তা'
কৌতুকের স্পষ্ট আভা লক্ষ্য ক'রে প্রমথ খুসি হ'
থাক্, উষা নামে তোমার কোনো আপত্তি আছে

প্রথমটা সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে রইল ; তার

না।

নামের তর্ক অন্ত

ঃ তুমি যে আমার প্রস্তাব
যতদিন তুমি আমার কাছে
বিষ্যতে কোনো দিন যদি তোমাকে
—ধর, কোনো শুভদিনে যদি আবার
রে যাবার সৌভাগ্য হয়,—তা হ'লে
া হবে। কেমন?—এ বেশ ভাল

নতমুখে ব'সে রইল।
শি দেরি নেই। বাথ্‌রুম থেকে
ব্যবস্থা তবু ভাল আছে, অক্রু

ঠ প'ড়ে শয্যা উত্তোলন করতে উদ্যত
কাজটা আমার এলাকার ভেতরের
তুমি ততক্ষণে বাথ্‌রুম থেকে হ'য়ে এস

, "আমি না হয় আমার বিছানাটা তুলে

"না, সে ভাল দেখাবে না, লোকে বল্‌বে
হ'লে দুটো বিছানাই তুল্‌তে হয়। কিন্তু বিছা
য়, ও কাজে পৌরুষের দরকার।"
হয় শুধু গুটিয়ে দিয়ে যাই?"

মৃদু হেসে প্রমথ বললে, "তাও না। অতিথি-সেবার আনন্দের পুরোপুরিটাই ভোগ করতে দাও। জান ত, অতিথি পুরুষমানুষ হ'লে নারায়ণ, আর স্ত্রীলোক হ'লে লক্ষ্মী। সুতরাং আর তর্কাতর্কি না ক'রে লক্ষ্মীটির মতো ল্যাভেটরীতে ঢুকে পড়।"

এ কথার পর ল্যাভেটরীতে প্রবেশ করা ভিন্ন উপায়ান্তর রইল না। বিলাসপুরে গাড়ি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, প্রমথ একবার মনে করলে সেইখানেই কুলিদের দিয়ে বিছানাপত্র বাঁধিয়ে নেবে, কিন্তু মনের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা এত বেশি সঞ্চিত হয়েছিল যে তাহার তাড়নায় নিজেই উদ্যমের সহিত লেগে গেল। তা ছাড়া, সন্ধ্যার কাছে [illegible] প্রকাশিত পৌরুষের [illegible] সে বিষয়েও বোধহয় আগ্রহ কম ছিল না।

ল্যাভেটরী থেকে সন্ধ্যা নিষ্ক্রান্ত হ'লে প্রমথ বললে, "[illegible] ত' পৌঁছলাম উষা, এখন কোথাকার টিকিট করব বল,— কাশীর, না [illegible]"

একটু ইতস্ততঃ ভাবে প্রমথর প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত [illegible] বললে, "কাশীরই না হয় করুন।"

প্রফুল্লমুখে প্রমথ বললে, "বেশ কথা, আমারও তাই ইচ্ছে। কাশী [illegible] এর চেয়ে অনেক সোজা পথে যেতে পারতাম। ইচ্ছে করেই এই ঘোরা পথে যাচ্ছি। কাল বেলা সাড়ে দশটার সময়ে আমরা কাশী পৌঁছব, তার [illegible] পথে পথে এ দু'-রাতের ঘরকন্না বোধ হয় নিতান্ত মন্দ লাগবে না।"

প্রমথর গৃহে প্রবেশ ক'রে সন্ধ্যা প্রথমে যে স্বজনহীন কারাগৃহের নির্মম মতো একটা রূঢ় আঘাত পাবে, এ কথা অনুমান ক'রেই প্রমথ এই দীর্ঘ [illegible] পথ অবলম্বন করেছিল। পাখীকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করবার পূর্ব্বে গাছের [illegible] বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, যদি তদবসরে কতকটা পোষ মানিয়ে নিতে পারে।

বিলাসপুরে যখন গাড়ি পৌঁছল তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। আকাশ [illegible] হ'য়ে গেছে, বায়ু সুশীতল, এবং রাত্রে বৃষ্টিপাতের ফলে বৃক্ষলতা তখন

প্রমথ বললে, "উষা, ওয়েটিং রুমে যাবে, না বাইরে বেঞ্চিতে বসবে? টিকিট কিনে আর চা-পানের ব্যবস্থা ক'রে আমরা গাড়িতে গিয়ে বস্‌ব। গাড়ি প্ল্যাটফর্ম্মের কাছেই লেগে আছে।"

বাহিরের স্নিগ্ধতা পরিত্যাগ ক'রে ওয়েটিং রুমের আবদ্ধতার ভিতরে যেতে সন্ধ্যার প্রবৃত্তি হ'ল না; বললে,"বাইরেই বস্‌ব।"

প্লাটফর্ম্মের অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে একটা বেঞ্চে সন্ধ্যাকে বসিয়ে এবং অদূরে কুলীর জিম্মায় জিনিষ-পত্র রেখে প্রমথ বুকিং অফিসে উপস্থিত হ'য়ে টিকিট করলে, তারপর রিফ্রেশমেণ্ট রুমে গিয়ে চা ও খাবার প্রস্তুত ক'রে কাটনিগামী গাড়ির প্রথম শ্রেণীতে নিয়ে যাবার উপদেশ দিয়ে সন্ধ্যার নিকট ফিরে চল্‌ল। দূর থেকে দেখ্‌লে বেঞ্চে সন্ধ্যার বাম পাশে একজন প্রৌঢ়া মহিলা ব'সে আ[illegible]ন; মনে হল তাঁর দক্ষিণ বাহু যেন সন্ধ্যার স্কন্ধদেশ বেষ্টন ক'রে আছে [illegible] আস্‌তেই মহিলাটি সন্ধ্যার কাঁধ থেকে হাত তুলে নিলেন এ[illegible] সন্ধ্যাও একটু স'রে সোজা হ'য়ে বস্‌ল।

সন্ধ্যার মুখ চোখের আরক্ত ভাব লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হ'য়ে প্রমথ বল্‌লে, "[illegible] ব্যাপার উষা? কি হয়েছে?"

উত্তর দিলেন মহিলাটি; সহাস্যমুখে বল্‌লেন, "হয় নি বিশেষ কিছু এইদিক দিয়ে যেতে যেতে দেখ্‌লাম মেয়েটির চোখ দু'খানি জলে টলটল রছে,—বোধ হয় বাপ মার জন্যে মন কেমন করছিল, কাছে এসে ব'সে একটু [illegible] করতেই সমস্ত জলটা ঝরঝর ক'রে ঝ'রে গেল!" ব'লে হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

প্রমথও সহাস্যমুখে কপট বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বল্‌লে, "সে কি উষা? একেবারে [illegible]াটি?" তারপর মহিলাটিকে সম্বোধন ক'রে স্নিগ্ধ স্বরে বল্‌লে, "আপনার [illegible]তের জন্যে ধন্যবাদ।"

[illegible]াটি স্মিত মুখে বল্‌লেন, "[illegible]না, এর জন্যে ধন্যবাদ দেবার কি আছে। [illegible]ঝি উষা?"

প্রমথ বল্‌লে, "হ্যাঁ, উষা।"

সন্ধ্যার প্রতি সতৃপ্তনেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে মহিলাটি বল্‌লেন, "যেমন নাম, মূর্ত্তিখানিও তেমনি!" তারপর সন্ধ্যার চিবুক স্পর্শ ক'রে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন, "চল্‌লাম উষা, সুখে থেকো।"

যুক্ত করে সন্ধ্যা নমস্কার করলে, চক্ষে তার কৃতজ্ঞতার দীপ্তি।

মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়ে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লেন, "আপনার স্ত্রীভাগ্য ভাল।"

ঈষৎ বিমূঢ় ভাবে প্রমথ বল্‌লে, "কেন বলুন ত?"

সহাস্য মুখে মহিলাটি বল্‌লেন, "কেন, তা যদি এখনো না বুঝে থাকেন ত' শীঘ্রই বুঝ্‌বেন। আমরা জিনিস দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারি। যত্নে রাখ্‌বেন।" তারপর একটু ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন, "রায়পুর থেকে আমার আত্মীয় আস্‌ছেন। ডিসট্যাণ্ট সিগ্‌নাল ডাউন হয়েছে, এখন তা হ'লে আসি।"

যুক্ত করে প্রমথ নমস্কার করলে। প্রতিনমস্কার ক'রে মহিলাটি দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বল্‌লে, "সময় পাওয়া গেল না উষা, নইলে স্ত্রীভাগ্য আমার কি রকম ভাল তা ভাল ক'রেই বুঝিয়ে দিতে পারতাম। যে ফুল এ পর্য্যন্ত ফুট্‌ল না, আর সম্ভবতঃ কোনোদিনই ফুটবে না, সে ফুলের সুগন্ধের উনি প্রশংসা ক'রে গেলেন। তবে তুমি যে ভাল, সে অনুমান ওঁর ভুল হয় নি; সে বিষয়ে উনি পাকা জহুরীর পরিচয় দিয়েছেন। আচ্ছা চ এবার আমরা গাড়িতে গিয়ে বসি।" ব'লে জিনিষ-পত্র ও সন্ধ্যাকে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মের সন্নিকটে অবস্থিত কাটনি যাবার গাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করলে

বিলাসপুর থেকে কাটনি পৌছতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, এবং সেখানে পরিবর্ত্তন ক'রে পরদিন প্রত্যুষে পাঁচটার সময়ে প্রমথ ও সন্ধ্যা এ উপনীত হ'ল।

অভিজ্ঞান

প্রমথ বললে, "উষা, কি করবে বল? কাশী গেলে সেখানে পৌছতে একটু বেলা হ'য়ে যাবে, এগারটা সাড়ে এগারটার কম হবে না। হয়ত' তোমার কষ্ট হবে। এলাহাবাদে আজ থাকবে? সুবিধে আছে থাক্‌বার।"

সন্ধ্যা বললে, "আমার কষ্ট হবে না। আপনার যদি কষ্ট হয় তা হ'লে না হয় থাকুন।"

প্রমথ বললে, "আমারও কষ্ট হবে না। কিন্তু তুমি যদি কাশী পৌছে প্রথমেই বিশ্বেশ্বর দর্শন কর, তা হ'লে ত' আরও বেলা হ'য়ে যাবে। অতক্ষণ উপোস ক'রে থাক্‌লে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে।"

সন্ধ্যা বললে, "না, কষ্ট হ'বে না। আপনি কিন্তু চা-টা খেয়ে নিন্।"

প্রমথ বললে, "ক্ষেপেচ? এক যাত্রায় পৃথক ফল কিছুতেই হ'তে দেওয়া হবে না। তুমি উপবাসী থেকে বিশ্বেশ্বর দর্শন ক'রে পুণ্য অর্জ্জন করবে, আর আমি চা-পাঁউরুটি পেটে পুরে গিয়ে নন্দীভৃঙ্গীর লাঠির গুঁতো খাব—এ সহ্য করতে পারব না। অতএব আমারও অদৃষ্টে আজ পুণ্য অর্জ্জন আছে।"

বেনারস ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে যখন গাড়ি পৌছল তখন বেলা এগারটা উত্তীর্ণ হয়েছে। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে প্রমথ ও সন্ধ্যা গোধুলিয়ার একটা ত্রিতল গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। ঘন ঘন হর্ণের শব্দ শুনে একজন পশ্চিমা ভৃত্য বেরিয়ে এল, তারপর প্রমথকে দেখেই দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

মিনিট খানেক পরে একজন মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে গাড়ির ভিতর প্রমথকে দেখে উৎফুল্ল মুখে বললে, "ও মা, তুমি এসেছ! আর মুখপোড়া মিশ্রাটা গিয়ে বললে কি-না যে বল্‌দেঘাটার জমিদার বাবু এসেছে।"

স্মিতমুখে প্রমথ বললে, "মুখপোড়া বিশুয়া ত' তা হ'লে তোমাকে ভারি খুসী করেছে মাসী! এসে দেখ্‌লে কি-না বল্‌দেঘাটার জমিদার বাবুর বদলে কলকাতার ফতো বাবু।"

মাসী বললে, "তোমার মতো ফতো বাবুর পকেটে অমন দশ-বারোটা

বল্‌দেঘাটার জমিদার বাবু পোরা থাকে। কিন্তু গাড়িতে ব'সে কেন?—এস, নেমে এস!"

পকেট থেকে দশখানা দশটাকার নোট বার ক'রে মাসীর হাতে দিয়ে প্রমথ বল্‌লে, "না মাসী, এবার আর এখানে থাকা চলবে না। তুমি এখনি একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাওয়াদার বাড়ি এক মাসের জন্তে ভাড়া ক'রে ফেল। আর একজন রাঁধুনী, একজন চাকর, একজন ঝি,—আর মোটামুটি সংসারের যা-যা জিনিস-পত্রের দরকার, ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

বিস্মিত হ'য়ে মাসী বল্‌লে, "কিন্তু এ সবের কি দরকার তা ত' বুঝ্‌তে পারছিনে। তেতালায় তোমার তিনখানা বড় বড় ঘর আছে, নিত্যি ঝাঁট সক্কো পড়ে, সারাদিন দোর-জানলা খোলা থাকে,—পাঁচ বছর ধ'রে তুমি ভাড়া দিয়ে রেখেছ। তবে আবার একটা আলাদা বাড়ির কি দরকার?"

প্রমথ বল্‌লে, "ও যেমন আছে থাক মাসী, এবার একটা আলাদা বাড়িই চাই।"

প্রমথর কথায় সন্ধ্যাকে একটু ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে মাসী সহসা বল্‌লে, "বুঝেছি এখন। বউমা? বিয়ে করেছ? তা খুবই সুখের কথা, কিন্তু আর এবার ছাড়ছিনে বাছা, এক জোড়া গরদের শাড়ি, আর গলার জন্তে এক ছড়া পবিত্তির হার আমার চাই-ই। মাদুলীটা সদা-সর্ব্বদা খুলে খুলে প'ড়ে যায়, একটা হার হ'লে সুবিধে হয়।"

প্রমথ বল্‌লে, "আচ্ছা মাসী, সে সবের জন্তে চিন্তা নেই, সে যা-হয় হবে অখন, উপস্থিত আমরা শঙ্কর পাণ্ডার বাড়ি চল্‌লাম, সেখানে গঙ্গা স্নান সেরে, বিশ্বেশ্বর দর্শন ক'রে প্রসাদ পাব। তারপর সমস্ত দিনটা বজারায় কাটিয়ে সন্ধ্যার সময়ে তোমার কাছে আসব। জিনিস-পত্রগুলো নামিয়ে রেখে দাও।"

"স্নানের পর কাপড় চোপড়?"

"সে একটা পুঁটলি বেঁধে নেওয়া হয়েছে।"

নিকটেই বিশুয়া ছিল, জিনিস-পত্র নাবিয়ে নিলে।

প্রমথ বল্‌লে, "যেমন বল্‌লাম সব যেন ঠিক থাকে মাসী।"

হাসিমুখে মাসী বল্‌লে, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্তি থেকো,—তোমার মানদা মাসীর হাতে আধখানা কাশী আছে।"

"আর কিছু টাকা দোবো ?"

মাসী বল্‌লে, "ওমা, সে কি কথা! লক্ষ্মীকে না বল্‌তে আছে কি? দেবে দাও।"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অস্ফুট কণ্ঠে প্রমথ বল্‌লে, "আর যাই বল, মাসীকে নাস্তিক বল্‌তে পারবে না।" তারপর আর পাঁচখানা নোট মানদা মাসীর হাতে দিয়ে গাড়ি চালাতে আদেশ দিলে।

মাসী যে একজন 'কাশীবাসিনী মাসী' এর বেশি পরিচয় দেবার বোধহয় প্রয়োজন নেই। প্রমথ তার একজন শাঁসাল যজমান। সৌখীন জীবন-যাপনের ব্যাপারে এই সব কাশীবাসিনী মাসীরা প্রমথর মত ধনী যুবকদের অভিভাবিকা।

একুশ

সন্ধ্যা আসন্ন। মানদার গৃহ থেকে একজন লোক সঙ্গে নিয়ে মাসী, সন্ধ্যার সহিত তার নব-নিযুক্ত গৃহে উপস্থিত হ'ল। গৃহটি ছোট, কিন্তু দ্বিতলে তিনটি শয়নকক্ষ এবং পূর্ব্বদিকে একটি সুপ্রশস্ত বারান্দা। পায়ের অন্য দিকে কল-পাইখানার ব্যবস্থা। বারান্দার এক প্রান্ত দিয়ে নীচু-ধাপের সিঁড়ি যা কাশীতে খুব সুলভ নয়, নিম্নে নেবে গিয়েছে।

মানদার কার্য্যতৎপরতার গুণে এই অল্প সময়ের মধ্যে ধোয়া মোছা, উপরের তিনটি ঘর ও বারান্দা চুণকাম করা থেকে আরম্ভ ক'রে ঘরে ঘরে আসবাব-পত্র সাজানো, ভাঁড়ার ঘরের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে। তার নিজ গৃহে প্রমথর তিনটি ঘরে আসবাব-পত্র নিতান্ত অল্প ছিল না, তার অধিকাংশই আনিয়ে নিয়েছে। বাকী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কতক সে নিজের থেকে উপস্থিত দিয়েছে, এবং কতক প্রমথর অর্থে ক্রয় করেছে।

গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে চতুর্দ্দিকে শৃঙ্খলা এবং পরিচ্ছন্নতা দেখে প্রমথর মন প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল। রান্নাঘরের সম্মুখে বারান্দায় ব'সে বিশুয়া নব-নিযুক্তা পরিচারিকা কামিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বিস্তারে মনোযোগী ছিল, প্রমথ ও সন্ধ্যাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে কামিনীকে বল্‌লে, "বাবু এসেছেন!"

উঠানে নেমে প্রমথ ও সন্ধ্যাকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে কামিনী প্রণাম করলে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে, "মা, চায়ের জল চড়িয়ে দোব কি?"

যে ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে এই মাতৃ-সম্বোধন উদ্ভূত, তা স্মরণ ক'রে সন্ধ্যা

স্নিটা ক্ষণকাল লজ্জায় মূক হ'য়ে রইল, কিন্তু সমস্ত দিনের নানা প্রকার প্রমথ এবং পরিশ্রমের পর গৃহে এসে দু-এক পেয়ালা চা, অন্ততঃ প্রমথর পক্ষে, ক্যাসিমুয়োজনীয় বস্তু যে, সে-বিষয়ে কোনো প্রকার আদেশ না দিয়ে নিরুত্তর মাসীর হাতেজ্জোটাও কিছু কম নয় মনে ক'রে মৃদুস্বরে বল্‌লে, "দাও।"

"আর ঝি বল্‌লে, "চায়ের সঙ্গে খাবারের কি ব্যবস্থা করব মা?"

মাসী।। চিন্তিত হ'ল। এ প্রশ্ন পূর্ব প্রশ্নের মত সরল নয়, এবং দু'-একটি শব্দ্যার সাহায্যে উত্তর দিয়ে একে শেষ করা শক্ত। প্রমথ দয়াপরবশ হ'য়ে সন্ধ্যাকে তার সঙ্কট থেকে উদ্ধার করলে। কামিনীকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে, "মাসী কোথায়?—মানদা মাসী?"

"দোতলায় আছেন বাবা।"

"তা হ'লে কিছু ভাবতে হবে না, তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন।" ব'লে সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "চল উষা, আমরা উপরে যাই।"

প্রমথ ও সন্ধ্যা দ্বিতলে উপনীত হ'লে মানদা দক্ষিণ প্রান্তের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উভয়কে দেখে সহাস্যমুখে বল্‌লে, "এলে? সারাদিন ঘুরে ঘুরে খুব কষ্ট হয়েছে?"

প্রমথ বল্‌লে, "কষ্ট কি মাসী? খুব আনন্দেই দিনটা কেটেছে।"

স্মিতমুখে মাসী বল্‌লে, "তোমার ত' আনন্দে কাটবেই বাবা, অমন লক্ষ্মী-পিরতিমের মতো বউ পাশে থাক্‌লে কষ্টকে কষ্ট ব'লে মনে হয় কি?"

প্রমথ বল্‌লে, "লক্ষ্মী-পিরতিমের মতো কি মাসী? কাশীতে কি ওকথা বল্‌তে আছে?"

বিস্মিত-স্মিত মুখে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মানদা বল্‌লে, "কেন? —কি বল্‌তে হয়?"

"বল্‌তে হয় অন্নপূর্ণোর মতো।"

মানদা বল্‌লে, "সে কথা সত্যি! পিছন দিকে একটা চাল-চিত্তির রেখে

লে তা-ই ব'লেই মনে হয়! এ জিনিস তুমি কোথা থেকে খুঁজে বার রলে বাবা?"

প্রমথ বল্‌লে, "সেকথা তোমাকে আর একদিন নিশ্চিন্ত হ'য়ে বল্‌ব মাসী, এখন তাড়াতাড়ি চা-টার একটু ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

মানদা বল্‌লে, "কামিনীকে বলা আছে, তোমরা এলেই সে চায়ের জল চড়িয়ে দেবে। তোমরা এই তিনটে ঘর দেখ্‌তে দেখ্‌তেই সব এসে পড়বে এখন। ততক্ষণ এস, এই ঘরটা থেকেই আরম্ভ করি। এইটে তোমাদের শোবার ঘর।" ব'লে মানদা দক্ষিণ দিকের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

প্রমথ মানদার পিছনে পিছনে প্রবেশ করলে, সন্ধ্যা কিন্তু বারান্দার রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

মানদা দেখ্‌তে পে'য়ে দ্বারের কাছে এসে বল্‌লে, "একা ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন বউমা? ভেতরে এস। এ ত' তোমার ঘর তোমার সংসার, নিজে দেখে শুনে নাও।"

অগত্যা সন্ধ্যা ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে।

ঘরটি প্রশস্ত, কিন্তু ঘরের মধ্যে মাত্র তিনটি আসবাব,—একটি পালঙ্ক, ছোট একটি কাঠের আলনা এবং ঘরের এক কোণে একটি ড্রেসিং টেব্‌ল,—অর্থাৎ কেবলমাত্র নিশা-যাপনের জন্য যা একান্ত প্রয়োজনীয়, তা-ই। সুবৃহৎ পালঙ্কে দুগ্ধশুভ্র শয্যা; তদুপরি দুইটি মাথার এবং তিনটি পাশের বালিশ পাশাপাশি রাখা। শয্যা রচনা তখনো শেষ হয়নি, একজন পশ্চিমা ভৃত্য আস্তরণের বিলম্বিত অংশ গদীর তলায় মুড়ে দিচ্ছিল।

মানদা বল্‌লে, "এ-ই তোমাদের চাকর থাক্‌বে। বিরিঞ্চি, আমার জানা লোক, বিশ্বেসী,—তবে একটু বোকা।"

বিরিঞ্চি বাঙলা ভাল বল্‌তে পারে না, কিন্তু বুঝ্‌তে পারে অনেক তাই এ দোষারোপ সে একেবারে অপ্রতিবাদে পরিপাক করলে না,

তালুর সংযোগে একটা মতভেদসূচক শব্দ নির্গত ক'রে বল্লে, "নেই, নেই, মায়জী! চালাক্ ভী আছে।"

মানদা হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠল,—"চালাক্ ভী আছে, না তোর মাথা আছে! পই পই ক'রে ব'লে দিলাম যে, নীল ফুলওয়ালা ওয়াড়ের বালিসটা ডানদিকে দিবি, আর লালফুলেরটা বাঁ দিকে; তা না, ভেবে চিন্তে ঠিক উল্টোটি ক'রে রেখেছে! একটু নড়েচি কি অমনি ভুল!"

ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে ক্ষণকাল বালিস দুটির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে ক্ষিপ্রগতিতে বিরিঞ্চি পালঙ্কের পাদদেশে এসে দক্ষিণ ও বাম হস্ত সম্মুখে প্রসারিত ক'রে যা বল্লে তা শুনে মানদা হেসে লুটিয়ে পড়ল।

বিরিঞ্চির কৈফিয়তের মর্ম্ম কিছুমাত্র বুঝতে না পেরেও মানদার হাসির দাপট দেখে প্রমথ হেসে ফেলে বল্লে, "কি বলে ও মাসী?"

তেমনি হাসতে হাসতে মানদা বল্লে, "বলে, পাছতলায় দাঁড়িয়ে দুই হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে নীলফুলওয়ালা বালিস ডানদিকে পড়বে আর লালফুলওয়ালা পড়বে বাঁ দিকে! ডান-বাঁয়ের কি টন্‌টনে জ্ঞান দেখ দেখি বাছা!"

শুনে প্রমথ হাসতে লাগ্‌ল; বল্লে, "সে যাই বল মাসী, বিরিঞ্চি আজ তোমাকে হারিয়েছে!"

"হারিয়েছে ব'লে হারিয়েছে, বিষম হারিয়েছে!" ব'লে মানদা নিজে বালিস দুটো উল্টে দিয়ে বিরিঞ্চিকে বল্লে, "খুব হয়েছে! এখন যা, নীচে গিয়ে তুই আর কামিনী দু'জনে মিলে চা আর খাবার নিয়ে আয়,—ঠাকুরের কাছে খাবার ঠিক করা আছে।" তারপর প্রমথকে সম্বোধন ক'রে বল্লে, "এ খাটটা চিন্‌তে পারছ ত বাবা? এ তোমারই নিজের ও বাড়ি থেকে আনিয়েছি। খুব চওড়া, দু'জনের শুতে একটুও কষ্ট হবে

একটু অপ্রসন্ন সুরে প্রমথ বললে, "এ-সব হাঙ্গামা আজই করবার দরকার ছিল কি মাসী, পরে হ'লেই ত' হোত।"

সবিস্ময়ে মানদা বললে, "শোন কথা! নিজের এমন পালং থাকতে ভুঁয়ে শুতে হবে না কি? চাবি দিয়ে খাটখানা খুলে কুলীরা এখানে এনে খাটিয়ে দিয়েছে—হাঙ্গামা ত' এই!" তারপর হঠাৎ বিরিঞ্চির কথা মনে প'ড়ে গিয়ে আবার হাসতে লাগল; বললে, "বিরিঞ্চিটা আজ কিন্তু ভারি হাসিয়েছে! ডান-বাঁয়ের মর্ম্ম খুব বুঝেছিল যা হোক!"

এ কথার উত্তরে কোনো কথা না ব'লে চকিতে একবার সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বললে, "চল মাসী, এবার ও ঘরটা দেখিগে।"

বিরিঞ্চিকে নিয়ে যখন হাস্যকৌতুকের একটা অভিনয় চলছিল তখন তারই মধ্যে এক সময়ে সন্ধ্যা নিঃশব্দে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একই পালঙ্কের উপর পাশাপাশি দুটো মাথার বালিস দেখে আতঙ্কে তার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল! তবে আর বাকি কী রইল! মাকড়সা যখন এক পাকে জড়িয়েছে, তখন দেখতে দেখতে শত পাক সম্পূর্ণ হ'য়ে যাবে। আজ আর রেলগাড়ির কক্ষে রাত্রি যাপন নয়,—আজ সে প্রমথর অচল অনড় গৃহ-কারাগারে বন্দিনী। আজ রাত্রে যথার্থ পদ-মর্য্যাদায় তার অভিষেক হ'য়ে যাবে! হায় ভগবান, কপালে এতও ছিল! নিজের অবনত অসহায় অবস্থা উপলব্ধি ক'রে সন্ধ্যার দুই চক্ষু কেটে অশ্রু ঝ'রে পড়ল।

"উষা!"

তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে ফেলে সন্ধ্যা ফিরে চাইলে।

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রমথ বললে, "এবার ও ঘরটা দেখিগে চল।" তারপর নিকটে এসে তার কানের অতি-নিকটে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বললে, "ও-সব দেখে ভয় পেয়ো না,—নিশ্চিন্ত থাক।"

ঘরের ভিতর দিয়ে দিয়ে তিনটে ঘরেই যাওয়া যায়। দ্বিতীয়

অভিজ্ঞান

প্রবেশ করতেই মানদা বল্‌লে, "এইটে তোমাদের বসবার ও কাজকর্ম্ম করবার ঘর।"

কক্ষের মধ্যস্থলে একটা টেবিল, তার চার দিকে চারটে চেয়ার, ঘরের এক পাশে দুটো ইজি-চেয়ার এবং অপর দিকে একটা প্রশস্ত সোফা।

তৃতীয় ঘরে সুটকেস্‌, বাক্স ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সজ্জিত এবং নিত্য ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদির জন্য দুটো কাঠের আল্‌না।

সব দেখে শুনে প্রসন্নমুখে প্রমথ বল্‌লে, "না মাসী, তোমার বাড়িটিও পছন্দসই,—আর ব্যবস্থাপত্র যা করেছ তার মধ্যেও ত্রুটি ধরবার কিছু নেই।"

প্রমথর প্রশংসা শুনে মানদা আনন্দিত হ'ল; বল্‌লে, "পরিশ্রমের মর্য্যাদা তুমি বোঝো বাবা, তাই তোমার কাজে পরিশ্রম ক'রে সুখ আছে।" তারপর বারান্দার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "ওই তোমাদের চা-টা বোধ হয় নিয়ে এল,—কলের ঘরে গিয়ে চট্ ক'রে হাত মুখ ধুয়ে এস।" ব'লে মানদা চায়ের ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতে তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

চা পান শেষ হ'লে প্রমথ মানদাকে বল্‌লে, "মাসী, অনেক পরিশ্রম তুমি করেছ, এবার বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর।"

মানদা বল্‌লে, "মনে করছিলাম তোমাদের খাইয়ে-দাইয়ে তারপর যাব।"

মাথা নেড়ে প্রমথ বল্‌লে, "না, না, মাসী, তার এখনো অনেক দেরি আছে। আমার কথা শোনো, বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম করো। কাল সকালে একবার না-হয় এসে বাকি যা করবার আছে শেষ ক'রে যেয়ো।"

মানদা প্রমথর ধাতও জান্‌ত, সুরও চিন্‌ত; বুঝ্‌তে বিলম্ব হ'ল না যে, অনুরোধের আকারে হ'লেও বস্তুতঃ এ আদেশ; বল্‌লে, "ওমা, কাল সকালে [illegible]পূব বই কি। কিন্তু বাবা, তোমার টাকার হি[illegible]বটা?"

[illegible] ও করেছ?"

[illegible] এখনো ত সব জিনিসের দাম দেওয়া হয় [illegible] হয় নি।"

প্রমথ বললে, "যদি বেশি খরচ হ'য়েছে ব'লে মনে হয় তা হ'লে হি... ...লিস। ...চাল বাকিটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়ো,—আর তা যদি না হয়, ...'লে কেন আর মিছে কষ্ট ক'রে হিসেব করতে যাবে?"

"আচ্ছা, সে যা হয় কাল হবে।" ব'লে মানদা প্রস্থান করলে, কিন্তু সিঁড়ির কাছ থেকে পুনরায় ফিরে এসে প্রমথর কানে কানে মৃদুস্বরে একটা কথা বললে।

শুনে প্রমথ একটু উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠ্ল, "এ তুমি কেন করেছ দাসী?—ও জিনিস কিনতে ত' আমি তোমাকে বলি নি। ও তুমি এখনি এখান থেকে নিয়ে যাও।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে মানদা বললে "অনেক পরিশ্রম হয়েছে, হঠাৎ যদি দরকার হয়—"

"তখন তোমার কাছ থেকে চেয়ে পাঠাব।"

"তা হ'লে আমার কাছেই ও-টা রেখে দোবো?"

প্রমথ বললে, "তা রাখ্তে পার; আর যদি তার চেয়েও ভালো ব্যবস্থা করতে চাও তা হ'লে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ ক'রে বিশ্বনাথকে দান কোরো।"

কপালে যুক্ত কর স্পর্শ ক'রে মানদা মৃদুস্বরে বললে, "বিশ্বনাথ!" তারপর তৃতীয় কক্ষে গিয়ে গা-আলমারী খুলে একটা বোতল বার ক'রে বস্ত্রাঞ্চলে ঢেকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেল।

নিকটেই কোনো গৃহে ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। পাঠের মাঝে মাঝে যে গান হচ্ছিল তার অস্পষ্ট ধ্বনি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, গায়ক একজন উচ্চশ্রেণীর গুণী। মানদা প্রস্থান করলে সঙ্গীতের দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে উত্তর প্রান্তের কক্ষের জানালার ধারে উপস্থিত হ'ল। সেখান থেকে গান একটু স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

মিনিট দশেক পরে প্রমথ সেখানে এসে দাঁড়াল। তখন অন্য একটা আরম্ভ হয়েছে। প্রমথ বললে, "বেশ গাচ্ছে, না উষা?"

ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "চমৎকার গাচ্ছে।"

প্রমথ বল্‌লে, "সবিতা-বউদিদির মুখে শুনেছি তুমিও চমৎকার গাও। কাল তোমার গান-বাজনার সমস্ত যন্ত্রপাতি কিনে দোব, তারপর তোমার গান শোনা যাবে। কিন্তু সমস্ত দিন ঘোরা-ফেরা ক'রে তুমি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ উষা, তোমার ঘরে গিয়ে বিছানায় গা-টা একটু এলিয়ে দাও, সেখান থেকেও গান শুনতে পাবে।"

পরিশ্রান্ত সে সত্যই হয়েছিল,—শুধু দেহে নয়, মনেও। সমস্ত দিনটা নানাবিধ কার্য্যকলাপের মধ্যে প্রমথর একান্ত সান্নিধ্যে অতিবাহিত ক'রে একটা কোনো নির্জ্জন কক্ষের শয্যার উপর লুটিয়ে পড়বার জন্য সমস্ত দেহটা অবসন্ন হ'য়ে এসেছিল। এরূপ অবস্থায় প্রমথর প্রস্তাব লোভনীয়,—কিন্তু মানদার লালফুল নীলফুল বালিসের ব্যবস্থার কথা স্মরণ ক'রে মন উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠ্‌ল! দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, "কোন্‌ ঘরটা আমার?"

"কেন, মানদা মাসী প্রথম যে-ঘরটা দেখালে, সেইটে। দক্ষিণের ঘরটা।"

সঙ্কুচিত হ'য়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সে ঘরে ত' আপনার বিছানা হয়েচে—আপনি শোবেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "তুমি শুধু বয়সেই ছেলেমানুষ নও উষা, বুদ্ধিতেও তাই। স্বয়ং পুলিস-কমিশনার যখন তোমার সহায় তখন কনষ্টেবলের কাজ দেখে ভয় পাও কেন? তা ছাড়া, মানদা মাসীর দোষ কোথায় বল? যে ভুল ধারণা ওঁর মনের মধ্যে রয়েছে তা'তে ও-ভাবে বিছানা করা বিশেষ ভুল হয়েছিল কি? কিন্তু এখন দেখ্‌বে এস ত।" ব'লে প্রমথ দক্ষিণদিকের ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল

প্রমথর পিছনে পিছনে এসে সন্ধ্যা দেখ্‌লে পালঙ্কের উপর শয্যায় শুধু সেই

নীলফুল মাথার বালিস, এবং তিনটের পরিবর্তে দুটো পাশ-বালিস। সকৌতূহলে সে জিজ্ঞাসা করলে, "এখানে কে শোবে ?"

"তুমি।"

"আর আপনি ?"

"দেখ্‌বে এস।"

প্রমথর পিছনে পিছনে পাশের ঘরে গিয়ে সন্ধ্যা দেখ্‌লে সোফার উপর সেই নীলফুলের বালিস। সবিস্ময়ে বল্‌লে, "আপনি এই সোফায় শুয়ে রাত কাটাবেন ?"

স্মিতমুখে প্রমথ বল্‌লে, "কাটাব।"

এক মুহূর্ত নির্ব্বাক থেকে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, তা কিছুতেই হবে না ; আমি এঘরে শোব, আপনি ওঘরে খাটে শোবেন।"

তেমনি স্মিতমুখে প্রমথ বল্‌লে, "তুমি আমার মান্য অতিথি উষা। মনে মনে আশা রাখি, শেষ পর্য্যন্ত তোমার কাছ থেকে আতিথেয়তার একটা ভাল-রকম সার্টিফিকেট্ আদায় করব। তুমি কি তার অন্তরায় হ'তে চাও ? এ বাড়ি যদি তোমার বাড়ি হোত তাহ'লে আমাকে এঘরে শুইয়ে তুমি ওঘরে শুতে পারতে ? কখনই পারতে না। তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। এদিক থেকে লাগাবার জন্যে দরজায় ছিট্‌কিনি কিম্বা হুড়্‌কো নেই, কিন্তু ওঘর থেকে হুড়্‌কো লাগিয়ে দেওয়া যায়। আমার ঘরে হঠাৎ ভুল ক'রেও কেউ এসে পড়তে পারে না, মনের মধ্যে এ নিশ্চয়তা থাকা ভারি আরামের জিনিষ—বিশেষতঃ তোমাদের—মেয়েদের পক্ষে। কাল তোমার সঙ্গে অনেক দরকারি কথা আছে, আজ কিন্তু আর একটিও নয়। যাও, শুয়ে পড়। রাত্রে খাবার ভয়ের হ'লে আমি তোমাকে ডাক্‌ব অখন।"

একবার প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ওঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলে। একটু অপেক্ষা ক'রে প্রমথ দেখ্‌লে হুড়্‌কো লাগা

শব্দ হ'ল না,—দরজা একটু ঠেলে দেখ্‌লে নিকটেই সন্ধ ।। স্তব্ধ হ'য়েড়িয়ে আছে। বস্‌লে, "হুড়্‌কো লাগালে না?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "রাত্রে শোবার সময়ে লাগাব অখন।"

"তখন লাগিয়ো, এখনো লাগাও।" ব'লে প্রমথ দরজার পাল্লা দুটো টেনে দিলে।

ভিতরে খট্ ক'রে একটা শব্দ হোল। তখন পকেট থেকে সিগারকেস্ বার ক'রে একটা সিগার ধরিয়ে প্রমথ সোফায় গিয়ে ব'সে নিঃশব্দে টান দিতে লাগ্‌ল।

স্থান

পাশে ঠেলে দিলে। সমস্ত

ধারণ ক'রে মলিন

বাইশ

প্রত্যূষে যখন প্রমথর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। মুখ হাত পা ধুয়ে এসে একটা চুরুট্ ধরিয়ে সে সোফায় বস্‌ল। চেয়ে দেখে মনে হ'ল সন্ধ্যার ঘরের দ্বার রুদ্ধই রয়েছে। মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, প্রথম রাত্রিটা যে ভালয় ভালয় কেটে গেল, বাঁচা গেল।

নিজের মানসিক শক্তির দৃঢ়তার প্রতি আস্থার অভাব না থাকলেও এ কথাও তার অবিদিত ছিল না যে, সাধু-সঙ্কল্পের দণ্ডাঘাতে বিতাড়িত হ'য়ে বাসনা-কামনার যে হাঙ্গর-কুমীরগুলো চিত্তের সুগভীর প্রদেশে নিঃশব্দে সঞ্চরণ করছিল তাদের শক্তিও কম প্রবল নয়, এবং সুযোগ লাভ করলে যে-কোনো মুহূর্ত্তে তারা উপরে ভেসে উঠে অনর্থ ঘটাতে পারে। রাত্রির নির্জ্জনতা তেমনিই একটা সুযোগ। সুতরাং প্রথম রাত্রির বিষয়ে তার মনের মধ্যে সামান্য একটু উৎকণ্ঠা ছিল। সেই আশঙ্কার লগ্ন নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হ'য়ে আত্ম-জয়ের প্রসন্নতায় মনে মনে সে নিজের পিঠ ঠুকে দিয়ে বল্‌লে, "সাবাশ প্রমথ!"

কিন্তু এই সাবাশি সে কেমন ক'রে কোন্ শক্তির বলে অর্জ্জন করলে তা ভেবে তার মন বিস্ময়ে এবং কৌতূহলে আচ্ছন্ন হ'য়ে এল। তার চিত্তের অবচেতন মহলে যে আভিজাত্য এবং সুনীতিবোধ সুষুপ্ত ছিল তা-ই সহসা জাগ্রত হ'য়ে উঠল,—না, অস্পর্শনীয় সন্ধ্যার অপরিমেয় চরিত্র-প্রভাব তার মনের সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিলে, তা সে কিছুতেই ভেবে পেলে না। মনে মনে বল্‌লে, দূর হোক্‌গে ছাই, যেমন ক'রেই হোক্ এ যা হয়েছে খুবই ভাল হয়েছে। পাপ ত অনেকই করা গেছে, কিন্তু তাই ব'লে রক্ষক হবার ছল ক'রে হওয়া,—এত বড় পাপ কিছুতেই করা হবে না। কিন্তু মাত্র বৎসর পূর্ব্বে কাঞ্চনপুরের বিনোদিনীর সম্পর্কে আশ্রিতকে রক্ষা করবার এ..নী

শব্দ হ'ল না,—দরজা এক' তা একেবারেই মনে পড়ল না। অথচ সেই বিনোদিনী আছে। বসন্ত...এই মাসহারায় জীবন যাপন করছে। মনে মনে মাথা নেড়ে ...র সে বল্‌তে লাগ্‌ল, ক্ষেপেছ? কখনই না, কিছুতেই না! রক্ষক হ'য়ে ভক্ষক হওয়া, সে কিছুতেই হবে না। তার চেয়ে এবার একবার ভক্ষক হ'য়ে রক্ষক হওয়ার আস্বাদটা উপভোগ ক'রে দেখ যাক্।

খুট্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। প্রমথ চেয়ে দেখ্‌লে পাশের ঘরের দরজা খুলে সন্ধ্যা পাল্লা দুটোর ছিট্‌কানি লাগাচ্ছে।

"এস উষা।"

সন্ধ্যা প্রমথর ঘরে প্রবেশ করলে। একটা চেয়ারে নির্দেশ ক'রে প্রমথ বল্‌লে, "বোসো।" সন্ধ্যা উপবেশন করলে জিজ্ঞাসা করলে, "কাল রাত্রে ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি ত?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "না।" তারপর প্রমথর মুখের প্রতি দৃষ্টি উত্তোলিত ক'রে বল্‌লে, "আপনার নিশ্চয়ই হয়েছিল?"

"অনুমান করছ? না, দোর খুলে ঘরে এসে দেখে গিয়েছিলে?"

ঈষৎ আরক্তমুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, অনুমানই করছি।"

প্রমথ বল্‌লে, "অনুমান ভুল হচ্ছে। আমার ঘুম এত ব্যাঘাতশূন্য হয়েছিল যে, মনে মনে যে সঙ্কল্প ক'রে রেখেছিলাম রাত্রে এক আধবার বারান্দায় বেরিয়ে তোমার ঘরের সামনে পাহারা দিয়ে আস্‌ব, তা একবারও পেরে উঠিনি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার ঘরের বারান্দার দিকের দরজা খুলে দিয়েছ কি?"

কি মনে ক'রে ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "দিয়েছি।"

"দিয়েছ, ভালই করেছ। কিন্তু তুমি তা হ'লে আধ মিনিট বোসো উষা, ...মি চট্ ক'রে সেই ফাঁকে একটা কাজ সেরে নিই।" ব'লে তার মাথার ...শটা নিয়ে সন্ধ্যার ঘরে গিয়ে সন্ধ্যার ও তার মাথার বালিশ-দুটো পাশ ...ব

পাণি স্থাপন ক'রে পাশ-বালিশটা শয্যার এক পাশে ঠেলে দিলে। সমস্ত পালঙ্কটা যৌথ নিশা-যাপনের একটা কপট পরিচয় বক্ষে ধারণ ক'রে মলিন হ'য়ে উঠ্‌ল।

প্রমথর পিছনে পিছনে সন্ধ্যা দরজার নিকট এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রমথ তার দিকে ফিরতেই সে বল্‌লে, "এ কিন্তু আমার ভাল লাগে না প্রমথ দাদা।"

"কি ভাল লাগে না?"

"এই এ-রকম ছল চাতুরী।"

প্রমথ এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে ঈষৎ গভীর স্বরে বল্‌লে, "কিন্তু এ ত' একমাত্র তোমার জন্তেই করছি উষা! নইলে আমারই কি এই বিনা শাঁসের খোসা চিবুতে ভাল লাগে? সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক যদি একেবারে বিচ্ছিন্ন করতে পার, একটু মাত্র মোহও যদি মনের মধ্যে লেগে থাকে, তা হ'লে ছোট-বড় আচরণের আশ্রয় নিতেই হবে। এই যে তুমি এখন থেকে প্রমথদাদা ব'লে ডাকতে আরম্ভ করলে, এও ত' তাই-ই। নইলে তোমার দাদা কোন হিসেবে বল? তা ছাড়া, এর দ্বারা শেষ পর্য্য কল্‌বে। কাশীর তৃতীয়-ব্যক্তি-হীন বাড়িতে আমাকে দাদা ব'লে করলে সকলেই মনে মনে তোমাকে যা ব'লে স্থির ক'রে নেবে আসলে ত' সে ঘৃণিত বস্তু নও, তাই তার মিথ্যা কলঙ্ক থেকে আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই। চল, ওঘরে গিয়ে বসা যাক্।"

সোফায় উপবেশন ক'রে একটা চুরুট্ ধরিয়ে প্রমথ বল্‌লে, "এ অবস্থায় একমাত্র যে পরিচয়ে তোমার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে, লোকে সহজ ভাবে সেই পরিচয়টাই ধ'রে নিচ্ছে। বিলাশপুর ষ্টেশনের সেই স্ত্রীলোকটির ক না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু অত-বড় ধূর্ত্ত মেয়েমানুষ মানদা মাসীর কথা সে তোমাকে আমার স্ত্রী ব'লে মনে করলে; শঙ্কর পাণ্ডা তোমার মুখের কি দেখ্‌তে পেলে জানিনে, কিন্তু জিজ্ঞাসা না ক'রেই একেবারে

বার লস দুটো, রের এমন াত্রে তুমি : আমরা ামার

গোত্র ধ'রে তোমার সঙ্কল্প করিয়ে দিলে। স্ত্রীলোক সঙ্গে ক'রে তার কাছে যাওয়া এই আমার প্রথম নয়, কিন্তু এ রকম সে কোন বারই ত' করে নি। সকলেই তোমাকে বিবাহিত স্ত্রীর মর্য্যাদা দিচ্ছে উষা, আমি কেমন ক'রে তোমাকে সেখান থেকে নামিয়ে আনি? আমার না হ'লেও, তুমি একজনের বিবাহিত স্ত্রী ত' নিশ্চয়ই—রক্ষিতা তুমি কারোই নও। কিন্তু এ তুমি নিশ্চয় জেনো, তুমি যদি আমাকে প্রমথদাদা ব'লে ডাকতে আরম্ভ কর তা হ'লে কেউ তোমাকে তা ছাড়া আর কিছু মনে করবে না। এখন যারা তোমাকে অন্তরে বাইরে শ্রদ্ধা করছে সম্মান করছে, সেই দাস-দাসী বামুন-চাকর থেকে আরম্ভ ক'রে মানদা মাসী শঙ্কর পাণ্ডা পর্য্যন্ত সকলেই তখন মনে মনে তোমাকে করুণা করবে, হয়ত একটু ঘৃণাও করবে। তুমি আমার জীবনে কোনো অতিথি উষা, তোমার এ অকারণ অমর্য্যাদা আমি কিছুতেই সহ্য করতে সন্ধ্যা. তা যদি পারতাম তাহ'লে কাল সমস্ত দিন নৌকোয় না কাটিয়ে বললে, "নিয়ে সোজাসুজি মানদা মাসীর বাড়িতেই উঠ্‌তাম, এত হাঙ্গামার [illegible]তাম না।"

প্রথর কথার ভিতর কোন্ এক মুহূর্ত্তে অতর্কিতে সন্ধ্যার চোখের কোণে সঞ্চিত হয়েছিল, হঠাৎ ঝর্‌ঝর্ ক'রে ঝ'রে পড়ল। বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে চক্ষু মুছে দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে সে বল্‌লে, "সত্যি! কি বিব্রতই না আপনাকে ক'রেছি!"

সন্ধ্যার কথা শুনে এক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক থেকে প্রমথ বল্‌লে, "না, এ সত্যি নয়। কিন্তু সত্যি যা, তা যদি সহজে বিশ্বাসযোগ্য না হয় তাহ'লে সে কথা কাউকে বল্‌তে নেই, মনে মনে রাখ্‌তে হয়—এ হচ্ছে শাস্ত্রের উপদেশ। কিন্তু তুমি কাঁদলে কেন উষা? আমি ত' তোমার মনে কষ্ট দেবার জন্যে কোনো [illegible]া বলিনি। তবে তোমার এ দুঃখ কিসের?"

[illegible] একটু ইতস্ততঃ ক'রে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আপনার আশ্রয়ে আমার [illegible] যথার্থ পরিচয়ে বাস করবার সুবিধে হ'ল না—এই আমার দুঃখ।"

[illegible]বে

ঈষৎ মাথা নেড়ে প্রমথ বল্‌লে, "বুঝেচি। আমার নিজের দিক থেকে তাতে বিশেষ কিছু আপত্তি নেই উষা, কারণ সমাজকে আমি বহুদিন থেকেই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আস্‌ছি, কিন্তু তোমার যথার্থ পরিচয়ে এ বাড়িতে বাস করা তোমার পক্ষে সুবিধের হবে কি-না সেইটেই হচ্ছে কথা। আমার মনে হয় এই কথাটা স্থির করবার জন্যে আগে একটা পরীক্ষা হ'য়ে যাওয়া ভাল।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কি পরীক্ষা ?"

প্রমথ বল্‌লে, "মাথার বালিস নিয়ে উপস্থিত যখন কথাটা উঠেছে তখন সেইটে দিয়েই পরীক্ষা হোক। আমার মুখ ধোয়া-টোয়া হ'য়ে গেছে, মিনিট কুড়ি-পঁচিশ মর্ণিং-ওয়াক্ ক'রে আসি। তুমি ততক্ষণে মুখ-হাত-পা ধুয়ে চা খাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে নাও, আর তার আগে আমাদের মাথার বালিস দুটো প্রয়োজন বোধ করলে বিছানার অন্যান্য জিনিসও, এ দুটো ঘরের এমন যায়গায় এমন ভাবে রেখে দাও যা দেখ্‌লে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রাত্রে তুমি আর আমি পৃথক ঘরে পৃথক শয্যায় শুয়েছিলাম, সুতরাং খুব সম্ভবতঃ আমরা স্বামী-স্ত্রী নই। তারপর সুবিধা মত একদিন মানদা মাসীর কাছে তোমার জীবন-বৃত্তান্ত খুলে বোলো। তা হ'লেই সমস্ত জিনিসটা একেবারে স্পষ্ট হ'য়ে যাবে। কেমন ?"

সন্ধ্যা শুধু একবার প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, কিছু বল্‌লে না।

পাশের ঘরে গিয়ে ছড়ি নিয়ে ফিরে এসে প্রমথ বল্‌লে, "উষা, তয়েরী থেকো, বেড়িয়ে এসে একসঙ্গে চা খাব।" ব'লে আর একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রমথ যখন ফিরে এল তখন সন্ধ্যা বাথ্‌রুমে। কৌতূহলের বশবর্ত্তী সন্ধ্যার ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে শয্যার অবস্থা সে যেমন ক'রে রেখেছিল ঠিক আছে, সন্ধ্যা স্পর্শ পর্য্যন্ত করেনি। মনে মনে একটু হাস্য ক'রে নিয়ে

এসে বসল। রাস্তা থেকে একটা খবরের কাগজ কিনে এনেছিল তাতেই মনোনিবেশ করলে।

মিনিট পাঁচেক পরে বাথ্‌রুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে সন্ধ্যা প্রমথর ঘরে উঁকি মেরে দেখ্‌লে প্রমথ ফিরে এসেছে। ঘরের ভিতরে প্রবেশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার চা আর খাবার আন্‌তে বল্‌ব ?"

প্রমথ বল্‌লে, "বল। কিন্তু শুধু আমার নয়, তোমারও।"

"আচ্ছা।" ব'লে সন্ধ্যা বেরিয়ে গেল।

কিন্তু চায়ের জন্য সন্ধ্যার বিশেষ কিছুই ব্যবস্থা করতে হ'ল না, শুন্‌তে পাওয়া গেল নীচে মানদা বিষম তর্জ্জন করছে, "আটটা বাজতে চল্‌ল, এখনো চা আর খাবার তৈরী হ'ল না! তবু না যদি কাল সমস্ত ব'লে ক'য়ে দেখিয়ে শুনিয়ে যেতুম! বিরিঞ্চি, শীগ্‌গির ওপরের বারান্দায় টেবিল চেয়ার পেতে আয়!"

উপরে এসে সন্ধ্যার ঘরে প্রবেশ ক'রে মানদা চিৎকার করে উঠ্‌ল—"দেখেচ! কাণ্ড দেখেচ! বাসি বিছানা তেমনি প'ড়ে আছে, এখন পর্য্যন্ত হাত পড়েনি! আর দুটো দিন দেখ্‌ব, তারপর ঝেঁটিয়ে সব বিদেয় ক'রে একেবারে নতুন সেট্ আন্‌ব। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব!"

প্রমথর ঘরে মানদা প্রবেশ করতে প্রমথ বল্‌লে, "কি মাসি, সক্কাল বেলা এসে একেবারে রণ-মূর্ত্তি ধরলে কেন ?"

মৃদু হেসে চাপা গলায় মানদা বল্‌লে, "রণমূর্ত্তি কি সাধে ধরেচি দু-তিনদিন এমনি ক'রে তম্বি করলে সবগুলো সায়েস্তা হ'য়ে যাবে।" তারপর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করে' বল্‌লে, "কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ত' বউমা ?"

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না।"

"[illegible] রাত্রে বেশ ঘুম হয়েছিল ?"

বে[illegible]

কামিনী চা আর খাবার নিয়ে আস্‌ছিল, দেখ্‌তে পেয়ে মানদা বল্‌লে, “চা দিয়েছে, যাও তোমরা খেতে যাও।”

চা খেতে খেতে প্রমথ বল্‌লে; “তোমার পরীক্ষার কি হ’ল উষা? পরীক্ষায় একেবারে হাজিরই হ’লে না? পরীক্ষাটা একটু গোলমেলে ঠেক্‌ল না-কি?”

এতগুলো প্রশ্নের কোনোটারই উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, ‘আমরা এখানে কতদিন থাক্‌ব?”

“যতদিন তোমার ইচ্ছে।”

“কল্‌কাতায় কবে যাব?”

“যে দিন তুমি বল্‌বে।”

“লক্ষ্ণৌ যাবেন না?”

“বল ত যাই। সেখানে ত’ আমার নিজের বাড়িই রয়েছে। কিন্তু কাশী কি তোমার ভাল লাগ্‌ছে না উষা?”

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বল্‌লে, “না, খারাপও লাগ্‌ছে না।”

প্রমথ বল্‌লে, “তবে কাশীতেই দিন কতক থাকা যাক। থাক্‌তে থাক্‌তে দেখ্‌বে কাশী নিতান্ত মন্দ জায়গা নয়। কিন্তু তোমার মন সহজ ক’রে নাও উষা, নইলে কোনো জায়গাই ভাল লাগ্‌বে না। নিজের যথার্থ পরিচয়ে এ বাড়িতে বাস করতেই যদি তোমার ভাল লাগে তাহ’লে তাই না হয় আরম্ভ কর। আজ থেকে রাত্রে তোমার ঘরের মেজেয় কামিনী যাতে শোয় সে ব্যবস্থা ক’রে দোব। কেমন, তা হ’লেই হবে ত?”

মুহূর্ত্তের জন্য প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক’রে সন্ধ্যা বল্‌লে, “না কামিনীর শোবার দরকার নেই, আমি একাই শোব।”

হর্ষোৎফুল্লমুখে প্রমথ বল্‌লে, “এই ত বীরত্বব্যঞ্জক কথা! না হয় কিছুদিনের জন্যে আমাকে পাতানো স্বামীত্বে বরণ করই না উষা? বিপদে পড়্‌লে শত্রুকে সেলাম করতে হয়, তোমার ত’ এ বিপদের কথাই নেই। এমন ত’ কত

দাদা, কাকা, মেসো, পিসে পাতাচ্ছে ; তেমন প্রয়োজন হ'লে স্বামী পাতানো-তেই বা দোষ কি ? বিয়ের আগে ত' খেলাঘরে কত মেয়ে সে সম্পর্কও পাতায়। তোমারও এ খেলাঘরই। তারপর সৌভাগ্যক্রমে যেদিন আসল স্বামী তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আস্‌বে সেদিন খেলাঘরের এ পাতানো স্বামীকে ফেলে গেলেই হবে ?" ব'লে প্রমথ হো হো ক'রে হাসতে লাগ্‌ল।

পাতানো স্বামীত্বের এই বিচিত্র তত্ত্ব শুনে সন্ধ্যার হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌ল। মনে হ'ল এই যেন তার ভবিষ্য জীবনের আভাস। প্রমথর ঘর তার খেলাঘর, এবং সেই খেলাঘরের ভিতরে প্রমথ তার পাতানো স্বামী,—এই নিয়েই বাকি জীবনটা মিথ্যার অভিনয় ক'রে কাটাতে হবে। তারপর একদিন সৌভাগ্যক্রমে আসল স্বামী এসে উপস্থিত হবেন ?—হায় রে ! সে সৌভাগ্য চাচ্ছেই বা কে, আর পাচ্ছেই বা কে ! একটা মর্ম্মন্তুদ নৈরাশ্যে সন্ধ্যার হৃদয় উদাস হ'য়ে গেল। চখের সম্মুখে শরৎ-প্রভাতের উজ্জ্বল আলোক হ'য়ে গেল স্তিমিত।

"উষা।"

সন্ধ্যা তার চিন্তা-স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হ'য়ে বল্‌লে, "আজ্ঞে ?"

"অলস হ'য়ে বাড়ি ব'সে কি হবে ? —একটু বেড়াতে যাবে ?"

"কোথায় ?"

"এম্‌নি,—পায়ে পায়ে, পথে পথে।"

দুঃখ মনস্তাপের মধ্যে প্রস্তাবটা সন্ধ্যার নিতান্ত মন্দ লাগ্‌ল না ; বল্‌লে, "চলুন।"

চা খাওয়া শেষ হ'য়ে গিয়েছিল, উভয়ে উঠে পড়ল। তারপর বেশভূষা পরিবর্ত্তিত ক'রে পথে বেরিয়ে প'ড়ে উভয়ে পাশাপাশি চল্‌তে আরম্ভ করলে।

যেতে যেতে প্রমথ বল্‌লে, "উষা, আমাদের জীবনটা একটা অভিনয়।"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সত্যি

প্রমথ বল্‌লে, "আমার সঙ্গে তোমার যে জীবন তাও অভিনয়, আবার প্রিয়লালের সঙ্গে তোমার যে জীবন হবে, তাও হবে অভিনয়। শুধু আমার সঙ্গে হচ্ছে ট্র্যাজেডি, আর তার সঙ্গে হবে কমেডি। বল, ঠিক কি না?"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর দিলে না। নীরবে চল্‌তে লাগ্‌ল।

"উষা!"

"আজ্ঞে?"

"ব্যাপার কি বল দেখি? একবার মাত্র ডেকে, আর আমাকে প্রমথ দাদা ব'লে ডাক্‌ছ না। কামিনীকে ঘরে শোয়াতে রাজি হ'লে না। শেষ পর্য্যন্ত নকল সম্পর্ক পাতাবারই মতলব নাকি?"

সন্ধ্যা তেমনি নীরবে চল্‌তে লাগ্‌ল। কোন কথা বল্‌লে না।

সহাস্যমুখে প্রমথ বল্‌লে, "তোমার কোনো ভয় নেই উষা, যদিই সে সম্পর্ক পাতাও, তার কপট অভিনয় চল্‌বে একমাত্র মানদা মাসীদের দলের সাম্‌নে; তোমার আমার মধ্যে চল্‌বে বন্ধুর সহিত বন্ধুর অকপট অভিনয়। তোমার ভয় নেই।"

এ কথাতেও সন্ধ্যা কোন কথা কইলে না, নতমুখে প্রমথর পাশে পাশে চল্‌তে লাগ্‌ল। আধ মাইলটাক পথ অতিক্রম করবার পর একটা বড় বাদ্য-যন্ত্রের দোকানের সম্মুখে উভয়ে উপনীত হ'ল।

প্রমথ বল্‌লে, "চল উষা, এই দোকান থেকে দু' একটা যন্ত্র কেনা যাক্।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "কেন, কি হবে?"

"অবশ্য, বাজানো হবে।"

"কে বাজাবে?"

"ধর, কখনো কখনো আমিও বাজাবো।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি বাজাতে পারেন?"

গম্ভীর মুখে প্রমথ বল্‌লে, "পারিনে, কিন্তু বাজাই।"

উত্তর শুনে সন্ধ্যার মুখে ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত হ'ল; বল্‌লে, "কিন্তু আমার জন্যে যদি হয়, তা হ'লে এ-সব কেনার কোনো দরকার নেই। মিছে কতক-গুলো টাকা নষ্ট করবেন না।"

প্রমথ বল্‌লে, "মিছে কেন বল্‌ছ উষা? আর নষ্টই বা কেন বল্‌ছ? আমার ত' মনে হয় দুঃখ, কষ্ট, মনস্তাপ ভুলে থাকবার পক্ষে সঙ্গীতের চেয়ে বড় জিনিস আর কিছু নেই। তোমার নিঃসঙ্গ বৈচিত্র্যহীন জীবনে সঙ্গীত একটা বড রকমের অবলম্বন হবে। লক্ষ্মীটি এস।" ব'লে প্রমথ দোকানের দিকে অগ্রসর হ'ল। অগত্যা সন্ধ্যাকে অনুসরণ করতেই হ'ল।

বেছে বেছে প্রমথ একটা হারমোনিয়ম, একটা এস্‌রাজ, একটা সেতার এবং এক সেট্ বাঁয়া তবলা কিন্‌লে। পরীক্ষা করবার সময় সন্ধ্যার হাতের দুই-একটা টান এবং দু'-চারটে ঝঙ্কার থেকেই প্রমথ তার নৈপুণ্যের পরিচয় পেলে। সকাল সন্ধ্যার সঙ্গীতমুখর গৃহের কথা মনে মনে কল্পনা ক'রে খুসিতে মন ভ'রে উঠ্‌ল।

দাম হ'ল সবশুদ্ধ দু' শ' পঁচাশী টাকা। দোকানদারকে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "বেনারস ব্যাঙ্কের উপর চেক লিখে দিলে চল্‌বে?"

দোকানদার একটু ইতস্ততঃ করছে দেখে একজন কর্ম্মচারী ত্বরিত পদে কাছে এসে কানে কানে কি বলতেই দোকানদার প্রসন্ন নিশ্চিন্ত মুখে বল্‌লে, "চলবে।" তারপর ক্যাশমেমো সই ক'রে প্রমথর হাতে দিয়ে বল্‌লে, "বছর খানেক আগে আমরা যে আপনার জন্যে সাড়ে তিন শ' টাকা দামের একটা বক্স হারমোনিয়ম ক'রে দিয়েছিলাম, সেটা কেমন বাজ্‌ছে?"

প্রমথ বল্‌লে, "তা ত' ঠিক বল্‌তে পারিনে, যার কাছে আছে সেই বল্‌তে পারে। সম্ভবতঃ ভালই বাজ্‌ছে। দেখুন, আমাকে আর একটা সেই রকম [illegible] করিয়ে দিন। আমি স্বতন্ত্র একটা চেকে পঞ্চাশ টাকা আগাম [illegible] যাচ্ছি।"

অভিজ্ঞান

দোকানদার বল্‌লে, "আগাম কিছুই দিতে হবে না। আপনি শুধু আপনার ঠিকানাটা লিখে দিন। হারমোনিয়ম হ'লেই আপনার ক. পাঠিয়ে দোবো।"

গাড়িতে উঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "এত দাম দিয়ে আবার একটা হারমোনিয়ম করতে দিলেন কেন? ও অর্ডার ক্যান্‌সেল করে দিন।"

প্রমথ হাসিমুখে বল্‌লে, "কিন্তু ও হারমোনিয়মটাও যে তোমারই জন্যে করাচ্ছি এ মনে করছ কিসের জোরে উষা?"

এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন, সুতরাং চুপ করতেই হ'ল।

অপরাহ্নে অনেক সাধ্য সাধনা উপরোধ অনুরোধ ক'রে প্রমথ সন্ধ্যাকে এস্‌রাজ বাজাতে রাজি করালে। সোফার উপর বসে সন্ধ্যা একটা ভীমপলশ্রীর আলাপ করছিল, আর প্রমথ তন্ময় হ'য়ে মুদিতনেত্রে ইজিচেয়ারে শুয়ে তাই শুন্‌ছিল, এমন সময়ে কামিনী এসে ডাক্‌লে, বাবা!"

চক্ষু উন্মীলিত ক'রে বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে প্রমথ বল্‌লে, "কি?"

"একজন লোক দুটো টেরাঙ্কো নিয়ে এসেছে, নাম বল্‌লে শোভরাজ।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রমথর মুখের বিরক্তির ভাব অপসৃত হ'ল; বল্‌লে, 'শোভরাজ?" একটু চিন্তা ক'রে বল্‌লে, "এইখানেই নিয়ে এস। বিরিঞ্চিকে বল বাক্স দুটো এখানে তুলে আনবে।"

ভীমপলশ্রীর সুমধুর রেশ শূন্যপথে তখনো সম্পূর্ণ বিলীন হয়নি, ছড়টা এস্‌রাজের গায়ে সংলগ্ন করতে করতে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আমি তা হ'লে ও ঘরে গিয়ে বসি?"

একটু অন্যমনস্কভাবে প্রমথ বল্‌লে, "তুমি?—আচ্ছা, তাই না হয় একটু বোসো।"

ক্ষণকাল পরে শোভরাজ এসে তার ট্রাঙ্ক দুটি খুলে টেবিলের উপর করি

উত্তর.না জড়োয়া অলঙ্কার সাজিয়ে ফেল্‌লে। হীরা, মুক্তা, চুনি, পান্নার জন্যে প্রভায় টেবিলখানা অপরূপ রূপ ধারণ করলে।

বহুক্ষণ ধ'রে পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা ক'রে প্রমথ তা থেকে পাঁচখানা অলঙ্কার নির্ব্বাচিত ক'রে নিয়ে সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'ল। বল্‌লে, "উষা, এগুলো তোমার জন্যে নিলাম।"

বিরক্তি-বিস্ময় মিশ্রিত স্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কেন নিলেন? এর ত' আমার কোনো দরকার নেই! এ আপনি ফিরিয়ে দিন।"

প্রমথ বল্‌লে, "আচ্ছা, ফিরিয়ে না হয় দিচ্ছি, কিন্তু একটা কথা উষা, তুমি শুধু তোমার নিজের দরকারটাই দেখ্‌চ,—আমার দরকার দেখ্‌চ না।"

প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আপনার আবার কি দরকার?"

প্রমথ বল্‌লে, "তোমাকে আমি আমার বাড়িতে যে পদে প্রতিষ্ঠিত করেছি তার উপযুক্ত সাজ-সজ্জা অলঙ্কার দেওয়ার আমার একটা দায়িত্ব আছে। তার জন্যে তোমার কাছে আমার কোনো জবাবদিহি হয়ত নেই, কিন্তু তুমি ছাড়া আর সকলেরই কাছে আছে।"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বল্‌লে, "এই শুধু আপনার দরকার?"

প্রমথ বল্‌লে, "এ ছাড়া আর যদি কিছু থাকে ত' তা জেনে তোমার প্রয়োজন কি? যা বল্‌লাম তাই কি যথেষ্ট নয়?"

বিষণ্ণ গভীরকণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা হ'লে ফিরিয়ে কাজ নেই, রাখুন।"

প্রমথ বল্‌লে, "আর একটা উৎপীড়ন তোমার ওপর করতে হবে উষা।"

"কি বলুন।"

"নিত্য ব্যবহারের মতো তোমার জন্যে এক সেট সোনার গহনা শোভা-কে অর্ডার দোবো বলেছি,—তার মাপ দিতে হবে

"কি ক'রে দোবো বলুন।"

"শোভরাজের কাছে নানা ধাঁদের মাপ আছে, ও-ই মাপ নেবে।"

"তা হ'লে ওর কাছে যেতে হবে কি?"

"গেলেই ভাল হয়।"

"চলুন, যাই।"

শোভরাজ সন্ধ্যার অলঙ্কারের মাপ নিলে, তারপর জড়োয়া গহনাগুলোর রসিদ নিয়ে মনোনয়নের জন্ত সেগুলো রেখে চ'লে গেল।

প্রমথ বল্‌লে, "গহনাগুলো একবার প'রে দেখ্‌বে না উষা?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "বলেন ত পরি।"

সাগ্রহে প্রমথ বল্‌লে, "পর না একবার।"

"আচ্ছা আপনি বসুন। প'রে আস্‌ছি।"

পাশের ঘরে গিয়ে সন্ধ্যা হাতে পরলে চুনির চুড়ি আর হীরের ব্রেস্‌লেট্‌, গলায় পরলে মুক্তার হার, কানে পরলে হীরার দুল, আঙুলে পরলে হীরার আংটি। কি মনে ভেবে আরসির সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াল; স্তব্ধ হ'য়ে দর্পণের মধ্যে নিজ মূর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তারপর বস্ত্রাঞ্চলে চোখের জল ভাল ক'রে মুছে প্রমথর সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'ল।

নির্নিমেষ নেত্রে ক্ষণকাল সন্ধ্যার দিকে চেয়ে থেকে প্রমথ বল্‌লে, "উষা, গয়না নিয়ে তোমাকে উত্ত্যক্ত ক'রে অপরাধ হয় ত' কিছু করেছি, কিন্তু তা না করলে আরো কত বড় অপরাধ করতাম জান? প্রতিমার অঙ্গে রং ফলিয়ে তারপর সাজ না পরালে কারিগরের যে অপরাধ হয়, আমার সেই অপরাধ হোত। বিশ্বাস না হয়, একবার একটা আরসির সামনে গিয়ে এস।"

কোনো কথা না ব'লে সন্ধ্যা নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

"রাগ করেছ উষা?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "না।"

"অভিমান হয়েছে ?"

একটুখানি ম্লান হাসি হেসে [illegible] বল্‌লে, "না, হয় নি।"

"তা যদি না হ'য়ে থাকে [illegible] একার শেষ-না-করা ভীমপলশ্রীটা আবার আরম্ভ করনা উষা, [illegible] দের মতে ভীমপলশ্রীর লগ্ন যদি এর মধ্যে উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়ে না থাকে।" ব'লে প্রমথ এস্‌রাজটা সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে দিলে।

এস্‌রাজটা হাতে তুলে নিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "গয়নাগুলো এখন খুলে রেখে দোবো ?"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে প্রমথ বল্‌লে, "থাক্‌ না একটু, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। বিশেষ আপত্তি আছে কি ?"

"না, তা নেই।" ব'লে সন্ধ্যা এস্‌রাজ নিয়ে সোফার উপর উঠে বস্‌ল। তারপর ছড় দিয়ে তারের উপর একটা টান দিলে, নি সা গা মা পা—

এর পর দিন দুই-তিন ধ'রে অবিশ্রান্ত নানাবিধ দ্রব্যের আমদানিতে গৃহ পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। লোহার আলমারি, কাঠের আলনা, ক্যাশ্‌ বক্স, গহনার বাক্স, তাঁতের শাড়ী, রেশমি শাড়ী, ব্লাউস্‌ পীস্‌, সেলাই কল, গ্রামোফোন, প্রসাধন সামগ্রী,—জিনিস-পত্রের একটা যেন হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেল। সন্ধ্যা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ফিরে ফিরে দেখেও, কিন্তু কিছু বলে না।

এক সময়ে তাকে কাছে পেয়ে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "বিরক্ত হচ্ছ উষা ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "বিরক্ত কেন হব ?"

"এই সব জিনিস-পত্র আস্‌ছে ব'লে ? কই, আর কিছু প্রতিবাদ করছ না ত ?"

সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে রইল, তারপর মৃদুস্বরে বল্‌লে, [illegible] আপনি জিনিস-পত্রে পূর্ণ করছেন, আমি তাতে প্রতিবা[illegible]

অভিজ্ঞান

গভীর স্বরে প্রমথ বল্‌লে, "সে কথা সত্যি উষা। যদিও এ সমস্তই আমি তোমার জন্যে করছি, কিন্তু বস্তুতঃ এ-সব কিছুই তোমার নয়। কোনো দিন যদি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে পাইক বরকন্দাজ এসে হাজির হয়, সেদিন তখনি এ খেলাঘর ভেঙ্গে দিয়ে এর সমস্ত জিনিসই পিছনে ফেলে চ'লে যাবে। যে ব্যক্তি এ খেলাঘর গড়বার জন্যে উন্মত্ত হয়েছিল, যাবার তাড়াতাড়িতে হয় ত' তার দিকে একবার ফিরে চাইবার কথা ও মনে পড়বে না।"

সন্ধ্যা নিমেষের জন্য প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে নতমুখে বল্‌লে, "আমাকে কি এমনই অকৃতজ্ঞ মনে করেন?"

"অকৃতজ্ঞ কেন উষা? পাতানো সম্পর্ক ত' বেশি দূর পর্য্যন্ত শেকড় ফেল্‌তে পারে না—তাই টান দিলে সহজেই সমূলে উপ্‌ড়ে আসে। কিন্তু সে যাই হোক্—সংসারে ত' কোনো জিনিসই চিরদিন থাকে না, শেষ পর্য্যন্ত ভেঙে যায়ই। আমাদের এ খেলাঘর যতদিন না ভাঙচে ততদিন এর প্রতি একটু মন দাওনা?"

"কি করতে হবে বলুন?"

প্রমথ হেসে ফেল্‌লে; বল্‌লে, "বেশ! আমাকে যদি ব'লে দিতে হয় তা হ'লে আমাকেই ত' মন দিতে হবে। ক্যাশ্‌ বাক্সর টাকা-কড়ি থেকে এক পয়সা এ পর্য্যন্ত খরচ করেছ কি?"

সন্ধ্যার মুখে অতি ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে; বল্‌লে, "করিনি, কিন্তু আজ করব।"

"কোরো।"

প্রমথর মুখের দিকে একবার দৃষ্টি উত্তোলিত ক'রে সন্ধ্যা স-
করলে, "একটা কথা বলব?"

"বল না?"

অভিজ্ঞান

"এখান থেকে শুনে ঠিক তৃপ্তি হয় না, আজ সন্ধ্যাবেলা ভাগবত পাঠ শুন্‌তে যাব ?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রমথ বল্‌লে, "নিশ্চয় যাবে। এর জন্যে আবার অনুমতি চাচ্ছ কেন? তুমি আমার বাড়িতে বন্দিনী, এ ধারণা তুমি মন থেকে মুছে ফেল উষা। বন্দিনী তুমি নও, তুমি আমার বন্ধু, সম্পূর্ণ স্বাধীন। তা ছাড়া ভাগবত-পাঠ শুন্‌তে যাওয়া ত' পুণ্যের কাজ। নিশ্চয় যাবে।"

"আপনি সঙ্গে যাবেন ত ?"

সহাস্যমুখে প্রমথ বল্‌লে, "ঐটি পারব না। প্রথমতঃ, ধর্ম্মের বক্তৃতা শুনতে শুন্‌তে আমার হাঁফ ধরে; দ্বিতীয়তঃ, চড়া গলায় কড়া কীর্ত্তন আধ-ঘণ্টার বেশি আমি শুন্‌তে পারিনে, মাথা ধরে। এ ত' খুব কাছেই, বল্‌তে গেলে পাশের বাড়ি। তুমি কামিনীকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। মেয়েদের বসবার জায়গায় বোসো, কোনো অসুবিধে হবে না।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "আচ্ছা।" তারপর প্রমথর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আপনি বাড়ীতে থাকবেন ?"

"হ্যাঁ, বন্ধুহীন একা।"

সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "এর জন্যে আপনার খাওয়াদাওয়ার দেরি হয়ে যাবে না ?"

প্রমথ বল্‌লে, "কিছু দেরী হবে না, তুমি এলে দু'জনে একসঙ্গে খাব। আর, খাওয়া' ত' আলাদা আলাদা ঘরে, কিন্তু তার আগে একটা বেহাগের প শুনিয়ে দিতে হবে।"

মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "দোবো।"

তেইশ

সন্ধ্যার পর কামিনীকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যা যখন ভাগবত সভায় উপস্থিত হ'ল তখন সবেমাত্র পাঠ আরম্ভ হয়েছে। চক্‌মেলান প্রশস্ত গৃহাঙ্গণ। দুই দিকের বারান্দায় স্ত্রীলোকদের বস্‌বার জায়গা, এবং একদিকের বারান্দায় এবং প্রাঙ্গণে পুরুষদের। পুণ্যকথা-শ্রবণোৎকর্ণ নরনারীতে সমস্ত স্থান পূর্ণ হ'য়ে গেছে। কিন্তু সে জন্ম সন্ধ্যার কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করতে হ'ল না; তার দেহের লাবণ্যে এবং বস্ত্রালঙ্কারের আভিজাত্যে আকৃষ্ট হ'য়ে পুরমহিলাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হ'য়ে এসে সযত্নে তাকে হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সম্মুখ শ্রেণীতে স্থান ক'রে বসিয়ে দিলে।

ভাগবত-পাঠকের নাম শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী। কাব্যে এবং ন্যায় শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছেন, পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থে অসামান্য অধিকার। তর্ক-দর্শন-তীর্থ প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট উপাধি আছে, কিন্তু নামের পশ্চাতে কখনো সেগুলি ব্যবহার করেন না, সবগুলিই উপাধিপত্রের মধ্যে বন্দী হ'য়ে আছে,—বিশেষতঃ ভাগবত সম্বন্ধে উপাধিটি। কেহ সে বিষয়ে উল্লেখ করলে মৃদু হাস্য করেন, পীড়াপীড়ি করলে বলেন, গ্রহণ ক'রে যে অন্যায় করেছি ঘোষণা ক'রে তাকে বাড়াতে চাইনে।

পাঠকজীর বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর; সুগঠিত নাতিপুষ্ট উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ; চক্ষে প্রতিভার প্রদীপ্ত দীপ্তি; সমস্ত মুখমণ্ডল ব্যাপিয়া নির্ম্মলতা এবং অধ্যাত্ম বৈভবের সুস্পষ্ট সুষমা। রঘুনাথের কণ্ঠে পুষ্পপত্রগ্রথি মাল্য, ললাট ও বাহু চন্দনচর্চ্চিত, পরিধানে হরিদ্রাবর্ণের রেশমের ধ উত্তরীয়। সম্মুখে তুলসীবৃক্ষতলে শালগ্রাম শিলা। কাষ্ঠাসনে উপবে সুস্পষ্ট সুমিষ্ট কণ্ঠে রঘুনাথ ভাগবত পাঠ করছেন,—প্রথমে মূল শে

"এখান [illegible] অনুবাদ, সর্ব্বশেষে টীকা। [illegible] পদ্মকোরকের [illegible] যেমন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হ'[illegible] ভাষায় বিশদ ব্যাখ্যার প্রভাবে ভাগবতের শ্লোকসমূহ তেমনি [illegible] অর্থ এবং মর্ম্মের কোষগুলি ধীরে ধীরে উন্মোচিত ক'রে দিচ্ছে,—[illegible] মাত্র জটিলতার আবরণ থাকচে না। বিদ্বান মূর্খ শিক্ষিত [illegible], পুরুষ স্ত্রীলোক সকলের মনে এক পরিতৃপ্তি, এক আনন্দ।

ব্যাখ্যার স্থানে স্থানে রঘুনাথ গান গাচ্ছেন [illegible] সুমিষ্ট সুগভীর;—গমক, গিটকারী, মীড়, মূর্চ্ছনায় সম্পন্ন, [illegible] সন্দেহ থাকে না যে একজন প্রথম শ্রেণীর গুণী।

পাঠ শেষ হবার পর রাত্রি সাড়ে নটার সময়ে সন্ধ্যা গৃহে ফিরিল; চক্ষে অশ্রুর আমেজ, বক্ষে উদ্বেল আবেগ। গৃহে উপনীত হ'য়ে দেখ্‌লে প্রমথ বেরিয়েছে, তখনো ফেরেনি। বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার ছিল, তার মধ্যে দিলে অবশ দেহটাকে এলিয়ে। স্তব্ধ হ'য়ে শুয়ে থাকতে থাকতে দুই চক্ষু বেয়ে নামল অশ্রুর বন্যা। কিছুক্ষণ সেইভাবেই কাটল, তারপর সিঁড়িতে পদধ্বনি শুনতে পেয়ে চক্ষু মার্জ্জিত ক'রে উঠে দাঁড়াল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে সন্ধ্যাকে দেখ্‌তে পে'য়ে প্রমথ বল্‌লে, "কি উষা? এখানে দাঁড়িয়ে যে?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "এমনি।"

"ভাগবত কেমন লাগ্‌ল?"

"বেশ লাগ্‌ল।"

"আর ক'দিন হবে?"

'আর চার দিন। আস্‌ছে বুধবারে পূর্ণিমার দিন উদ্‌যাপন।" এক মুহূর্ত্ত থেকে বল্‌লে, "এ কদিন আমি যাব?"

কথা শুনে প্রমথ হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "স্বাধীনতার জন্যে

তোমরা যতই লাফালাফি কর না কেন উষা, শেষ পর্যন্ত ও স্ত্রীলোকটি ধাতে সইবে না। তোমরা লতার জাত, পাদপকে আশ্রয় ক'রেই থাকবে। আমি ত' বলেছি তোমাকে, এ বাড়িতে তুমি যখন বন্দিনী নও তখন এ রকম অনুমতি চাইবার প্রয়োজন নেই। তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তা হ'লে নিশ্চয় যাবে।"

ইচ্ছে! পরদিন সমস্ত দিনটা সন্ধ্যার কাটল ভাগবত পাঠের অধীর প্রতীক্ষায়! দিন যেন আর শেষ হ'তে চায় না, সন্ধ্যা যেন আর আসে না। শেষ পর্য্যন্ত যথাকালের জন্ম ধৈর্য্য কিছুতেই রাখা গেল না! কয়েকটা কাজ জনীয় দ্রব্য খরিদ করতে প্রমথ বাহিরে গিয়েছিল, তার প্রত্যাবর্ত্তন অপেক্ষা না ক'রেই কামিনীকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যা ভাগবত-সভায় উপস্থিত হয়ে চতুর্দ্দিকে চেয়ে দেখ্‌লে সে-ই প্রথম, বাইরের শ্রোতাদের হ'তে এই পাঠ তখনো উপস্থিত হয়নি। নিজের অধীরতার এই প্রত্যক্ষ একটু লজ্জিত হ'ল। খুসিও হ'ল এই মনে ক'রে যে, যে-বস্তু তার দ্বাদশ স্কন্ধের আকৃষ্ট করছে, চিত্তের অন্তরতম প্রদেশে তার প্রতি তার শ্রদ্ধা ক'রে রঘুনাথ মনে বাইরে এমন সামঞ্জস্যের তৃপ্তি বহুকাল সে উপভোগ করেনি। সংসার-যে সভাগৃহে সে এই নূতন আনন্দের আস্বাদ লাভ করেছিল জীবন-জনহীন নির্ব্বাক আবেষ্টনীও তাকে কম পরিতুষ্ট করলে না।

মহিলাদের বসবার সম্মুখ বারান্দায় প্রথম শ্রেণীর মধ্যস্থলে সন্ধ্যা স্থান অধিকার ক'রে বস্‌ল। পূর্ব্বদিনের সেই স্ত্রীলোকটি দেখ্‌তে পেয়ে সন্ধ্যার পাশে এসে উপবেশন ক'রে সহাস্যমুখে বল্‌লে, "কাল আপনি এসেছিলেন খুব দেরী ক'রে, আজ এসেছেন সকলের আগে,—আপনার যে খুব ভাল লেগেছে, তা বুঝ্‌তে পারছি।"

সলজ্জমুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "হ্যাঁ, সত্যিই খুব ভাল লেগেছে। এত ভাল জিনিস আমি এর আগে আর কখনো শুনিনি।"

.ও বল্লে, "সে কথা এ[illegible]। এত বড় ভাগবত-
.রা বাঙ্গলা দেশে আর নেই বল্লে চলে। তার ওপর কি চমৎকার
.াইতে পারেন, দেখেচেন ?"

সন্ধ্যা বল্লে, "ভারি চমৎকার! আমার মনে হয় এত বড গাইয়েও আমাদের বাঙ্গলা দেশে খুব বেশি নেই। আচ্ছা, ইনি কোথায় থাকেন ?"

স্ত্রীলোকটী বল্লে, "নবদ্বীপে।"

"নবদ্বীপে কি করেন ?"

দ্বীপে এঁর আশ্রম আছে,—সেখানে ইনি শিষ্যদের পড়ান, নিজেও
তাছাড়া দুঃখী দুর্ভাগাদের আশ্রয় দেন, সেবা করেন। শুনেছি বিয়ে
পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হ'য়ে বাইশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ ক'রে
সেই থেকে বরাবর নবদ্বীপে আছেন। এত .ড় দিগ্‌গজ
বৈষ্ণব নবদ্বীপে ইনি ছাড়া আর খুব বেশি নেই।"

.র সব কথা সন্ধ্যা মন দিয়া শুনল কি-না বলা যায় না, সাগ্রহে
"নবদ্বীপে এর আশ্রমে মেয়েরা কেউ আছেন কি ?—শিষ্যদের
.সবকদের মধ্যে ?"

.কটি বল্লে, "তা ত' ঠিক বল্‌তে পারিনে, তবে থাকাই সম্ভব। কারণ এত বড় চরিত্রবান্ সংযমী মহাপুরুষের কাছে মেয়েদের আশ্রয় ত' পাকা।"

"ইনি এখানে কোথায় থাকেন ?"

"এখানে ? এই বাড়িতেই থাকেন। ঐ যে পূবদিকের বারান্দায় কোণের
র দেখ্‌চেন, ঐ ঘরে থাকেন। সব শুদ্ধ চারখানা ঘর ওঁর ব্যবহারের জন্যে
যা হয়েছে। কেন ? ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চান না কি ?"

ার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল ; বল্লে, "না, এম্‌নি জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

কথোপকথন তেমন আর জমল না, সন্ধ্যা অবিরত অন্যমনস্ক হ'তে

[illegible] মেয়েরাও একে একে আসতে আরম্ভ করেছিলেন; স্ত্রীলোকটি বল্‌লে, "চল্‌লুম ভাই, ওঁদের বসাইগে; আবার আস্‌ব অখন।"

এ কথারও একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে সন্ধ্যার ভুল হ'য়ে গেল, চিন্তাচ্ছন্ন মনে স্তব্ধভাবে ব'সে রইল।

সেদিন পাঠ-শেষে একটা গভীর স্বপ্নের স্মৃতি নিয়ে সন্ধ্যা বাড়ি ফিরল। দীর্ঘকালব্যাপী পাঠের মধ্যে কোন্ সময়ে ঠিক কি-ভাবে এ স্বপ্ন সে দেখেছিল তা মনে পড়ে না, কিন্তু সেই অস্পষ্ট অনির্দেশ্য স্বপ্নের চিন্তা করতে করতে মন উত্তরোত্তর চঞ্চল থেকে চঞ্চলতর হ'য়ে উঠ্‌তে লাগল। আহার বিহার, কাজ কর্ম্ম, কথাবার্ত্তার মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও তার বিরাম নেই!

এম্‌নি ভাবেই আরও দু'দিন কেটে গেল, অবশেষে এল বুধবার, ব্রত উদ্‌যাপনের দিন। দীর্ঘ তিন মাস পূর্ব্বে এক পূর্ণিমা তিথিতে এই পাঠ আরম্ভ হয়েছিল, আজ পূর্ণিমায় তার পরিসমাপ্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতের যে অংশটুকু বাকি ছিল তা বেশি নয়, মাত্র দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়। অল্প সময়ের মধ্যে সেটুকু শেষ ক'রে রঘুনাথ বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবতার উদার আদর্শ-বাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। সংসার-নিস্পৃহ কৈবল্যকামী আদর্শ বৈষ্ণবের বৈরাগ্যমধুর অথচ সেবানিরত জীবন-যাপনের বিষয়ে সে কি বিচিত্র অভিভাষণ! পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত সে জীবনের অবস্থান আছে কিন্তু আসক্তি নেই, ঔদাস্য আছে কিন্তু আলস্য নেই, কর্ম্ম আছে কিন্তু লোভ নেই। যে ধর্ম্মকে অবলম্বন ক'রে বৈষ্ণব এই ভাবে দিনাতিপাত করেন, রঘুনাথ তাকে উপমিত করলেন মহাসিন্ধুর সহিত। মহাসিন্ধুর মতোই সে ধর্ম্মের বিস্তৃতি, মহাসাগরেরই মতো গভীরতা; মহাসিন্ধুর গর্ভের মতোই সে ধর্ম্মের গর্ভে মানুষের দুঃখ-দৈন্য পাপ-তাপ সমস্ত নিমজ্জিত হ'য়ে যায়, আর মহাসিন্ধুরই মতো উপরে প্রবাহিত হয় জ্ঞানসূর্য্যকিরণে আনন্দের সমীরণ! বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মত মানুষের এত বড় আশ্রয় আর কিছু

নেই। কোনো অবস্থাতেই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম মানুষকে অস্বীকার করে না,—তার পাপ পুণ্য, দুঃখ দৈন্য, ত্রুটি বিচ্যুতি সমস্তর সঙ্গেই সে তাকে স্বীকার করে। তাই সে ধর্ম্ম মানুষকে শাস্তি দেয় না, শোধন করে; তিরস্কৃত করে না, পরিষ্কৃত করে; বর্জ্জন করে না, আশ্রয় দেয়। দুঃখ গ্লানি নৈরাশ্যে যে জীবন নিষ্ফল হবার উপক্রম করেছে মানব কল্যাণের মহত্তর কর্ত্তব্যসাধনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত ক'রে তাকে সার্থক ক'রে তোলে। তাই এ ধর্ম্ম জাতি-কুল-গোত্রনির্ব্বিশেষে সমস্ত বিশ্বের মানবসমাজের দিকে দুই বাহু প্রসারিত ক'রে আহ্বান করছে; বল্‌ছে—এস এস, দুঃখী এস, সুখী এস, আর্ত্ত এস, সমর্থ এস, পাপী এস, পুণ্যাত্মা এস; আমার আশ্রয়ে এসে সকল সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদের বোঝা নামিয়ে দিয়ে লঘু হও, মুক্ত হও,—পরমা শান্তি লাভ কর!

সভা শেষ হ'য়ে গেছে। রঘুনাথ তাঁর বিশ্রামকক্ষে গিয়ে শ্রান্তি অপনয়ন করছেন, শ্রোতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই গৃহে প্রত্যাগমন করেছে, সন্ধ্যা কিন্তু তার স্থানে অনড় স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছে। চক্ষে অশ্রু, বক্ষের মধ্যে দুরন্ত ঝটিকা।

কামিনী এসে ডাক্‌লে, "মা।"

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে কামিনীর দিকে চেয়ে দেখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কি?"

"ভাগবত ত' শেষ হ'য়ে গেছে, রাত হয়েচে বাড়ি চলুন।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কামিনী, পাঠকঠাকুর এখন কোথায় আছেন জান?"

কামিনী বল্‌লে, "জানি বই কি মা। ঐ যে কোণের ঘরে ব'সে আছেন, পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে ঐ যে একটু-একটু দেখা যাচ্ছে।"

"ওঁর কাছে গিয়ে বল্‌তে পার, আপনার সঙ্গে একটি মেয়ে দেখা করতে চায়?"

কামিনী ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "তা পারি। আপনি দেখা করবেন না-কি মা?"

"হ্যাঁ।"

কামিনী রঘুনাথের কক্ষের দিকে অগ্রসর হ'ল।

কামিনীর পিছনে পিছনে সন্ধ্যা রঘুনাথের ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল। পর মুহূর্ত্তেই কামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধ্যাকে বারান্দায় দেখ্‌তে পেয়ে বল্‌লে, "মা, ঠাকুরমশাই আপনাকে ডাকছেন।"

ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে সন্ধ্যা দেখ্‌লে দর্শনপ্রার্থিনীর অপেক্ষায় রঘুনাথ সহাস্যমুখে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। একটা চেয়ার নির্দ্দেশ ক'রে তিনি বল্‌লেন, "বোসো মা, বোসো, ঐ চেয়ারটায় বোসো।"

সন্ধ্যা এগিয়ে গিয়ে অবনত হ'য়ে রঘুনাথের পদ-ধূলি গ্রহণ ক'রে মস্তকে হস্ত স্পর্শ করলে।

অসন্তোষসূচক মাথা নেড়ে রঘুনাথ বল্‌লেন, "এ ভাল নয় মা, তুমি আমার পায়ে হাত দিলে কেন?—সাধারণ নমস্কার করলেই ত' চল্‌ত।" তারপর পুনরায় পূর্ব্বের সেই চেয়ারটা নির্দ্দেশ ক'রে সন্ধ্যাকে উপবেশন করতে বল্‌লেন। রঘুনাথ আসন গ্রহণ করলে সন্ধ্যা সঙ্কুচিত হ'য়ে চেয়ারে উপবেশন করল।

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে স্নিগ্ধ কণ্ঠে রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও মা, তুমি আমার কাছে?"

রঘুনাথের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত ক'রে নতনেত্রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আশ্রয়।"

বিস্মিতকণ্ঠে রঘুনাথ বল্‌লেন, "আশ্রয়? আশ্রয়ের দ্বারা তুমি কি বল্‌তে চাও তা ত' ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে মা?"

"আপনি আমাকে আপনার নবদ্বীপের আশ্রমের একজন সেবিকা ক'রে নিন্—একজন দাসী!"

"কিন্তু তুমি আমার আশ্রমের দাসী কেন হবে, তা' ত আরও বুঝতে পারছিনে মা! তোমার আকৃতি বেশভূষা দেখে তোমাকে ত' রাজরাণী ব'লে মনে হয়!"

সন্ধ্যার চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল; কম্পিত দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে সে বল্লে. "এ বেশভূষা আমার নয়, আমার কাছে এর কোনো মূল্য নেই—এ সাজানো জিনিস! আপনি আমাকে দয়া ক'রে আশ্রয় দিন, আমি সত্যিই আশ্রয়হীন! আজ আপনার কথা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমার মতো হতভাগিনীর জীবনও একেবারে অসার্থক না হ'তে পারে, কিছু প্রয়োজন তারও থাকতে পারে! আপনি আমাকে আপনার আশ্রমের সেবিকা ক'রে নিন্!"

সন্ধ্যার দুস্থ অবস্থা দেখে রঘুনাথের মুখেচক্ষে গভীর সহানুভূতির চিহ্ন ফুটে উঠ্‌ল; স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বল্লেন, "তুমি বিচলিত হয়েছ মা. একটু সংযত হ'য়ে নাও, তারপর তোমার সকল কথা শুন্‌ব। যে গৃহত্যাগী হ'য়ে সংসার ছেড়ে আস্‌তে উদ্যত হয়েছে সংযম তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ততক্ষণে আমার হরিদাসকে বারান্দায় বসিয়ে আস্‌ছি, যাতে হঠাৎ কেউ এসে আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে।" ব'লে রঘুনাথ কক্ষের বাইরে চ'লে গেলেন, তারপর মিনিট দুই তিন পরে ফিরে এসে বল্লেন, "আচ্ছা মা, এবার তুমি বেশ সংযত হ'য়ে তোমার আর যদি কিছু বলবার থাকে ত' বল।"

তখন সন্ধ্যা ধীরে ধীরে তার দুঃখময় জীবনের ইতিহাস যথাসম্ভব সংক্ষেপে ব'লে গেল,—তার প্রয়োজনীয় অংশ কিছুই বাদ দিলে না, অনাবশ্যক অংশও বিবৃত করলে না।

গভীর মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত শুনে রঘুনাথ বল্‌লেন, "কিন্তু তুমি কি তোমার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার জন্যে আর চেষ্টা করতে চাও না ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "না।"

"বাপের বাড়িও যেতে চাও না ?"

"না।"

"যতদূর শুন্‌লাম আর বুঝলাম, প্রমথবাবু তোমাকে একটা বিশেষ রকম অবাঞ্ছনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার ক'রে তোমার উপকার করেছেন। তোমার প্রতি আচরণও তাঁর যৎপরোনাস্তি ভাল। তবে তুমি তাঁর আশ্রয় ছেড়ে আস্‌তে চাচ্ছ কেন ?"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে সন্ধ্যা বল্‌লে, "প্রমথবাবু আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন, আর আমার প্রতি তাঁর আচরণ খুব ভাল এ নিশ্চয়ই সত্যি,—কিন্তু এই কপট জীবন ধারণ ক'রে আমি বেশি দিন বাঁচব না—এ আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে !"

ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে রঘুনাথ বল্‌লেন, "তোমাকে ছেড়ে দিতে প্রমথবাবু সম্মত হবেন ত' মা ?"

"নিশ্চয় হবেন। আমার স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি কখনো বাধা দেবেন না, একথা বার বার বলেছেন।"

"কিন্তু তোমার এরূপ আচরণে তিনি দুঃখ পাবেন ব'লে মনে কর না কি ?"

একটু চিন্তা ক'রে ঈষৎ আরক্ত মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা হয়ত' একটু পাবেন, কিন্তু উপায় কি ?" তারপর সংশয়-ব্যাকুল স্বরে বল্‌লে, "এত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন ? তবে কি আমাকে আশ্রয় দিতে আপনি রাজি নন্ ?"

সন্ধ্যার কথা শুনে রঘুনাথ মৃদু হাস্য ক'রে বল্‌লেন, "তুমি যে অতিশয়

শালিনী মেয়ে তা আমি তোমার জীবনকাহিনী বর্ণনা করবার শক্তি থেকেই বুঝ্‌তে পেরেছি, তাই তোমাকে এত অল্প কথা জিজ্ঞাসা করলাম; অপর কেহ হ'লে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে হ'ত।"

আগ্রহান্বিত কণ্ঠে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তা হ'লে আমাকে গ্রহণ করলেন ত' আপনি?"

প্রসন্নমুখে রঘুনাথ বল্‌লেন, "হ্যাঁ মা, তোমাকে আমি সাদরে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলাম। শাস্ত্র চর্চ্চা ত' নীরস বস্তু, সেবা-ব্রতের মধ্যে সরসতার অন্ত নেই। পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয় কোনো পুণ্য অর্জ্জন করেছিলাম, আজ তাই আমার হাতের সেবা গ্রহণ করবার জন্যে বাসুদেব তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তোমার সেবা ক'রে আমি ধন্য হব মা।"

রঘুনাথের কথা শুনে সন্ধ্যার চোখ ছল্‌ছলিয়ে এল; বল্‌লে, "ও কথা ব'লে আমাকে অপরাধী করবেন না!"

রঘুনাথ হাস্‌তে লাগ্‌লেন; বল্‌লেন, "তুমি জানো না মা, তাই ভাবছ, এ আমার অত্যুক্তি কিম্বা অন্যায় উক্তি। কিন্তু আর কিছুদিন পরে তুমিও বুঝ্‌বে যে সেবা করতে পাওয়ার চেয়ে বড় সৌভাগ্য বৈষ্ণবের কাছে আর কিছুই নেই। কিন্তু সে কথা যাক্—আমি ত' আজ রাত্রেই বারোটার গাড়িতে নবদ্বীপ যাচ্ছি,—তুমি কবে, কি রকম করে যাবে?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "আমিও আজ রাত্রে আপনার সঙ্গে যাব?"

"হয়ে উঠ্‌বে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় হবে।"

রঘুনাথ বল্‌লেন, "তবে আর বিলম্ব কোরো না—প্রস্তুত হ'য়ে এস। জিনিস-পত্র কিছু এনো না, সংসার ত্যাগ ক'রে আসবার সময়ে একবস্ত্রে আস্‌তে হয়। দেহে যা থাক্‌বে তা অবশ্য আন্‌তে পার—কিন্তু বহন ক'রে কিছু এনোনা। তোমার নিত্যকার যা কিছু প্রয়োজনের বস্তু সবই

আশ্রম থেকে পাবে—তবে সেখানে গিয়ে দেখ্‌বে সে প্রয়োজন অতি অল্প।”

ভূমিষ্ঠ হ'য়ে রঘুনাথকে প্রণাম ক'রে সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল। তার মস্তকের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত ক'রে রঘুনাথ বল্‌লেন. “বাসুদেবের ইচ্ছায় আশ্রমে তোমার এই যোগদান তোমার পক্ষে, আমার পক্ষে আর আশ্রমের পক্ষে শুভ হোক্, কল্যাণপ্রদ হোক্।”

আর একবার ভূমিষ্ঠ হ'য়ে রঘুনাথের পদধূলি গ্রহণ ক'রে সন্ধ্যা প্রস্থান করলে।

চব্বিশ

সন্ধ্যা যখন গৃহে পৌঁছল তখন রাত্রি ন[illegible] একটা বিদেশী উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ পাঠে ব্যাপৃত ছিল [illegible]বই চিত্তচমকপ্রদ, কিন্তু উদরের মধ্যে ক্ষুধার প্রকোপ এমন একটু [illegible]। যে মনটা ঠিক তার মধ্যে বস্‌ছিল না, মনে হচ্ছিল সন্ধ্যা শী[illegible] না, আহারে বসা যায়। ঠিক এম্‌নি এক মুহূর্তে সন্ধ্যার আবি[illegible] খুসি হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "আজ একটু শীঘ্র ফিরেছ উষা, [illegible]াজ [illegible] বুঝি?"

নিকটে এসে একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

"আর অন্য কোন বাড়িতে পাঠ হবে না?"

"না।" একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার খাওয়া হয়েছে?"

এ প্রশ্নে একটু বিস্মিত হ'য়ে প্রমথ বল্‌লে, "তা কি ক'রে হবে? তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে কোনো দিন খেয়েচি কি?"

"তা হ'লে আপনার খাবার দিতে বলি?"

"আর তোমার?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আমি আজ একটু জল-টল খেয়ে নোবো —বেশি কিছু খাব না।"

উদ্বিগ্ন মুখে প্রমথ বল্‌লে, "কেন, শরীর খারাপ হয়েছে না-কি?"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, শরীর ভাল আছে।"

"তবে?"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আপনি খেয়ে নিন্, তারপর সে কথা বলব।"

প্রমথ বল্‌লে, "কিন্তু সে ত' আমি পারব না উষা, উদ্বেগ নিয়ে এক গ্রাসও আমার গলা দিয়ে নাব্‌বে না। কি কথা, তুমি এখনি বল।"

এক মুহূর্ত্ত সন্ধ্যা নীরবে ব'সে রইল, তারপর প্রমথর প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে নতনেত্রে বল্‌লে, "আমি আপনার কাছ থেকে আজ মুক্তি ভিক্ষে চাচ্ছি।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথর মুখখানা একটু বিবর্ণ হ'য়ে গেল, বল্‌লে, "বাঁধন কোথায়, যে মুক্তি! কিন্তু সে কথা যাক্‌, আসলে কথাটা কি খুলে বল দেখি?—ভাগবত-সভায় কোনো আত্মীয়-স্বজনের দেখা পেয়েছ?"

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, তা পাই নি। ভাগবত-পাঠকের সঙ্গে আমি নবদ্বীপ যেতে চাই তাঁর আশ্রমের একজন সেবিকা হ'য়ে।"

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান ক'রে প্রমথ বল্‌লে, "এই রকম একটা কথা কি তুমি মনে মনে ভাবতে আরম্ভ করেছ, না, তাঁর সঙ্গে ও কথাটা শেষ ক'রেও এসেছ?"

"তাঁর সঙ্গেও কথা কয়েছি।"

"তিনি রাজি আছেন?"

"আছেন।"

"এ সঙ্কল্প [illegible] মার একেবারে পাকা উষা, না এখনো এ বিষয়ে বাদানু-বাদের সময় [illegible]

দুঃখ-মিশ্র [illegible] ণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "দেখুন, আপনি আমার পরম উপকারী বন্ধু, আপনা[illegible] থেকে আমি যে সদয় ব্যবহার পেয়েছি তার জন্যে আমার কৃতজ্ঞতার [illegible] কিন্তু তবু আপনি আমাকে এ অনুমতি দিন্‌। আমার মনে হয় [illegible] সেবাদাসী হ'য়ে আমার এই কদর্য্য জীবন সামান্য একটুও সার্থক হ'তে [illegible]

সন্ধ্যার [illegible] প্রমথ আঙ্গুল দিয়ে দুই চোখ টিপে ধ'রে নিঃশব্দে ক্ষণকাল

মনে মনে চিন্তা করলে, তারপর চোখ চেয়ে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আমার কাছ থেকে উপকার পেয়ে তুমি যে আজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে বিদায় নিচ্ছ উষা, এজন্যে আমিও তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মানুষের মন আজকাল এমন শুকিয়ে শক্ত হ'য়ে গিয়েছে যে, কৃতজ্ঞতা লাভ করাও একটা মহা সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সে যাক্, আজ তোমার কাছ থেকে যে আঘাতটা পেলাম তা একদিন পেতে হবে ব'লে যদি জানা থাকৃত তা হ'লে কখনই আমি তোমাকে প্রকাশ দাদার বাড়ি থেকে উদ্ধার ক'রে আনতাম না। এত বড় নিঃস্বার্থ-পরার্থপর ব্যক্তি আমি নই যে, এতখানি মূল্য দিয়ে পরের উপকার করতে পারি।"

সন্ধ্যা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না, জড় পদার্থের মত নিঃশব্দ নিশ্চল হ'য়ে ব'সে রইল।

একটু পরে প্রমথ পুনরায় বল্তে আরম্ভ করলে, "তোমার বোধহয় মনে আছে উষা, একদিন তোমাকে বলেছিলাম যে, আমি গদ্য-প্রকৃতির সোজাসুজি লোক, কাব্যগন্ধী কথা শুন্তেও ভালবাসিনে, বল্তেও ভালবাসিনে। কিন্তু মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্ত আসে যখন সে নিজেকে হারায়, নিজের প্রকৃতিকে হারায়। আজ মনে হচ্ছে আমারও সেই রকম একটা মুহূর্ত্ত এসেছে। আমি হয়ত আজ তোমাকে কিছু কাব্য-কথা শোনাব, কিন্তু তার আগে ভূমিকার মতো একটা খুব ছোট গল্প শোনাই। একজন অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির দুর্ব্বৃত্ত লোক ছিল, তার কাজ ছিল সরাদিন তীর ধনুক হাতে বনে বনে পাখী মেরে বেড়ান। প্রাণীহত্যা ক'রে ক'রে তার মন হ'য়ে গিয়েছিল পাথরের মত কঠিন, তাই কোনো রকম দুষ্কর্ম্ম ক'রে তার মনে কিছুমাত্র কষ্ট হ'ত না। একদিন তীর ধনুক হাতে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে পায়ে ঠেকল একটা পাথরের নুড়ি; নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে বিরক্ত হ'য়ে সেটা তুলে ধরতেই তার আকৃতি গেল বদলে, চোখ হ'য়ে

উঠ্‌ল বিস্ময় আর আনন্দের দীপ্তি। কত সংখ্যাতীত নুড়ি সে তার জীবনে দেখেচে, কিন্তু এমনটি ত' কোনো দিন দেখেনি; একেবারে সুডোল স্বচ্ছ শ্বেতকান্তি স্ফটিক, কোথাও কোনোখানে তার একটুখানি মলিনতা নেই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে অন্যমনস্ক হ'য়ে উঠল, বাঁ হাত থেকে তীর ধনুক মাটিতে প'ড়ে গেল খ'সে; তারপর নদীর জলে নুড়িটিকে পরিষ্কার ক'রে নিতে গিয়ে নিজেও জলের মধ্যে নেবে পড়ল; অবগাহন স্নান ক'রে নুড়িটি নিয়ে সে বনের মধ্যে নিজের আস্তানায় উপস্থিত হ'ল; একটা প্রকাণ্ড বুনো গাছের তলা, কত পাখীর পালক প'ড়ে আছে চতুর্দ্দিকে; এইখানে সে পাখী পুড়িয়ে পুড়িয়ে খায়। সেখানে অমন নির্ম্মল জিনিস রাখতে প্রবৃত্তি হ'ল না, একটা বটগাছ খুঁজে নিয়ে তার তলা পরিষ্কার ক'রে সযত্নে সেখানে সেটিকে স্থাপন করলে; তারপর খেয়াল চাপল, বন থেকে খুঁজে নিয়ে এল ফুল ফল দূর্ব্বা বেলপাতা; তাই দিয়ে পূজো করে, ভোগ দেয়; ভুলে গেল নদীর ধারে ফেলে-আসা তীর ধনুকের কথা। এই রকম করতে করতে একদিন সে হ'য়ে গেল বাবাজী-মহারাজ, আর তার নুড়ি হ'য়ে গেল শালগ্রাম শিলা। আমার জীবনেও একদিন ঠিক এমনি একটা ঘটনা ঘটল উষা! ছিলাম মোদো-মাতাল দুশ্চরিত্র, মেয়েমানুষ শিকার ক'রে ক'রে গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে বেড়িয়ে বেড়াতাম; হঠাৎ হলো প্রকাশ দাদার বাড়ীতে তোমার সঙ্গে দেখা; নিয়ে এলাম সেখান থেকে তোমাকে কুড়িয়ে কাশীতে; সব ভুলে নিয়ে মত্ত হ'লাম; বসন-ভূষণ সাজ-সজ্জা দিয়ে তোমাকে ...াম মনের মতন ক'রে; কোথায় অন্তর্হিত হোলো এতদিনের মেয়েমানুষ। আজ আমার শালগ্রাম শিলা হঠাৎ নোটি... তিনি এই অববিত্র কাশীসহর পরিত্যাগ ক'রে পবিত্র নবদ্বীপধাম ...হ'তে চলেছেন। এখন ভাবছি কি জানো উষা? ভাবচি, এই ...বাবাজী-মহারাজের কি দশা হবে, এখন কি ফল-

মূল খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারবেন, না তীরধনু আবার ছুটবেন পাখী শিকার করতে। যাক্, সে কথা ভাবে ... পাওয়া যাবে, উপস্থিত তোমার কথা একটু ভাবা যাক্। নবদ্বীপ যাওয়া তা হ'লে কবে?

পাষাণের মত অসাড় হ'য়ে সন্ধ্যা এতক্ষণ প্রমথর কথা শুনছিল, এক এক সময়ে তার নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে আসছিল। একটু চুপ ক'রে থেকে সিক্ত চক্ষু-পল্লব অলক্ষিতে বস্ত্রাঞ্চলে মুছে নিয়ে বল্‌লে, "আজই।"

"আজই? ক'টার গাড়িতে।"

"রাত্রি বারোটার গাড়ীতে।"

পুনরায় ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে প্রমথ বল্‌লে, "তা হ'লে তোমার জিনিস-পত্র গুছিয়ে নাও। সময় ত' খুব বেশী নেই।"

একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "জিনিস-পত্র নিতে পাঠক-ঠাকুর নিষেধ করেছেন।"

"নিষেধ করেছেন? ওঃ, খেয়াল হয়নি! অপবিত্র স্থানের জিনিসপত্রের ছুঁৎ দিয়ে আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট করা হবে না! তা হ'লে কি একবস্ত্রেই যেতে বলেছেন?"

"হ্যাঁ, তাই বলেছেন।"

"মাথার একটা বালিশ, কি গায়ের একটা কাপড়, তাও নেওয়া চলবে না?"

"না।"

"জয়! পাঠক-ঠাকুরজীকী জয়! এখন থেকেই ...সাধন আরম্ভ হ'য়ে গেল! তা হ'লে আর দেরি না ক'রে একটু ...। না, সে বিষয়েও পাঠক-ঠাকুরজীর নিষেধ আছে।"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বল্‌লে, "... া হ'লে দিতে বলি?"

প্রমথ বল্‌লে, "ক্ষেপেচ? আমি শুধু শুধু ... তাড়াতাড়ি খেতে

যাব কেন ? পাঠক-ঠাকুরজীর জিম্মায় তোমাকে দিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে
খেতে বস্‌ব।"

প্রমথর প্রতি একটা কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে সন্ধ্যা প্রস্থ
তারপর মিনিট দশ পনেরো পরে ফিরে এসে দাঁড়াল। মূল্যবান সা অলঙ্কা
ক'রে একটা মামুলী সুতীর বস্ত্র পরিধান করেছে, দেহে কি
তখনো রয়েছে।

প্রমথ চেয়ে দেখে বল্‌লে, "কি, প্রস্তুত না কি ?"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর দিলে না, নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

"খেয়েছ ?"

"খেয়েছি।"

"চল তা হ'লে পৌঁছে দিয়ে আসি।" সন্ধ্যা বল্‌লে, "গহনাগুলো তা হ'লে খুলে

একটু ইতস্ততঃ ক'রে কুণ্ঠিত

দিই ?" মথ ধপ্‌ ক'রে সোফার উপর পুনরায় ব'সে পড়ল, মুখে

উঠ্‌তে উঠ্‌তে একটা মর্মান্তিক বেদনার ছায়া; বল্‌লে, "দোহাই উষা
তার ফুটে উঠ্‌ল জিনিসই ত' ফেলে যাচ্ছ, গা থেকে গহনা খুলে নেবার গ্লানি
তোমার সমস্ত অব্যাহতি দাও! যদি প্রয়োজন মনে কর, ও নিষ্ফল অপরা
থেকে আমাকে পুলের উপর থেকে কাশীর গঙ্গায় ফেলে দিয়ো, কিন্তু আমার
জিনিসগুলো দিও না!"

হাতে খুলে থেকে চাবির রিং খুলে প্রমথর হাতে দিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "এটা

আঁচল ফটে রাখুন।"

আপনার প টা হাতে নিয়ে প্রমথ উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "একটা কথা উষা।

চাবির রিং মার একটা প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে যাও। মাসিক একহাজার
যাবার আগে অ র কলকাতার একটা বাড়ি তোমার নামে লিখে দোবো
টাকা আয়ের আ

পঁচিশ

আহারাদি শেষ ক'রে রঘুনাথ বারান্দায় ব'সে তিন চার জন লোকের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। প্রমথর সহিত সন্ধ্যাকে দেখ্তে পে'য়ে লোকগুলি উঠে পাশের ঘরে গিয়ে বস্ল।

রঘুনাথ দাঁড়িয়ে উঠে সাদরে আহ্বান করলেন, "আসুন, আসুন!" প্রমথর প্রতি সহাস্যে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্লেন, "প্রমথ বাবু নিশ্চয়ই?"

করজোড়ে নমস্কার ক'রে প্রমথ বল্লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই পাপিষ্ঠই বটে! আপনারা সাধু পুরুষ, আমাদের মুখ দেখলেই চিনে ফেলেন!"

রঘুনাথ বল্লেন, "প্রমথবাবু, শাস্ত্রের মতে নিন্দার ছলে আত্মস্তুতি, স্তুতির ছলে পরনিন্দা—উভয়ই নিষিদ্ধ। আপনি নিজেকে পাপিষ্ঠ আমাকে সাধু পুরুষ ব'লে উভয়তই শাস্ত্রবাক্যের অপলাপ করছেন।" হো হো ক'রে হাস্তে লাগ্লেন।

প্রমথ পুনরায় হাত জোড় ক'রে বল্লে, "আপনি বৈষ্ণব, আর আমি শাক্ত, আপনার সঙ্গে বিনয়ে পেরে উঠ্ব কেন? আমার বিষয়ে সত্যের অপলাপ করিনি, তবে এক হিসাবে আপনি আমার সঙ্গে এক শ্রেণীতেই আছেন,—শুধু আপনি ওপরে আর আমি নীচে।"

রঘুনাথ বল্লেন "সে কথা শুন্ছি, তার আগে এই চেয়ারটায় আপনি বসুন, আর তুমি মা, এই চেয়ারটায় বোসো।" উভয়ে উপবেশন করলে বল্লেন, "এবার বলুন, কোন্ শ্রেণীতে আপনার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।"

প্রমথ বল্লে, "কথাটি শুন্তে ভাল নয়, কিন্তু আসলে সত্যি। অভয় দেন ত' বলি।"

রঘুনাথ হাস্‌তে লাগ্‌লেন; বল্‌লেন, "ভয় দেখালেও আপনি বল্‌বেন, কারণ আমি বৈষ্ণব আর আপনি শাক্ত। তবুও অভয় দিচ্ছি, বলুন।"

প্রমথ বল্‌লে, "পথে আস্‌তে আস্‌তে এই মেয়েটির মুখে শুন্‌লাম, ইনি এঁর দুঃখের কাহিনী মোটামুটি সবই আপনাকে জানিয়েছেন। তা হ'লে বুঝতেই পারছেন যে আমি চোর, কারণ প্রকাশ বাবুর বাড়ি থেকে এঁকে চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি। কিন্তু এত বড় বাটপাড় কাশীতে ভাগবত পাঠ করছেন জানলে কি আমি এক দণ্ডের জন্যে কাশীর মাটি মাড়াই মশায়? একেবারে সোজা লক্ষ্ণৌয়ে পাড়ি দিই। এখন বুঝ্‌তে পারছেন, কোথায় আমি আর আপনি এক শ্রেণীতে আছি, আর সেখানে কেন আপনি ওপরে আর আমি নীচে?"

প্রমথর কথা শুনে রঘুনাথ হাস্‌তে লাগ্‌লেন; বল্‌লেন, "এমন সাধু-চোরের যে বাটপাড়ি করে সে কিন্তু অসাধু, তা সে যতই ভাবগত পড়ুক না কেন। ...র নামটি কিন্তু এখনও আমার জানা হয়নি প্রমথবাবু।"

... বল্‌লে, "এঁর দুটি নাম—ঊষা আর সন্ধ্যা।"

"তার অর্থ?"

"তার অর্থ, যেখানে উনি উদয় হন সেখানে উনি ঊষা, আর যেখানে অস্ত যান সেখানে সন্ধ্যা।"

প্রসন্নমুখে রঘুনাথ বল্‌লেন, "তা হ'লে আমার আশ্রমে উনি ঊষাই হবেন।"

প্রমথ বল্‌লে, "তা সত্যিই হবেন। আপনি দেখ্‌বেন এঁর প্রভায় আপনার আশ্রম আলোকিত হবে। এমন একটি মেয়ে কদাচিৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায় গোঁসাইজী, একেবারে খাঁটি হীরে,—কোথাও একটু দাগ-দোগ খুঁজে পাবেন

রঘুনাথ বল্‌লেন, "তা বুঝ্‌তে পেরেছি। বাসুদেবের কৃপায় আর আপনার অনুগ্রহে এমন রত্ন লাভ করলাম।"

প্রমথ মাথা নেড়ে বল্‌লে, "বাসুদেবের কৃপায় কি-না তা বলতে পারিনে,

কারণ বৈকুণ্ঠের কোন খবরই আমি রাখিনে; কিন্তু আমার অনুগ্রহে যে নয় তা হলফ্ নিয়ে বল্‌তে পারি। রাত হ'য়ে আস্‌চে, আর দুটো কথা আপনার সঙ্গে কয়ে নিয়ে বিদায় হই।"

রঘুনাথ বল্‌লেন, "কি কথা বলুন।"

প্রমথ বল্‌লে, "আমি ত একটি পয়লা নম্বরের দুরাত্মা ব্যক্তি। আশ্রমের কোন উপকারেই লাগ্‌ব না, কারণ সেখানে আমার প্রবেশ —কিন্তু উষার জন্যে অথবা আশ্রমের জন্যে যদি কখনো আপনাদের কিছু অর্থের ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন হয় তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে হুকুম-পাঠাবেন, তামিল করব।"

সহাস্যমুখে রঘুনাথ বল্‌লেন, "দুরাত্মা আপনি কার পক্ষে তা জানিনে, কিন্তু আমাদের পক্ষে যে নিকট আত্মীয় হলেন তাতে সন্দেহ নেই। আশ্রমে কারোই প্রবেশ-নিষেধ নেই, আপনার ত' নেই-ই। যখনই আপনার হবে আমাদের সম্মানার্হ অতিথি হ'য়ে সেখানে যাবেন।"

প্রমথ বল্‌লে, "ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি ভদ্রতা ক'রে যেতে বল্‌লেন ব'লেই যে আমি যাব ব'লে আপনাকে ভয় দেখাব, ততটা দুরাত্মা আমাকে মনে করবেন না। আমার দ্বিতীয় কথা শুনুন। অপরাধ নেবেন না গোঁসাইজী, ষোল আনা প্রত্যয় আমার কোন জিনিসেরই উপরে নেই, এমন কি আপনার অশ্রমের উপরেও নয়। তাছাড়া, মানুষের জীবন ত' অনিশ্চিতই, তা আমারই বলুন, আর আপনারই বলুন। সেই জন্যে আমি শীঘ্র কলকাতা গিয়ে আমার একটা বাড়ি উষার নামে লিখে দিয়ে দলিলপত্রখানা আপনার কাছে পাঠিয়ে দোবো। সেই দলিলপত্রে লিখিত সর্ত্ত মতো উষা আর আপনি বিষয় এবং আয়ের বিলি ব্যবস্থা করবেন, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে এই আশ্বাসটুকু দিন। উষা সমস্তই ছেড়ে এসেছে, শুধু আমার একান্ত পীড়াপীড়িতে এইটুকুতে রাজি হয়েছে,—এজন্যে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।"

রঘুনাথ বল্‌লেন, "আমার প্রতি ভারার্পণ ক'রে আপনি যে আমার সঙ্গে ঘীয়তা স্থাপন করছেন সে জন্যে আমিও আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু 'দের ভার থেকে মুক্ত হওয়াই উচিত প্রমথবাবু, ভার বাড়ানো উচিত নয়।"

থ বল্‌লে, "দলীলপত্র দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন যে তাতে ভার থেকে ার ব্যবস্থাই থাকবে। আমারই কর্ম্মচারী আদায়পত্র ক'রে মাসে পনাকে টাকা পাঠাবে—এবং সে টাকার হিসাবনিকাশ করবার কোন আপনার থাকবেনা।"

প্রমথ আসন ত্যাগ ক'রে উঠে রঘুনাথকে নমস্কার ক'রে বল্‌লে, "চিঠিপত্র ালেখি আপনাদের বোধহয় সুবিধে হবে না, নিয়মও হয়ত নেই, দরকারও নেই; কিন্তু ভগবান না করুন, উঁযার যদি কখনো তেমন বেশি অসুখ-বিসুখ সে কথা আমাকে অবিলম্বে জানাবেন।"

নাথ বল্‌লেন, "নিশ্চয় জানাব।"

া উঠে গলবস্ত্র হ'য়ে প্রমথকে প্রণাম করলে, তারপর মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে, বাড়ি গিয়েই খেতে বস্‌বেন।"

পুনরায় রঘুনাথকে নমস্কার ক'রে প্রমথ সিঁড়ি দিয়ে নেমে চ'লে গেল।

ছাব্বিশ

অবস্থা বিশেষে মানুষ যেমন হাসি দিয়ে কান্না ঢাকবার চেষ্টা করে, ঠিক সেই রকমেই রঘুনাথের কাছে প্রমথ তার দুঃসহ দুঃখটা কৌতুক দিয়ে চাপা দেবার চেষ্টা করছিল। পথে বেরিয়ে কিন্তু চিত্তের সেই কৃত্রিম ভাবটা অন্তর্হিত হ'তে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হ'ল না। রিক্ততার একটা মর্ম্মন্তুদ গ্লানিতে সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় টন্ টন্ করতে লাগ্‌ল। সন্ধ্যাসহ বিগত কয়েকদিনের জীবনযাপন মনে হ'তে লাগ্‌ল যেন একটা নিঃসত্ত্ব সুখস্বপ্ন, নিদ্রাভঙ্গে যার অবাস্তবতা সমস্ত মনকে মহাশূন্যতায় ভ'রে দিয়ে গেল। পলে পলে তিলে তিলে যে জিনিসকে সে বহু দুঃখে যত্নে আয়ত্ত ক'রে আনছিল, এক মুহূর্ত্তে তাকে —— হ'ল!

গৃহে ফিরে প্রমথ সোজা সন্ধ্যার ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। সেই ড্রেসিং টেবল, কাঠের আলনায় কয়েক খানা কোঁচানো শাড়ী ব্লাউস্ আর পেটিকোট, পালঙ্কের উপরে সেই শয্যা পাতা। সবই রয়েছে, নেই শুধু সে, যার অভাবে এ সমস্তই বৃথা হ'য়ে গেছে। পিঞ্জর আছে, পাখী নেই; বৃন্ত আছে, ফুল নেই!

শয্যার উপরে প্রমথ তার শিথিল অলস দেহটাকে বিস্তৃত ক'রে দিলে। খাবার দেবে কি-না জিজ্ঞাসা করতে এসে পাচক বিষম তাড়া খেয়ে পালাল, কামিনী আস্‌ছিল সন্ধ্যার বিষয়ে কি-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে, প্রভুর রুদ্রমূর্ত্তি দেখে ঘরে ঢুকতে সাহস হ'ল না, নিঃশব্দে পাচককে অনুসরণ করলে।

শুয়ে শুয়ে প্রমথ কতকি মাথামুণ্ড ভাবতে আরম্ভ করলে, যার না ছিল আদি, না ছিল অন্ত। অসম্বদ্ধ বিচ্ছিন্ন চিন্তার জাল,—কখনো অতী[illegible]

কখনো বর্ত্তমানের দুঃখ, কখনো ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় তার অবস্থিতি। ভাবতে ভাবতে নিজের কথা ভেবে একবার তার ভারি হাসি পেলে! মনে মনে নিজেকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে, ছি বাপু প্রমথনাথ, নেশা-ভাঙ বদখেয়ালি করতে, বেশ ছিলে! হঠাৎ একটা খেয়ালের বশে ভদ্রলোক সেজে এ দুর্গতি কেন টেনে আন্‌লে! ফেরো আবার আগেকার জীবনে, আনা ও ডাকিয়ে মানদা মাসীকে, কিন্‌তে পাঠাও শোকদুঃখচিন্তাবিনাশিনী সুধার ভাণ্ডার। তারপর আছে বিনোদিনী, আছে সংযমা, আছে সুরমা, আছে রেবতী। কে সন্ধ্যা? কার সন্ধ্যা? কোথায় সন্ধ্যা? সন্ধ্যা রজনীর অন্ধকারে মিশে গেছে!

চিত্তের এক দিক কিন্তু মাথা নেড়ে বলে, না, না, তা হয় না। এতটা [illegible]রে এসে এখন আর পেছন ফেরা যায় না। স্রোতস্বতীর সাক্ষাৎ পেয়ে [illegible] নালার মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব। তার চেয়ে এবার এক তৃতীয় পন্থা [illegible]ন কর। এবার হিমালয় থেকে কুমারিকা, আর মণিপুর থেকে বেলুচি-[illegible] ঘুরে বেড়াও। এবার পরিব্রাজক শ্রীমৎ প্রমথনাথ স্বামী!

দ্বারের দিকে কিসের খুসখাস শব্দ হ'ল। অল্প একটু মাথা তুলে প্রমথ দেখ্‌লে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে সন্ধ্যা! সহসা একটা ঝাঁকা দিয়ে টপ্‌ ক'রে শয্যার উপর উঠে ব'সে বিস্মিত কণ্ঠে বল্‌লে, "একি সন্ধ্যা! তুমি যে

[illegible] দিনের জন্যে ফিরে এলাম।" মুখে তার রহস্য এবং [illegible]য় আভা।

[illegible] ফিরে এলে? জয় বিশ্বনাথ! কিন্তু দশ দিনের জন্যে [illegible] জন্যে কেন নয়?" শয্যার একেবারে এক প্রান্তে স'রে [illegible]ন্ধ্যাকে বস্‌তে ব'লে প্রমথ বল্‌লে, "বোসো বোসো, ভাল

শয্যায় উপবেশন ক'রে সন্ধ্যা বল্লে, "আমরা যখন ... লোকগুলি পাঠকজীর কাছে বসেছিলেন, তাঁরা তাঁদের বাড়িতে ... পাঠের ব্যবস্থা করতে এসেছিলেন। আপনি চ'লে আসার পরই তাঁদের ... কথা পাকা হ'য়ে গেল। পাঠকজী অবশ্য একবার বলেছিলেন যে, আমার থাকবার জন্যে একটা স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। কিন্তু আমি যখন এই দশ দিন এ বাড়িতে কাটাবার কথা বল্লাম, তখন তৎক্ষণাৎ লোক সঙ্গে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। ভাবলাম, কাশীতেই যখন থাকতে হোল তখন পরের বাড়ি থাকি কেন।"

প্রমথর মুখ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্লে "বেশ কথা বলেছ! তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ! সত্যিই ত, তোমার নিজের বাড়ি থাকতে পরের বাড়ি থাকতে যাবে কেন?"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। প্রমথ যে তার কথাটা নিয়ে এমন একটা মোচড় দেবে তা সে আগে বুঝ্‌তে পারেনি।

"উষা?"

"আজ্ঞে?"

"দশ দিন পরে নবদ্বীপ যাওয়া কি একেবারেই ঠিক?"

একটু চুপ ক'রে থেকে নতনেত্রে সন্ধ্যা বল্লে, "উপস্থিত ত' ঠিক

"তা হোক। আমি মুহূর্তের উপাসক উষা; মুহূর্তের সুখ, মুহূর্তের আনন্দকে আমি উপেক্ষা করিনে। কালকের দুশ্চিন্তায় আজকের ... নষ্ট করা আমি বোকামি মনে করি। এই ধর, কথার কথা বলছি, দশ দিন পরে তুমি যখন চ'লে যাবে তখন ত' ঠিক আজকের মতোই দুঃখ পাব? কিন্তু এমনও ত' ঘটা আশ্চর্য্য নয় যে, সে দুঃখ না পেতে পারি। জীবন ত' আমাদের অনিশ্চিত উষা; ধর, দশ দিনের মধ্যে কোনো দিন আমার যদি মৃত্যু হয়, কথার কথা বলছি, তা' হ'লে ত' আর আমাকে তোমার চ'লে যাওয়ার দুঃখ

কখনো বর্ত্তমানের না। তবেই বুঝে দেখ, দশ দিন পরে যে দুঃখ ঘটবে তার ভাবতে ভাবা-হতোস্মি করার মধ্যে কোনো সুবুদ্ধির পরিচয় নেই।"

মনে স্তব্ধ হ'য়ে সন্ধ্যা প্রমথর এই গভীর বেদনাত্মক কথা শুন্‌ছিল, চোখের কোণ তার ভিজে এসেছিল। আর্দ্র নেত্রের চকিত-বিমর্ষ দৃষ্টি এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রমথর মুখে স্থাপিত ক'রে সে বল্‌লে, "জীবনের উপমা দিয়ে কোনো কথাই এ রকম ক'রে মেয়েদের বল্‌তে নেই!"

শুনে প্রমথ হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "ক্ষণে-অক্ষণের কথা হঠাৎ লেগে যেতে পারে এই ভয় করছ ত'? নিশ্চিন্ত থেকো, অত সুখে-সুখে মরব না;—তোমার হাতে অনেক দুঃখ পেতে এখনো বাকি আছে। কিন্তু এ কথা পরে হবে, উপস্থিত কাশীর রাবড়ি, চমচম—এই সব ভাল ভাল জিনিস আনাও, ভাল ক'রে খেতে হবে।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা চমকিত হ'য়ে বল্‌লে, "আপনি এখনো খাননি না-কি?"

হাসিমুখে প্রমথ বল্‌লে, "নিশ্চয় খাইনি, কিন্তু নিশ্চয় খাব! তুমিও খাবে।"

খাবারের ব্যবস্থা করবার জন্য সন্ধ্যা দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল। প্রমথ ডাক দিয়ে বল্‌লে, "উষা, একটা কথা শুনে যাও।"

ফিরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"আজ আমার যেমন দুঃখের দিন, তেমনি সুখের দিন। আজ আমার একটা প্রার্থনা পূর্ণ করবে?"

কুণ্ঠিত স্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কি বলুন?"

"খাওয়া-দাওয়ার পরে এস্রাজের গোটা দুই আলাপ, আর তোমার গলার গোটা দুই গান শোনাবে? তুমি ত' বলেছিলে উষা, ভাগবত শেষ হ'য়ে গেলে শোনাবে—আর আজ না শুনিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছিলে শোনাবে?"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "শোনা[illegible] নিচে নেমে গিয়ে পাচককে বল্‌লে, "ঠাকুর, শী[illegible] নিয়ে এস!"

পাচক বল্‌লে, "মা, একটু আগে বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল[illegible] বাবু আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন যে আজ খাবেন না।"

ঈষৎ আরক্ত মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, খাবেন,—নিয়ে এসো।"

"আপনারও ত' নিয়ে যাব মা?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আচ্ছা, আন।"

সাতাশ

সময়ে সময়ে এমন অদ্ভুত ভাবে ঘটনার সমাবেশ হয় যে, মনে হয় এ যেন আপন খেয়ালে ঘটেনি, কোনো অদৃশ্য নিয়ন্তার ইচ্ছার বশে ঘটেছে। দু'দিন পরে অপরাহ্নের দিকে অতিশয় কম্প দিয়ে প্রমথর যখন জ্বর এল তখন অন্ততঃ সন্ধ্যার মনে হ'ল, হয় ত' এমনি একটা ঘটনাই ঘটবার উপক্রম করছে। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল, মনে হ'ল কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কে জানে!

একটা মোটা র‍্যাগে সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে বালিসে ভর দিয়ে প্রমথ সোফার উপর শুয়ে ছিল; চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল, মুখে তীব্র যন্ত্রণার ছাপ। সন্ধ্যা এসে বল্‌লে, "চলুন, ওঘরে বিছানায় শোবেন চলুন।"

রক্তবর্ণ চক্ষু সন্ধ্যার মুখে স্থাপিত ক'রে প্রমথ বল্‌লে, "কার বিছানায়? তোমার?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি তা হ'লে কোথায় শোবে?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "সে রাত্রের কথা রাত্রে হবে, এখন ত' আপনি চলুন।"

সমস্ত দেহটা ছড়িয়ে দিয়ে ভাল ক'রে শয়ন করবার জন্য ভারি ইচ্ছা হচ্ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে প্রমথ বল্‌লে, "চল।"

প্রমথ শয্যায় শয়ন করলে সন্ধ্যা ভাল ক'রে দু'খানা র‍্যাগ তার গায়ে দিয়ে দিলে, তারপর অডিকোলনের জল ক'রে কপালে জলপটি দিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে মাথার শিয়রে বস্‌ল।

"উনা!"

"আজ্ঞে?"

বল্‌লে, "এখনো ব'সে আছ উষা? বিরিঞ্চিকে কি ঠাকুরকে ধরতে দাও না একটু।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "ওরা এসব পারবে কেন? আপনি ঘুমোন, আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।"

মেঝেয় বিছানা পেতে মানদা ঘুমোচ্ছিল। তার দিকে তাকিয়ে প্রমথ বল্‌লে, "মানদামাসীকে একটু দাও না।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "একটা লোক ঘুমোচ্ছে, অনর্থক তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে কি লাভ হবে?"

প্রমথ একটু হাস্‌লো; বল্‌লে, "কিন্তু সমস্ত রাত জেগে ব'সে থেকে তোমারই বা কি লাভ হবে বল?"

সন্ধ্যা কোন উত্তর দিলে না,—বরফ বদ্‌লে আনবার জন্যে টুপিটা নিয়ে উঠে গেল।

প্রত্যূষ পাঁচটার সময় সন্ধ্যা থার্মোমিটার নিয়ে দেখ্‌লে জ্বর একশ এক-এর কাছে নেবে গেছে। টুপি থেকে বরফ ফেলে দিয়ে টুপিটা রেখে ফিরে এসে দেখ্‌লে প্রমথ তারই মধ্যে কখন্‌ ঘুমিয়ে পড়েছে। অল্প অল্প ঘাম হচ্ছিল, একটা র‍্যাগ আস্তে আস্তে গা থেকে তুলে দিলে। তারপর মানদার পাশে একটা মাদুর পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

দু'দিন অসুখটা খুব বেশি চল্‌ল। তারপর ক্রমশঃ ক'মে ক'মে ছ' দিনের দিন জ্বর ছেড়ে গেল। বেলা দশটার সময় সন্ধ্যা প্রমথকে হরলিক্‌স্‌ ক'রে খাওয়াবার উপক্রম করছে, এমন সময় একটা পিতলের পরাতে নৈবেদ্য নিয়ে কামিনী প্রবেশ ক'রে বল্‌লে, "মা, পূজো দিয়ে এলুম।"

সন্ধ্যা উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে কামিনীর হাত থেকে পরাতটা নিয়ে ঘরের একোণে রাখ্‌লে। তারপর তা' থেকে একটি ফুল আর বিল্বপত্র তুলে নিয়ে প্রমথর মাথায় ছুঁইয়ে দিলে। একটুখানি চিনি নিয়ে প্রমথকে বল্‌লে, "হা

করুন।" প্রমথ হাঁ করলে তার মুখে চিনিটুকু ফেলে দিয়ে হাতটা নিজের মাথায় বুলিয়ে নিলে। তারপর ফীডিং কাপে হরলিক্‌স্ ঢেলে প্রমথকে খাওয়াতে উদ্যত হ'ল।

হরলিক্‌স্ খাওয়া শেষ হ'লে প্রমথ সন্ধ্যার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "অনাহারে অনিদ্রায় নিজের শরীরপাত ক'রে, দেবতার পায়ে মাথামুড় খুঁড়ে আমাকে ত' বাঁচিয়ে তুল্‌লে ঊষা, কিন্তু এ অসার অপদার্থ বস্তু তোমার কোন্ কাজে লাগ্‌বে তা' ত' ভেবে পাচ্ছিনে একটুও।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "শরীর আপনার অতিশয় দুর্ব্বল, এস সব কথা এখন ভাববেন না।"

প্রমথ হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "ভাবব না সে কথা কেমন ক'রে বলি, তবে বল্‌ব না না-হয়। কিন্তু তুমি ঠিক বলেছ ঊষা, শরীর আমার অতিশয় দুর্ব্বল হয়েছে। মাত্র দিন ছয়েকের জ্বর, শরীরটা কিন্তু একেবারে গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে। তুমি না থাক্‌লে এবার লম্বা পাড়ি দিতে হ'ত। ভাগ্যিস দিন কতকের জন্য ফিরে এসেছিলে তাই!"

কথাটা যে একেবারে নিছক মিথ্যা নয়, এ বিশ্বাস সন্ধ্যারও ছিল। নিরবসর সতর্ক সেবার মধ্যে সামান্য অবহেলা হ'লেও সে কঠিন রোগ বোধহয় একেবারেই আয়ত্তের বাইরে চ'লে যেতে পারত। শুশ্রূষার অকুণ্ঠিত প্রশংসা করবার সময় ডাক্তারও সেই মর্ম্মে ব'লে গিয়েছিলেন। তাই প্রমথর কৃশ দেহ এবং পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সন্ধ্যার চোখ ছলছলিয়ে আস্‌ত। মনে হ'ত, আহা! বাপ নেই, মা নেই, স্ত্রী নেই, কেউ নেই,—ভাগ্যে আমি ছিলাম! এই চিন্তা হ'তে ধীরে ধীরে ক্ষরিত হ'ত একটা সূক্ষ্ম মমতার বোধ,—কঠিন রোগ হ'তে আরোগ্য লাভের পর সন্তানের প্রতি জননীর যেমন নূতন ক'রে একটা মায়া পড়ে কতকটা সেই প্রকার।

দিন দুই পরে প্রমথর শয্যাপার্শ্বে ব'সে সন্ধ্যা বেদানা ছাড়াচ্ছিল, এমন সময়

কামিনী এসে বল্‌লে, "মা, সেই পাঠক-ঠাকুর আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন।"

কামিনীর কথা শুনে সন্ধ্যার মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "কি দরকার?"

"তা' ত' বল্‌তে পারিনে মা, আপনাকে খবর দিতে বল্‌লেন।"

প্রমথ বল্‌লে, "কি দরকার বুঝ্‌তে পারছ না উষা? আজ বোধ হয় দশদিন পুর্‌ল—তাই তোমাকে খবর দিতে এসেছেন।"

এ কথা সন্ধ্যাকে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, সে আপন মনে মৃদুস্বরে গুঁইগাঁই করতে লাগ্‌ল—আমি কিন্তু আজ কি ক'রে যাই—আজ আমার যাওয়া কেমন ক'রে হয়?—

প্রমথ বল্‌লে, "আমি ত' এখন ভাল হয়েছি উষা, এখন আর তোমার যেতে আপত্তি কি?"

এ কথার উত্তরে সন্ধ্যা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন যোগযুক্তি-বর্জ্জিত যে কয়টি কথা বল্‌লে তার ভাষাগত অর্থ নিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু ভাবগত অর্থ যে নবদ্বীপ যাবার একান্ত অনিচ্ছা, তা বুঝ্‌তে প্রমথর কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল না। উদগ্র আনন্দ এবং কৌতুক কষ্টে রোধ ক'রে গম্ভীর মুখে সে বল্‌লে, "কিন্তু সেটা ভাল দেখায় না উষা, কথা দিয়ে এখন যদি বল—"

প্রমথকে কথা শেষ কর্‌তে না দিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু কথা আমি যখন দিয়েছিলাম তখন ত' আপনার অসুখ হয় নি। এখনো আপনি ভাত খাননি, এ অবস্থায় ফেলে কেমন ক'রে চ'লে যাই? তা ছাড়া—"

এবার প্রমথ সন্ধ্যাকে তার অসমাপ্ত কথার মধ্যে নিবারিত করলে; বল্‌লে, "তা ছাড়া যা বল্‌বার তা পাঠক-ঠাকুরকে আমিই বল্‌ব, তোমার আর কিছু বল্‌বার দরকার নেই।" কামিনীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "তাঁকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।"

রঘুনাথ ঘরে প্রবেশ করতেই প্রমথ হাত [illegible] "ক্ষমা করবেন মশায়, রোগে পড়া ছাড়া আমার আর দ্বিতী[illegible] আপনার শিষ্যা কিন্তু বিগড়েছেন।"

সহাস্যমুখে রঘুনাথ বল্‌লেন, "অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ তিনি মনে করেছেন যে, উপস্থিত যে [illegible] ভার তিনি নিজের হাতে নিয়েছেন তা অসমাপ্ত রেখে নবদ্বীপ গেলে আ[illegible]-ধর্ম্মের ব্যা[illegible] হবে।"

রঘুনাথ বল্‌লেন, "তা সত্যিই হবে। বিশেষতঃ, তার সেবা [illegible] রেখে, যার কাছে মা-লক্ষ্মী এতখানি উপকৃত।"

সহাস্যমুখে প্রমথ বল্‌লে, "উপকার-প্রত্যুপকারের হিসেব করতে যাবেন না গোঁসাইজী, ও ব্যাপার অতিশয় জটিল, কারণ ওঁর কাছেও আমি কম উপকৃত নই। সেই উপকারের কথা স্মরণ ক'রে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, সমর্থ হওয়া মাত্র আমি ওঁকে আপনার আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব।"

রঘুনাথ বল্‌লেন, "সেই কথাই ভাল। এখন মা-লক্ষ্মী আপনার কাছেই থাকুন। তাঁর জন্যে আমার আশ্রমের দ্বার সব সময়েই খোলা রইল।"

প্রমথ ও সন্ধ্যার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ ক'রে রঘুনাথ বিদায় গ্রহণকরলেন।

দিন দশেক পরের কথা। নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রমথ দ্বিপ্রহেরর গঙ্গাবক্ষে নৌকা ক'রে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। কথাবার্ত্তার মধ্যে এক সময়ে সে বল্‌লে, "ঊষা, এখন ত' আমি বল পেয়েছি, এবার চল একদিন তোমাকে নবদ্বীপ রেখে আসি।"

সন্ধ্যা কোনো কথা বল্‌লে না, চুপ ক'রে ব'সে রইল।

"কি বল ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "আপনি বল্‌ছেন বল পেয়েছেন, কিন্তু আপনাকে দেখে তা একটুও মনে হয় না। আমার মনে হয় একটা কোনো ভাল জায়গায় আপনার চেঞ্জে যাওয়া উচিত।"

"কোথায় যাবে বল ?"

একটু ভেবে সন্ধ্যা বল্‌লে, "লক্ষ্ণৌয়ে ত' আপনার নিজের বাড়ি আছে। সেখানে গেলে হয়।"

প্রমথ বল্‌লে, "সে মন্দ কথা নয়। তা হ'লে কবে যাবে বল ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "দেরি ক'রে আর লাভ কি ? দু' তিন দিনের মধ্যে বেরিয়ে পড়লেই হয়। এখন ত' আপনি কতকটা বল পেয়েছেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ আর হাসি চেপে রাখ্‌তে পারলে না ; বল্‌লে, "কিছু মনে কোরো না ঊষা, যে অত্যাশ্চর্য্য বল আমাকে লক্ষ্ণৌ নিয়ে যেতে পারে অথচ নবদ্বীপে নিয়ে যেতে পারে না, তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অং নেই। কিন্তু একটা কথার উত্তর দেবে কি ?"

আরক্ত মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কি ?"

সন্ধ্যার দিকে একটু মুখ বাড়িয়ে মৃদুস্বরে প্রমথ বল্‌লে, "পাখী কি অবশে পোষ মান্‌ল ? আমার সংসারেই কি তোমার আশ্রম পাতলে ঊষা ?"

সন্ধ্যা কোনো কথা বল্‌লে না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে রইল।

প্রমথ বল্‌লে, "পাত না ভাই! নাও না আমাকে রিক্ত ক'রে অ সমস্ত সম্পদ! নিরন্নের আহার যোগাও, দরিদ্রের সেবাশ্রম কর,—যে তোমার ইচ্ছে হয়, যা কর্‌লে তোমার ভাল লাগে। পরের আশ্রমে কাজ কি ঊষা ?"

এবার সন্ধ্যা তার মুখ আরও খানিকটা ফিরিয়ে নিলে রামনগ দিকে, তখন তার চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু ঝ'রে প অনেক দুঃখে আর অনেক সুখে।

এর দিন তিনেক পরে কামিনী প্রভৃতিকেনিয়ে প্রমথ হ'ল।

আটাশ

কালের চাকায় সময়ের কাঁটা মাস ছয়েক এগিয়ে গেছে। চৈত্র মাসের শেষ ভাগ। জহরলাল চৌধুরী তাঁর কলিকাতার বাড়ির বৈঠকখানায় ব'সে সদ্য-লব্ধ সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করেছেন, এমন সময়ে একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি প্রবেশ ক'রে নত হ'য়ে যুক্তকরে জহরলালকে অভিবাদন করলে।

চশমার রীমের উপর দিয়ে আগন্তুকের প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে জহরলাল বল্লেন, "কি কেশব, খবর কি? কখন এলে?"

বিনীতকণ্ঠে কেশব বল্লে, "আজ্ঞে মহারাজ, আজ এসেই বাসায় জিনিসপত্র রেখে হুজুরে হাজির হয়েছি।"

"আচ্ছা, বোসো সব শুন্‌ছি।" ব'লে জহরলাল আলবোলার নল মুখে দিয়ে অসমাপ্ত সংবাদটুকু শেষ করতে উদ্যত হ'লেন।

ফরাসের নিকটে কাঠের পালিশ করা একটা বেঞ্চ ছিল। কেশব সন্ত্রস্ত-ভাবে তার এক প্রান্তে উপবেশন করল। কেশব, অর্থাৎ কেশবচন্দ্র হালদার, জহরলালের বিশ্বস্ত নায়েব। জমিদারী পরিচালনার জন্য যে বুদ্ধির অথবা দক্ষতার প্রয়োজন, কেশবের তা যথেষ্ট ছিল শুধু তাই নয়, সুনীতি এবং নীতি-নিন্দিত যে-কোনো দুঃসাধ্য কর্ম্ম সাধনের জন্য বিচক্ষণতার সহিত যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন তাও তার অল্প ছিল না। সেজন্য, দুরূহ অথবা গোপনীয় কোনো কার্য্যসাধনের প্রয়োজন হ'লে জহরলাল কেশবের সহায়তা নিতেন।

...ত অংশটুকু সমাপ্ত ক'রে জহরলাল চক্ষু হ'তে চশমা খুলে ...ন্ত ক'রে বল্লেন, "কি খবর বল কেশব। আপাততঃ

"আজ্ঞে মহারাজ, কাশী থেকে।" ছন, সুতরাং বুঝতেই

"সেখানে সন্ধান কিছু পেলে?" পক্ষে সম্ভব নয়।

"বিশেষ কিছু পাই নি, কিন্তু প্রমথ যে বউ-রাণীমাকে নিয়ে কাশী ক্ষা আমি এ বিষয়ে আমার খুব বেশি সন্দেহ নেই।"

কেশবের কথা শুনে জহরলালের মুখে বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হ'ল; ঈষৎ ভৎর্সনার সুরে বল্‌লেন, "মুখে বলেছি, চিঠিতে লিখেছি বউরাণীমা বোলোনা তাকে, এ পরিবারের সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই, তবু বারম্বার ঐ কথাটা ব্যবহার করবে!"

অপ্রতিভ ভাবে কেশব বল্‌লে, "মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় হুজুর, এখনো অসম্মানের কথা উচ্চারণ করতে মুখে বাধে!"

জহরলাল বল্‌লেন, "তার ত' কুলত্যাগ ক'রে প্রকাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বাধল না, তোমারই বা বাধে কেন? কাশীতে কি সন্ধান পেলে বল শুনি।"

কেশব বল্‌লে, "কাশীতে পাণ্ডাদের মধ্যে সন্ধান করতে করতে শঙ্কর পাণ্ডা নামে একজন পাণ্ডার কাছে টের পেলাম যে প্রমথ নামে এক ব্যক্তি মাস পাঁচ ছয় আগে সস্ত্রীক কাশীতে এসেছিল, কিন্তু দু'-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করতে কি তার মনে হ'ল, হয়ত আমাকে গোয়েন্দা ব'লেই সন্দেহ করলে, আর কোনো কথা ভাঙ্গলে না। শুধু সে-ই নয়, তারপর যাকেই প্রমথর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি সে-ই মাথা নাড়ে আর বলে কিছু জানে না। খুব সম্ভবতঃ শঙ্কর পাণ্ডার পরামর্শে। শঙ্কর পাণ্ডা যে দোকান থেকে ফুল বিল্বপত্র নেয়, যে দোকান থেকে ফলমূল কেনে, যে দোকানের মিষ্টান্ন ব্যবহার করে—সব জায়গায় করেছি, কিন্তু কোনো সন্ধান পাইনি।"

জহরলাল বল্‌লেন, "আর কোনো সন্ধানে দরকারও নেই, যতটুকু তাই যথেষ্ট। প্রকাশের বাড়ি থেকে সে কাউকে না জানিয়ে প্রকাশে

নামে একজন অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে,
..ড় কিম্বা অন্য কোনো আত্মীয়ের বাড়ি নেই,—এ কথায় ত'
.কানো সান্দহ নেই ?"

কেশব মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

জহরলাল বল্‌লেন, "এ-ই যথেষ্ট। আর কিছু দরকার নেই।" তারপর কেশবের সহিত অন্যান্য বিষয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কয়ে তাকে বিদায় দিলেন।

প্রমথর সহিত সন্ধ্যার প্রস্থানের পর নিজ দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রকাশ অবিলম্বে সে কথা সন্ধ্যার পিতাকে পত্র লিখে জানায়, এবং জহরলালকে সে কথা জানানোর কর্ত্তব্য নিরূপণের ভার তাঁরই বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়। সন্ধ্যার পিতা বেণীমাধব কিন্তু সহসা একথা জহরলালকে জানানো সমীচীন মনে করেননি, কারণ তা' হ'লে সন্ধ্যার শ্বশুরালয়ে প্রবেশের যৎসামান্য আশাটুকুও য় চিরদিনের মতো নির্ব্বাপিত হ'য়ে যাবে সে বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল '। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন পূর্ব্বে কথাটা অন্যদিক থেকে একটু গোলমেলে বে জহরলালের কানে এসে পৌঁছায়। পীরনগরের পাঁচ-আনা তরফের নাথ চৌধুরী, সুধারাণীর স্বামী, জামসেদপুর চাকরী করে। ইন্দ্রনাথের ট হ'তে জহরলাল একখানা চিঠি পান, তার প্রধান বক্তব্য এইরূপ।—
কাবাবু, আমার এখানকার একটি বন্ধুর মুখে আজ কথায় কথায় শুন্‌লাম াস তিন চার পূর্ব্বে প্রকাশ ভায়ার গৃহে সন্ধ্যা নামে একটি মেয়ে সহসা ন আবির্ভূত হয় এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান ক'রে সকলের অগোচরে নামে একটি যুবকের সহিত একদিন অন্তর্হিত হ'য়ে যায়। এ সন্ধ্যা র অপহৃতা বধূমাতা সন্ধ্যা কি না জানবার জন্য আমাদের অত্যন্ত হয়েছে। কিন্তু আমার সহিত প্রকাশ ভায়ার [illegible] বিরোধ এবং

অসরস আচরণের কথা আপনি ত' সমস্তই অবগত আছেন, সুতরাং বুঝ্‌তেই পারছেন তাঁর নিকট গিয়ে একথা জিজ্ঞাসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, এ কথাও মনে হচ্ছে যে, জামসেদপুরে প্রকাশ ভায়ার অপেক্ষা আমি আপনার অনেক নিকটতর আত্মীয়, সুতরাং বধূমাতা হ'লে তিনি খুব সম্ভবতঃ আমার গৃহেই আস্‌তেন। এ যদি আর কোনো সন্ধ্যা হয় তা হ'লে প্রকাশের কাছে এ কথা তুলে তার অধিকতর বিরাগভাজন হব। সে কারণ কথাটা অবিলম্বে আপনাকে জানালাম। আপনি প্রকাশকে পত্র লিখে অনুসন্ধান করবেন এবং যথাকালে অনুসন্ধানের ফল অনুগ্রহ ক'রে আমাকে জানাবেন।'
এই চিঠি পাওয়ার পর জহরলাল কেশবকে অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেন।

দ্বিপ্রহরে জহরলাল পত্নী মমতাময়ীর নিকট কথাটা উত্থাপিত করলেন বল্‌লেন, "কেশব আজ ফিরে এসেছে মমো।

মমতাময়ী বুঝ্‌লেন যে সংবাদ যদি জহরলালের মতের অনুকূল না হ'ত তা হ'লে এত শীঘ্র এবং এত উৎসাহ সহকারে তিনি কখনই তা বল্‌তে উদ্যত হ'তেন না। তথাপি নিজের অন্তরের অবুঝ ঔৎসুক্যকে অপ্রকাশ রেখে বল্‌লেন "কি খবর আন্‌লে?"

জহরলাল মুখ গম্ভীর ক'রে বল্‌লেন, "খবর আর নতুন কি আন্‌বে, আ[illegible] যা মনে মনে জানতাম তাই। প্রকাশের বাড়ি থেকে একটা বকাটে ছেে[illegible] সঙ্গে লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে কাশীতে দু'জনে বাস করছে।"

বস্তুতঃ কথাটা সত্য হতে বিশেষ দূরবর্তী মিথ্যা না হ'লেও জহরলাল [illegible] কথার মধ্যে এমন একটু অসত্য মিশিয়ে দিলেন যার দ্বারা সমস্ত জিনি[illegible] আকৃতিটা অনেকখানিই কদর্য্য হ'য়ে উঠ্‌ল। কথাটা কিন্তু মমতা[illegible] নিকট সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বোধ হ'ল না; বল্‌লেন, "এ কথা তুমি[illegible] ব'লে মনে করছ?"

জহরলা[illegible]ন, "কথাটা এমন কি অপরাধ কবুলে যে, মিথ্যা ব'[illegible]

করতে হবে? তুমি জাননা মমো, ও-সব মেয়ের এই রকম পরিণতিই হ'য়ে থাকে।"

জহরলালের কথা শুনে মমতাময়ীর মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; তীক্ষ্ণকণ্ঠে বল্‌লেন, "দেখ, এত বড় অধর্ম্মের কথা মুখে এনো না! হিন্দু সমাজের জাঁতি-কলে তাকে ফেলেছ, যত ইচ্ছে পীড়ন করো; কিন্তু নিজেদের সাফাই গাইবার জন্যে মিথ্যে অপবাদ দিয়ো না। তুমি তার কি জানো যে, ওকথা বল্‌ছ? আমি জানি সে মেয়ে নিস্পাপ, নিষ্কলুষ!"

মমতাময়ীর তীব্র প্রতিবাদে জহরলাল ঈষৎ অপ্রতিভ হ'য়ে পড়লেন; বল্‌লেন, "তুমি আমাকে একটু ভুল বুঝ্‌চ মমো। আমার বল্‌বার উদ্দেশ্য, এ রকম ঘটনার পর ও-সব মেয়ের আর দ্বিতীয় কোন উপায় থাকে না ব'লে প্রকৃতিও সেইভাবে বদ্‌লে যায়। একটা কথা আছে, বিষাক্ত সাপের মুখ থেকে যে ব্যাঙ্‌ কোনো রকমে রক্ষা পেয়ে পালায়, সে-ও বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে। ও তেম্‌নি আর কি।"

মমতাময়ী বল্‌লেন, "সে যাই হোক, এ কথা তুমি প্রিয়কে জানিয়ো না। মি যে মনে করেছ, এ কথার জোরে বউমার উপর থেকে প্রিয়র মন তুলে য় তুমি তার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করবে, তা কিছুতেই হবে না।"

"কেন?"

"কেন? তুমি পুরুষমানুষ হ'য়ে জিজ্ঞেস করছ, 'কেন?' এ কথা শুনে সে কাশী গিয়ে একটা খুনোখুনি ব্যাপার করবে; নয় চিরদিনের জন্যে অশ্রদ্ধা হ'য়ে যাবে যে, জীবনে কখনো মেয়েমানুষের মুখ দেখ্‌বে না। ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের স্বামী সন্ন্যেসী হ'য়ে গেছে তা তুমি ভুলে যাচ্ছ? বিপিন র কথা মনে নেই তোমার? পরাণ হালদারের কথা ভুলে যাচ্ছ? তা এমন কথা যদি মনে হয় যে, আমাদের জবরদস্তির জন্যেই এ কাণ্ডটা হ'লে আমাদের উপর হয় ত' এমন অভিমান হবে [illegible]নে কোন

দিন যাবে না। স্ত্রী ভ্রষ্টা, এ কথা কি সহজে কোনো পুরুষমানুষকে বল্‌তে আছে? অনর্থ ঘটে যাবে যে?"

মমতাময়ীর ভয়-প্রদর্শনে জহরলাল চিন্তিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। এ অভিসন্ধি তাঁর মনে মনে ছিল তাতে সন্দেহ নেই যে, সন্ধ্যার প্রতি প্রিয়লালের মনে একটা ঘৃণা উৎপাদন করতে পারলে কতকটা সহজে তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহে স্বীকৃত করতে পারা যাবে। কিন্তু ঔষধ প্রয়োগে ব্যাধির উপশম না হ'য়ে বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা আছে কি-না সে কথা ভেবে দেখ্‌বার অবসর হয়নি।

স্বামীকে নির্ব্বাক এবং চিন্তিত দেখে মমতাময়ী বল্‌লেন, "অত কি ভাবচো?"

জহরলাল বল্‌লেন, "ভাবচি, প্রিয়র মনের অবস্থা যদি কোনো রকমে না বদলায় তা হ'লে ও যে কখনো আবার বিয়ে কর্‌তে রাজি হবে তার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। দেখ্‌লে ত' রামলাল চাটুয্যের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা নিয়ে কি কাণ্ডটা করলে।"

মমতাময়ী বল্‌লেন, "তা কি করবে? সকলেরই কি অদৃষ্টে সব সুখ থাকে। স্ত্রী-ভাগ্য ওর যদি ভালই হবে তা হ'লে অমন বউই বা হারাবে কেন! রূপে গুণে যেন লক্ষ্মী-প্রতিমা! মনে মনে কত সাধ করেছিলাম যে, এই কলকাতার বাড়ি সে আলো ক'রে থাকবে। কত দুঃখ কষ্ট পেয়ে এ বাড়িতে এসে দাসী হ'য়ে থাক্‌তে চেয়েছিল! দিলাম তাকে দূর দূর ক'রে শেয়াল কুকুরের মতো তাড়িয়ে! একদিক্ দিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ত' করতে হবে।—ছেলেটাই না হয় সন্ন্যেসী হ'য়ে থাক্‌বে, অদৃষ্ট যখন তার এতই মন্দ।" ব'লে মমতাময়ী অঞ্চলে চক্ষু মুছলেন।

জহরলাল বল্‌লেন, "অদৃষ্ট শুধু প্রিয়র মন্দ নয় মমো, আমাদেরও মন্দ; নইলে এ দুঃখ কে-ই বা চেয়েছিল বল। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা তুলছ, পাপ কোথায় যে তার প্রায়শ্চিত্ত?"

হ'কে "পাপ যদি না থাক্‌বে—তা হ'লে দিবারাত্র মনের মধ্যে দাউ দাউ ক'রে আগুন জল্‌ছে কেন?"

"সেইটেই ত' অদৃষ্ট।"

"তাই যদি হয় তা হ'লে ছেলেরও অদৃষ্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে যেয়োনা; ও যেমন দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে তেমনি করুক।" ব'লে মমতাময়ী কক্ষান্তরে প্রস্থান করলেন।

কথাটা সেদিনের মতো সেই খানেই শেষ হ'য়ে রইল।

স্বামীর কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে না পেরে মমতাময়ী সেই দিনই প্রমাণ সংগ্রহের জন্য জামসেদপুরে গোপনে সবিতাকে চিঠি লিখ্‌লেন। দিন দুই পরে কিন্তু সবিতার নিকট থেকে উত্তর পেয়ে পড়তে পড়তে তাঁর মুখ অনেকখানি ম্লান হ'য়ে গেল। সবিতার পত্রের মর্ম্ম জহরলালের কাহিনীর পরিপন্থী নয়, বরং তার প্রথমাংশের পরিপোষক। সবিতা লিখেছে,—মামীমা, এ কথা সত্য, সন্ধ্যা আমাদের না জানিয়ে প্রমথ বাবুর সঙ্গে কোথায় চ'লে গিয়েছে; কিন্তু সে কোথায় গিয়েছে, অথবা কাশী গিয়েছে কি-না, তা আমরা জানিনে। কাশী যাওয়া অবশ্য কিছুই আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু সেখানে গিয়ে সে য প্রমথবাবুর সঙ্গে অসঙ্গত জীবন যাপন করছে, এ আমার সহজে বিশ্বাস য় না। তার অদৃষ্ট মন্দ, কিন্তু প্রকৃতি মন্দ নয়।

একটা কোনো কাহিনীর পারম্পর্য্যের মধ্যে কতকটা অংশ সত্য ব'লে সংশয়ে প্রমাণিত হওয়ার পর বাকী অংশকে মিথ্যা ব'লে সন্দেহ করবার লতা অনেকখানি ক'মে যায়। মমতাময়ীরও তাই হ'ল; সবিতার নিকট এ চিঠি পাওয়ার পর জহরলালের কথার কোনো অংশকেই আর অসত্য অগ্রাহ্য করবার সাহস রইল না। অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে সকলের চরে আত্মীয়ের গৃহত্যাগ করার পর কাশী গিয়ে অসঙ্গত জীবনযাপন করার এমন একটা সহজ সম্ভাবনীয়তা আছে যা প্রতিকূল প্রমাণের অভাবে

অগ্রাহ্য করা যায় না। যে ব্যক্তি উগ্র বিষ সংগ্রহ ক'রে রেখেছিল ব'লে জানি, সে একদিন বিষপানে প্রাণত্যাগ করেছে শুন্‌লে কথাটা সম্ভব ব'লেই মনের মধ্যে স্থান লাভ করে।

প্রিয়লালের মানসিক দুরবস্থার জন্য জহরলালের মনে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। সমাজের অনুশাসন প্রতিপালন করতে গিয়ে যে অনিবার্য্য আঘাত দিতে হয়েচে তার জন্য তিনি দায়ী নন্,—এই যুক্তি সন্ধ্যার পক্ষে জহরলাল যেমন অবলীলাক্রমে প্রয়োগ করতেন, প্রিয়লালের পক্ষে তেমন পারতেন না। দৈবের অনিবার্য্যতা প্রিয়লালের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সান্ত্বনা ছিল না, তাই তার জন্য জহরলালের চিন্তারও অবধি ছিল না। অবশেষে একটা উপায় মাথার মধ্যে দেখা দিল।

চতুর্দ্দিক থেকে বিচার বিবেচনা ক'রে উপায়টিকে পাকা ব'লেই মনে হ'ল,—সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙ্গবে না—সেই শ্রেণীর একটা নিখুঁৎ কৌশল। এবার কিন্তু জহরলাল মমতাময়ীর সহিত পরামর্শ করলেন না, 'মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ' চাণক্য নীতি পালন করলেন। তলব পড়ল গুপ্তমন্ত্রী কেশব হালদারের। সমস্ত সবিস্তারে শুনে কেশব কৌশলটি অনুমোদিত করলে।

জহরলাল বল্‌লেন, "দেখো, চিঠি যেন খবরদার নিজের হাত লিখো না,—তোমার লেখা অনেকেই এখানে চেনে।"

জহরলালের কথা শুনে কেশবের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিলে; বল্‌লে, "মহারাজ, এতদিন ধ'রে নিজের হাতে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ ক'রে আজ এই উপদেশ দেওয়া দরকার মনে করছেন?"

এই অনধিকার স্তুতির চাটুবাণীতে প্রসন্ন হ'য়ে জহরলাল বল্‌লেন, "তা বটে; কিন্তু চিঠি একটা লিখ্‌বে, না দুটো লিখ্‌বে কেশব?"

"আমি বলি, মহারাজ, তিনটে;—একটা হুজুরকে, একটা বেণীকে, একটা প্রকাশবাবুকে। কাজ করতে গেলে সাহস ক'রে সব দিক

করলে কাঁচা কাজ হয়। এক সঙ্গে সকলকে চিঠি দিয়ে অবস্থা এমন করুন যাতে মোকাবিলা হ'লে সব জায়গায় একই কথা শোনা যায়। প্রমথর দেখা এখন কেইবা পাচ্ছে আর কেই বা চাচ্ছে মহারাজ, যে, আসল কথার মোকাবিলা হবে।"

মনে মনে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে জহরলাল বল্লেন, "মন্দ নয়, তাই তবে কর। কিন্তু তোমার চিঠি নিয়ে কাশীতে যাকে পাঠাবে সে বিশ্বাসী লোক ত?"

"হুজুর যেমন আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি তেমনি তাকে করি।"

"কবে পাঠাবে তাকে?"

"আজ্ঞে, আজ রাত্রেই।"

মনে মনে হিসাব ক'রে জহরলাল বল্লেন, "তা হ'লে বুধবারের ডাকে এখানে আমরা চিঠি পাব। এ সময়টা তোমার এখানে উপস্থিত থাকাই ভাল, নইলে লোকের মনে কোনোরকম সন্দেহ হ'তেও পারে।" এ 'লোক' অর্থে প্রধানতঃ যে মমতাময়ী, সে কথা অবশ্য জহরলাল প্রকাশ ক'রে বল্লেন না।

তৃতীয় দিন বেলা দশটার সময় ডাক এল। জহরলাল ইচ্ছা ক'রেই দমদমার বাগান দেখ্‌তে গিয়েছিলেন। তাঁর হাত হ'য়ে চিঠিখানা মমতাময়ী বা প্রিয়লালের হাতে পড়ে এটা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। পিয়ন যখন এল তখন প্রিয়লাল বার-মহলে তার পড়বার ঘরে ব'সে এম্‌-এ ক্লাসের একটা পাঠ্য পুস্তকের পাতা ওল্টাচ্ছিল। পিয়ন চিঠির বাক্সে চিঠি ফেল্‌তে উদ্যত হ'য়েছে দেখ্‌তে পে'য়ে সে পিয়নকে ডেকে তার হাত থেকে চিঠিগুলো নিয়ে নিলে। পাঁচ ছ'খানা চিঠি; ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ একটা পোষ্টকার্ডের ভিতরে গোটা তিন কথা চোখে পড়তেই মাথাটা গেল ঘুরে। কোনো প্রকারে সংহত ক'রে চিঠিখানা প'ড়ে শেষ করলে। চিঠিটা এই—

অভিজ্ঞান

কাশীধাম দেখে

সবিনয় নিবেদন,

গতকল্য রাত্রি দেড়টার সময়ে অভাগিনী সন্ধ্যা চিরদিনের মতো আমাদের পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। তিন দিনের কলেরা রোগে তার মৃত্যু ঘট্‌ল। এক সময়ে সে আপনার পুত্রবধূ ছিল ; এখনো সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নি ভেবে যদি অশৌচাদি পালন করেন সেই জন্য এ পত্র দিলাম। ইতি,

বিনীত,

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

ঘরের দরজা জানালাগুলো রুদ্ধ ক'রে দিয়ে এসে টেবিলে মুখ গুঁজে প্রিয়লাল কিছুক্ষণ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রোদন করলে, তারপর বস্ত্রে চক্ষু মার্জ্জিত ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে বস্‌ল। দুঃখ ও অনুশোচনার একটা মর্ম্মন্তুদ গ্লানিতে সমস্ত মন, এমন কি অন্তরিন্দ্রিয় পর্য্যন্ত, অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিল। মনে মনে বল্‌লে, অপরাধ করেছিলাম সন্ধ্যা, গুরুতর অপরাধই করেছিলাম, কিন্তু তাই ব'লে এমন শাস্তি দিলে যে, জীবনে কোনো দিন যে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে নোবো তার পথ রাখ্‌লে না! অভিমান কি এম্‌নি ক'রেই করতে হয়! জানকীও বোধকরি হতভাগ্য রামচন্দ্রের উপর এমন দুর্জ্জয় অভিমান ক'রে পাতাল প্রবেশ করেননি, তুমি যেমন আমার উপর ক'রে প্রাণত্যাগ করলে! প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র যে পাপ ক'রেছিলেন, পিতৃ-মনোরঞ্জনের জন্য আমি তার চেয়ে গুরুতর পাপ ক'রেছিলাম! প্রকাশ দাদার বাড়িতে তোমাকে একখানা চিঠি দিয়েও তোমার মনে সান্ত্বনার একটু ক্ষীণ আলো রাখিনি।—প্রিয়লালের চক্ষু হ'তে পুনরায় টপ্‌ টপ্‌ ক'রে বড় বড় অশ্রু টেবিলের উপর ঝ'রে পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে কাশীর চিঠিখানা ছাড়া বাকি চিঠিগুলা চিঠির বাক্সে

প্রিয়লাল মমতাময়ীর নিকট উপস্থিত হ'ল। প্রিয়লালের আকৃতি দেখে মমতাময়ী আতঙ্কে শিউরে উঠ্লেন; ব্যগ্রকণ্ঠে বল্লেন, "কি হয়েছে প্রিয় ?"

প্রিয়লাল বল্লে, "আপদ একেবারে চুকেচে মা, আমাদের কলঙ্ক ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে !"

তীক্ষ্নকণ্ঠে অধীরভাবে মমতাময়ী বল্লেন, "কি হয়েছে খুলে বল্ না !"

প্রিয়লালের মুখমণ্ডল একটা বিচিত্র হাস্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্ল,—ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত মহানগরীর ভগ্নস্তূপের উপর প্রভাত সূর্য্যের কিরণ পড়লে যেমন দেখায়, দেখালো ঠিক তেম্নি। পোষ্টকার্ডখানা মমতাময়ীর দিকে আগিয়ে ধ'রে বল্লে, "প'ড়ে দেখ।"

চিঠিতে দৃষ্টিপাত ক'রেই মমতাময়ী চিৎকার ক'রে উঠ্লেন, "একি সর্ব্বনাশের কথা নিয়ে এলি প্রিয় !" তারপর ভূমিতলে ব'সে প'ড়ে চ'খে কাপড় দিয়ে কাঁদ্তে লাগ্লেন।

প্রিয়লাল বল্লে, "বুকের মধ্যে ভারি একটা যন্ত্রণা হচ্ছে মা !—আমি আমার ঘরে কিছুক্ষণের জন্য শুতে চল্লাম।" ব'লে কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে ফিরে এসে বল্লে, "তুমি আমার দুঃখ-কষ্ট বোঝো ব'লেই তোমাকে বল্ছি মা, আমাকে যেন তোমরা সান্ত্বনা দিতে যেয়ো না। কিছুতে ও কাজ কোরো না। আমার এ দুঃখ আপনিই শেষ হ'তে দিয়ো।"

এ যে জহরলালের প্রতি প্রিয়লালের অব্যক্ত মর্ম্মান্তিক অভিমান তা বুঝ্তে মমতাময়ীর বিলম্ব হ'ল না। প্রিয়লালের প্রতি কাতর দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে বল্লেন, "ওরে প্রিয়, একবার আমার কাছে এসে বোস্ বাবা !"

প্রিয়লাল নিকটে উপবেশন করলে তার মাথাটা নিয়ে মমতাময়ী ক্ষণকাল নিজের বক্ষের মধ্যে চেপে ধ'রে রইলেন, তারপর [illegible] তার হাত বুলিয়ে বল্লেন, "যাও বাবা, শুয়ে থাক গে। [illegible] তোমাকে [illegible] করবে না।"

কিছুক্ষণ পরে জহরলাল ফিরে এলেন। রোদনবিক্লিষ্ট পত্নীর আকৃতি দেখে আকাশ থেকে পড়লেন; বল্‌লেন, "কি হয়েছে মমো?"

মমতাময়ী বল্‌লেন, "বউমা নেই! সব শেষ হ'য়ে গেছে!"

"তার মানে?"

"কলেরা হ'য়ে মারা গেছেন।"

জহরলাল চম্‌কে উঠ্‌লেন। কপট অভিনয়ের চমকটা বোধহয় একটুখানি মাত্রা অতিক্রম ক'রেই গেল; বল্‌লেন, "বউমা বাপের বাড়ি এসেছিলেন নাকি?"

মমতাময়ী মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "না গো, কাশীতেই এই ব্যাপার ঘটেছে!" তারপর টেবিলের উপর থেকে পোষ্টকার্ডখানা নিয়ে জহরলালের হাতে দিলেন।

চিঠি প'ড়ে জহরলালের মুখের মধ্যে নিবিড় বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এল, কিন্তু তারই অন্তর্গত একটা দুর্নিবার্য্য আনন্দের দীপ্তি সেই ছায়াকে একটু ফিকে ক'রেও রইল। অন্যদিকে মুখটা একটু ফিরিয়ে নিয়ে জহরলাল বল্‌লেন, "বেই বাড়িতে চিঠি লিখে খবরটা একটু ভাল ক'রে জান্‌লে হয় না?"

"আবার কি ভাল ক'রে জান্‌বে?"

একটু ইতস্তত সহকারে জহরলাল বল্‌লেন, "খবরটা ঠিক পাকা কি-না?"

আর্ত্তকণ্ঠে মমতাময়ী বল্‌লেন, "এমন দুঃসংবাদ কখনো মিথ্যে হয় না।"

"সে কথা ঠিক।" ব'লে জহরলাল একটা চেয়ারের উপর ব'সে পড়লেন

মমতাময়ীর অবস্থা দেখে এবং প্রিয়লালের কথা শুনে জহরলাল বুঝলে ঔষধ ক্রিয়াশীল হয়েচে। নিজের শুভবুদ্ধির প্রমাণে মনের মধ্যে একটা বিে রকম পরিতৃপ্তি লাভ করলেন। ভাবলেন, যে দুষ্ট-গ্রহ পুত্রকে এত সংসারবিমুখ ক'রে রেখেছিল মৃত্যুর দ্বারা তা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাওয়ায় ে ত্রকে সংসারী করা সহজ হবে।

কিন্তু দিন তিনেক পরে মমতাময়ীর নিকট হ'তে পুত্রের মানসিক অবস্থার ও সঙ্কল্পের পরিচয় পেয়ে আশঙ্কা হ'ল ঔষধ বুঝি সক্রিয় হ'য়ে বিপরীত ফলই ফলায়। অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করবার অভিপ্রায়ে প্রিয়লাল সুদূর পশ্চিম দেশে যাত্রা করবার জন্য উন্মুখ হয়েছে।

মমতাময়ী বল্‌লেন, "আমি অনেক বুঝিয়ে দেখেছি, তাকে আটকানো যাবে না। কিছুদিন ঘুরে এলে হয় ত' তাকে সুস্থ মনেই ফিরে পাবে। আমি মা, আমি যখন বল্‌ছি তখন তুমি অমত করো না।"

জহরলাল কিন্তু শুধু মমতাময়ীর কথার উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চেষ্ট থাকলেন না, নিজেও অনেক চেষ্টা করলেন। শেষ পর্য্যন্ত হার মানতেই হ'ল।

মাস দুয়েক পরে পাস্‌পোর্ট্ সংগ্রহ ক'রে পি অ্যাণ্ড ও-র সুবৃহৎ ষ্টিমারে প্রিয়লাল অধীর উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয় নিয়ে সুদূরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলে।

ঊনত্রিংশ

মেয়ারসাই বন্দরে জাহাজ পরিত্যাগ ক'রে রেলযোগে প্রিয়লাল প
উপনীত হ'ল। জাহাজে একজন ভাটিয়া যুবকের সহিত তার আলাপ হয়েছি
বছর পাঁচেক সে প্যারিসে আছে, মাঝে মাঝে ভারতবর্ষে আসবার প্রয়োজন
হয়। মাস তিনেক পূর্ব্বে তেমনি প্রয়োজনে ভারতবর্ষে এসেছিল, এখন ফিরে
চ'লেছে। প্রথমে প্রিয়লাল স্থির করেছিল যে, প্যারিসে উপস্থিত হ'য়ে টমাস
কুক এণ্ড সনের অফিসের সাহায্যে সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা ঠিক ক'রে
নেবে; কিন্তু ভাটিয়া যুবকটির নিকট প্যারিসের প্লাস-ডো-লাপেরা অঞ্চলের
একটি বিখ্যাত হোটেলের সন্ধান লাভ ক'রে সে সেখানেই গিয়ে উঠ্‌ল।

হোটেলটি অনেক দিক থেকে ভালো লাগায় প্রিয়লাল স্থির করলে কিছু
কাল সেইখানেই বাস করবে। প্রথমে দিনকতক সে হোটেল পরিত্যাগ
ক'রে সহজে কোথাও বহির্গত হ'ত না। নিজের নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব কক্ষে
আবদ্ধ হ'য়ে দুরদৃষ্টের চিন্তায় এবং পুস্তকপাঠে দিনের পর দিন অতিবাহিত
করত। হঠাৎ একদিন মনে পড়ল লুভ্‌র্‌ মিউজিয়মের কথা। চিরকাল
চিত্রের প্রতি তার অনন্যসাধারণ অনুরাগ। মনে পড়বা মাত্র একটা ট্যাক্সি
ভাড়া ক'রে তখনি তথায় উপস্থিত হ'ল। এতদিন পর্য্যন্ত একান্ত শ্রদ্ধা এবং
কৌতূহলের সহিত যে-সকল বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের কথা শুনে এসেছে,
সেই র‍্যাফায়েল, দাভিঞ্চি, মুরিলো, ভ্যান ডাইক, রেমব্রাঁ, মিলে প্রভৃতির
অঙ্কিত মূল চিত্রাবলীর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে প্রিয়লাল একেবারে আত্মহারা
হ'ল! যে দুরপনেয় বেদনা অহরহ অনুক্ষণ তার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত ক'রে
রাখ্‌ত, তার চাপ যেন অনেকটা লঘু হ'য়ে গেল। নিঃস্বাদ নিস্পন্দ জীবনের
মধ্যে একটা অনুভূতির সাড়া দেখা দিলে। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সমস্ত

। লুভ্‌র্‌ মিউজিয়মে অতিবাহন করতে লাগ্‌ল। 'মোনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, 'ফ্লাইট্‌ অফ্‌ লট্‌' দেখ্‌বার আগ্রহ কিছুতেই পরিতৃপ্তি মানে না!

মাস ছয়েক পরে হঠাৎ একদিন তার মনের মধ্যে এমন একটা কি বর্ত্তন এল যে, এ আকর্ষণ আর তাকে প্যারিসে আট্‌কে রাখ্‌তে পারলে না। হোটেলের পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে তল্পীতল্পা বেঁধে রেলষ্টেশনে এসে টিকিট কিনে গাড়িতে চ'ড়ে বস্‌ল। তারপর মাস চারেক ধ'রে কন্টিনেণ্টের নানাস্থান পরিভ্রমণ ক'রে অবশেষে একদিন ইংলিশ চ্যানেল পার হ'য়ে লণ্ডনে এসে উপস্থিত হ'ল।

লণ্ডনে তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের একান্ত অভাব না থাকলেও সে তাদের অগোচরে একটা হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করলে এবং পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হ'লে সহসা ইংলণ্ড আগমনের কৈফিয়ৎ দিতে দিতে উৎপীড়িত হবার আশঙ্কায় প্যারিসেরই মতো কতকটা অজ্ঞাত-বাস অবলম্বন ক'রে রইল।

লণ্ডনে আগমনের মাসখানেক পরে একদিন ভারতবর্ষের ডাকে সে তার শ্বশুর বেণীমাধবের একখানা চিঠি পেলে। চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পাঠ ক'রে যেমন বিস্মিত হ'ল, তেম্‌নি হ'ল বিরক্ত। বেণীমাধব লিখেছেন যে, ইম্পিরিয়াল সারভিসের একটি পাত্রের সহিত তাঁর কন্যা সাধনার যে বিবাহ-প্রস্তাব প্রায় স্থির হ'য়ে এসেছিল শুধু তা'-ই ভেঙে যায়নি, তারপর তিনি অপরাপর বহু স্থলে যত চেষ্টা করেছেন সমস্তই বিফল হয়েছে তাঁর কন্যা সাধনা পরমা সুন্দরী শিক্ষিতা ও সর্ব্বগুণসম্পন্না হওয়া সত্ত্বেও। সুতরাং এরূপ দুর্ভেদ্য সঙ্কটে একমাত্র প্রিয়লালের বিবেচনা এবং সহৃদয়তার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নেই ব'লে তিনি তার সঙ্গে সাধনার বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপিত করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এ প্রস্তাব যে অসমীচীন নয় তা প্রমাণ করবার জন্য বেণীমাধব

যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রথমতঃ, মৃত্যুর দ্বারা সন্ধ্যা যখন ইহলোকের এবং ইহকালের পক্ষে একেবারে গত হয়েছে তখন সে ঘটনা যত শোচনীয়ই হোক না কেন, তার অনুশোচনা পরিত্যাগ করাই উচিত, কারণ বিবেচনার প্রত্যাদেশ হচ্ছে, গতস্য শোচনা নাস্তি। এবং দ্বিতীয়তঃ, সন্ধ্যাকে গৃহে স্থান না দেওয়ার জন্য তার জীবনের যে মর্ম্মন্তুদ পরিণাম ঘট্‌ল তজ্জনিত প্রত্যবায়ের যদি কোনো অংশ প্রিয়লালের থাকে তা হ'লে সাধনাকে বিবাহ করলে তা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যাবে, কারণ তার অতি-বিপন্ন শ্বশুর যে দুশ্ছেদ্য সমস্যা নিয়ে বিপর্য্যস্ত হয়েছেন তা কখনই উপস্থিত হ'ত না যদি তাঁর অভাগিনী কন্যা স্বামীগৃহে স্থান লাভ করতে সমর্থ হ'ত। বেণীমাধবের চিঠিখানা অনুনয় এবং অনুযোগের দ্বিবিধ সুরে রচিত,—অনুযোগের সুর অত্যন্ত ক্ষীণ, অনুনয়ের যৎপরোনাস্তি প্রবল।

প্রিয়লাল সেইদিনই বেণীমাধবের পত্রের উত্তরে লিখ্‌লে, "যার হাতে আপনার একটি মেয়ে অমন নির্দ্দয়ভাবে নিগৃহীত হয়েছে তার হাতে আপনার আর একটি মেয়েকে সমর্পণ করবার দুঃসাহস দেখে সত্যই বিস্মিত হয়েছি। বাঙ্গলা দেশের মেয়ে কি বাপ-মার পক্ষে এত বড়ই পাপ যে, তার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য একজন নামজানা দুর্ব্বৃত্তের হস্তে তাকে সমর্পণ করবার প্রস্তাব অনায়াসেই চলে? সন্ধ্যাকে নিগৃহীত করার জন্য যে প্রত্যবায় হয়েছে ব'লে আপনি লিখেছেন, আমি নিজেকে তার অংশভাগী ব'লে মনে করিনে, সে প্রত্যবায়ের ষোল আনাই আমার ব'লে আমি জানি, এবং সমস্ত জীবন-ব্যাপী দুঃখ এবং অনুশোচনার দ্বারা তার দণ্ড ভোগ করতে চাই। সাধনাকে বিবাহ করলে সে প্রত্যবায়ের ক্ষয় হবে না, বৃদ্ধিই হবে। সন্ধ্যার প্রতি আমা[illegible] আচরণের দ্বারা পরোক্ষভাবে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বিপদগ্রস্ত ক[illegible] ব'লে যদি মনে করেন তা হ'লে অর্থের দ্বারা যদি সম্ভবপর হয় আমি অ[illegible] ক্ষতিপূরণ করতে প্রস্তুত আছি; অর্থলোভে বশীভূত ক'রে

সাধনার জন্য ম[illegible]গ্রহ করুন, সে অর্থের ভার রইল আমার উপর। আপনি জানেন, [illegible] মাতামহর নিকট হ'তে আমি কম অর্থ পাইনি, সুতরাং আমার [illegible] বাবার নিকট আবেদন করবার প্রয়োজন হবে না।"

বেণীমাধবের প[illegible] এক ডাকেই জহরলালেরও চিঠি এসেছিল। সে চিঠির মর্ম্ম—দীর্ঘ[illegible] প্রিয়লাল গৃহ ছাড়া হ'য়ে আছে, সেজন্য তার পিতামাতার দুঃখ [illegible] অন্ত নেই, সুতরাং আর বিলম্ব না ক'রে অচিরে সে যেন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

যোগ-সাজসের মৈত্রীর দ্বারা এই দুটি চিঠি যে পরস্পর-আবদ্ধ, এমন একটা সন্দেহ প্রিয়লালের মনে সহজেই দেখা দিলে। উত্তরে সে জহরলালকে লিখ্‌লে, ইংলণ্ডে যখন এসেই পড়েছে, তখন বৎসর দুই এখানে যাপন ক'রে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডির ডিগ্রীটার জন্য চেষ্টা করা তার একান্ত ইচ্ছা, সুতরাং এখন গৃহে প্রত্যাগমন করা উচিত হবে না।

কিছুকাল ধ'রে জহরলাল এবং প্রিয়লালের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক পত্র-ব্যবহার চল্‌ল, কিন্তু অবশেষে জহরলালকেই পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল,—পি-এইচ-ডি ডিগ্রীর জন্য প্রিয়লালের ইংলণ্ডে অবস্থান করাই স্থির হ'ল।

অতঃপর প্রিয়লালের ডক্টরেট্ লাভ করা পর্য্যন্ত বৎসর দুয়েকের কথা এ আখ্যায়িকার পক্ষে প্রয়োজনীয়ও নয়, কৌতুকাবহও নয়।

পুত্র পি-এইচ-ডি ডিগ্রী অধিকার করেছে [illegible] পর জহরলাল এবং মমতাময়ী তাকে গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য [illegible] চিঠি লিখ্‌লেন। জহরলাল লিখ্‌লেন, শরীর আমার অতিশয় অসুস্থ, তুমি যদি এখনো আসতে বিলম্ব কর তা হ'লে হয়ত আর দেখা হবে না। মমতাময়ী লিখ্‌লেন, কিছুকাল হ'তে রক্তচাপ রোগে ওঁর শরীরের অবস্থা একেবারেই ভাল নয়; এখনো যদি তুমি অবিলম্বে এসে উপস্থিত হও তা হ'লে হয়ত আমরা উঠতে পারেন।

এ সংবাদ পাওয়ার পর [illegible] দিনকের মধ্যে প্রিয়লাল প্রবাসের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে [illegible] রওয়ানা হ'ল। কিন্তু তিন বৎসর পরে গৃহে উপনীত হ'য়ে দেখ্‌লে মাত্র পাঁচ দিনের জন্ম বিলম্ব ক'রে এসেছে। পাঁচ দিন পূর্ব্বে মৃত্যু এসে জহরলালকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছে। জননীর বিধবা-বেশ দেখে প্রিয়লাল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রোদন করতে লাগল।

শ্রাদ্ধ-শান্তির মাস দুই পরে প্রিয়লাল একদিন মমতাময়ীকে বল্‌লে, "মা, দিন কতক একটু ঘুরে আসি।"

বিস্মিত হ'য়ে মমতাময়ী বল্‌লেন, "এরি মধ্যে আবার ?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "এবার বেশি দিনের জন্যে নয় মা, মাস চারেকের মধ্যেই ফিরে আস্‌ব।"

"কোথায় যাবি ?"

"প্রথমে দিন পাঁচ-সাতের জন্যে ফয়জাবাদে আমার একটি বন্ধুর কাছে, তারপর লাহোরে পান্টু মামার কাছে। সেখান থেকে পান্টু মামাকে নিয়ে রাউলপিণ্ডি হ'য়ে কাশ্মীর, তারপর কাশ্মীর থেকে তোমার কাছে।"

বিষণ্ণ গম্ভীরমুখে মমতাময়ী বল্‌লেন, "এটা কি এখন না করলেই নয় প্রিয় ?"

এক মুহূর্ত্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে মমতাময়ীর প্রতি মুখ তুলে প্রিয়লাল বল্‌লে, "কিছু ভাল লাগ্‌ছে না মা !"

"তা'ত বুঝ্‌লাম, কিন্তু আমারই কি ভাল লাগ্‌ছে বাবা ?"

অপ্রতিভ আর্ত্তকণ্ঠে প্রিয়লাল বল্‌লে, "তোমার কি ক'রে ভাল লাগ্‌বে মা ! তোমার নিশ্চয়ই ভাল লাগ্‌ছে না। বেশ ত, তুমিও আমার সঙ্গে চলনা। তুমি যদি যাও, তাহ'লে আমি ফয়জাবাদ লাহোর কাশ্মীর দিয়ে তীর্থে তীর্থে তোমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। যাবে আমার সঙ্গে ?'

প্রিয়লালের কথা শুনে মমতাময়ীর মুখে অতি ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত হ'ল

সঙ্গে সঙ্গেই নামল অশ্রুর প্রবল বর্ষণ। অঞ্চলে চোখ মুছে আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, "এই সংসারের যে খোঁটায় তিনি আমাকে বেঁধে দিয়ে গেছেন তা থেকে আমার সহজে মুক্তি নেই প্রিয়। যে কাজের ভার আমাকে দিয়ে গেছেন তা শেষ ক'রে তবে তীর্থই বল আর যাই বল,—তার আগে চৌধুরী বংশের এই বাড়িই আমার কাশী বৃন্দাবন হ'য়ে রইল।"

কথাটা সেদিন আর বেশি দূর অগ্রসর না হ'য়ে এইখানেই শেষ হ'ল। কিন্তু দিন পাঁচ সাতের মধ্যে স্থির হ'য়ে গেল যে, জহরলালের মৃত্যুর জন্য আইন-আদালত সংক্রান্ত যে সামান্য বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে তা সম্পন্ন ক'রেই প্রিয়লাল পুনরায় দেশভ্রমণে নির্গত হবে।

ত্রিশ

শ্রাবণ মাস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। অপরাহ্নের দিকে কিছু-ক্ষণের জন্য বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল, কিন্তু পূর্ব্বদিকে পুনরায় মেঘের উপর মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে,—মনে হচ্ছে অবিলম্বে প্রবলভাবে বর্ষণ আরম্ভ হবে। কলিকাতা বালীগঞ্জের একটা অপেক্ষাকৃত নিভৃত অঞ্চলে বিস্তৃত কম্পাউণ্ড সংযুক্ত একটা দ্বিতল গৃহের দোতলার বারান্দায় ব'সে সন্ধ্যা বই পড়ছিল। এমন সময়ে ভৃত্য সাধুচরণ এসে ডাকলে, "মা!"

বই হ'তে মুখ তুলে সাধুচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কি সাধুচরণ?"

বিরক্তিভরে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সাধুচরণ বল্‌লে, "মেঘ করেছে ব'লে কি বেলা হয়নি মা? বেলা যে গড়িয়ে শেষ পোহোরে পৌঁছল!"

"ক'টা বাজ্‌ল?"

অধিকতর মুখ-বিকৃতির সহিত সাধুচরণ বল্‌লে, "সে তোমাদের বিশ পঁচিশটা ঘড়ি আছে দেখে নাও কটা বাজ্‌ল, কিন্তু এমন ক'রে পিত্তি পড়িয়ে অত্যেচার করলে শরীর আর কতদিন টেঁকবে বল দেখি? সেই জষ্টি মাসের মত আবার যদি অসুখে পড় তাহ'লে আর উঠ্‌তে পারবে কি?"

বারান্দার পিছন দিকে একটা ক্লক্ টাঙ্গানো ছিল, পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে সবিস্ময়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "ওমা তাই ত, সাড়ে তিনটে বাজে যে! কিন্তু তিনি না খেয়ে বাইরে রয়েছেন, আমি কি ক'রে খাই সাধু।"

সাধু[illegible] ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল,—"তেনার কথা ছাড় দাও! ছেলেবেলা থেকে তেনাকে[illegible]য়ে আমার হাড় ভাজা-ভাজা হ'য়ে আছে; তেনার এ সব অত্যাচার বরদা[illegible]। কিন্তু তোমার?"

"আমারও ত' তা'হলে বরদাস্ত হওয়া [illegible] কিন্তু সে কথা যাক, তোমরা সকলে খেয়ে নিয়েছ ত'?"

"তোমার আলি-হুকুম জারি আছে, তারা ছেড়েছে কি-না! সব খেয়ে দেয়ে এতক্ষণ এক ঘুম সেরে নিলে!"

"আর তুমি? তুমি খেয়েছ?'

সাধুচরণ মাথা নাড়া দিয়ে বল্‌লে, "আরে, আমার কথা ছাড় দাও! আমি তোমার আর-সব চাকর-বাকরদের সঙ্গে এক গোত্তোর না-কি?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, তা নও, কিন্তু তুমি বুড়োমানুষ, এই বেলা পর্যান্ত না খেয়ে রয়েছ সাধু?"

তেমনি মাথা নাড়া দিয়ে সাধুচরণ বল্‌লে, "বুড়োমানুষের অত ক্ষিদে তেষ্টা লাগে না মা! তুমি সোমোখো মেয়ে, তুমি ক্ষিদের লেগে ছট্‌ফট্‌ করছ,—আর আমি খাব?"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আমি ছট্‌ফট্‌ করছি তুমি কি ক'রে জান্‌লে সাধু? কই আমি ত' একটুও ছট্‌ফট্‌ করছি নে?"

সাধুচরণ বল্‌লে, "আরে, তুমি না কর, তোমার আত্মি ত' করছে!"

সবিস্ময়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "ওমা সে আবার কি? আত্মি কাকে বলে?"

কিন্তু এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হ'ল না, গেটের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় সাধুচরণের মুখ কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল। ঝঙ্কার দিয়ে সে বল্‌লে, "অই নাও! ছাতা মাথায় দিয়ে আবার একটা সাধু আস্‌ছে! আজকের মতো তোমাদের খাওয়া দাওয়া সিকেয় তুলে রাখ!"

সন্ধ্যা চেয়ে দেখ্‌লে গৈরিক বসন পরিহিত একজন [illegible] থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে ছাতা দিয়ে দেহের উর্দ্ধাংশের প্রায় সব [illegible] ক'রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে [illegible] 'রতী আশ্রমের স্বামী অচলানন্দ।

সাধুচরণ বললে, “মা, বল তো বাবা বাড়ি নেই ব'লে সাধু মহারাজকে বিদেয় ক'রে আসি।”

সন্ধ্যা বল্‌লে, “তাতে সুবিধে হবে না সাধু, উনি হয় ত' আমার সঙ্গেও দেখা করতে চাইবেন। তার চাইতে আমি গিয়ে ওঁর কাজ সেরে দিয়ে আসি।” তারপর স্মিতমুখে বল্‌লে, “কিন্তু সাধু, তুমি নিজে সাধুচরণ হ'য়ে সাধুদের উপর এত চটা কেন বল দেখি ?”

সাধুচরণ চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে বল্‌লে, “এদের তুমি সাধু বল মা ? তুমি জাননা, এরা এক-একটি লবাব। চেহারা দেখে বুঝ্‌তে পার না যে, দস্তুরমতো দুধ-ঘী-খেকো শরীর ? আর ঐ যে গেরুয়া রঙের খদ্দর দেখ, ওর একটি তোমার তিনখানা ধুতিকে হার মানাতে পারে। বড় মানুষের দোরে এসে টাকা আদায় ক'রে নিয়ে যায়, আর এই সব লবাবী করে !”

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বল্‌লে, “না সাধু, তুমি জান না, এঁরা সত্যি-সত্যিই সাধু। এঁরা যে টাকা নিয়ে যান তাতে অনেক সৎকার্য্য করেন। গরীব দুঃখী রোগীর সেবা, দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো—এইরকম অনেক ভাল কাজ এঁদের দ্বারা হয়।”

তা হয়ত' হয়। কিন্তু তথাপি সাধুচরণ সন্ন্যাসীদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়। অপ্রসন্ন মুখে বল্‌লে, “তা হ'লে বসাবো না কি ?”

“হ্যাঁ, বসাওগে, আমি এখনই যাচ্ছি।”

বিড়বিড় ক'রে অস্ফুষ্ট কণ্ঠে কি বল্‌তে বল্‌তে সাধুচরণ প্রস্থান করলে। সেটা যে সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে অভিলষণীয় মন্তব্য নয় তা সহজেই বোঝা গেল।

সাধুচরণ প্রমথর পিতার আমলের ভৃত্য। প্রমথর যখন চৌদ্দ বৎসর বয়স তখন তার বিধবা মাতা মৃত্যু-শয্যায় অপর কোনো যোগ্যতর ব্যক্তির অভাবে বিশ্বস্ত ভৃত্য সাধুচরণের উপর একমাত্র পুত্রের ভার সমর্পণ করেন। সে আজ পুরোর ষোল বৎসরের কথা হবে। সাধুচরণ যথাশক্তি সব বিষয়েই প্রমথকে

শাসন ক'রে আসছিল, কিন্তু জ্ঞাতি-গৃহে বিবাহ উপলক্ষে দেশের বাটীতে কিছুদিন একাকী অবস্থান কালে প্রতিবেশিনী বিধবা কন্যা বনমালতীর হাতে ঘটনাচক্রে প্রথম তালিম নিয়ে প্রমথ যে কর্দ্দমাক্ত পথের পথিক হ'ল সে পথের গতি কিছুতেই সে রোধ করতে সমর্থ হ'ল না। বিপদ দেখে সাধুচরণ প্রমথর বিবাহ দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগ্‌ল। প্রমথর অর্থের প্রভাবে সুন্দরী পাত্রীকে সম্মুখে ফেলে প্রমথকে লুব্ধ করবার ব্যবস্থা কঠিন হ'ল না। কিন্তু কোন মতেই তাকে বশীভূত করা গেল না,—প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সে বলে, 'কিছুতেই না সাধু, কিছুতেই না; পায়ে শেকল লাগিয়ে তুই যে আমাকে এক জায়গায় বেঁধে ফেলতে চাস, তা কিছুতেই হবে না। তা ছাড়া, যে লোক চিংড়ি মাছ খেতে অভ্যস্থ হয়েছে তাকে মালপোয়া খাওয়ালেই সে যে চিংড়ি মাছ খাওয়া ত্যাগ করবে তার কোন মানে নেই।'

ক্রমশঃ সাধুচরণেরও মনে সংশয় উপস্থিত হ'ল যে, হয়ত সত্যিই তার কোনো মানে নেই। তখন অগত্যা হতাশ হ'য়ে সে হাল ছেড়ে দিলে।

তারপর আট দশ বৎসর কেটে গেছে; এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু বিচিত্র কীর্ত্তিকলাপের দ্বারা প্রমথ তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট উদ্বেগ দিয়েছে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন বৎসর তিনেক দেশে না এসে প্রবাসে অজ্ঞাতবাস ক'রে যেমন দিয়েছে, তার সঙ্গে আর কিছুরই তুলনা হয় না। তাই গত বৎসর বৈশাখের প্রারম্ভে সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রমথ যখন তার দীর্ঘ প্রবাস বাসের পর কলিকাতার বাটিতে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন প্রথম তিন চার দিন সাধুচরণ ঘৃণায় বিদ্বেষে, কথা কওয়া ত' দূরের কথা, সন্ধ্যার মুখের প্রতি ভাল ক'রে দৃষ্টিপাতও করেনি। তারপর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সম্বোধনে বাধ্য হ'য়ে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তা করার পর বিতৃষ্ণার মূলে প্রবল একটা আঘাত পড়ল,—সন্ধ্যা হয়ত বা ঠিক চিংড়িমাছ শ্রেণীর জীব নয়, মনের মধ্যে এ সংশয়ও সুস্পষ্টভাবে দেখা দিলে। ক্রমশঃ দেখ্‌তে দেখ্‌তে কয়েক দিনের মধ্যে বিতৃষ্ণা [illegible]

সুগভীর আসক্তিতে,—এমন কি পর্য্যায়ের ক্রমে প্রমথও একদিন সন্ধ্যার কাছে পিছিয়ে পড়ল। 'এখন সময়ে-সময়ে সাধুচরণের মনে হয়, সন্ধ্যা হয়ত বা প্রমথর বিবাহিত স্ত্রীই। অনুসন্ধান করতে গিয়ে পাছে এ ধারণা ভুল ব'লে প্রমাণিত হয় সেই ভয়ে অনুসন্ধান করে না,—মনে মনে ভাবে, যে-চাকে এত মধু সে চাক মৌমাছিরই হবে—বোলতার সম্ভবতঃ নয়।

নিচে এসে অফিস ঘরে প্রবেশ ক'রে স্বামী অচলানন্দকে নমস্কার ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "এই বৃষ্টি-বাদলায় কষ্ট ক'রে কেন এলেন, ভারি কষ্ট হয়েছে আপনার।"

প্রতিনমস্কার ক'রে অচলানন্দ বল্‌লেন, "না, একটুও কষ্ট হয়নি, ভারি আনন্দে এসেছি। আমাদের আশ্রমে আপনার আশাতীত অর্থসাহায্যের জন্যে অতিশয় কৃতজ্ঞ হয়েছি। সেই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজ সকালে আপনাকে একখানা চিঠি লিখ্‌লাম। তারপর ভাবলাম চিঠিখানা বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে স্বহস্তে আপনার হাতে দেওয়ার আনন্দ থেকেই বা বঞ্চিত হই কেন।" ব'লে খামে-মোড়া একখানা চিঠি সন্ধ্যার হাতে দিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

চিঠিখানা খুলে প'ড়তে প'ড়তে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। চিঠি শেষ ক'রে অচলানন্দের প্রতি অপ্রতিভ মুখ উত্তোলিত ক'রে বল্‌লে, "সামান্য সাহায্য, তার জন্যে এত বেশি ক'রে ব'লে লজ্জিত করেছেন—"

মাথা নেড়ে অচলানন্দ বল্‌লেন, "সামান্য নিশ্চয়ই নয় মিসেস্ মুখার্জ্জি। দশ বৎসরের জন্যে মাসে মাসে পঁচাত্তর টাকা, এ সত্যিই সামান্য নয়। এর জন্যে আমাদের আশ্রম চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে! কিন্তু আপনাদের লক্ষ্ণৌ যাওয়া কবে স্থির হ'ল? আমরা মনে করছিলাম শীঘ্রই একদিন আপনাদের দু'জনকে আশ্রমে নিয়ে গিয়ে সামান্য একটু অভিনন্দনের উৎসব করব

ভাণ্ডারের দ্বার আমাদের জন্যে এখনো যে খানিকটা খোলা রইল, তার জন্যে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু লক্ষ্ণৌ থেকে আপনারা ফিরচেন কবে?"

"মাস দুই পরে,—সম্ভবতঃ পূজোর আগেই।"

মনে মনে একটু কি চিন্তা ক'রে অচলানন্দ কতকটা স্বগতই বল্‌লেন, "আচ্ছা তা হ'লেও হবে।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কি হবে মহারাজ?"

"সে কথা এখন আপনাকে বল্‌লে আপনি ভারি আপত্তি করতে থাকবেন।" ব'লে সহাস্যমুখে অচলানন্দ প্রস্থান করলেন।

বৈকালের দিকে আবার সজোরে বৃষ্টি নেমেছিল। দক্ষিণদিকের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শয়ন ক'রে প্রমথ বৃষ্টি এবং বাতাসের মাতামাতি উপভোগ করছিল। কম্পাউণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটা প্রস্ফুটিত কদম গাছে গোটা দশ বারো বাদুড় ঝুল্‌ছিল আর দুল্‌ছিল। কয়েক বৎসর আগে কোন অজ্ঞাত কারণে তাদের পূর্ব্বের বাসা পরিত্যাগ ক'রে এক বাদুড়-দম্পতি এই গাছে এসে আশ্রম বাঁধে, তারপর ক্রমশঃ তাদের সন্তান-সন্ততির জন্মের ফলে দল পুষ্ট হয়েছে।

সন্ধ্যা এসে প্রমথর নিকট আর একটা ইজিচেয়ারে উপবেশন করলে, তারপর হাত বাড়িয়ে অচলানন্দের চিঠিখানা প্রমথর হাতে দিলে। চিঠিখানা হাতে নিয়ে কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে প্রমথ জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "এ কি উষা?"

স্মিতমুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আমার কাঁধে চাপানো তোমার যশের বোঝা।" কাশী হ'তে লক্ষ্ণৌ যাওয়ার পর একত্র জীবন যাপনের জন্য ক্রমশঃ আত্মীয়তা ঘনীভূত হওয়ার ফলে সন্ধ্যা প্রমথকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করতে আরম্ভ করেছিল।

সবিস্ময়ে প্রমথ বল্‌লে, "আমার যশের বোঝা? দেখি, কি এমন সৎকার্য্য করলাম যে আমার যশের বোঝা তোমার কাঁধে চাপল!"

অভিজ্ঞান

নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহের সঙ্গে চিঠিখানা শেষ ক'রে প্রসন্নমুখে প্রমথ বল্‌লে, "চমৎকার লিখেছেন।—আর, সমস্তই ঠিক লিখেছেন। লিখবেনই বা না কেন ? যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য, তেম্‌নি উদার অন্তঃকরণ! একথা তুমি নিশ্চয় জেনো উষা, অচলানন্দ ক্যালকাটা ইউনিভার্‌সিটির এম-এ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছিলেন, এইটেই তাঁর পাণ্ডিত্যের সব চেয়ে বড় কথা নয়। তাঁর মত অত বড় বৈদান্তিক বাঙলা দেশে আর কেউ আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু সে কথা যাক্‌, তুমি এ চিঠিখানাকে আমার যশের বোঝা বল্‌ছিলে কেন ?"

সহাস্যমুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "টাকা যখন তোমার, যশ তখন তোমার নয় ত' কার ?"

কপট ক্রোধভরে ক্ষণকাল সন্ধ্যার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে প্রমথ বল্‌লে, "মন্ত্র-পড়া বউ নও ব'লে ভারি তোমার দম্ভ হয়েছে দেখ্‌চি! চুল-চেরা ভাগ ক'রে অর্দ্ধেক সম্পত্তি লিখে দিয়েছি তবু টাকা আমার ? রোসো, জব্দ করছি! একদিন একজন পুরুত ডাকিয়ে কয়েকটা অনুস্বর বিসর্গের মন্ত্র পড়িয়ে নিচ্ছি, তারপর কার টাকা তুমি বল, দেখা যাবে! নিতান্ত আমাকে ভালমানুষ পেয়েছ, তাই!"

"তাই, কি ?"

"তাই এ-সব কথা বল্‌তে সাহস পাও!"

সহসা সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর গভীর হ'য়ে এল; বল্‌লে, "তাই শুধু এ সব কথা বল্‌তেই সাহস পাইনে, আরও অনেক কিছুতেই সাহস পাই।"

সন্ধ্যার পরিবর্ত্তিত কণ্ঠস্বরে কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে প্রমথ বল্‌লে, "যথা ?"

পশ্চিম আকাশে মেঘের একটা ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্য্যের রক্তাভ আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সন্ধ্যা বল্‌ল, "একটা কথা শুনেছ ?"

অভিজ্ঞান

এটা প্রসঙ্গান্তরের ভূমিকা, সুতরাং এ প্রসঙ্গের পূর্ণচ্ছেদ বুঝতে পেরে প্রমথ বল্‌লে, "যদি এ পর্য্যন্ত না ব'লে থাক তা হ'লে শুনিনি।"

"কাল সন্ধ্যেবেলা আমার অভিনন্দন।"

"আনন্দের কথা। কিন্তু কোথায়?"

"অচলানন্দজীর আশ্রমে।"

"টাকা যখন আমার, তখন তোমার অভিনন্দন কি রকম?"

"সে কৈফিয়ৎ তাদের কাছে নিয়ো। শুধু আমার নয়, তোমারও।"

সোচ্ছ্বাসে প্রমথ বল্‌লে, "যুগলে?—কিন্তু পরশু সকালে লক্ষ্ণৌ যাওয়া, কাল সন্ধ্যায় অতখানি সময় দিলে অসুবিধা হবে না ত?"

"কি করব বল? হাত জোড় করলেন, অস্বীকার করতে পারলাম না"

"তা ভালই করেছ,—কিছু অসুবিধে হবে না। এখন চল, মিস্ চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে সেই কথাটা শেষ ক'রে আসা যাক্।"

সন্ধ্যা বল্‌লে "চল।"

একত্রিশ

পরদিন সকালে চা পানান্তে প্রমথ বল্‌লে "উষা, চল; ঝাঁ ক'রে কতকগুলো দরকারি জিনিস কিনে নিয়ে আসি।"

দুই হাত যুক্ত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "রক্ষে কর, আর দরকারি জিনিস কিনে কাজ নেই! লক্ষ্ণৌ যাবার জন্যে যে সব জিনিসপত্র সত্যিই দরকারি, তা তিন দিন হ'ল কেনা হয়ে গেছে। তারপর যে রাশখানেক জিনিস কিনেছ সবই অদরকারি।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে মাথা নেড়ে প্রমথ বল্‌লে, "একটিও না! 'বিনা প্রয়োজনে কেনো যাহাকে, প্রয়োজন কালে কাছে সে থাকে'—রবীন্দ্রনাথের কাব্যের পদে ভরা এই সারগর্ভ উপদেশটি সর্ব্বদা মনে রেখো। তুমি ছেলেমানুষ,—দশ বছরের প'ড়ে-থাকা অদরকারি জিনিস হঠাৎ একদিন কি ভীষণ দরকারি হ'য়ে ওঠে,—সে রহস্য কিছুমাত্র জান না।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা হাস্‌তে লাগল; বল্‌লে, "তাই ব'লে বেলা চারটে পর্য্যন্ত না খেয়ে শরীর নষ্ট ক'রে রাজ্যের অদরকারি জিনিস কিনতে হবে?"

এ কথায় প্রমথর মনোযোগ হঠাৎ বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হ'ল; বল্‌লে "কিন্তু ত' চুনীলাল মোতিলালের দোকানে থেকে তোমাকে খেয়ে নেবার একটার সময়ে ফোন ক'রেছিলাম উষা। তুমি খেলে না, কেন?"

[illegible] বল্‌লে, "কিন্তু আমি একটার সময়ে খেলে তোমার চারটে পর্য্যন্ত না [illegible]র অত্যেচার কাটে কি রকম ক'রে সে কথাটা বল?"

[illegible]স্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "না, কোনো রকমেই কাটে না! যুক্তি [illegible]র স্বীকার করছি।"

এমন সময়ে দেখা গেল অদূরে ধীর পদক্ষেপে সাধুচরণ অগ্রসর হচ্ছে। মনের মধ্যে যে একটা-কিছু বিশেষ মতলব প্রবল হয়েছে, তা তার গতি ভঙ্গি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। প্রমথ সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, "আন্দাজ করতে পারছ কিছু উষা?"

সন্ধ্যা বললে, "কতকটা পারছি বই কি।"

"কি?"

"এসে ত' পড়েছে। ওর মুখেই শোননা।"

সাধুচরণ নিকটে এসে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়াল, তারপর একটু ইতস্ততঃ সহকারে বললে, "কিছু নিবেদন আছে বাবা!"

সাধুচরণের দিকে মুখ তুলে প্রমথ বললে, "কি নিবেদন সাধু?"

নিঃশব্দ হাস্যে সাধুচরণের মুখমণ্ডল ভ'রে গেল; বললে, "এবার আমি মা'র সঙ্গে লখ্‌নো যাব।"

"কেন? কি দরকার?"

মাথা চুলকোতে চুলকোতে সাধুচরণ বললে, "মাকে একটু [illegible] দরকার। মা'র শরীরে একটুও যত্ন নেই।"

প্রমথ বললে, "সে ত' ভাল কথা; কিন্তু আমার শরীরে এ[illegible] দেখেছিলি সাধু, যাতে এতদিনের মধ্যে একবারও আমার সঙ্গে [illegible] কথা মনে হয়নি?"

প্রমথর কথায় সাধুচরণ অপ্রতিভ হ'ল; একটু ইতস্ততঃ [illegible] "আজ্ঞে, তুমি হ'লে বেটাছেলে—"

সাধুচরণকে কথা শেষ করতে না দিয়ে প্রমথ বললে, "আর [illegible] হলেন মেয়েমানুষ। এই ত? এ কথা আমার কতকটা জানা আছে সাধু। কিন্তু কথা [illegible] এখানকার বাড়ির হেপাজতে থাকবে কে?"

প্রমথর মন্তব্যে সাধুচরণের মনে ক্রোধ সঞ্চারিত হ'ল; ঈষৎ উষ্মার সহিত বল্‌লে, "শোন কথা! সারাটা জীবন আমি তোমার বাড়ির হেপাজতে থাকবো নাকি? এখন থেকে আমি মার সাথে সাথে থাক্‌ব।"

কপট বিদ্রূপের সুরে প্রমথ বল্‌লে, "কেন? এখন থেকে তুমি মার খাস চাকর হ'লে নাকি?"

ঊর্দ্ধে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে ঔদাস্তের সুরে সাধুচরণ বল্‌লে, "তা তুমি যাই বল বাবা।"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বল্‌লে, "তুমি কি বল ঊষা? সাধু আমাদের সঙ্গে যাবে না কি?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "ইচ্ছে যখন হয়েছে চলুক। রামভজন সিংকে বাড়ির চার্জ্জে থাকবার জন্যে ও রাজি করিয়েছে। এখন না গিয়ে সে পূজোর পর বাড়ি যাবে।"

সাধুচরণের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রমথ বল্‌লে, "গয়লা হ'লে কি হয়, পেটে পেটে কম বুদ্ধি নয় ত'! সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে তারপরে আমার কাছে এসেছ অনুমতি নেবার জন্যে?"

সাধুচরণের মুখমণ্ডলে পুনরায় নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "তা বাবা, তুমি হ'লে মনিব, তোমাকে একবার না বলা ভাল দেখায় কি?"

কষ্টে হাস্য রোধ ক'রে কপট বিদ্রূপের সুরে প্রমথ বল্‌লে, "উঃ! কর্ত্তব্যজ্ঞান একেবারে টন্‌টন্ করছে! আমি হলাম মনিব, আর মা তোমার মনিব নয়?—তোমার গুরুঠাকরুণ,—না?"

প্রমথর কথা শুনে সাধুচরণ হেসে ফেল্‌লে। বল্‌লে, "এক হিসেবে মিথ্যে বলনি বাবা! এই বয়সে ঐটুকু মেয়ের কাছে কম শিক্ষে হ'ল না!" ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রস্থান কর্‌লে।

প্রমথ বল্‌লে, "আশ্চর্য্য! অথচ এই লোকটি প্রথম কয়েক দিন ঘৃণায় বিদ্বেষে তোমার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করেনি। মানুষ বশীকরণের এমন অদ্ভুত

যন্ত্র বিধাতাপুরুষ তোমার দেহের কোন জায়গায় বসিয়েছেন বল্‌তে পার উষা, যাতে ক'রে কোন লোকই তোমার কাছে রক্ষে পায় না?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "কোথায় বসিয়েছেন তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু বসিয়ে যদি থাকেন ত' একেবারে অকেজো যন্ত্র বসিয়েছেন, তা বল্‌তে পারি।"

সবিস্ময়ে প্রমথ বল্‌লে, "অকেজো কেন?"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বল্‌লে, "যন্ত্রটি আমার শ্বশুরবাড়িতে কি চমৎকার পরিচয় দিয়েছিল সে কথা শুনেছ ত'। যার কাছে যাই, সেই করে দূর দূর!"

প্রমথ বল্‌লে, "তার দ্বারা যন্ত্রটি এই প্রমাণ করেছিল যে, তারা মানুষ নয়, অমানুষ। আমি মানুষ-বশীকরণের যন্ত্রের কথাই বল্‌ছিলাম উষা, অমানুষ-বশীকরণের কথা বলিনি। তারপর কিছুদিন পরে একজন সত্যিকার মানুষ যখন সেই যন্ত্রটির সম্মুখে প'ড়ে গেল তার কি অবস্থা হ'ল ভেবে দেখ। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত সমস্তটা বেমালুম হজম হ'য়ে গেল, কিছুই বাকি রইল না। সাধে কি তোমাকে মাঝে মাঝে রাক্ষুসী ব'লে ডাকতে ইচ্ছে হয়?"

সহাস্যমুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "ইচ্ছে যদি হয় ত' ডাকনা কেন?"

প্রমথ বল্‌লে, "কেন ডাকিনে জান? অমন আদরের ডাকটি হঠাৎ খরচ ক'রে ফেল্‌তে ইচ্ছে করে না। ডাক্‌তে গিয়ে ভাবি, আজ থাক্ আর একদিন ডাক্‌ব।"

শুনে সন্ধ্যার মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; মনে মনে বল্‌লে, "ভারি ত' বাকি রইল ডাক্‌তে!"

"উষা?"

"কি বল?"

"একটা কথা [illegible] মনে না কর।"

"কি কথা ?"

"ডক্টরেট লাভ ক'রে প্রিয়লাল দেশে ফি[illegible] আর তোমার শ্বশুর জহরলাল চৌধুরী মারা গেছেন, এ সংবাদ তোমার [illegible] আছে ?

সন্ধ্যা বল্‌লে, "হ্যাঁ, তুমি ত' খবরের কাগজে এ ছুটো খবরই আমাকে দেখিয়েছিলে।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে প্রমথ বল্‌লে, "যদি অনুমতি দাও ত' লক্ষ্ণৌ যাওয়া উপস্থিত বন্ধ রেখে দু-চার দিন একটু দৌত্য করি।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা বল্‌লে, "দৌত্য ? কার কাছে দৌত্য ?"

"প্রিয়লালের কাছে।"

"কেন ? কিসের জন্যে ?"

প্রমথ বল্‌লে, "অবশ্য তোমাদের দু'জনের পুনর্মিলনের জন্যে।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "ও !" তারপর একমুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "এ কথা কি তুমি আমার মন পরীক্ষা করবার জন্যে বল্‌ছ ?"

প্রমথ বল্‌লে, "না, তা কেন ?"

"তবে কি তোমার দায়িত্ব কাটাবার জন্যে বল্‌ছ ?"

"না, তাই বা কেন ভাব্‌ছ ?"

"তবে পরিহাস করছ ?"

মাথা নেড়ে প্রমথ বল্‌লে, "না, না, পরিহাসও করছিনে।"

"পরিহাসও নয় ?—তবে আজই আমাকে আমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। এখন ত' আমাকে খুব বড়লোক ক'রে দিয়েছ, এখন বোধহয় সেখানে স্থান পাওয়া খুব কঠিন হবেনা।"

সবিস্ময়ে প্রমথ বল্‌লে, "হঠাৎ বাপের বাড়ি যাওয়ার কি দরকার পড়ল ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "একজন অনাত্মীয় পুরুষের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে ফিরে

যাবার চেষ্টা ক'রে কোনো ফল আছে কি? এখান থেকে তারা আমাকে তাদের ঘরে নিতে চাইবে কেন?"

একমুহূর্ত্ত সন্ধ্যার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে প্রমথ বল্‌লে, "তুমি আমার উপর রাগ করছ উষা!"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "রাগ আমি করছিনে, কারণ আমি জানি যে-কথা তুমি বল্‌ছ তোমার নিজের কাছেও সে কথার কোনো মানে নেই। কিন্তু রাগ আমি করলে এমন-কিছু অন্যায় করা হ'ত কি?"

ঈষৎ ব্যথিতস্বরে প্রমথ বল্‌লে, "তোমার মনে কষ্ট দিয়ে অন্যায় করেছি উষা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর!"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা হেসে ফেল্‌লে; বল্‌লে, "ক্ষমা তা হ'লেই করব বাজে কথায় যদি আর সময় নষ্ট না ক'রে জিনিস-পত্র গুছিয়ে নেবার বিষয়ে মন দাও। আজ ও-বেলা আশ্রম থেকে ফিরতে রাত হ'য়ে যাবে, কাল সকালে খাওয়া-দাওয়া বাঁধা-ছাঁদা করতেই সময় পাওয়া যাবে না; আজ এখন সমস্ত একেবারে ঠিক ক'রে গুছিয়ে না ফেল্‌লে অসুবিধেয় পড়তে হবে।"

প্রমথ বল্‌লে, "কিন্তু গোছাবার এমনই বা কি আছে উষা? জিনিস-পত্রগুলো তাড়াতাড়ি প্যাক্ ক'রে নিলেই ত' হ'ল।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "সেইখানেই ত' গোল। প্রত্যেকটি জিনিস বিবেচনা ক'রে তবে প্যাক্ করতে হবে। লক্ষ্ণৌ আর কলকাতা তুই সংসারের জিনিস-পত্র আমি এমন স্বতন্ত্র ক'রে ফেল্‌তে চাই যে ভবিষ্যতে যাতায়াতের সময় অতি অল্প জিনিস সঙ্গে নিলেই চল্‌বে।"

প্রমথ বল্‌লে, "সেই ভাবে গুছিয়ে নেবার জন্যে এবারকার কেনা সমস্ত জিনিস লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাওয়া দরকার।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "মোটেই নয়। লক্ষ্ণৌ-এ বোধ হয় খান পনের ষোল তোয়ালে

আছে, তারপর পছন্দ হ'ল পরশু একেবারে দু' ডজন তোয়ালে কিনে ফেল্‌লে। আচ্ছা, দু'জন লোকের অতগুলো তোয়ালে কি হবে বল দেখি ?"

"সময়ে কাজে লাগ্‌বে !"

"সে কাজে কলকাতায় লাগ্‌বে। ওর আমি একটিও লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাব না।"

"আচ্ছা, সে তুমি যেমন ভাল বোঝ কোরো,—কিন্তু বাজারে একবার কখন বেরুচ্ছ ?"

"লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে এসে তারপর।"

"তার আগে আর নয় ?"

হেসে ফেলে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না।"

একটু চুপ ক'রে থেকে ক্ষুণ্নমনে প্রমথ বল্‌লে, "আচ্ছা, তথাস্তু !"

বত্রিশ

কলিকাতা হ'তে মাইল আষ্টেক দূরে সুদূরগামী কোনও রাজপথের উপরে ভারতী আশ্রমের আলয়। দুই শতাধিক বিঘা পরিচ্ছন্ন সমতল ভূমির উপর আশ্রম অবস্থিত। চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মধ্যস্থলে সুবৃহৎ প্রধান সৌধ, এবং সুরকি-ঢালা পথের পাশে-পাশে দূরে-দূরে কাঁচা পাকা ছোট বড় কয়েকটি গৃহ। তোরণ অতিক্রম ক'রে আশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেই দক্ষিণে বামে দুইটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী ; একটিতে শ্বেত, এবং অপরটিতে রক্তপদ্মের লতা। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিস্তৃত ক্রীড়াভূমি,— আশ্রমের প্রবেশপথ হ'তে তার কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হয়।

একজন আশ্রম-সদস্যের সমভিব্যাহারে প্রমথ ও সন্ধ্যা যখন তোরণ-সম্মুখে উপনীত হ'ল তখন ছয়টা বাজতে কয়েক মিনিট মাত্র বাকি। বরেণ্য অতিথি-যুগলের সাদর অভ্যর্থনার জন্য স্বামী অচলানন্দ এগিয়ে এসে তোরণ-পথে অপেক্ষা করছিলেন। তোরণের শীর্ষ দেশে পুষ্পস্তবকে রচিত "স্বাগত"; তোরণের উভয় পার্শ্বে কদলী বৃক্ষ, এবং কদলী বৃক্ষের পার্শ্বে নারিকেল ফল সমন্বিত পূর্ণকলস।

অচলানন্দকে দেখ্‌তে পেয়ে পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী মোটর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন। অচলানন্দ সহাস্যমুখে সন্ধ্যাকে এবং প্রমথকে যুক্তকরে নমস্কার ক'রে স্নিগ্ধগভীর কণ্ঠে ক্ষুদ্র একটি অভ্যর্থনা শ্লোক পাঠ করলেন, তারপর মোটরে আরোহণ ক'রে ধীরে ধীরে প্রধান সৌধের অলিন্দ প্রান্তে উপনীত হলেন।

সেখানে আশ্রম বালিকারা প্রস্তুত হ'য়ে ছিল, মোটর স্থির হ'য়ে দাঁড়াতেই শঙ্খধ্বনি হ'ল। সন্ধ্যা এবং প্রমথ গাড়ি থেকে অবতরণ করবামাত্র কয়েকটি

অভিজ্ঞান

আলিকা তাদের মাথার উপর পুষ্প-বর্ষণ করলে, তারপর জলপূর্ণ ঝারি হস্তে দুটি বালিকা জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে পুষ্পবিকীর্ণ পথে অভ্যাগতদ্বয়কে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌ল।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম ক'রে, অলিন্দ অতিক্রম ক'রে, হলঘরের মধ্যস্থল দিয়ে সভাবেদী পর্য্যন্ত লাল শালু-ঢাকা পথ। পত্রে পুষ্পে মাল্যে স্তবকে সাজানো হল-ঘরের শেষ প্রান্তে সভাবেদী, তদুপরি একটী সুদৃশ্য আস্তরণ-আচ্ছাদিত টেবিল,—টেবিলের উপরে দুটি মূল্যবান পিতলের ফুলদানিতে পদ্মগুচ্ছ। টেবিলের সম্মুখে পাশাপাশি রাখা দুটি কারুকার্য্য-খচিত চেয়ার। তার আশে-পাশে কয়েকখানা সাধারণ চেয়ার।

প্রমথ ও সন্ধ্যা হল-ঘরে প্রবেশ করতেই সমাগত ব্যক্তিগণ উঠে দাঁড়াল, এবং চতুর্দ্দিকে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠের অস্ফূট গুঞ্জন উত্থিত হ'ল। প্রমথ সহাস্যমুখে যুক্ত করে সকলকে অভিবাদন করলে, তারপর সন্ধ্যাসহ বেদীর উপর উপস্থিত হ'ল।

প্রমথ ও সন্ধ্যা দুটি সাধারণ চেয়ার অধিকার করতে উদ্যত হ'লে অচলানন্দ বাধা দিয়ে বল্‌লেন, "এ আমাদের সাধারণ সভা নয়, সুতরাং এ ক্ষেত্রে সভার সাধারণ নিয়ম মেনে চলবার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনারা অনুগ্রহ ক'রে একেবারে আপনাদের নিজ নিজ আসনে উপবেশন করুন। তার জন্যে প্রস্তাব এবং সমর্থন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে প্রস্তাব কয়েকদিন থেকেই আমাদের সকলের মনে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রয়েছে!"

প্রমথ এবং সন্ধ্যা আসন গ্রহণ করার পর সভাগৃহে একটা আনন্দধ্বনি উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌ল। তারপর এল দুটী বালিকা বরণের বিবিধ উপচার নিয়ে। ধান্য দূর্ব্বা পুষ্প চন্দন গন্ধদ্রব্য দিয়ে ঘন ঘন শঙ্খ-ধ্বনির মধ্যে তারা তাদের মান্য অতিথিদ্বয়কে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত বরণ করলে, তারপর একটি পাত্র থেকে দুটি মালা তুলে উভয়ের কণ্ঠে বিলম্বিত ক'রে দিলে। বাজারে-কেনা তারের কঠিন মালা নয়, সুদৃঢ় রেশমী সূতায় সযত্নে আশ্রমে গাঁথা কমনীয় মালা।

অভিজ্ঞান

দেখা গেল ইত্যবসরে কখন অলক্ষিতে সভাবেদীর এক দিকে একটি ক্যামেরা উদ্যত হয়েছে। ফটো গ্রহণের সুবিধার জন্য টেবিল চেয়ারগুলিকে ঈষৎ সরিয়ে ফিরিয়ে নিতে হ'ল। প্রমথ ও সন্ধ্যা পুনরায় আসন গ্রহণ করলে অচলানন্দ নিকটে এসে স্মিতমুখে যুক্তকরে বল্‌লেন, "একটু ভুল হয়েছে। অনুগ্রহ ক'রে পাল্টে বসুন।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"স্বামীকে নিজের দক্ষিণ দিকে পাবার স্ত্রীর অধিকার অলঙ্ঘনীয়—ফটোগ্রাফে ত' কথাই নেই।"

এ কথাটা সন্ধ্যার পূর্ব্বে খেয়াল হয়নি। মৃদুস্বরে বল্‌লে "ও!" তারপর দাঁড়িয়ে উঠে প্রমথর আস্‌বার জন্য স্থান ক'রে দিয়ে একটু স'রে দাঁড়াল।

উভয়ে আসন পরিবর্ত্তিত ক'রে বস্‌লে পর-পর দুটি ফটো তোলা হল,—প্রথমটি শুধু প্রমথ এবং সন্ধ্যার, দ্বিতীয়টি আশ্রমের আচার্য্যগণের সহিত একত্রে।

এর পর সভার কার্য্যাবলী আরম্ভ হ'ল। পরদিন সকালের গাড়িতে প্রমথ এবং সন্ধ্যার লক্ষ্ণৌ যাত্রার কথা, সুতরাং তাদের যথাসম্ভব শীঘ্র মুক্তি দিতে হবে, এ কথা স্মরণ রেখে সভার কার্য্যসূচী সংক্ষিপ্তই করা হয়েছিল। দু'-চারটি গান দু'-তিনটি কবিতা-আবৃত্তি, অচলানন্দর অভিভাষণ, প্রমথ ও সন্ধ্যাকে অভিনন্দন-লিপি প্রদান, প্রমথর প্রতিভাষণ, অচলানন্দর ধন্যবাদ জ্ঞাপন,—এই কার্য্যসূচী। কিন্তু নির্ব্বিকল্প ঐকান্তিকতা এবং হৃদয়াবেগের মধ্য দিয়ে এই সংক্ষিপ্ত কার্য্যসূচী দেখ্‌তে দেখ্‌তে অভিব্যক্তির এমন একটা স্তরে উপনীত হ'ল যে, সমস্ত সভা একটা সুসম্বদ্ধ সঙ্গীত-যন্ত্রের মতো সুরের ঐক্যে অনুরণিত হ'তে লাগ্‌ল।

কবিতায় কবিতায়, গানে গানে, অভিনন্দন-লিপিতে সন্ধ্যা এবং প্রমথর প্রতি একই উচ্ছ্বাস, একই নিবেদন। অচলানন্দ তাঁর অভিভাষণে বল্‌লেন, "যে মিলনের ভিত্তিতে রুচি এবং সহৃদয়তার ঐক্য বর্ত্তমান সেই মিলনই যথার্থ মিলন। সহানুভূতি এবং সমবেদনার অভিন্ন বন্ধনে যে স্বামী-স্ত্রী আবদ্ধ সেই

স্বামী-স্ত্রীই যথার্থ দম্পতি। সেই হিসাবে আমাদের আজ সন্ধ্যার এই বরেণ্য অতিথিদ্বয়কে আমি আদর্শ দম্পতি বল্‌তে পারি। এঁদের রুচি এক, প্রবৃত্তি এক, মত এবং পথ এক, সুতরাং ধর্ম্মও এক। সেই জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ শাস্ত্রের অনুশাসন—সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ—এত সহজে এবং সুন্দর ভাবে পালন করতে সক্ষম হন। এঁরা পরস্পর পরস্পরকে উজ্জ্বল করেছেন এবং এঁদের সযুক্ত জীবন উভয়ের দ্বারা উজ্জ্বল হয়েছে। এই সম্পর্কে একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকের একটি পদ আমার মনে পড়ল, যেটি এঁদের বিষয়ে সুন্দর ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সে পদটি এই—শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী, শশিনা নিশয়া বিভাতি নভঃ; অর্থাৎ শশীর দ্বারা নিশা শোভা পাচ্ছে, এবং নিশার দ্বারা শশী শোভা পাচ্ছে, এবং শশী এবং নিশা উভয়ের দ্বারা নভ শোভা পাচ্ছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শশী এবং নিশা কারা এবং নভ কি, আশা করি সে কথা প্রকাশ ক'রে বলবার প্রয়োজন নেই।"

অভিভাষণের শেষ ভাগে প্রমথ এবং সন্ধ্যার সমুদার দানশীলতার পুনরুল্লেখ ক'রে অচলানন্দ বল্‌লেন, "এঁরা দু'জনে চিরদিনের জন্য আমাদের এই আশ্রমের পরমাত্মীয় হ'য়ে রইলেন। এঁদের দু'জনের দানশীলতা সত্যই আমাদের মুগ্ধ করেছে! যে বিপুল অর্থ এঁরা আশ্রমকে দান করেছেন শুধু তার পরিমাণ মনে ক'রেই এ কথা বল্‌ছিনে, এঁদের দু'জনের মনে দান করবার প্রবৃত্তির যে বিস্ময়জনক অবলীলা আছে, প্রধানতঃ সেই কথা মনে ক'রেই বল্‌ছি। এঁদের কাছে চাওয়া এবং পাওয়া এমন অভেদ্যভাবে এক যে, আমাদের পক্ষে পাওয়ার চেয়ে চাওয়াটাই ক্রমশঃ অনেক বেশি কঠিন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। যে গাছকে নাড়া দিলেই ফল পাওয়া যায় সে গাছকে যখন-তখন নাড়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনা এমন নির্লজ্জ লোভী মন খুব বেশী নেই।"

অচলানন্দের অভিভাষণ শেষ হ'লে উত্তরে প্রমথ বল্‌লে, "আপনারা আমাদের দু'জনকে দানশীল ব'লে প্রশংসা করেছেন। তর্কের খাতিরে

যদি ধ'রে নেওয়াই যায় যে, আমরা নিজেদের দানশীল ব'লে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি, তা হ'লে আপনারাই আমাদের নিকট বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ, কারণ আপনারা আমাদের সে খ্যাতি অর্জ্জন করবার সুযোগ দিয়েছেন। দানের উদ্দেশ্য যখন মহৎ তখন দাতার চেয়ে গ্রহীতার আসন কম উচ্চে নয়। সঞ্চয়ের সার্থকতা সদ্ব্যয়ে। সুখেদুঃখে ধর্ম্মেকর্ম্মে যিনি আমার অংশভাগিনী তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার পূর্ব্বে আমায় ব্যয় ছিল না সে কথা বলিনে, কিন্তু সে ব্যয় ছিল অপব্যয়। ইনি এঁর অনতিবর্ত্তনীয় প্রভাবের দ্বারা সে ব্যয়ের গতি পরিবর্ত্তিত করেছেন সদ্ব্যয়ে, সুতরাং এই প্রসঙ্গে ইনিও আমার ধন্যবাদার্হ।"

সন্ধ্যার প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বল্‌লে, "এঁর মুখের পরিবর্ত্তিত আকৃতি দেখে আমি বুঝ্‌তে পারছি যে এঁর সম্পর্কে এই সকল কথা আমি বল্‌তে উদ্যত হয়েছি ব'লে ইনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন; কিন্তু উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কথা বল্‌বার লোভ সম্বরণ করবার ক্ষমতা আমার নেই, সুতরাং এঁর বিষয়ে আর একটি মাত্র কথা ব'লে আমি আমার আজকের বক্তব্য শেষ করব। দুর্ভাগা, বিপন্না, সমাজ কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা নারীদের কল্যাণ-সাধনের জন্যে এঁর মনের তীব্র আগ্রহ দেখে আমি এঁকে একটি নারীকল্যাণ মন্দির স্থাপন করবার পরামর্শ দিই। ইনি কিন্তু, পাছে যথোপযুক্ত শক্তি এবং সামর্থ্যের অভাবে সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হয় সেই আশঙ্কায়, নিজে ভার গ্রহণ না ক'রে কোনো চল্‌তি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্কল্প করেন। তারপর কি প্রকারে আপনাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় ঘটে এবং নারীকল্যাণ মন্দিরের পরিকল্পনা গ'ড়ে ওঠে সে সকল কথা আপনাদের সম্পূর্ণ জানা আছে। আপনাদের পরিকল্পিত নারীকল্যাণ মন্দিরের সাহায্যে গতকল্য ইনি কিছু টাকা দিয়েছেন, এবং দ্বিতীয় কিস্তি স্বরূপ আজও একটি চেক্ এনেছেন। আপনাদের নারীকল্যাণ মন্দিরের কার্য্যের অগ্রগতি দেখে ইনি যদি উৎসাহিত

হন তা হ'লে এঁর সাহায্যের সমষ্টি কালে লক্ষ টাকা অতিক্রম করতে পারে, এঁর মনের এই সিদ্ধান্তটুকু আমি আপনাদের কাছে আজ প্রকাশ করলাম।"

সভাস্থলে আনন্দসূচক ঘন ঘন করতালি এবং 'সাধু সাধু' রব উত্থিত হ'ল। প্রমথ বল্‌লে, "আপনারা আজকে আমাদের দু'জনকে এমন সুস্পষ্ট আন্তরিকতা এবং অনুরাগের সঙ্গে অভিনন্দিত ক'রে আমাদের মনে যে আনন্দের হিল্লোল জাগিয়ে তুলেছেন তা প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষার আমার অভাব। যে বস্তু অনির্ব্বচনীয় তাকে বচনের দ্বারা প্রকাশ করবার চেষ্টাকে আমি অপরাধ ব'লে মনে করি। সুতরাং আমি সে চেষ্টায় বিরত থেকে শুধু আমাদের দু'জনের চিত্তের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা আপনাদের কাছে নিবেদন করলাম। যে গভীর অনুভূতি নিয়ে আজকে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নোব, আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তা আমার চিত্তের অমূল্য সম্পদ হ'য়ে রইল। আপনারা সাধু, সজ্জন, মানবসমাজের কল্যাণ-সাধনের জন্য সংসারত্যাগী,—আপনাদের শুভ প্রতিষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হোক এই প্রার্থনা ক'রে আমি বিদায় গ্রহণ করলাম।"

একটু নত হ'য়ে প্রমথ সন্ধ্যার কাছ থেকে চেকটা চেয়ে নিলে, তারপর সেটা অচলানন্দর হাতে দিয়ে আসন গ্রহণ করলে।

অচলানন্দ দণ্ডায়মান হ'য়ে বল্‌লেন, "যে মহীয়সী নারী আজ আমাদের আশ্রমে পদার্পণ ক'রে আমাদের ধন্য করেছেন, তিনি কাল আমাদের নারী-কল্যাণ মন্দিরের সাহায্যকল্পে এক হাজার টাকা দান করেছেন তা আপনারা জানেন, আজ তিনি চার হাজার টাকা দিলেন। তা ছাড়া যে বিপুল অর্থ দান করবার তাঁর অভিপ্রায় আছে, তার কথাও আপনারা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথের মুখে শুনেছেন। এই মহীয়সী নারী এবং তাঁর মহাপ্রাণ স্বামীকে আমি কি ব'লে অভিনন্দিত করব তা ভেবে পাচ্ছিনে। প্রমথনাথেরই ভাষা ব্যবহার ক'রে আমি বলি অনির্ব্বচনীয়কে ভাষায় ব্যক্ত করবার চেষ্টা ক'রে কাজ নেই,

যা অঃ চিন্তা তাদের।। আমাদের অনুভবের মধ্যেই বর্ত্তমান থাকুক। প্রচলিত প্রথায় এঁদের ধন্যবাদ দিতে আমার মন পরিতৃপ্তি মানবে ব'লে মনে হচ্ছে না। ত।।র সমস্ত অন্তঃকরণ এই শুভক্ষণে এ-দুটি তরুণ-তরুণীকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্যে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে! আমার বল্‌তে ইচ্ছে করছে,—তোমরা বেঁচে থাকো, তোমরা সুখী হও! তোমাদের মিলন দৃঢ়তর মধুরতর হোক! আর-কোনো অধিকার আমার না থাকলেও আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, সেই অধিকারে আমি বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ঋগ্বেদের একটি শ্লোকের দ্বারা এই পুণ্যচরিত্র দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলি,

সমানি ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়াণি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

তোমাদের ইচ্ছা একরূপ হোক, তোমাদের হৃদয় [illegible] তোমরা যাতে পরস্পর সুন্দরভাবে একত্র থাকতে পার [illegible] একরূপ হোক।"

অচলানন্দ অ[illegible] বল্‌তে সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল, তারপর [illegible] হ'য়ে মাথা নিচু ক'রে যুক্তকরে প্রণাম করলে।

দক্ষিণ হস্ত উ[illegible] ক'রে অচলানন্দ বল্‌লেন, "দীর্ঘায়ুরস্তু!"

সভা শেষ হ'ল।

প্রমথ বল্‌লে, "মহারাজ, এবার আমাদের বিদায় দিন্।"

অচলানন্দ বল্‌লেন, "কিন্তু একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে ত' ছাড়তে পারিনে।"

"একান্তই যদি না ছাড়েন ত' যত শীঘ্র এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে হয়, অনুগ্রহ ক'রে তার ব্যবস্থা করুন!"

অচলানন্দ বল্‌লেন, "ব্যবস্থা নিতান্তই সামান্য,—আর তা প্রস্তুতই আছে। আসুন [illegible]" ব'লে অগ্রসর হলেন।

বিদায়কালে প্রমথ ও সন্ধ্যা মোটরে ওঠার পর অচল[illegible] কর[illegible] পা[illegible]ভূক্তি যাবার সময়ে মালা খুলে যাওয়া যদিও সাধারণ আচরণ, কিন্তু এ আমার ঠিক ভাল লাগ্‌ছে না। আশ্রম ত্যাগ ক'রে যাবার সময়ে আমাদের অ[illegible]রের চিহ্ন দুটি আপনাদের গলায় ঝুল্‌লে আমরা ভারি খুসি হব। আসুন, [illegible]রিয়ে দিই।" ব'লে অচলানন্দ সম্মুখের সীট্ থেকে মালা দুটি তুলে নিয়ে ত মধ্যে একটি প্রমথর কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন।

প্রমথ নিজের গলার মালা এবং অচলানন্দর হাতের মালা বার দুই তাড়াতাড়ি লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে, "মহারাজ আপনার হাতের ও মালাটাই কিন্তু আমার।"

সহাস্যমুখে অচলানন্দ বল্‌লেন, "তাই না-কি? কেমন ক'রে বুঝলেন?"

"ওঁর মালার মধ্যিখানের ফুল লাল গোলাপ, আর আমার হল্‌দে।"

"এতটা লক্ষ্য ক'রে রেখেছেন?—তা হোক্—স্বামী-স্ত্রীর মালা যত বদল হয় ততই মঙ্গল।" ব'লে অচলানন্দ হাস্‌তে হাস্‌তে হাতের মালাখানা সন্ধ্যার গলায় পরিয়ে দিলেন।

ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি এবং জয়ধ্বনির মধ্যে প্রমথ ও সন্ধ্যার মোটর চল্‌তে আরম্ভ করলে, এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে আশ্রম-প্রাঙ্গণ অতিক্রম ক'রে রাজপথে এসে পড়ল।

যদিও শ্রাবণ মাস, আকাশে তেমন মেঘ ছিল না। কৃষ্ণ পক্ষের তিথির অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে দুই পাশের অস্পষ্ট দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে মোটর দ্রুতবেগে কলিকাতার অভিমুখে ছুটে চলেছে। প্রমথ ও সন্ধ্যা তাদের হৃদয়ের সুগভীর অনুভূতির নির্ম্মল আলস্যে নির্ব্বাক হ'য়ে পাশাপাশি ব'সে। মুখে কথা নেই, কিন্তু তাই ব'লে মনের মধ্যে এমন-কিছু চিন্তার তরঙ্গ যে আলোড়িত হচ্ছিল, তাও নয়। হিম-শীতল সমুদ্রতটে বিস্তৃত বালুকারাশিকে আচ্ছন্ন ক'রে স্তিমিত জ্যোৎস্না যেমন প'ড়ে থাকে, তেমনি একটা অলস মন্থর

চিন্তা তাদের মনকে ব্যাপ্ত ক'রে ছিল। অভিনন্দন-উৎসবে.. আর—
ব্যাপারটা আজ সহসা ঘ'টে গেল তা যেন তাদের পক্ষে একট
বিবাহ অনুষ্ঠানই। শঙ্খধ্বনি, পুষ্পবর্ষণ, বরণ, মাল্য-বদল. এমন
পদ্ধতির অন্তর্গত আশীর্ব্বাদের শ্লোক পর্য্যন্ত! কি-ই যে নয়!

কলিকাতার এলাকায় প্রবেশ করবার কিছু পরে প্রমথদের মোটরে
পাশ দিয়ে বর এবং বরযাত্রীদের একটা শোভাযাত্রা চ'লে গেল।

সন্ধ্যার দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদুকণ্ঠে প্রমথ বললে, "ঊষা, আজ দেখ
বিয়ের লগ্নও আছে।"

সন্ধ্যা শুধু একবার প্রমথর মুখের উপর চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে মুখ ফিরি
নিলে,—কোনো কথা বললে না।

গৃহে যখন তারা পৌঁছল তখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে। ছাতে গি
পাশাপাশি রাখা দুটো ইজিচেয়ারের উপর দু'জনে আশ্রয় গ্রহণ করলে
এখনো কোনো কথাবার্ত্তা হ'ল না, উভয়ে নিঃশব্দে পাশাপাশি ব'সে রইল।

ক্ষণকাল পরে প্রমথ বললে, "ঊষা, আজ এখন তোমার কোনো ক
সারবার বাকি থাকে ত' চল।"

সন্ধ্যা বললে, "যা বাকি আছে কাল সকালে সেরে নোবো। আজ থাক্

আর কোনো কথা হ'ল না। তারপরও বহুক্ষণ তারা স্তব্ধ হ'য়ে পাশ
পাশি ব'সে রইল।

তেত্রিশ

ারদিন সকালে যখন প্রমথর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল তখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে। টাখানেক হ'ল সূর্য্যোদয় হয়েছে, বেলা সাড়ে দশটার গাড়িতে লক্ষ্ণৌ যেতে ব, এত দেরি পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকার জন্য লজ্জিত হ'য়ে সে তাড়াতাড়ি শয্যা াগ ক'রে সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'ল। সন্ধ্যা তখন পথে ব্যবহারের উপযোগী ছানা-পত্র একটা হোল্ড্-অলে বাঁধিয়ে নিচ্ছে।

প্রমথ বল্‌লে, "আশা করি আমার অভাবে কোনো অসুবিধে হয়নি না?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "নিজেকে হঠাৎ এত খাট ক'রে মনে করছ কেন যে, তোমার ভাবে কোনো অসুবিধে হবে না?"

একটা নিবিড় গাম্ভীর্য্য অবলম্বন ক'রে প্রমথ বল্‌লে, "বিশেষ একটা সাধু দ্দেশ্যে।"

হাস্যাবরুদ্ধ মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সাধু উদ্দেশ্যটা কি শুন্‌তে পাইনে?"

"বিনয় প্রকাশ।"

শুনে সন্ধ্যা হাস্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌লে, "বুঝ্‌তে পারিনি! কিন্তু আপাততঃ নিয় প্রকাশ বন্ধ রেখে একটু কাজের লোক হও দেখি।"

উচ্ছ্বাসের সহিত প্রমথ বল্‌লে, "অতি অবশ্য! কি করতে হবে বল?"

"মুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে নাও।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ ক্ষণকাল তার দিকে ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইল; ারপর কপট ক্রোধের ভঙ্গীতে বল্‌লে, "বিদ্রূপ! আচ্ছা এ অপমানের াতিশোধ নোব রেল-গাড়িতে উঠে,—তখন করব একেবারে পুরোপুরি ননকো-পারেশন। দেখি তুমি কেমন ক'রে লক্ষ্ণৌ পৌঁছও!"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "আচ্ছা, তা কোরো,—শুধু খাওয়ার সময় খেয়ো, আর—শেষ না ক'রে সে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "আর কি?"

"তুমিই বল না, কি।"

"ঘুমোবার সময়ে ঘুমিয়ো?"

সন্ধ্যা খিলখিল ক'রে হেসে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "ঠিক তাই! কি ক বুঝলে?"

গম্ভীর মুখে প্রমথ বল্‌লে, "তা বল্‌ব না। আমার যদি আরব দেশের এক বেগবান সাদা ঘোড়া থাকৃত তা হ'লে এ অপমানের প্রতিকারে কি করত জান?"

সপুলকে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কি করতে?"

"তাইতে সওয়ার হ'য়ে বায়ুবেগে বালীগঞ্জের মাঠ পেরিয়ে গড়ের ছাড়িয়ে ষ্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে হাওড়া ব্রিজ পার হ'য়ে দেশান্তরে চ'লে যে তা যখন নেই, তখন কি করব জান?"

"কি করবে?"

"কক্ষান্তরে গিয়ে চা-পান করব।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "সেই কথাই ভাল আমি ততক্ষণে গাড়ির খাবারগু কতদূর এগোলো দেখে আসি।"

সন্ধ্যার তাগাদার দাপটে বেলা নয়টার মধ্যে সকল ব্যবস্থা নি গেল, এবং কিছুক্ষণ পরেই সকলে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে সঙ্গে চল্‌ল সাধুচরণ, পাচক মাধব এবং পরিচারিকা ...র বেণ্ট্‌লী এসে

যে-সকল দাস-দাসী-দারোয়ান-মালী কলিকাত টাক। বয়স বৎসর ও সন্ধ্যাকে প্রণাম করবার জন্য তারা বিদায়তকৃমা থেকে বোঝা গেল হ'ল। আসন্ন বিচ্ছেদের করুণতায় রামভঅফিসের কোন বড় কর্ম্মচারী।

…ল্‌লে, মা-জীর অভাবে সমস্ত বাড়ি 'শূন্' হ'য়ে যাবে, মন লাগ্‌বে 'উদাস',
সুতরাং মা-জী যেন অবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অর্থে এবং মিষ্টবাক্যে সন্ধ্যা সকলকে পুরস্কৃত করার পর মোটর রওনা হ'ল।

ষ্টেশনে যখন তারা পৌঁছল তখন গাড়ি ছাড়তে মিনিট কুড়িক বিলম্ব
…ছে। ইতিপূর্ব্বে বাড়ির পুরাতন সরকার যোগীন দত্ত জিনিস-পত্র ও বামুন-
…রদের নিয়ে এসে হাজির ছিল।

একটি ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের দুটো তলার বার্থ প্রমথ এবং সন্ধ্যার
…রিজার্ভ করা ছিল, এবং উপরের দুটো বার্থের মধ্যে একটা রিজার্ভ করা
…কোনো ইংরাজ ভদ্রলোকের নামে। রিজার্ভ কার্ডে নাম প'ড়ে সন্ধ্যা
…লে, "ই, এ, বেণ্ট্‌লী।"

প্রমথ বল্‌লে,"তা হ'লে ভালই হয়েছে। আপাততঃ আমরা দু'জনে
…টফর্ম্মের দিকের বেঞ্চটা অধিকার ক'রে বসি, আর দিনের বেলা বস্‌বার
…ন্য বেণ্ট্‌লীকে ও-দিকের বেঞ্চটা ছেড়ে দেওয়া যাক্।"

প্রমথর কথার ধরণে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "বেণ্ট্‌লীকে তুমি
…ন না-কি ?"

মৃদু হেসে প্রমথ বল্‌লে, "এ পর্য্যন্ত দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তবে কি
…ন ?—উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্। মনে মনে একটা কুটুম্বিতে
…তিয়ে নিলেই হ'ল।"

…া হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "তাই বল! আমি ভাবলাম, তোমার
…র চেনাশোনা কোন সাহেব হয়ত, সারাপথ ভজোর-ভজোর
…বে।"

…ল, "ও! সেই শিমলা যাবার সময়কার কথা
… আর ভজোর-ভজোরের কোনো ভয় নেই।
… যাবে।"

অভিজ্ঞান

প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা মৃদু হাস্য করলে।

মাধব তৎপর লোক। প্রমথর সঙ্গে সে কয়েকবার রেলপথে যাতায়াত করেছে। গাড়িতে উঠে তাড়াতাড়ি হোল্ডল খুলে বেঞ্চের উপর বিছানা পেতে দিলে। অপর বেঞ্চে সন্ধ্যার শয্যা পাততে যাচ্ছিল, প্রমথ মানা করলে, "এখন ওটা থাক্, রাত্রে পেতো।"

কামরার সম্মুখে প্লাটফর্মে সরকার যোগীন দত্ত অপেক্ষা করছি[ল।] সম্বোধন ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সরকার মশায়, মাঝে মাঝে চিঠি[তে] খবরাখবর জানাবেন।"

"জানাব মা।"

"আর দেখুন, একটু কাছে আসুন ত'।"

নিকটে এগিয়ে এসে যোগীন দত্ত বল্‌লে, "মা ?"

একখানা দশ টাকার নোট যোগীন দত্তর হাতে দিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "জোড়া দুই শাড়ি সাতুকে কিনে দিবেন।" সাতু যোগীন দত্তর কনিষ্ঠা কন্যা, সম্প্রতি পিত্রালয়ে এসেছে।

উৎফুল্ল মুখে যোগীন দত্ত বল্‌লে, "এই সেদিন ত' তাকে অমন একটা ভাল শাড়ি দিলেন, আবার শাড়ি কেন মা ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা হোক, জোড়া দুই সাধারণ শাড়ি তাকে কিনে দেবেন।"

"কিন্তু তা'তে এত পয়সা লাগ্‌বে না ত' মা।"

"যদি কিছু বাঁচে, সাতুর ছেলেকে খেলনা কিনে দেবেন।"

নত হ'য়ে যুক্তকরে প্রণাম ক'রে যোগীন দত্ত বল্‌লে, "যে আজ্ঞে মা!"

গাড়ি ছাড়তে মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকি এমন সময়ে বেণ্ট্‌লী এসে উপস্থিত হ'ল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মাথার আধখানা জুড়ে টাক। বয়স বৎসর পঞ্চাশের কাছাকাছি। আরদালীর পালিশ করা তকমা থেকে বোঝা গেল তার প্রভু সারভেয়ার জেনারেল অফ্ ইণ্ডিয়া অফিসের কোন বড় কর্ম্মচারী।

কামরায় প্রবেশ করবার পূর্ব্বে বেণ্ট্‌লী গাড়ির হাতলে লটকানো রিজার্ভ কার্ড থেকে তার সীটের সংস্থান বুঝে নিলে, তারপর ভিতরে প্রবেশ ক'রে একটা বেঞ্চ একেবারে খালি রয়েছে দেখে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "আমি যদি উপস্থিত এ বেঞ্চে একটা সীট্ অধিকার করি তা হ'লে ...রি আপনাদের তেমন অসুবিধা হবে না।"

... বল্‌লে, "রাত্রি নটা পর্য্যন্ত আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। ...শ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে পড়ুন।"

...দ জানিয়ে বেণ্ট্‌লী অপর বেঞ্চটা অধিকার ক'রে বস্‌ল।

... পরেই গাড়ি ছেড়ে দিলে এবং দেখতে দেখতে হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ডে ... পড়ল।

গাড়ি হু-হু ক'রে ডানকুণির বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করছিল। প্রমথ বল্‌লে, "ঐ যে দেখ্‌ছ ঊষা, একটা পথ সোজা ওদিকে চ'লে গেছে, ওটা দিয়ে গেলে কৃষ্ণপুর নামে একটি গ্রামে যাওয়া যায়। সেখানে একবার জষ্ঠি মাসে আমার এক বন্ধুর বাড়ি এমন আলো চিঁড়ে আর আমের ফলার করা গিয়েছিল যে, কোথায় লাগে তার কাছে তোমার চপ্ কাট্‌লেট্।"

কৌতূহলী হ'য়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কোন ষ্টেশনে নেমে কৃষ্ণপুর যেতে হয়?"

প্রমথ বল্‌লে, "ডানকুণি। এই যে এখনি ডানকুণি পাস্ ক'রে এলাম। ডানকুণি নামের একটা বেশ গল্প আছে, সে একসময়ে তোমাকে বল্‌ব অখন। কিন্তু এ রকম ক'রে সুবিধে হবে না, এস দস্তুরমতো বাঙলা ভাবে পা তুলে তৃতীয় ব্যক্তির দিকে পিছন ফিরে ব'সে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর গল্প কর্‌তে কর্‌তে যাওয়া যাক্।"

প্রস্তাবটা সন্ধ্যার কাছে এত উৎকৃষ্ট বোধ হ'ল যে কোন প্রকার মন্তব্য

প্রকাশ না ক'রে অবিলম্বে সে পা তুলে পিছনে ফিরে বস্‌ল। প্রমথও তার পাশে সেইভাবে উপবেশন করল।

প্রমথ বল্‌লে, "এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা কথার বিচার করা যাক্ ঊষা।"

ঔৎসুক্যের সহিত সন্ধ্যা বল্‌লে, "কি কথা?"

প্রমথ বল্‌লে, "এই ত' আমি কতবার কত জায়গায় যাতায়াত করেছি, কিন্তু কৈ কখনো ত' আজকের মতো এমন ক'রে চাকর-বামুন-দারওয়ানরা গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করে নি। কখনো ত' দারোয়ান আমাকে বলেনি যে বাবু, আপনার অভাবে বাড়ি 'শূন্' আর মন 'উদাস' হ'য়ে যাবে। অথচ তুমি আসবার আগে আমি ত' এ বাড়ির একাধিপতি অধীশ্বর ছিলাম। তোমার সঙ্গে আর আমার সঙ্গে ওদের ব্যবহারের এতটা ভেদ কিসের জন্যে হয় তার একটা বিচার হওয়া উচিত ঊষা!"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা হাস্যমুখে বল্‌লে, "এখনো সে কথা তোমার মনে আছে না-কি?"

গভীর মুখে প্রমথ বল্‌লে, "থাক্‌বে না? যে কথা মনের মধ্যে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল সে কথা এরই মধ্যে ভুলে যাব?"

হাসিমুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিসের রেখাপাত? ঈর্ষার?"

প্রমথ বল্‌লে, "ঈর্ষার নয়ত আবার কিসের? দিব্যি ছিলাম, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। কোথা থেকে তুমি উড়ে এসে জুড়ে ব'সে এমন করলে যে, মহলের সর্ব্বত্র—অন্দর, বার—বেদখল হ'য়ে গেলাম!"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "নিজে ডেকে এনে এখন আমার দোষ দিলে কি হবে বল!"

প্রমথ বল্‌লে, "না, তা কিছুই হবে না; কিন্তু সদা-সর্ব্বদা মনে মনে কি ভাবি, জান ঊষা?"

অভিজ্ঞান

"কি ভাব ?"

"ভাবি, ভাগ্যিস্ ডেকে এনেছিলাম! নইলে ত' ভূতপূর্ব্ব প্রমথনাথ ভূতই থেকে যেত। তুমি এসে অজানা শক্তির এমন চাপ দিলে যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বহুকালের কয়লা হীরে হ'য়ে গেল। যে তোমাকে মলিন করতে পারত, তাকে তুমি দিলে চক্‌চকিয়ে। তোমার এ ঋণ কি শোধ করতে পারা যায় ঊষা! আমার সম্পত্তি তোমার সঙ্গে আধা-আধি ভাগ ক'রে নিয়েছি ব'লে তুমি কত সময়ে কত কথা বল, কিন্তু সে ঋণ ত' ইচ্ছে করলে ফেলে দেওয়া যায়, ফিরিয়ে দেওয়া যায়; কিন্তু এ ত' যায় না,—এর শেষ নেই, শোধ নেই।"

বেগমপুরের মাঠ বিদীর্ণ ক'রে ট্রেণ বায়ুবেগে এগিয়ে চল্‌ছিল। প্রমথর রসগভীর কথার উত্তরে কোনো কথা না ব'লে সন্ধ্যা সুদূর দিক্‌চক্রবালের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে ব'সে রইল। মনে মনে বল্‌লে, তুমি শুধু তোমার টাকাটাই দেখ, কিন্তু টাকা ছাড়া আর যে জিনিসে আমার সমস্ত প্রাণ মন ভরিয়ে দিয়েছ তার কাছে টাকাটা যে কিছুই নয়, সে কথা ত' বোঝ না!

"ঊষা!"

সন্ধ্যা ফিরে চেয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে, "কি ?"

"তুমি অদৃষ্ট মান ?"

"মানি।"

"আমি সেই অদৃষ্টে তোমাকে পেয়েছি। আশ্চর্য্য দেখ, কোথাকার ধন কোথায় এসে আট্‌কালো! কাদের গৃহলক্ষ্মী হবার কথা তোমার, হ'লে আমার গৃহলক্ষ্মী! কার হৃদয় আলোকিত করবার কথা, করলে আমার হৃদয় আলোকিত! তাদেরও পক্ষে এ সেই অদৃষ্টেরই কথা! যে জিনিসের অংশ মাত্র পেয়ে আমার সমস্ত জীবন ধন্য হয়েছে, তার সবটা পেয়েও তারা তা হারালো! এর চেয়ে দুরদৃষ্ট আর কি হ'তে পারে তা জানিনে!"

অভিজ্ঞান

আনন্দে সন্ধ্যার চোখ থেকে অশ্রু ঝ'রে পড়ল। বহুকাল প্রমথর সহিত তা
এরূপ প্রণয়-সমুদ্বেল কথোপকথন হয়নি। প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনে
দীর্ঘকাল একত্র যাপনের ফলে এ কথা অনেক সময়েই তারা ভুলে থাকৃত যে
তাদের মিলনের মধ্যে কোনো ব্যত্যয় অথবা অপূর্ণতা আছে; সুতরাং অধিকাং
সময়েই তারা সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মত নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততায় দিনাতিপা
করত। কিন্তু গত রাত্রের ভারতী আশ্রমের ঘটনার অচিন্তিত আঘাত তাদে
দুঃখ-গ্লানির ক্ষতস্থানকে পুনরুন্মোচিত ক'রে তাদের যেন প্রথম মিলনে
তরুণতায় টেনে নিয়ে গেছে। তাই আবার নূতন ক'রে তাদের হৃদয়ে দুঃ
সুখের বান ডেকেছিল, যার অধীরোন্মত্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাস কথোপকথনের মধ্যে
উদ্বেল হ'য়ে উঠ্ছিল।

নির্ব্বাত বর্ষাদিনের আর্দ্র উত্তাপের পরিশ্রান্তিতে বেণ্টলীর নিদ্রাক
হয়েছিল। দ্রুত-চালিত ইলেক্ট্রিক পাখার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন অতিক্রম ক'রে মাঝে মা
তার নাসিকা-ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। ট্রেন চলেছিল বন-জঙ্গল-প্রান্তর ভেদ ক'
উন্মত্ত বেগে বর্দ্ধমানের অভিমুখে, যেখানে না পৌছতে পারলে তার এ
একটানা অবিশ্রান্ত গতির বিরাম নেই। বাহিরে নিসর্গ তার গাছপালা, নদীনাল
বন-বাদাড় নিয়ে দিক্‌চক্রবালের মধ্যবিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে ক্ষিপ্ত বেগে আলোড়ি
হচ্ছিল। প্রমথ ও সন্ধ্যা বহুক্ষণ ধ'রে তাদের চিন্তা-বিলাসে মগ্ন হ'য়ে পাশাপা
নিঃশব্দে ব'সে রইল। বাক্য যেখানে নীরবতার নিকট পরাস্ত হয় সেই অবস্থ
তারা উপনীত হয়েছিল।

হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রাবিমুক্ত হ'য়ে ব্যস্তভাবে হাতের রিষ্টওয়াচ
বল্‌লে, "যাঃ! তোমার খাওয়ার দেরি হ'য়ে গেল। সাড়ে এগা

নিজের ঘড়ি দেখে প্রমথ বল্‌লে, "এমন কিছু দেরি হয়নি, মাত্র
এগারটা, তোমার ঘড়ি কিছু ফাষ্ট আছে। বর্দ্ধমান পৌছতে এখনো !
দেরি।"

অভিজ্ঞান

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি একটা বড় প্লেটে নানাবিধ আহার্য্য সাজিয়ে ফেল্‌লে, তারপর বাথ্‌রুম থেকে প্রমথ হাতমুখ ধুয়ে এসে বস্‌লে সেই প্লেট ও কাঁচের গ্লাসে ক'রে এক গ্লাস জল তার সম্মুখে স্থাপিত ক'রে বল্‌লে, "খাও, পরে আরও দোবো।"

"কিন্তু তোমার ?"

"আমি পরে খাব অখন।"

"কেন ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বল্‌লে, "প্লেটের অভাব। বড় টিফিন-বাক্সটা মাধব ভুল ক'রে নিজের কাছে রেখেছে।"

প্রমথ বল্‌লে, "তা হ'লে পরে কোন্ প্লেটে খাবে ?"

"কেন, তোমার প্লেটে।"

"এঁটো পাতে ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বল্‌লে, "দোষ কি তাতে ? জাত যাবে নাকি ?"

প্রমথ বল্‌লে, "জাতের চেয়েও যে তোমাদের এমন একটা জিনিষ আছে যা খায়-বার্ত্তায় নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে যায়।„

একটু ইতস্ততঃ ক'রে, প্রমথর মুখের উপর একবার চকিত দৃষ্টি ফেলিয়ে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু তোমার কাছে ত' সে জিনিষ যাবার

নয় !" প্রমথর মুখ উল্লাসে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "এমন ক'রে প্রশ্রয় দিয়ো না উষা! খাবার-দাবার সব মাথায় উঠ্‌বে।"

আর একবার প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তবে এসব কথা এখন থাক্—তুমি খাও।"

প্রমথ বল্‌লে, "তুমিও এস না উষা, দু'জনে এক প্লেটেই খাওয়া যাক্ টিফিন-কেরিয়ারটা কাছে রাখ, তুলে তুলে নিলেই হবে।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, তুমিই খাও, আমি পরে খ
অখন!"

প্রমথ বল্‌লে, "কেন, এক সঙ্গে খেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে
তুমি পরে খেলে আমাকে তাড়াতাড়ি ক'রে খাওয়া সারতে হয়, কারণ বর্দ্ধম
পৌঁছতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় নেই। এস, লক্ষ্মীটি!"

সন্ধ্যা একবার বেণ্ট্‌লীর দিকে ফিরে চেয়ে দেখ্‌লে, তারপর মৃদুস্বরে বল্‌
"আচ্ছা আস্‌ছি।" ব'লে টিফিন-কেরিয়ারটা নিকটে এনে রাখ্‌লে। বেণ্ট
তখন পাশ ফিরে নিদ্রা দিচ্ছিল।

চৌত্রিশ

বেলা সাড়ে তিনটার সময়ে গাড়ি কার্ম্মাটারে পৌছল। এ ষ্টেশনে গাড়ি অতি অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে। গার্ড হুইস্‌ল্ দিয়েছে, এমন সময়ে বিলাতী সুটপরা একজন বাঙ্গালী যুবক ব্যস্ত হ'য়ে জিনিষ-পত্র নিয়ে প্রমথদের কামরার সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। কামরার ভিতর স্ত্রীলোক দেখে একটু কুণ্ঠার সহিত প্রমথকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লে, "উঠ্‌তে পারি? কোনো অসুবিধা হবে না ত'?"

তাড়াতাড়ি দ্বার খুলে দিয়ে প্রমথ বল্‌লে,—"কিচ্ছু না। আসুন, আসুন!"

যুবকটি ক্ষিপ্রগতিতে কামরার মধ্যে প্রবেশ করলে, তারপর জিনিষ-পত্র তুল্‌তে তুল্‌তেই গাড়ি দিলে ছেড়ে। কুলীরা পয়সার জন্য চলন্ত গাড়ির সঙ্গে দৌড়চ্ছিল, যুবকটি তাড়াতাড়ি একটা টাকা বার ক'রে তাদের মধ্যে একজনের হাতে গুঁজে দিলে। তারপর কতকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে গাড়ির ভিতর চেয়ে দেখ্‌তেই চোখোচোখী হ'য়ে গেল সন্ধ্যার সঙ্গে। আরক্ত মুখে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে।

প্রমথরা যে বেঞ্চে বসেছিল তার প্রান্তদেশে একটা গদি-মোড়া চেয়ার ছিল, চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে যুবকটি ধীরে ধীরে তার উপর ব'সে পড়ল। কে এ সুন্দরী রমণী যাকে দেখে মনে হ'ল সে যেন কত দিনকার পরিচিত জন, যেন কোনো-এক সময়ে তার সহিত যথেষ্ট জানা-শোনা ছিল! কে এ হ'তে পারে! তার কোনো বহুদূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া নয় ত যার সহিত দীর্ঘকাল দেখা শুনা নেই? কিম্বা কোনো বন্ধু-বান্ধবের আত্মীয়া, যার সহিত কোনো কালে অল্পদিনের জন্য আলাপ-পরিচয় হবার সুযোগ হয়েছিল? মুখখানা আর একবার ভাল ক'রে দেখবার জন্য যুবকটি সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, কিন্তু সন্ধ্যা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল ব'লে দেখা গেল না। যথাসম্ভব মুখখানা মানসচক্ষুর সম্মুখে স্থাপিত ক'রে

নির্বিষ্ট চিত্তে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল বছর চারেক আগেকার দেখা একখানা বিস্মৃতপ্রায় মুখ! কিন্তু ইহলোকের সহিত সকলপ্রকার দেনা-পাওনা মিটিয়ে যে চিরদিনের জন্য মহাকালের গর্ভে বিলীন হ'য়ে গেছে, তার স্মৃতি এর মুখে জড়িত ক'রে কোনো লাভ নেই। কত লোকের সহিত কত লোকের আকৃতির সাদৃশ্য থাকে,—এও নিশ্চয় তাই-ই।

কিন্তু কি অদ্ভুত সুন্দর এই অপরিচিতা স্ত্রীলোকের মুখ! আয়তগভীর দুটি স্নিগ্ধ চক্ষের কি অতলস্পর্শী দৃষ্টি! সমস্ত মুখমণ্ডল পরিব্যাপ্ত ক'রে কি অপার্থিব সুষমা! মুহূর্তের জন্য মুখখানি দৃষ্টিপথে প্রতিভাত হয়েছিল, কিন্তু এখনো যেন সুস্পষ্ট রেখায় জলজ্বল করছে। সে যদি আজ বেঁচে থাক্‌ত তা হ'লে হয়ত এই রকমই দেখ্‌তে হ'ত। একটি তপ্ত শ্বাস যুবকটির অন্তর ভেদ ক'রে বাহিরের বায়ুমণ্ডলে মুক্তিলাভ করলে।

আগন্তুকের জিনিষ-পত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গাড়ির মেঝের উপর প'ড়ে ছিল। প্রমথ বল্‌লে, "এর পরের ষ্টেশন মধুপুর। সেখানে সময় পাবেন। একটা কুলি ডেকে জিনিষ-পত্রগুলো গুছিয়ে নেবেন।"

আগন্তুক প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করব।"

"কত দূর যাবেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"আপাততঃ ফয়জাবাদ। পরে লাহোর হ'য়ে কাশ্মীর পর্য্যন্ত যাবার ইচ্ছে আছে।"

প্রমথ বল্‌লে, "ফয়জাবাদ যখন যাবেন তখন সমস্ত রাত ত' গাড়িতে কাটাতে হবে। উপরের একটা বার্থ খালি আছে। কিছু কিছু জিনিষ-পত্র রেখে আগে থাকতেই অধিকার ক'রে রাখ্‌লে ভাল হয়।"

"ধন্যবাদ। তাই রাখ্‌ব।"

আগন্তুকের বড় সুট্‌-কেসটার উপর লিখিত নামের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় প্রমথ চম্‌কে উঠ্‌ল,—ডক্টার পি, এল, চৌধুরী। সুট্‌কেসের ধারের

বস্তু : ... ...র সবুজ আর বাদামি রঙের লেবল আঁটা ... মনে অত্যন্ত কৌতূহলী হ'য়ে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "কিছু মনে করবেন না, আপনিই কি ডক্টার পি, এল, চৌধুরী ?"

সুটকেসের উপর নামের পরিচয় পেয়ে প্রমথ যে এ কথা বল্‌ছে তা বুঝ্‌তে পেরে আগন্তুক বল্‌লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই।"

এই ডক্টার পি, এল, চৌধুরী যে প্রিয়লাল চৌধুরী, সে বিষয়ে প্রমথর মনে বিশেষ কিছু সন্দেহ না থাকলেও যেটুকু ছিল তা সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে অপসৃত হ'ল। সন্ধ্যার মুখ জবাফুলের মত আরক্ত এবং চক্ষের মধ্যে সুতীব্র দৃষ্টির দ্বারা নিষেধের শাসন,—খবরদার কোনো রকম চপলতা কোরো না!

এ নিষেধের খুব যে বেশি-কিছু প্রয়োজন ছিল তা নয়, কারণ প্রমথ সহসা কখনই আত্মপরিচয় প্রদান করতনা, কিন্তু ব্যাপারটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে নিষেধ না ক'রেও সন্ধ্যার নিশ্চিন্ত থাকবার উপায় ছিল না।

ঘটনার অপরূপত্বে এবং আকস্মিকত্বে প্রমথ ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হ'য়ে গেল। যে ব্যক্তির চূড়ান্ত অধিকার হ'তে বিচিত্র ঘটনাবলীর দ্বারা বিচ্যুত ক'রে নিয়ে নিয়তি সন্ধ্যাকে তার জীবনের পরম বস্তু ক'রে দিয়েছে, এবং যে অদেখা অজানা ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত তার পক্ষে পরম কৌতূহলের, এবং অবচেতন মনের মধ্যে কতকটা উৎকণ্ঠার, বস্তু হ'য়ে বিরাজ করছে, সেই প্রিয়লালের সহসা বিনা নোটিশে তাদের একান্ত সান্নিধ্যে প্রবেশ এবং দীর্ঘ পথ একত্রে যাত্রার বিজ্ঞপ্তি প্রমথর মত শক্ত লোককেও প্রথমটা বিহ্বল করে দিলে। কিন্তু সে নিতান্তই অল্পক্ষণের জন্য, অবিলম্বে তার প্রকৃতির সহজ অবিচলতা এবং কৌতুকপ্রিয়তা ফিরে এল।

প্রিয়লালের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বল্‌লে, "দেখুন ডক্টার চৌধুরী, আপনি যাবেন ফয়জাবাদে, আমরা যাচ্ছি লক্ষ্ণৌ—দীর্ঘ পথ একত্র যেতে হবে।

সুতরাং আপনার সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে ... দেখ। মধ্যে যদি কৌতূহলের পরিচয় পান তা হ'লে সেটা আমার ভারতবর্ষীয় মনের দুর্ব্বলতা মনে ক'রে ক্ষমা করবেন।"

প্রিয়লাল হাসিমুখে বললে, "সেই ভারতবর্ষীয় মন আমারও ত' আছে। সুতরাং আমার দিক থেকেও যদি সে রকম দুর্ব্বলতার পরিচয় পান তাহ'লে আপনিও আমায় ক্ষমা করবেন।"

প্রমথ বল্‌লে, "শুধু ক্ষমা করব না, সুখী হব। আমাদের বিষয়ে আপনার কোনোরকম কৌতূহল হ'লে তা নিবৃত্ত করতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন। ডক্টার চৌধুরী, আমি সঙ্ক্ষেপের পক্ষপাতী নই, বিস্তারের পক্ষপাতী। সুতরাং, ধরুন যদি জানতে পারি যে আপনার নামের পি, এল ইংরাজি অক্ষর দুটি আদিতে বাঙলা প্রত্যুম্নলাল নামের সংক্ষিপ্তসার তাহ'লে নিশ্চয়ই দুঃখিত হব না, যদিও প্রত্যুম্নলাল নামটির ব্যবহার বাঙলা দেশের চেয়ে বাঙলা দেশের বাইরে, মথুরাবৃন্দাবন অঞ্চলেই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। ও নামের সঙ্গে মাছ-ভাতের চেয়ে ডাল-রুটির যোগটাই বেশি।"

প্রমথর কৌতুকরসাত্মক কথা শুনে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "কিন্তু আমার নাম প্রত্যুম্নলাল নয়, আমার নাম প্রিয়লাল।"

প্রমথ বল্‌লে, "প্রিয়লাল? তাই পি-এল। এখন বুঝলাম।

মৃদু হেসে প্রিয়লাল বল্‌লে, "আপনি ত' কিছু কিছু পরিচয় আমার পেলেন, এবার নিজের দিন। প্রথমে আপনার নামটি জানতে পারলে সুখী হব।"

প্রমথ বল্‌লে, "আমার নাম প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, অর্থাৎ পি-এন্। আপনি পি- এল আর আমি পি-এন্।"

যে ব্যক্তি পোষ্টকার্ডে সন্ধ্যার মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিল তার নামও যে প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় সে কথা প্রিয়লালের আদৌ মনে পড়ল না। যে ভীষণ দুঃসংবাদ সে পোষ্টকার্ড বহন ক'রে এনেছিল তার কাছে লেখকের নাম তুচ্ছ

বস্তু; হয়ত ভাল ক'রে প্রিয়লাল সে নাম লক্ষ্যই করেনি, করলেও হয়ত দু'দিনেই ভুলে গিয়েছিল। আজ ত' সে প্রায় চার বৎসরের কথা হ'ল। মৃদু হেসে সে বল্‌লে, "মন্দ হয়নি ত'! আমি পি-এল্ আর আপনি পি-এন্। মধ্যে একজন পি-এম-এর অভাব। মধুপুরে পেয়ারীমোহন ব'লে কোন লোক যদি আমাদের কামরায় এসে ওঠে তা হ'লে আপনার আর আমার মধ্যে যোগটা সম্পূর্ণ হ'তে পারে।"

প্রমথ সহাস্যমুখে বল্‌লে, "আপনার আর আমার মধ্যে যে যোগ নিয়তি ঘটিয়ে দিয়েছে তাই যথেষ্ট। আর পেয়ারীমোহনকে কামনা ক'রে অকারণ ভীড় বাড়াবেন না।"

প্রমথর এ কথার মধ্যে যে কোনো প্রকার দ্ব্যর্থ থাকতে পারে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না ক'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, "ঠিক বলেছেন, স্থানাভাব। আর যোগ বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই।"

প্রমথ বল্‌লে, "লাভ নেই শুধু নয়, ক্ষতি আছে। তাতে কেবল গোল-যোগই বাড়বে।"

বাক্যের সহজ অর্থের বাইরে না গিয়ে প্রিয়লাল হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "তা সত্যি।"

ট্রেন মধুপুরের নিকটবর্ত্তী হ'য়ে এসেছিল; সহরের উপকণ্ঠের দুই একটি বাড়ি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। সন্ধ্যা জানলার ভিতর দিয়ে বাহিরের দৃশ্যাবলীর উপর তার অন্যমনস্ক মনের অন্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে বসে ছিল। প্রমথ ও প্রিয়লালের কথোপকথনের কিছু কিছু অংশ তার কানে আসছিল, কিন্তু সেদিকে তার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। মনের মধ্যে তার এই দুশ্চিন্তা তীব্রভাবে দংশন করছিল যে, মর্ম্মান্তিক হীনতা এবং গ্লানির মধ্য দিয়ে যে-ব্যক্তির সহিত চিরদিনের মতো সকল সম্পর্ক সকল বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে গেছে, তার এই অনীপ্সিত এবং অপরিজ্ঞাত পুনঃপ্রবেশ ভবিতব্যের বিধান না

হয়, এবং নূতন ক'রে নিকৃষ্টতর দুঃখ গ্লানি এবং সমস্যার সৃষ্টি না করে! মনে মনে সন্ধ্যা একান্তভাবে প্রার্থনা করছিল যে, প্রিয়লালকে নিয়ে তার এই তৃতীয় বারের কাহিনী যেন ফয়জাবাদেই নিরুপদ্রবে শেষ হয়।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ট্রেন মধুপুরের ষ্টেশনে এসে স্তব্ধ হ'ল। জিনিস-পত্রগুলো গুছিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে প্রিয়লাল একজন কুলি ডাকবার জন্য উদ্যত হ'তে প্রমথ বাধা দিয়ে বল্‌লে, "আর কুলির দরকার নেই, মাধব এসে পড়েছে, ও-ই সব ক'রে দিচ্ছে।" তখন মাধব বড় টিফিন-বাস্কেটটা নিয়ে দ্বার ঠেলে কামরায় প্রবেশ করছে।

প্রিয়লাল বল্‌লে, "মাধব ত' আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করবে।"

প্রমথ বল্‌লে, "খাবারের ব্যবস্থাও করবে, জিনিষের ব্যবস্থাও করবে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ।" তারপর মাধবের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "মাধব, টিফিন বাস্কেটটা মা'র জিম্মা ক'রে দিয়ে তুমি সায়েবের জিনিষ-পত্রগুলো ঠিক ক'রে গুছিয়ে রেখে দাও।"

টিফিন-বাস্কেটটা সন্ধ্যার কাছে রেখে মাধব এগিয়ে আস্‌তেই প্রিয়লাল উঠে দাঁড়িয়ে মাধবকে সাহায্য করতে উদ্যত হ'ল।

প্রমথ বাধা দিয়ে বল্‌লে, "আপনি ব্যস্ত হবেন না ডক্টার চৌধুরী, আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে ব'সে দেখুন আমি মাধবকে দিয়ে আপনার সমস্ত জিনিষ গুছিয়ে দেওয়াচ্ছি। যদি পছন্দ না হয় পাল্টে নেবেন।"

প্রিয়লাল কুন্ঠিত স্বরে বল্‌লে, "না না, পছন্দ হবে না কেন। কিন্তু আপনি কেন অনর্থক—"

প্রমথ বল্‌লে, "অনর্থক কিছু-ই নয় ডক্টার চৌধুরী, সব জিনিষেরই অর্থ আছে—ব্যক্ত কিম্বা গূঢ়—আমরা সব সময়ে ধরতে পারিনে।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "এখানে কিছু কিছু ধরতে পার[illegible]"

প্রমথর দৃষ্টি ছিল মাধবের প্রতি এবং কান ছিল [illegible] বল্‌লে

"না, না, ও হোল না মাধব, হোল্ডল্ থেকে বিছানা বার ক'রে একেবারে পেতে দাও। অধিকার বিস্তার ক'রে রাখা ভাল।" তারপর প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "কি ধরতে পারা যাচ্ছে ডক্টার চৌধুরী?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "ধরতে পারা যাচ্ছে যে, আপনি যে রকম ক'রেই হোক্ বুঝেছেন যে, আমি একটি মস্ত অপটু লোক, আর তাই বুঝে আপনার করুণার উদ্রেক হয়েছে।"

প্রমথ একটু হেসে বল্‌লে, "ঠিক তা নয় ডক্টার চৌধুরী, আপনি হচ্ছেন সেই শ্রেণীর লোক সৌভাগ্য যাদের ব্যবস্থা আগে থাকতে ক'রে রাখে। এমন ত' কত লোক নিয়ত ট্রেন ফেল করছে, কিন্তু প্রিয়লাল-শ্রেণীর লোকদের জন্যে প্রমথনাথ-শ্রেণীর লোকেরা সর্ব্বদা হাজির থাকে এবং ট্রেন ছাড়বার হুইস্‌ল্ দিলে প্রিয়লাল-শ্রেণীর লোকেরা প্লাট্‌ফর্ম্মে দাঁড়িয়ে যখন অবান্তর কথা তোলে তখন প্রমথনাথ-শ্রেণীর লোকেরা তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে তাদের পথ ক'রে দেয়।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "এ কথা কিন্তু ঠিক বলেছেন।"

ট্রেন ছাড়বার সময় হ'য়ে এসেছিল। মাধব বল্‌লে, "মা খাবার ত' দেওয়া হ'ল না।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "আমি দোবো অখন, তুমি যাও।"

গার্ডের হুইস্‌ল্ শুনে মাধব তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে দৌড় দিলে।

প্রিয়লাল বল্‌লে, "দেখুন মিষ্টার মুখার্জ্জি, মাধবকে দিয়ে আমার জিনিস পত্র গোছানোতে আপনাদের অসুবিধেয় পড়তে হ'ল

প্রমথ বল্‌লে, "কিছু অসুবিধেয় পড়তে হয় নি। যিনি [illegible] দেখবেন, তিনি সুচারুরূপে কার্য্য সমাধা করবেন।"

মিষ্টার মুখার্জ্জি

"আজ্ঞে ?"

ঈষৎ নিম্নস্বরে প্রিয়লাল বল্‌লে, "উনি নিশ্চয়ই মিসেস্ মুখার্জ্জি,—অর্থাৎ আপনার স্ত্রী ?"

একমুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে একটু চিন্তা ক'রে মৃদু হেসে প্রমথ বল্‌লে, "কেন ? আপনার কি অন্য রকম মনে করবার কোনো কারণ ঘটেছে ?"

ব্যস্ত হ'য়ে প্রিয়লাল বল্‌লে, "না না ! নিশ্চয় নয় ! আমিও তাই অনুমান করেছিলাম।" প্রমথর উক্তি যে 'ইতি গজ' সে কথা মনে করবার কোনো কারণই তার ছিল না।

প্রমথ বল্‌লে, "আসুন, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।" তারপর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "উষা, আপাততঃ আমাদের ক্ষণিকের অতিথি—ডক্টর প্রিয়লাল চৌধুরী।"

সন্ধ্যা প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে যুক্ত কর উত্তোলন ক'রে বল্‌লে, "নমস্কার।"

সাগ্রহে প্রিয়লাল বল্‌লে, "নমস্কার মিসেস্ মুখার্জ্জি, নমস্কার !"

কিন্তু দ্বিতীয়বার পরিপূর্ণ ভাবে সন্ধ্যার মুখ নিরীক্ষণ ক'রে প্রিয়লাল পুনরায় গভীরভাবে চমকিত হোল। দুশ্ছেদ্য যবনিকার অন্তরাল ভেদ ক'রে মনে পড়ল পরলোকবাসিনী অভাগিনী সন্ধ্যার মুখ।

তারপর বারম্বার মিসেস্ মুখার্জ্জির মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল সন্ধ্যার মুখের স্তিমিত স্মৃতি। অবশেষে এমন হোল যে, মনে মনে সন্ধ্যার মুখ মনে করতে গেলে তৎস্থলে ভেসে উঠে মিসেস্ মুখার্জ্জির মুখ ! প্রদীপ্ত সূর্য্যকরে নিমজ্জিত হ'য়ে গেল দুর্ব্বল দীপশিখা।

বল্‌লে,

পঁয়ত্রিশ

প্র[illegible] [illegible]।প্রিয়লালের মধ্যে কথোপকথন জ'মে উঠেছিল। সন্ধ্যা প্রমথর দিকে মুখটা একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "এখন খাবার দোব ?"

সন্ধ্যার দিকে ফিরে চেয়ে প্রমথ তেমনি মৃদুস্বরে বললে, "দাও।" তারপর প্রিয়লালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, "ডক্টার চৌধুরী, সামান্য একটু খাবার দিলে আশা করি আপত্তি করবেন না।"

প্রমথর প্রস্তাব শুনে প্রিয়লাল ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল; বললে, "না না, মিষ্টার মুখার্জ্জি, অনেক উপদ্রব আপনাদের ওপর করেছি,—তার ওপর খাবারেও ভাগ বসাতে চাইনে।"

মাথা নেড়ে সহাস্যমুখে প্রমথ বললে, "ভুল, ডক্টার চৌধুরী, আপনার ভুল। এত সহজে কেউ কারো জিনিসে ভাগ বসাতে পারে না যতক্ষণ না ভাগ্য নিজে তার ব্যবস্থা করে।"

প্রিয়লাল বললে, "ভাগ্য এতটা করতে পারে ব'লে আপনি মনে করেন মিষ্টার মুখার্জ্জি ?"

প্রমথ বললে, "নিশ্চয় মনে করি। ভাগ্য যখন প্রসন্ন হয় তখন আর সীমা-পরিসীমা থাকে না, একেবারে অখিল ভ'রে দিয়ে যায়,—তখন ফকিরকে বানিয়ে দেয় আমীর।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লালের মুখমণ্ডলে দুঃখের একটা ক্ষীণ ছায়াপাত হ'লো; বিষণ্নমুখে সে বললে, "ভাগ্যকেও সব সময়ে খুব নিরাপদ বন্ধু ব'লে মনে করবেন না মিষ্টার মুখার্জ্জি। সে যখন বিরূপ হয় তখন সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে আমীরকে ফকির বানিয়েও ছাড়ে!"

প্রমথ বল্‌লে, "কিন্তু সে ভাগ্য নয়, দুর্ভাগ্য।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যেরই বৈমাত্র ভাই। ওরা দু'জনে পাশাপাশি বাস করে, আর কে যে কখন আমাদের কাঁধে সওয়ার হয় তা কিছুই বলা যায় না। কিন্তু সে যাই হোক্, এখনো আমার খাবার সময় হয়নি, অনেক বেলায় আজ খেয়েছি।"

মাথা নেড়ে প্রমথ বল্‌লে, "তাহ'লে খাবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় কখন, সে বিষয়ে জগতের একজন অতি বিচক্ষণ লোকের উপদেশ কি তা আপনি নিশ্চয় জানেন না।"

প্রিয়লাল সহাস্যমুখে বল্‌লে, "না, তেমন ত' কিছু জানি ব'লে মনে পড়ছে না।"

প্রমথ বল্‌লে "তাঁর উপদেশ, খাবারটা যদি নিজের পয়সায় হয় তা হ'লে যখন ক্ষিদে পাবে তখন, আর যদি পরের পয়সায় হয় তা হ'লে যখনই হাতে পাওয়া যাবে তখন।"

আহারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়ের সূত্র শুনে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "তা হ'লে আপনার বিচক্ষণ লোকের উপদেশই পালন করব। অসময়ে না খেয়ে প্রমাণ করব যে, আপনারা আমার পর নন্, আপনার।"

এই অসংশয়িত পরিহাস-বাণীর মধ্যে দৈবক্রমে যে মর্ম্মন্তুদ সত্য প্রচ্ছন্ন ছিল তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থেকে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগ্‌ল; কিন্তু কমলা নেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে সন্ধ্যার চক্ষু সজল হ'য়ে এল, এবং কৌতুক-বাক্যের সফেন জলরাশির মধ্যে সহসা নির্ম্মম সত্যের কঠিন পাথর দেখ্‌তে পে'য়ে প্রমথ নির্ব্বাক হ'য়ে গেল। ট্রেণ তখন রোহিণীর লেভল্ ক্রসিংএর উপর দিয়ে শড়াক্ শড়াক্ শব্দে দ্রুতবেগে অদূরবর্ত্তী জসিডি ষ্টেশনের অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে।

প্রমথকে নিরুত্তর থাকৃতে দেখে প্রিয়লাল সহাস্যমুখে বল্‌লে, "কি

মিষ্টার মুখার্জ্জি, নিজের জালে নিজেই ধরা পড়লেন না কি? মুখে কথা নেই যে!"

শুনে প্রমথ নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "ধরা প'ড়ে যদি এই প্রমাণ ক'রে থাকি যে আপনি আমাদের পর নন্‌, আপনার,—তা হ'লে ধরা পড়ার জন্যে একটুও দুঃখিত নই। কিন্তু আপনি যে আমাদের আপনার, তার এই সামান্য প্রমাণ পেয়েই সন্তুষ্ট থাক্‌ব না ডক্টার চৌধুরী, এর খুব জোরালো রকমের প্রমাণ ভবিষ্যতে আপনাকে দিতে হবে।"

"কিন্তু প্রমাণের দায়িত্ব আপনারা ত' আমার উপর দিচ্ছেন না, প্রমাণ ত' আপনাদেরই দিক থেকে আস্‌ছে।" ব'লে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগ্‌ল।

প্রিয়লালের পিছন দিকে ইঙ্গিত ক'রে প্রমথ বল্‌লে, "ফিরে দেখুন, পিছন দিক থেকেও আস্‌ছে।"

পশ্চাতে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল দেখলে দুই হাতে দুটি খাবারের প্লেট নিয়ে সন্ধ্যা উঠে দাঁড়িয়েছে। একটিতে ফল এবং মিষ্ট,—অপরটিতে কচুরি, চপ্‌, কাটলেট প্রভৃতি নোন্‌তা খাবার। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যার হাত থেকে প্লেট নিয়ে প্রিয়লাল বল্‌লে, "এ দুটি নিশ্চয়ই আপনার স্বামীর জন্যে মিসেস্‌ মুখার্জ্জি?"

নিমেষের জন্য দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হ'ল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দৃষ্টি অবনত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, এ আপনার জন্যে।"

"আমার জন্যে? কিন্তু আমি ত'—" সন্ধ্যার বিরুদ্ধে ঠিক কি প্রতিবাদ করবে ভেবে না পেয়ে প্রিয়লাল তার কথার মধ্যে অর্দ্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় থেমে গেল

উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার হাত থেকে খাবারের আরো দু'খানা প্লেট নিয়ে প্রমথ

বল্‌লে, "উচ্চ আদালতে আপনার মামলা টিঁক্‌ল না ডক্টার চৌধুরী, অতএব খাবারের সদ্ব্যবহার করুন।"

চিন্তিতমুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "টিঁক্‌ল না তা ত' বুঝতে পারছি, কিন্তু—"

"কিন্তু কি ?"

প্রমথর প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, "আপনার খাবার ত' দেখ্‌ছিনে মিসেস্ মুখার্জ্জি। নিজের খাবারটাই বুঝি আমাকে দিলেন ?"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, খাবার যথেষ্ট আছে।"

"তবে এখন আপনি নিলেন না কেন ?"

"পরে নোবো অখন।"

"কিন্তু সে রকম ইচ্ছে ত' আমারও ছিল মিসেস্ মুখার্জ্জি, তবে আমাকেই এখন কেন দিলেন ?"

এ কথার উত্তর দিলে প্রমথ; বল্‌লে, "হয়ত' ওঁদের মেয়েলী শাস্ত্রের নিগূঢ় কোনো কারণে,—হয়ত অতিথি সৎকারের নিয়মে অতিথিকে খাওয়ানো শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অভুক্ত থাক্‌লে পুণ্যের অঙ্কটা একটু বেশি ফুলে ওঠে।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "কিন্তু অতিথি সৎকারের উদ্দেশ্য যদি অতিথিকে আনন্দ দান করাই হয়, তা হ'লে আমার মনে হয় অভুক্ত না থাক্‌লেই বেশি ফোলে।"

প্রমথ বল্‌লে, "অন্ততঃ আমাদের পুরুষদের শাস্ত্র মতে ত' সেই ক'[illegible] ফোলা উচিত।"

সমস্যার সমাধান হ'ল জসিডি ষ্টেশনে। গাড়ি থামতেই মাধব ছুটে এল, তারপর গাড়ির ভিতর দৃষ্টিপাত ক'রেই বল্‌লে, "মা, প্লেট ত' কম পড়চে, আর ছ'খানা প্লেট্ এনে দিই ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "ছ'খানার দরকার নেই, একখানা নিয়ে এস, তাহ'লেই হবে।"

প্রমথ বল্‌লে, "ব্যাপারটা তা হ'লে এতক্ষণে বোঝা গেল ডক্টার চৌধুরী।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "কিন্তু এ কথা একটুও বোঝা গেল না যে, ওঁর যখন একখানা প্লেটেই চলে, তখন চারখানা প্লেটের মধ্যে তিনখানাতে আমাদের তিন জনের কেন চলত না।"

প্রমথ বল্‌লে, "ওঁদের বোধহয় এই রকম কিছু ধারণা আছে যে, নিজেদের একখানা ক'রে প্লেট নিতে হ'লে আমাদের দু'খানা ক'রে না দিলে সৌজন্যের ত্রুটি হয়। ওঁদের সঙ্গে আমাদের রেশিয়োটা অন্ততঃ ওয়ান্ টু টু হওয়া উচিত ব'লে ওঁরা বোধহয় মনে করেন।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "সত্যিই তাই তারপর সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সবিনয়ে বল্‌লে, "আমার অনধিকার-চর্চা ক্ষমা করবেন মিসেস্ মুখার্জ্জি, কিন্তু এর জন্য প্রধানতঃ আপনারাই দায়ী। পুরুষদের সুবিধার জন্য নিজেদের বঞ্চিত ক'রে ক'রে আপনারা আমাদের demoralised ক'রে দিয়েছেন যে, স্বেচ্ছায় আপনারা যা আমাদের জন্য ত্যাগ করছেন তা আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা ব'লে মনে করি। আপনাদের প্রিয় আত্মসঙ্কোচকে আমরা আপনাদের অধিকার ... ব'লে ধ'রে নিই।"

প্রমথ বল্‌লে, "কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে ওঁদের আবার এমন আত্মস্ফীতি আছে যে, তার মধ্যে ... দশ বারো আত্মসঙ্কোচ ডুব মারতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ... অলঙ্কারের একখানার দামে আমার ঘড়ি চেন ... অন্ততঃ দশ সেট কেনা যেতে পারে। অপরাপর অলঙ্কারের ...

...লাল বল্‌লে, "কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ের গহনা ত' অধিকাংশ স্থলেই ... fund, যা সংসারের সঙ্কটের সময়ে কাজে লাগে।"

... বল্‌লে, "সে হয়ত কখনো কোনোদিন লাগ্‌লে পারে, কিন্তু সেই ... fundকে পুষ্ট করতে নিত্যকার Current account এত বিশীর্ণ

হ'য়ে ওঠে যে সংসারের খরচ চালানোই দুষ্কর হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে উপস্থিত আমরা আহারে মন দিতে পারি, কারণ মাধব দু'খানা প্লেটই দিয়ে গেছে, সুতরাং প্লেটসঙ্কোচের কোনো অভিযোগ এখন আর নেই।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "মাধবকে ধন্যবাদ।"

শিমূলতলা থেকে গাড়ি হুড়্ হুড়্ ক'রে ঝাঝার দিকে নেমে চলেছিল। উভয় পার্শ্বে তরুগুল্মমণ্ডিত ঘননিবদ্ধ পর্ব্বতশ্রেণী, মাঝখান দিয়ে সঙ্কীর্ণ রেলপথ অতিকায় সরীসৃপের মত এঁকে-বেঁকে চ'লে গেছে। কিছু পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে যাওয়ায় সমস্ত গাছপালা একটা আর্দ্র স্নিগ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করেছে। ...লাল, প্রমথ এবং সন্ধ্যা প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব স্তিমিত সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি "প...'রে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ি এসে ঝাঝা ষ্টেশনে

কিন্তু ...

এখন ... ...কজন আরোহী যুবক কুলির মাথায় সুটকেস্ এ ... ...াসের দিকে চলেছিল, হঠাৎ প্রমথর নিগূঢ় দৃষ্টি ... ...র্তী ইণ্টারক্লাস কামরায় তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র ... ...ফিরে এল প্রমথর গাড়ির সম্মুখে। ভাল ক'রে ... এসে বল্‌লে, "প্রমথ না?"

যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখে ঔৎসুক্যভরে প্রম... ... কিন্তু আমি ত' ঠিক—" তারপর সহসা উল্লসিত হ'য়ে জানলা দি... বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে, "আরে, আরে সুরেশ যে! কতদিন প... রে সুরেশ!"

সুরেশ প্রমথর হাত নিজ হাতের মধ্যে ধারণ ক'রে স্মিতমু... হ'লে চিন্‌তে পেরেছিস্? আমি ভেবেছিলাম হয়ত' চিন্‌তেই পারবি ...।"

প্রমথ বল্‌লে, "এমন কিছু অন্যায় ভাবিস্‌নি। সেই ত' বি-...চৌধুরী।

পর ছাড়াছাড়ি, তারপর এই বার তের বছর আর দেখা নেই। কোথায় যাচ্ছিস্ ?"

"মুঙ্গের।"

"মুঙ্গের ? তবে ত' এ গাড়িতে মোটে কিউল পর্য্যন্ত। উঠে আয়না, গল্প করতে করতে যাই ?"

মৃদু হেসে সুরেশ বললে, "আমি লাল টিকিটের যাত্রী, আমাকে এ গাড়িতে উঠ্‌তে দেবে কেন ? তার চেয়ে তুই আয় না আমার গাড়িতে।" তারপর সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "মেয়েরা আছেন, অসুবিধে হবে হয়ত, থাক্ না-হয়।" ট্রেণের পিছন দিকে দেখে প্রমথর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে, "গাড়ি ছাড়বার সময় হয়েছে, চল্‌লাম প্রমথ।"

ব্যস্ত হ'য়ে প্রমথ বল্‌লে, "দাঁড়া সুরেশ, আমিও যাচ্ছি।" তারপর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "সুরেশের সঙ্গে একটু গল্প করতে চল্‌লাম উষা।" প্রিয়লালকে বল্‌লে, "আপনারা গল্প-টল্প করুন ডক্টার চৌধুরী, কিউলে ফিরে এসে ভাল ক'রে গল্প জমানো যাবে।" তারপর গাড়ির দরজা খুলে লাফিয়ে প'ড়ে ছুটে গিয়ে যখন সুরেশের পিছনে পিছনে ইণ্টার ক্লাশে উঠে পড়ল তখন ট্রেণ চল্‌তে আরম্ভ করেছে।

উদ্বিগ্নচিত্তে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সন্ধ্যা দেখ্‌ছিল প্রমথ নির্ব্বিঘ্নে গাড়িতে উঠ্‌তে পারে কি না, প্রমথ গাড়িতে প্রবেশ করলে সে মুখ ভিতরে ক'রে নিয়ে সোজা হ'য়ে বস্‌ল।

প্রিয়লাল বল্‌লে, "কি চমৎকার মানুষ আপনার স্বামী মিসেস্ মুখার্জ্জি! এই অল্পক্ষণের মধ্যে আমাকে এমন আপনার ক'রে নিয়েছেন যে, আমার মনে হচ্ছে, আপনারা আমার একটুও পর নন্, পরম আত্মীয়! এমন মিশুক লোক জীবনে আমি আর একটি দেখিনি। আমার

পথে এইবারই আমাকে লক্ষ্ণৌয়ে আপনাদের বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে যাবার জন্যে এর মধ্যে তিনবার অনুরোধ করেছেন। আপনি তার কিছু শুনতে পেয়েছিলেন ?”

সন্ধ্যা বললে, “হ্যাঁ, কিছু-কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম।”

প্রিয়লাল বললে. “এবার হবে না, তাড়া আছে ; কিন্তু কাশ্মীর থেকে ফেরবার পথে একদিনের জন্যে আপনাদের দর্শন ক’রে যাব।”

এ কথার উত্তরে সন্ধ্যা কোনো কথা বললে না, শুধু ক্ষণিকের জন্য একবার প্রিয়লালের মুখের উপর দৃষ্টিপাত ক’রে চুপ ক’রে রইল। তার পক্ষ হ’তে যথোচিত আগ্রহ এবং সহযোগিতার অভাবে কথোপকথন ভাল ক’রে অগ্রসর হ’তে পারছিল না ; অগত্যা প্রিয়লালকেও চুপ করতে হ’ল। সন্ধ্যার স্তব্ধ [illegible] এবং স্বল্পভাষিতা লক্ষ্য ক’রে তাকে স্বভাবতঃ লাজুক এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক ব’লেই প্রিয়লালের মনে হয়েছিল ; তা ছাড়া, এ কথাও সে মনে মনে বিচার ক’রে দেখলে যে, তার সহিত সন্ধ্যার পরিচয়ই বা কতটুকু এবং সে পরিচয়ের ভিত্তিই বা কি- এমন, যাতে ক’রে তার সহিত নিরবচ্ছিন্ন কথোপ-কথন চালানো সন্ধ্যার পক্ষে অসুবিধাজনক মনে না হ’তে পারে। নিজের দিক থেকেও সে ভেবে দেখলে যে আত্মীয়তার অতিরিক্ত মনোযোগ প্রয়োগ শুধু অনাবশ্যকই নয়, সুরুচি-বিগর্হিতও।

গাড়ি তখন গিধৌড় ষ্টেশন ছেড়ে জামুইয়ের দিকে ছুটে চলেছিল, প্রিয়লাল তার এটাসি কেস্ থেকে একখানা ইংরাজি ম্যাগাজিন বার ক’রে একটা অর্দ্ধ-পঠিত প্রবন্ধে মনোনিবেশ করলে।

কিন্তু মৌনের এরূপ পাকাপাকি অবস্থাও সন্ধ্যার নিকট বেশ স্বাভাবিক অথবা শোভন মনে হ’ল না ;— বিশেষতঃ সে যখন বুঝলে যে, এ মৌনের জন্য হ’লে তার নিস্পৃহতার আচরণই দায়ী। প্রিয়লাল না হ’য়ে অপর কোনো প্রমথ ব[illegible] অবস্থায় যে একটা সহজ সাধারণ কথাবার্ত্তার ধারা চলত,

সে-কথা মনে হওয়া মাত্র সন্ধ্যা নিজেই কথা আরম্ভ করলে; বল্‌লে, "মিষ্টার চৌধুরী, কতদিন আপনি কাশ্মীরে থাক্‌বেন?"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রিয়লাল বইখানা মুড়ে বেঞ্চের উপর রাখলে, তারপর সন্ধ্যার দিকে ফিরে ব'সে বল্‌লে, "ইচ্ছে আছে মাস দুই থাক্‌ব। ফিরতে কিন্তু মাস তিনেকের কম হবে না।" তারপর সহসা আগ্রহের সহিত বল্‌লে, "মিসেস্ মুখার্জ্জি, চলুন না আপনারা দু'জনে আমার সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণে। অনুগ্রহ ক'রে যদি যান তা হ'লে কাশ্মীর ভ্রমণটা কি যে আনন্দের হয় তা রেল-পথের এইটুকু অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝ্‌তে পারছি! যাবেন?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সম্ভব হবে ব'লে ত' মনে হচ্ছে না।"

"কেন? সম্ভব হবে না কেন?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে মাথা নেড়ে তেমনি মৃদু হেসে সন্ধ্যা বল্‌লে, "বোধহয় হবে না।"

আর অনুরোধ ক'রে বিশেষ কোন ফল নেই বুঝ্‌তে পেরে ক্ষুন্নকণ্ঠে প্রিয়লাল বল্‌লে, "হ'লে কিন্তু ভারী খুসি হ'তাম।" তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বল্‌লে, "মিসেস্ মুখার্জ্জি, সময়ে সময়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের আকৃতির অদ্ভুত মিল থাকে, এ আপনি জানেন?"

প্রিয়লালের এ প্রশ্নের গতি কোন দিকে অগ্রসর হবে তা' বুঝ্‌তে পেরে সন্ধ্যা সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "শুনেছি থাকে।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "সত্যিই থাকে। আমার একটি আত্মীয়ার সঙ্গে আপনার আকৃতির এমন অদ্ভুত মিল আছে যে, মৃত্যু যদি মনে করবার পক্ষে বাধা না হোত তা হ'লে মনে করতাম আপনিই তিনি।"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "মৃত্যু বাধা কেন?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "মৃত্যু বাধা এই জন্যে যে, আমি যাঁর কথা মনে কর বছর চারেক হ'ল তাঁর ইহলোকের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।"

প্রিয়লালের কথা শুনে সন্ধ্যার বিস্ময়ের অবধি রইল না। দ্বিধাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, ''মারা গেছেন তিনি ? কি হয়েছিল তাঁর ?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে প্রিয়লাল বল্লে, ''কাশীতে তাঁর একজন আত্মীয়ের কাছে ছিলেন, সেইখানে কলেরা হ'য়ে মারা যান।"

সন্ধ্যা বুঝ্‌তে পারলে বিশেষ কোনো অভীষ্ট সাধনের জন্য কেউ প্রিয়লালকে মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছিল, এবং এখনো প্রিয়লাল জানে যে সন্ধ্যা জীবিত নেই। একথা জান্‌তে পেয়ে সে মনে মনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল।

''মিষ্টার চৌধুরী ?"

"আজ্ঞে ?"

"আপনাকে এখন চা দোবো কি ? ফ্লাস্কে গরম চা আছে।"

ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে প্রিয়লাল বল্লে, "এখন থাক, মিষ্টার মুখার্জ্জি এলে একসঙ্গে খাওয়া যাবে অখন।"

কিন্তু আধ ঘণ্টাটাক পরে গাড়ি যখন কিউল ষ্টেশনে পৌছল তখন সহসা এমন একটা গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হ'ল যার জন্য চা খাওয়ার কথা কারও মুহূর্ত্তের জন্য মনেও পড়ল না, আসন্ন বিপদের ঘন ছায়াপাতে সকলের মন তমসাবৃত হ'য়ে গেল।

সন্ধ্যাদের গাড়ির সামনে উপস্থিত হ'য়ে বিশুষ্ক মুখে প্রমথ বল্লে, "সর্ব্বনাশ হয়েচে উষা।"

সন্ত্রস্ত হ'য়ে উদ্বিগ্নমুখে সন্ধ্যা বল্লে, "কি হয়েচে ?"

"সুরেশের কলেরা হয়েচে।"

"ওমা, সে কি কথা !"

"ঝাঝাতেই রোগের সূত্রপাত হয়। ওদের পাড়ায় কলেরা হচ্ছিল, দু'বার হ'তে হ'তেই ও ভয় পেয়ে মুঙ্গেরের জন্যে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু এই ঘণ্টা খানেকের মধ্যে রোগ এত বেড়ে গেছে যে সুরেশ বাঁচবে ব'লে আমার ভরসা

হয় না। এরই মধ্যে নাড়ী ছিঁড়ে এসেছে, গলা ভেঙে গেছে। কুলির জিম্মায় প্লাট্‌ফর্মের একটা লুকোনো জায়গায় তাকে শুইয়ে রেখে এসেছি ; রেলের লোক জানতে পারলে আর গাড়িতে উঠ্‌তে দেবে না। কোনো রকমে এখন মুঙ্গেরে ওকে পৌছে দিতে পারলে বুঝি।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "তুমি ওঁর সঙ্গে যাবে না কি ?"

"তা না গেলে আর কে যাবে বল ? আর কি কেউ আছে ?"

"না, তা কিছুতে হবে না, তুমি যেতে পাবে না। অন্য কোনো ব্যবস্থা কর।"

ভৎ‌র্সনার সুরে প্রমথ বল্‌লে, "ছিঃ উষা ! এ কি কথা বলছ ! জীবনটা তুচ্ছ নয় বটে, কিন্তু তাই ব'লে এত বড়ও নয় যে, এই বিপদে সুরেশকে পরিত্যাগ করতে পারব।"

"মুঙ্গেরের গাড়িতে তুলে দিলে উনি যেতে পারবেন না ?"

"ওর অবস্থা দেখ্‌লে এ কথা আর জিজ্ঞাসা করতে না। ও কি পুরোপুরি বেঁচে আছে, এখন সে আধ-মরা মানুষ। হয়ত মুঙ্গের পর্য্যন্ত পৌছতে পারবে না। হাত জোড় ক'রে আমার মুখের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে যখন বল্‌লে, 'ভাই প্রমথ, মুঙ্গেরে গিয়ে অন্ততঃ যাতে স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সামনে মরতে পারি দয়া ক'রে এইটুকু ক'রে দাও, তখন বুকখানা যেন ফেটে গেল।" প্রমথর চক্ষু সজল হ'য়ে এলো।

সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "তাড়াতাড়ি জিনিস-পত্তর নামাও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রমথ বল্‌লে, "কি বলছ উষা ? তুমি আমার সঙ্গে যাবে ? তাতে সুবিধে ত' কিছুই হবে না, অত্যন্ত অসুবিধেই হবে। ছেলে-মানুষি করো না, তা' কিছুতেই হ'তে পারে না।" তারপর প্রিয়লালের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "মিষ্টার চৌধুরী, এ বিপদে আপনার কাছ থেকে যতটুকু

সাহায্য পাওয়া দরকার, আশা করি তা' পাব। উষার সঙ্গে আপনি লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত যাবেন এবং আমি না ফেরা পর্য্যন্ত আমার জন্তে অপেক্ষা করবেন।"

প্রিয়লাল মাথা নেড়ে বল্‌লে, "এ আমি নিশ্চয় করব ; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

প্রমথ বল্‌লে, "আমার জন্তে ভেবো না উষা, আমি সাবধানে থাকব। পরশু কোন সময় আমি লক্ষ্ণৌ পৌঁছব। আমার না যাওয়া পর্য্যন্ত মিষ্টার চৌধুরীকে কিছুতেই ছেড়ো না

গাড়ির সামনে এসে মাধব দাঁড়িয়ে ছিল, সন্ধ্যা বল্‌লে, "মাধব, শীগ্‌গির ভিতরে এসো।" মাধব ভিতরে এলে তাড়াতাড়ি একটা স্যুট্‌কেসে কতকগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস ভ'রে দিয়ে মাধবকে বল্‌লে, "মাধব, তুমি বাবুর সঙ্গে বরাবর থাকবে।"

প্রমথ বল্‌লে ; "আঃ, মাধব আবার কেন ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, নিশ্চয়ই মাধব তোমার সঙ্গে যাবে। মাধবের মত একজন চালাক লোক তোমার সঙ্গে থাকলে তোমার সুবিধে হ'বে, অসুবিধে হবে না।"

প্রমথ আর কোন আপত্তি করলে না। গাড়ির ঘণ্টা পড়েছিল, মাধব তাড়াতাড়ি নেবে গেল। সন্ধ্যার টিকিট্‌টা প্রিয়লালের হাতে দিয়ে প্রমথ বল্‌লে, "যা বল্‌লাম, মনে রেখো প্রিয়লাল। আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত চ'লে যেয়ো না ভাই।"

বিপদের চরম মুহূর্ত্তে এক আকস্মিক আত্মীয়তার সম্বোধনে হর্ষান্বিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে প্রমথর হাত ধ'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, "নিশ্চয়ই তোমার জন্তে অপেক্ষা করব।"

গাড়ি ছেড়ে দিলে। যতক্ষণ প্রমথকে দেখা গেল সন্ধ্যা ও প্রিয়লাল

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। অদৃশ্য হ'লে মুখ ভিতরে ক'রে নিয়ে তারা সোজা হ'য়ে বস্‌ল।

প্রিয়লাল বল্‌লে, "মিসেস্‌ মুখার্জ্জি, আপনার স্বামী একজন উদার ব্যক্তি তা পূর্ব্বেই বুঝেছিলাম, কিন্তু এত মহৎ তা জানতাম না!"

সন্ধ্যা একটু পিছন ফিরে বসেছিল, কোন উত্তর দিলে না। প্রমথর জন্য মনটা উদ্বেল হওয়ায় সে কথা কইতে পারছে না বুঝ্‌তে পেরে প্রিয়লালও আর কিছু বল্‌লে না।

গাড়ি তখন লক্ষীসরাইয়ের পুলের উপর দিয়ে মহা কলরব করতে করতে ছুটে চলেছিল

ছত্রিশ

রাত্রি গভীর। বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট্ ষ্টেশন্ ছাড়িয়ে এসে ট্রেণ তখন শিউপুরের প্রান্তর ভেদ ক'রে হু হু শব্দে ছুটে চলেছে। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে সন্ধ্যার ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রথম দু-চার সেকেণ্ড নিদ্রা ও স্বপ্নের প্রভাব কাটিয়ে নিজের যথার্থ অবস্থা এবং অবস্থান নির্ণয় করতে কাট্‌ল, তারপর পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌লে, বেঞ্চের উপর বেণ্ট্‌লী নেই, অগোচরে কখন্ কোন্ ষ্টেশনে জিনিসপত্র নিয়ে নেবে গেছে। অপর দিকের বেঞ্চে প্রিয়লাল শুয়ে আছে—সম্ভবতঃ নিদ্রিতই। তারা দু'জন ব্যতীত সে কামরায় তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই।

চিন্তামগ্ন অবস্থায় কিছুক্ষণ সন্ধ্যা স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে রইল। ভাবতে ভাবতে এক সময়ে সত্যিই তার মনে মনে হাসি পেল। আশ্চর্য্য! এও হয়? সময়ে সময়ে অদৃষ্টকে যখন খেয়ালে পেয়ে বসে তখন বোধহয় এই রকমই হয়। Truth is stranger than fiction ব'লে ইংরেজিতে একটা যে কথা আছে তা হ'লে সব সময়ে তা মিথ্যে নয়! সাধারণ পরিবারের একজন সাধারণ মেয়ে সে; সাধারণ ভাবে জীবন অতিবাহিত করবে, মনে মনে এই কথাই জান্‌ত; বিয়ে হ'ল এক আশাতীত ধনীর গৃহে; তারপর জীবন যে প্রবাহে বেয়ে চল্‌ল তাকে অসাধারণ বল্‌লেও খাটো ক'রেই বলা হয়। চূড়ান্ত হ'ল তার আজকে! যে স্বামীর আশ্রয় পাবার জন্যে একদিন সমস্ত দেহ-মন পণ ক'রে উন্মত্ত হ'য়ে ছুটে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, আজ সেই ব্যক্তির সঙ্গে রেলগাড়ির একই কক্ষে একাকী আবদ্ধ হ'য়ে ছুটে চলেছে! আইনের চক্ষে এখনও হয়ত সে তার স্বামীই, অথচ…!

সহসা সন্ধ্যা সে-দিক্‌কার মনের কবাটটা বন্ধ ক'রে দিলে। মনে প'ড়ে

গেল প্রমথর কথা। কি অদ্ভুত মানুষই না তিনি! নীচু হ'য়েই সর্ব্বদা আছেন, অথচ ধরতে গেলে নাগাল পাওয়া যায় না, এতই উঁচু! মারাত্মক সংক্রামক রোগে পীড়িত বন্ধুর সেবার জন্যে অনেকেই হয়ত' ছুটে যায়, কিন্তু এমন অবলীলার সঙ্গে কেউ যায় না। সন্ধ্যার নিষেধে প্রমথর ভৎর্সনার কথা মনে প'ড়ে গেল, 'ছিঃ উষা! এ কি কথা বল্ছ! জীবনটা তুচ্ছ নয় বটে, কিন্তু তা ব'লে এত বড়ও নয় যে, এই বিপদে সুরেশকে পরিত্যাগ করতে পারব।' এ-ই হ'ল প্রমথর মনের সহজ সরল পরিচয়। এর মধ্যে পরহিতৈষণার কৃত্রিম আস্ফালন নেই, বাহাদুরী নেই। স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণতায় সে প্রমথর কত পিছনে প'ড়ে আছে, অথচ কথায় কথায় প্রমথ বলে, সন্ধ্যার সংস্পর্শে এসে সে মানুষ হ'য়ে গেছে। আশ্চর্য্য মানুষ যা হোক্!...প্রমথর চিন্তায় সন্ধ্যার মন বিষন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল। জানলার দিকে মুখ ক'রে পাশ ফিরে শুয়ে মনে মনে বিশ্বনাথকে স্মরণ ক'রে বল্‌লে, ঠাকুর, ভালয় ভালয় নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে এনো!

ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে নিদ্রা ভেঙে গেল। ধড়মড় ক'রে শয্যার উপর উঠে ব'সে দেখ্‌লে দপ্ দপ্ ক'রে আলো জ্বল্‌ছে, আর সম্মুখেই প্রিয়লাল দাঁড়িয়ে; জিজ্ঞাসা করলে, '

আমাকে ডাকছিলেন?" । কোন

প্রিয়লাল বল্‌লে, "হ্যাঁ, বোধহয় স্বপ্ন-টপ্ন দেখ্‌ছিলেঃ

লজ্জিত-স্মিত মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কেন, চেঁচাচ্ছিলাম শুরবাড়ি"

মৃদু হেসে প্রিয়লাল বল্‌লে, "হ্যাঁ, কাছাকাছি দু সন্ধ্যা বল্‌লে, "অভাগিনী

বলছেঃ ফিরে গিয়ে ব'সে বল্‌লে, "প্রথমবার অল্পক্ষণ,

এবার বেশ খানিকক্ষণ, কাজেই না ডেকে থাকতে পারলাম দুর্ব্বলচিত্ত স্বামীর

হাতে প্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "ছি ছি, দেখুন দেখি, অসময়ে তে হয়েছিল।

অবশেষে দিলাম!" নি নিদারুণ

অপ্রতিভ ভাবে প্রিয়লাল বল্‌লে, "না, না, একটুও নয়। ঘুমিয়ে থাক্

আপনার শব্দ কখনই শুনতে পেতাম না। আমি তখন জেগে ছিলাম। কিন্তু মিসেস্ মুখার্জ্জি, হয় অল্পক্ষণের জন্যে জেগে ব'সে থাকুন, নয় অন্যদিকে মাথা রেখে পাশ ফিরে ভাল ক'রে শুন্। সময়ে সময়ে এক-একটা স্বপ্ন, বিশেষতঃ দুঃস্বপ্ন, এমন পেছনে লেগে থাকে যে, ঘুমিয়েছেন কি অমনি আবার তার হাতে পড়েছেন।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "একটু জেগেই ব'সে থাকি, আপনি শুয়ে পড়ুন।" হাতের রিষ্ট-ওয়াচ দেখে বল্‌লে, "প্রায় চারটে বাজে। কতদূর এলাম জানেন কি?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "কতদূর এলাম তা ঠিক বল্‌তে পারিনে, তবে জৌনপুর ছেড়ে এসেছি অনেকক্ষণ।" মাথার শিয়র থেকে টাইম টেবল্ নিয়ে দেখে বল্‌লে, "এবার শাগঞ্জ আস্‌ছে।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "সাহেবটি কখন্ নেবে গেল জানেন?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "জানি। রাত তখন দেড়টা হবে, মোগলসরাইয়ে নেবে গেল। কিন্তু আপনি শুয়ে পড়ুন মিসেস্ মুখার্জ্জি, স্বপ্নে-স্বপ্নে আপনার ঘুম ভাল ক'রে হ'তে পারেনি, অথচ রাতও আর বেশি নেই।"

সময়ে [illegible] ্যা বল্‌লে, "আপনিও ত' সমস্ত রাতই জেগে আছেন, আপনিও শুয়ে
Truth i.

তা হ'লে সব সময়ে তা মি[illegible] সমস্ত রাত জেগে আছি তা ঠিক নয়, তবে ঘুম ভাল [illegible] ঘুম হয় না। তা ছাড়া—" কথা শেষ না ক'রে

বিয়ে হ'ল এক আশাতী[illegible]

তাকে অসাধারণ বল্‌লেও [illegible]" [illegible] কে

যে স্বামীর আশ্রয় [illegible] ঈষৎ উচ্চ হ'য়ে

ছুটে গিয়ে প্রত্য[illegible] একই

কক্ষে একাকী [illegible] ত সে

[illegible] ল্‌লে, তা হ'লে এবার আ[illegible] জেগে থা[illegible]

তার স্বামীই.

[illegible] ঘুমিয়েছি, আর ঘুমোবার দরকা[illegible] হ'য়ে এসে[illegible] প'ড়ে

[illegible] কথা শুনে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "না, মিসেস্ মুখার্জ্জি, অনুগ্রহ ক'রে আপনি আর আমার ও অপবাদের কারণ হবেন না। একেই ত' আপনার স্বামী আমাকে সেই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ফেলেছেন যাদের [illegible]পায়ে সহ্য করে, তার ওপর যদি শোনেন যে খানিকটা পথ আপনি আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গেছেন, তাহ'লে আর কোনোদিনই তাঁর সেই শ্রেণী থেকে মুক্তি পাবার আশা থাক্‌বে না। তার চেয়ে আপনি শুয়ে পড়ুন, আমিও একটু গড়াবার চেষ্টা দেখি, যদিও এ আমি নিশ্চয় জানি যে ঘুম আর হবে না।"

অগত্যা সন্ধ্যা জানলার দিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল, এবং রাত্রিশেষের সুশীতল স্নিগ্ধতার প্রভাবে নিদ্রাগত হ'তে বিলম্ব হ'ল না। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন ট্রেণ একটা ষ্টেশনে এসে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত কক্ষ উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে প্লাবিত। শয্যার উপর উঠে ব'সে অপ্রতিভ মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "ঈস্, এত বেলা হ'য়ে গেছে তবু ঘুম ভাঙ্গেনি!"

প্রিয়লাল তার বেঞ্চে ব'সে একটা ইংরেজি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল; বল্‌লে, "ঘুম ভেঙ্গেছে ত' মিসেস্ মুখার্জ্জি, আপনি ত' নিজেই উঠেছেন।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "এটা কোন ষ্টেশন ডক্টার চৌধুরী?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "অযোধ্যা। অভাগিনী সীতার শ্বশুরবাড়ি।"

ক্ষণকাল নির্ব্বাক থেকে মনে মনে কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "অভাগিনী বলছেন কেন সীতাকে?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "কেন বলব না মিসেস্ মুখার্জ্জি? দুর্ব্বলচিত্ত স্বামীর হাতে প'ড়ে কি অবিচারটাই না বারম্বার তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। অবশেষে এই অযোধ্যা [illegible] বসুন্ধরার গর্ভে প্রবেশ ক'রে তিনি নিদারুণ অপমান আর মনস্তাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু তাই ব'লে রামচন্দ্রকে [illegible] ? আমার ত' মনে হয় তিনি দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন না ব'লে [illegible]নও প্রজার মনোরঞ্জনের জন্যে সীতার সঙ্গে ও-রকম আ[illegible]ন। প্রজারঞ্জক রাজা ব'লে পৃথিবীজোড়া খ্যাতিও ত' তাঁ[illegible]

সন্ধ্যার প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে [illegible] আপনি মুখে বল্‌ছেন বটে, কিন্তু এ আপনার মনের কথা [illegible]জ্জি আপনি শ্লেষ ক'রে বল্‌ছেন। আমি জানি, আমাদের বাঙলা দেশের প্রত্যেক আত্মসম্মানে সচেতন মেয়ের মনে রামচন্দ্রের প্রতি গভীর অভিমান আছে। রামায়ণের কবি শুধু একজন রামচন্দ্র আর একজন সীতার কাহিনী লিখেই খালাস, কিন্তু সেই রামায়ণের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত কত রামচন্দ্র আর কত সীতা যে এল গেল, তার খবর কেউ রাখে কি ?"

প্রিয়লালের কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ সহসা আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল ; বল্‌লে, "মিছিমিছি এ আক্ষেপ কেন করছেন ডক্টার চৌধুরী। এই অদৃষ্টবাদের দেশে সে খবর রেখে কোনো লাভ আছে কি ? যত অবিচারই রামচন্দ্র করুন না কেন, সীতার অদৃষ্ট দিয়ে তার সমস্তটার কাটান হ'য়ে যাবে। সীতা দুঃখ পেলে তাতে রামচন্দ্রের অপরাধ কোথায় ?—তিনি ত' শুধু নিমিত্তের ভাগী। শুধু কি তাই ? পত্নীপীড়ন করার মহত্ত্বে তিনি সকলের কাছে বাহাদুরিই পাবেন,—কেউ বল্‌বে এমন প্রজারঞ্জক রাজা আর হয় না, কেউ বা বল্‌বে আর কিছু।"

সন্ধ্যার এই সুতীক্ষ্ণ ভৎর্সনার আঘাতে প্রিয়লালের মুখ কালো হ'য়ে উঠ্‌ল। এ তিরস্কার তার প্রতি কতখানি প্রযোজ্য তা উপলব্ধি ক'রে, সন্ধ্যা সাধারণভাবে তার মন্তব্য প্রকাশ করছে, এই ভ্রান্ত ধারণাও তাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারলে না। ক্ষণকাল নির্ব্বাক থেকে দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে সে বল্‌লে, "আপনার অনুযোগের একটি কথারও আমি প্রতিবাদ করিনে মিসেস্ মুখার্জ্জি, কারণ

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনার তিরস্কারের সবটা মাথায় পেতে নিতে বাধ্য। কথাটা সবিস্তারে বল্‌বার প্রয়োজনও নেই, বল্‌লে হয়ত অশোভনও হবে, তবে এটুকু আপনাকে বল্‌তে আপত্তি নেই যে, আমার কাহিনী শুনলে আপনি বুঝ্‌তে পারতেন, আমি নিজেও আপনাদের এই বাঙলা দেশের একজন অত্যাচারী রামচন্দ্র!"

সহসা প্রিয়লালের এই নির্ম্মুক্ত আত্মস্বীকৃতি এবং আত্মপ্রকাশে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। প্রিয়লালের কাহিনী যে তারই হৃদয়ের রক্তাক্ষরে লেখা কাহিনী, তা' ত' প্রিয়লাল জানে না, সুতরাং তার বিবৃতি কোন পথে কি ভাবে অগ্রসর হ'য়ে তাকে বিপন্ন করবে সেই দুশ্চিন্তায় মনে মনে চঞ্চল হয়ে সে বল্‌লে, "থাক, ডক্টার চৌধুরী, এ-সব কথার আলোচনায় কোনো ফল নেই,—এ শুধু আপনাকে অকারণ কষ্ট দেবে।"

বিষণ্নমুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "সত্যিই কোনো ফল নেই, কারণ আমার সীতাও নিজেকে এমনভাবে বিলুপ্ত করেছেন যে, কোনোদিন দেখা হ'য়ে যে মার্জ্জনা ভিক্ষা করবার সৌভাগ্য পাব সে পথ আর নেই।" তারপর সন্ধ্যা হয়ত এ-সব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ পছন্দ করছে না আশঙ্কা ক'রে অপ্রতিভ মুখে বল্‌লে, "আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস্ মুখার্জ্জি, সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে এমন ক'রে ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কথা টেনে আনা আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে। সময়ে সময়ে মানুষের এমন দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্ত আসে যখন সে কোনোমতেই নিজেকে সংযত ক'রে রাখ্‌তে পারে না। আমারো বোধহয় ঠিক সেইরকম একটা মুহূর্ত্ত এসেছিল,—নইলে পূর্ব্বে ত' আর কখনো কারুর কাছে এ-সব কথা বল্‌বার প্রবৃত্তি হয়নি।"

এক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক থেকে মৃদু ব্যথিত কণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আপনার কথা শুনে দুঃখিত হ'লাম ডক্টার চৌধুরী, কিন্তু এ-সব প্রসঙ্গে আর কাজ নেই, আপনি স্থির হোন।"

ট্রেণ তখন অযোধ্যার ডিস্ট্যাণ্ট সিগ্‌নাল অতিক্রম ক'রে ছুটে চলেছিল। ক্ষণকাল সন্ধ্যা ও প্রিয়লাল উভয়ে নিজ-নিজ চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে নীরবে ব'সে রইল। অবশেষে মৌনভঙ্গ ক'রে সন্ধ্যা ডাকলে, "ডক্টার চৌধুরী!"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, "আজ্ঞে?"

"ফয়জাবাদ আর ক'টা ষ্টেশন পরে?"

"এর পরে ফয়জাবাদ সিটি, তারপরে ফয়জাবাদ জংশন।"

"আমি বলি ডক্টার চৌধুরী, ফয়জাবাদে না নাবলে আপনার যদি কাজের ক্ষতি হয় অথবা অন্ত কোনো অসুবিধা হয়, তা হ'লে আমার সঙ্গে আপনার লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত গিয়ে কাজ নেই। এটুকু পথ দিনে-দিনে অনায়াসে একা যেতে পারব। চিঠি গেছে, কাল হাওড়া ষ্টেশন থেকে তার করা হয়েছে, ষ্টেশনে গাড়ি নিয়ে লোকজন আস্‌বে, কোনো অসুবিধে হবে না।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "একটি বন্ধুর জন্মে আমার ফয়জাবাদে নাবা। সে যদি এর মধ্যে লাহোর চ'লে গিয়ে থাকে তাহ'লে ফয়জাবাদে নাবার কোন প্রয়োজনই থাক্‌বে না।"

"তিনি ফয়জাবাদে আছেন কি চ'লে গেছেন সে খবর আপনি ষ্টেশনে পাবেন?"

"নিশ্চয়ই পাব। থাকলে সে আমাকে নাবিয়ে নিতে ষ্টেশনে আস্‌বে।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা হ'লে অবশ্য কোনো অসুবিধে সেই, ফয়জাবাদ ষ্টেশনেই কথাটা বোঝা যাবে।"

কিন্তু ফয়জাবাদ ষ্টেশনে যখন গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল তখন কথাটা খুব সহজে বোঝা গেল না, একটু জটিল হ'য়েই দেখা দিলে। প্রিয়লালের বন্ধু গোপিকারমণ প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে উন্নয়নে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িগুলো লক্ষ্য করছিল; প্রিয়লালকে জানলার ধারে দেখ্‌তে পেয়ে হাসিমুখে তাড়াতাড়ি প্রিয়লালের কামরার পাশে এসে দাঁড়াল।

প্রিয়লাল বল্‌লে, "কি গোপি, খবর সব ভাল ত' ?"

গোপিকারমণ বল্‌লে, "ভাল। কিন্তু নেবে পড় প্রিয়।"

প্রিয়লাল আদৌ সে-বিষয়ে কোনো লক্ষণ প্রকাশ না ক'রে বল্‌লে, "রোসো, একটু ভেবে দেখি।"

বিস্মিতকণ্ঠে গোপিকারমণ বল্‌লে, "ভেবে দেখ্‌বে আবার কি হে ?"

কণ্ঠস্বর একটু নিচু ক'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, "সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি আমার বন্ধুপত্নী, তাঁকে লক্ষ্ণৌ পৌঁছে দেবার জন্যে আমি প্রতিশ্রুত।"

মৃদুস্বরে বল্‌লেও কথাটা সন্ধ্যা স্পষ্টই শুন্‌তে পেয়েছিল; প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "সমস্ত রাত ত' আপনি হেপাজৎ ক'রে নিয়ে এলেন, এখন এটুকু পথ আমি অনায়াসে যেতে পারব। আপনি আপনার বন্ধুর সঙ্গে যেতে পারেন ডক্টার চৌধুরী।"

সন্ধ্যার কথা শুনে উৎফুল্ল হ'য়ে গোপিকারমণ বল্‌লে, "ঐ ত' উনি অনুমতি দিচ্ছেন, তবে আর কি, চল।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "উনি ভদ্রতা ক'রে অনুমতি দিচ্ছেন ব'লেই আমি অভদ্রতা ক'রে আমার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করতে পারি কি-না তাই ভাবচি। উনি এ কথা অনেক আগে থেকেই বল্‌ছেন, কিন্তু লক্ষ্ণৌ এখান থেকে তিন ঘণ্টার পথ। এত আগে ওঁকে একা ছেড়ে দিলে প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন হবে না কি ?"

ক্ষুণ্ণ হ'য়ে গোপিকারমণ বল্‌লে, "সে কথা তুমি ভেবে দেখ। কিন্তু কাশ্মীর আমার যাওয়া হ'ল না এ কথাও তোমাকে ব'লে দিলাম।"

"কেন ?"

"কেন ? একা আমি তৎপর হ'য়ে ফয়জাবাদ থেকে লাহোর গিয়ে তোমাদের সঙ্গে একত্র হব, এই পরিচয় তুমি আমার জানো ?"

গোপিকারমণের কথা শুনে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "আচ্ছা

তার ব্যবস্থা আমি করব। লক্ষ্ণৌ থেকে ফয়জাবাদ এ
ক'রে নিয়ে যাব।"

গোপিকারমণ বল্‌লে, "একমাত্র সেই রকম বন্দী স্বেচ্ছায় স্বচেষ্টায় যে হবে না তা নিশ্চয়। কিন্তু এ রকম কতদিন কাটাবে প্রিয় ?"

স্মিতমুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "যতদিন না ভবলীলা সাঙ্গ

"বাজে কথা রাখ,—কথার উত্তর দাও।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "তা তুমি কি করতে বল ? বাড়ী কাটাতে বল না-কি ?"

গোপিকারমণ বল্‌লে, "নিশ্চয় বলি।—ভাল গেড়ে।"

গোপিকারমণের কথা শুনে প্রিয়লাল এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে রইল ; তারপর মৃদুস্বরে বল্‌লে, "খোঁটা ত' উপড়ে গেছে গোপি। জীবনে দু'বার খোঁটা গাড়া যায় না-কি ?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গোপিকারমণ বল্‌লে, "দু'বার ? তুমি যদি ফয়জাবাদে নাবতে তা হ'লে এমন একজন লোক দেখাতে পারতাম যার উপস্থিত পাঁচ নম্বরের খোঁটা চল্‌ছে।"

শুনে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগ্‌ল ; বল্‌লে, "পূর্ব্বজন্মের অনেক পুণ্য না থাক্‌লে অতটা সৌভাগ্য হয় না ভাই! আমরা পাপিষ্ঠ পামর মানুষ, আমাদের এক নম্বর খোঁটার বেশি ওঠ্‌বার সাধ্য নেই।"

প্রিয়লালের কথা শুনে গোপিকারমণও হাস্‌তে লাগ্‌ল।

ট্রেণ ছেড়ে দিলে ট্রেণের সঙ্গে চল্‌তে চল্‌তে গোপিকারমণ বল্‌লে, "তা হ'লে লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরছ ত ?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "নিশ্চয় ফিরছি।"

ট্রেণটা একটু এগিয়ে গেলে সন্ধ্যা বল্‌লে, "অনর্থক এ কষ্টটা না ক'রে এখানেই নাবতে পারতেন ডক্টার চৌধুরী।"

সন্ধ্যার এই পৌনঃপুনিক নির্বন্ধে মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হ'য়ে প্রিয়লাল বল্‌লে, "জীবনে এমন অনেক-কিছু করতে পারতাম মিসেস্ মুখার্জ্জি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ক'রে উঠ্‌তে পারিনি। বুঝ্‌তেই ত' পারছেন দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি।" তারপর সন্ধ্যাকে কোনো কথা বল্‌বার অবসর না দিয়ে বল্‌লে, "এক কাজ করলে হয়—লক্ষ্ণৌয়ে আপনাকে পৌছে দিয়ে ষ্টেশন থেকেই ফয়জাবাদ ফিরলে হয়। রসুন, টাইম-টেবলটা দেখি।" টাইমটেবল দেখে বল্‌লে, "চমৎকার ট্রেণ আছে। লক্ষ্ণৌয়ে আমরা পৌছচ্ছি নটার সময়, আর একটার কাছাকাছি লক্ষ্ণৌ থেকে একটা ট্রেণ ছেড়ে ফয়জাবাদ পৌছবে বেলা চারটের একটু পরে।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "লক্ষ্ণৌয়ে যখন অতক্ষণ সময় পাচ্ছেন তখন ষ্টেশন থেকেই ফেরবার দরকার কি ডক্টার চৌধুরী,—বাড়ী গিয়ে অনায়াসে স্নানাহার ক'রে ত' আস্‌তে পারেন।"

প্রিয়লাল কিন্তু কিছুতেই সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হ'ল না; বল্‌লে, ষ্টেশনে যখন রিফ্রেশমেণ্ট রুম আছে তখন স্নানাহারের কোনো অসুবিধাই হবে না, বাড়ি গেলেই বরং সদ্যোপনীতা সন্ধ্যাকে নূতন অতিথির সেবা-সৎকারের দ্বারা অসু-বিধায় ফেলা হবে।

লক্ষ্ণৌয়ে পৌছে দেখা গেল মোটর এবং একজন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে গৃহরক্ষক বসন্ত চৌবে ষ্টেশনে এসেছে।

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কি চৌবেজী, সব ভাল ত' ?"

আনত হ'য়ে সন্ধ্যাকে নমস্কার ক'রে চৌবে বল্‌লে, "আপ্‌কা দোয়াসে সব কুশল মা-জী!" তারপর প্রমথকে দেখ্‌তে না পে'য়ে বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে "বাবুসাহেব কাঁহা মা-জী?"

অভিজ্ঞান

সন্ধ্যা বল্‌লে, "তিনি পথে নেবেছেন, কাল পৌঁছবেন।"

প্ল্যাটফর্ম্মে অবতরণ ক'রে সন্ধ্যা প্রিয়লালকে জিজ্ঞাসা করলে, "তা হ'লে কি স্থির করেছেন ডক্টার চৌধুরী ?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস্ মুখার্জ্জি, এ ব্যবস্থা আমার পক্ষে খুবই সুবিধের হচ্ছে,—কোনো অসুবিধে হবে না।"

যুক্তকরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আপনি আমার জন্যে অনেক কষ্ট করলেন ডক্টার চৌধুরী। যদি কিছু ত্রুটি অপরাধ হ'য়ে থাকে অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করবেন।"

শুনে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগ্‌ল ; বল্‌লে, "যে অপরাধ আপনি করেছেন তা আমার চিরকাল মনে থাকবে মিসেস্ মুখার্জ্জি, কিন্তু আমার কথায়-বার্ত্তায় যদি কিছু অশিষ্টতা প্রকাশ পে'য়ে থাকে অনুগ্রহ ক'রে তা ভুলে যাবেন। আচ্ছা, নমস্কার।"

"নমস্কার।"

জিনিস-পত্র নিয়ে সন্ধ্যা প্ল্যাটফর্ম্মের বাইরে চ'লে গেলে প্রিয়লাল ওয়েটিংরুমে উপস্থিত হ'ল। মনটার একটা দিক বিষণ্ণতার মেঘে নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে। কারণ কিন্তু তার ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

যথাকালে স্নানাহার সমাপন ক'রে একটা দৈনিক সংবাদপত্র নিয়ে প্রিয়লাল প্ল্যাটফর্ম্মে একটা ইজিচেয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করলে। পড়তে পড়তে হঠাৎ খানিকক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল, তারপর কি ভেবে একটা কুলিকে ডেকে বল্‌লে, "চিজ উঠাও।" প্ল্যাটফর্ম্মের বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলে, "বাটলারগঞ্জ মুখার্জ্জি সাহেবকা কোঠি মালুম হ্যায় ?"

ড্রাইভার সাগ্রহে বল্‌লে, "মালুম হ্যায় সাহেব !"

জিনিস-পত্র নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে প্রিয়লাল বল্‌লে, "চলো।"

প্রিয়- ... এসে কিন্তু সহসা মনটা একটা অপরিমেয় বিরক্তিতে তিক্ত হ'য়ে

উঠ্‌ল। ছি, ছি, এ ত' ঠিক প্রতিশ্রুতি-পালনের সঙ্কল্প নয়! এ কিসে
আকর্ষণ! কিসের মোহ! অন্যায়, ভারি অন্যায়! পাঞ্জাবী ড্রাইভারের দিকে
মুখ এগিয়ে প্রিয়লাল বল্‌লে, "রোকো।"

পথপার্শ্বে গিয়ে গাড়ি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়াল।

"ষ্টেশন ওয়াপস্ চলো।"

সবিস্ময়ে ড্রাইভার প্রিয়লালের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

আরও একটু দৃঢ়স্বরে প্রিয়লাল তার পূর্ব্বাদেশের পুনরুক্তি করলে। তখন গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ড্রাইভার ষ্টেশনের অভিমুখে ছুটে চল্‌ল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হ'য়েই কিন্তু পুনরায় মন গেল বদ্‌লে। ষ্টেশনে উপনীত হ'য়ে ড্রাইভারের হাতে একটা টাকা দিয়ে বল্‌লে, "একঠো বড়া টাইমটেবল্ খরিদ করকে লাও।"

অনাবশ্যক দ্বিতীয় টাইমটেবল্ খরিদ হ'য়ে এলে প্রিয়লাল বল্‌লে, "চলো বাটলারগঞ্জ।"

প্রিয়লালের ভ্রান্তিশীল খেয়ালী মনকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ড্রাইভার বাটলারগঞ্জের দিকে ধাবিত হ'ল।

সাঁইত্রিশ

বাট্‌লারগঞ্জের একটি অপেক্ষাকৃত নিভৃত অংশে প্রমথর গৃহ। বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে সদ্য-সংস্কৃত সুবৃহৎ বাংলো-ছাঁদের বাড়িটি ঝক্‌ঝক্‌ করছে। রাজপথ থেকে বাংলোর সম্মুখ দিকের বারান্দা পর্য্যন্ত ঘুটিং-ঢালা পথ, তার দুই পার্শ্বে মূল্যবান অ্যারকেরিয়ার বীথি, বাংলোর সম্মুখে পথ শেষ হয়েছে একটি প্রশস্ত চক্রাবর্ত্তে, সেই আবর্ত্তের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ প্রস্ফুটিত ম্যাগনোলিয়া বৃক্ষ; পথের দুই দিকে এবং কম্পাউণ্ডের স্থানে স্থানে যত্নবিন্যস্ত বিচিত্র আকারের পুষ্পোদ্যান, তাতে ক্যামেলিয়া, ম্যাগ্‌নোলিয়া, গন্ধরাজ, কাঁটালী চাঁপা, গোলন চাঁপা, যুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধা, জবা প্রভৃতি দেশী ও বিদেশী ফুলের গাছ; কম্পাউণ্ডের চতুঃসীমায় মেহগনি এবং ইউক্যালিপ্‌টস্‌ তরুশ্রেণী, এবং তার কাছে কাছে বহুপ্রকারের মূল্যবান এবং দুর্লভ ফলের গাছ; পশ্চিম দিকের কোণে গ্রীণ হাউস, তাতে ফার্ণ, অর্কিড্‌ এবং বহুবিচিত্র লতাগুল্ম; কম্পাউণ্ডের একদিকে সহস্রাধিক টবে টিকিট-মারা বিবিধ প্রকারের চন্দ্রমল্লিকার চারা সযত্নে বর্দ্ধিত হচ্ছে, শীতকালে যখন প্রস্ফুটিত হবে বাগানের সেই দিকটা আলোকিত ক'রে রাখ্‌বে। সন্ধ্যা চন্দ্রমল্লিকা ভালবাসে তাই প্রমথ এবার চন্দ্রমল্লিকার এই বিপুল আয়োজন করিয়েছে, চন্দ্রমল্লিকার মরশুমটা সন্ধ্যাকে নিয়ে লক্ষ্ণৌয়ে বাস করবে এই তার মনের বাসনা।

বাংলোটি একতলা, কিন্তু বৃহদায়তন,—তা ছাড়া, আধুনিক জীবন যাপনের যত কিছু সুখ-সম্ভোগের ব্যবস্থা সকলই তার মধ্যে সুলভ।

বেলা তখন দেড়টা। সন্ধ্যা তার বসবার ঘরে টেবিল চেয়ারে ব'সে প্রমথকে চিঠি লিখছিল। গৃহে পৌঁছবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে মুঙ্গের

থেকে প্রমথর টেলিগ্রাম পেয়েছে। টেলিগ্রামের মর্ম্ম,—সুরেশের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, সুতরাং লক্ষ্ণৌ পৌঁছতে প্রমথর তিন চার দিন বিলম্ব হবে, সন্ধ্যা যেন প্রত্যহ চিঠি এবং টেলিগ্রামে তাদের সংবাদ পাঠায় এবং লক্ষ্ণৌ পৌঁছবার পূর্ব্বে কিছুতেই প্রিয়লালকে না ছাড়ে।

এরূপভাবে প্রমথ মুঙ্গেরে আটকে পড়ায় সন্ধ্যা অতিশয় চিন্তিত হ'য়ে তাকে চিঠি লিখ্‌ছিল। চিঠি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, এমন সময়ে সাধুচরণ এসে বল্‌লে, "মা, সেই ডাক্তার সাহেব এসেছে।"

চিঠি লেখ্‌বার তন্ময়তার মধ্যে একবার যেন একটা মোটর আসার শব্দ কানে পৌঁছেছিল, কিন্তু তখন কৌতূহল সে তন্ময়তাকে পরাস্ত করতে পারে নি। সাধুচরণের কথা শুনে বিস্মিত হ'য়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "এরি মধ্যে ডাক্তার সাহেব আবার কে এল সাধু?"

সাধুচরণ বল্‌লে, "ঐ যে গো, ইজের পরা সাহেবের মত চেহারা ইষ্টিশানে তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে জিনিস-পত্তোর নিয়ে চ'লে গেল এখন এসে বল্‌তেছে, তোমাদের মাঠাকরুণকে বল কি-যেন-ভাল ডাক্তার এসেছে।"

সন্ধ্যা বুঝ্‌তে পারলে প্রিয়লাল এসেছে, এবং সাধুচরণের কাছে ডক্টার চৌধুরী ব'লে নিজের পরিচয় দিয়েছে। তার পরিধানের 'ইজের' এবং নামের 'ডক্টার'—এই দুইকে সংযুক্ত ক'রে সাধুচরণ তাকে ডাক্তার সাহেব ব'লে সাব্যস্ত করেছে। জিজ্ঞাসা করলে, "জিনিস-পত্র নিয়ে এসেছেন?"

সুদীর্ঘ রেলপথ অতিক্রম ক'রে বন্ধুবান্ধবহীন অবাঙালীর দেশে এসে সাধুচরণের মেজাজটা খুব মসৃণ ছিল না, রুক্ষস্বরে বল্‌লে, "শোনো কথা! নিয়ে আস্‌বে না ত' কি ফেলে আস্‌বে? নিয়ে এসেছে।"

মনটা অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল। গোলযোগটা কিছুতেই তা হ'লে সহজে মিটবেনা না-কি! প্রমথ আসবার আগেই এই অপ্রীতিকর অভিনয়ের যবনিকা-

পাত হ'লে ভাল ছিল. কারণ রহস্যপ্রিয় প্রমথ কি করতে কি ক'রে ফেলে তার আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। মনে মনে একটুখানি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা স্থির করলে সে যাই হোক্ না কেন, নিজগৃহে নিষ্ঠার সহিতই আতিথ্যধর্ম্ম পালন করবার চেষ্টা করবে,—আচরণের মধ্যে এমন-কিছুই করবে না যা অতিথিকে ক্ষুব্ধ করতে পারে।

চিঠি লেখা আপাততঃ স্থগিত রেখে বাইরে এসে প্রিয়লালকে দেখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আসুন ডক্টার চৌধুরী, আসুন!"

দুই হাত যুক্ত ক'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, "কোনো রকম কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা না ক'রে অকপটে স্বীকার করছি আমি একজন অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তি!"

মৃদুস্মিত মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সে তবু ভাল। সময়ে সময়ে দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের নিয়ে আমাদের কম হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "কিন্তু আপাততঃ আমি দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিই। ষ্টেশন থেকে দৃঢ়পণ ক'রে এসেছি, প্রমথর সঙ্গে কিছুতেই চুক্তি ভঙ্গ করব না, সে ফেরা পর্য্যন্ত আপনার বাড়িতে অপেক্ষা করবই!"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "বেশ ত, তাই করুন। বাড়ি পৌঁছে ওঁর একখানা টেলিগ্রাম পেয়েছি তাতেও উনি লিখেছেন যে উনি লক্ষ্ণৌ পৌঁছবার আগে আপনাকে যেন ছাড়া না হয়।"

শুনে প্রিয়লালের মনের কুণ্ঠা অনেকখানি কেটে গেল; প্রফুল্লমুখে বল্‌লে, "আত্মসমর্পণ করলাম, ছাড়বেন না। উপস্থিত তা হ'লে যেখানে হোক্ একটা আস্তানা বেঁধে দিন।" তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে, "কি রকম স্বার্থপর লোক দেখুন, নিজের কথাটুকু নিয়েই ব্যস্ত রয়েছি, অথচ প্রথমেই যে কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল এ পর্য্যন্ত তা করিনি! প্রমথ কেমন আছে, কবে আস্‌ছে? তার বন্ধু কেমন আছেন?"

সংক্ষেপে প্রিয়লালের প্রশ্নত্রয়ের উত্তর দিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আসুন, আপনার থাকবার ঘরটা দেখিয়ে দিই।"

বাংলোর পূর্ব্বপ্রান্তে প্রমথ ও সন্ধ্যার ঘর। ঠিক তার বিপরীত পশ্চিম প্রান্তের ঘরে সন্ধ্যা প্রিয়লালের শয়নের ব্যবস্থা ক'রে দিলে। কক্ষসংলগ্ন ড্রেসিং রুম, তার পরেই বাথরুম। শয়ন-কক্ষের পাশের ঘরটা স্থির করলে প্রিয়লালের বসবার, লেখাপড়া করবার জন্য। অবসর কালে বারান্দায় বসবার জন্য একটা প্রশস্ত ইজিচেয়ার রাখালে, তার পাশে গোটা তিন চার আর্ম্‌লেস্ চেয়ার আর একটা ছোট চারকোণো টেবিল,—বই খবরের কাগজ অ্যাশট্রে ইত্যাদি ছোট ছোট জিনিস রাখ্‌বার জন্য।

হরিয়া নামে একজন চতুর ভৃত্যকে ডেকে প্রিয়লালের ঘর ঝেড়েমুছে পালঙ্কে শয্যা রচনা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা ক'রে দেবার আদেশ দিলে। সংসারের আর সব কাজ থেকে তাকে একেবারে মুক্তি দিয়ে নিরন্তর প্রিয়লালের পরিচর্য্যায় মোতায়েন করলে।

দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "কাল রাত্রে গাড়িতে আপনার ঘুম হয়নি, এখন একটু বিশ্রাম করুন। আমিও ওঁর চিঠিটা শেষ ক'রে ডাকে পাঠিয়ে দিই। আবার একটু পরে দেখা হবে অখন।"

হৃষ্টমুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "আচ্ছা।"

"কষ্ট হবে। কোন রকমে এরি মধ্যে কাজ চালিয়ে নেবেন।"

সজোরে মাথা নেড়ে প্রিয়লাল বল্‌লে, "না, না, মিসেস্ মুখার্জ্জি, এখন যখন আপনার আশ্রয়ে এসে আপনার অতিথি হ'লাম, তখন ভদ্রতার এ-রকম সাজানো কথা বল্‌লে চল্‌বে না, একেবারে খাঁটি আন্তরিকতার সোজা কথা বল্‌তে হবে। আমি সত্যি এমন অপদার্থ লোক নই যে, এমন সুব্যবস্থায় আমার কষ্ট হবে।"

মৃদুহাস্যের সহিত সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা হ'লে যখন যা দরকার হবে অসঙ্কোচে চেয়ে নেবেন।"

"নিশ্চয় নোব।"

"আপনার খাওয়া হয়েছে ত' ডক্টার চৌধুরী ?"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগ্‌ল, বল্‌লে, "অনেকক্ষণ। অর্দ্ধ-জীর্ণ হ'য়ে এল।"

"এখন সামান্য কিছু খাবেন ?"

"কিচ্ছু না।"

"একটু সরবৎ আর ফল ?"

"তাও না।"

"চা খাবেন কখন ?"

"পাঁচটার সময়ে।"

"আচ্ছা, এখন তা' হ'লে একটু বিশ্রাম করুন. আমিও চিঠিখানা শেষ করি গিয়ে।"

চিঠিতে সন্ধ্যা প্রিয়লালের বিষয়ে এইটুকু যোগ করলে,—তোমার আসা পর্য্যন্ত আমাদের বাড়িতে অপেক্ষা করবেন এই স্থির ক'রে ডক্টার চৌধুরী কিছুক্ষণ হ'ল ষ্টেশন থেকে এসেছেন। সুতরাং তুমি অনর্থক যে গোলযোগের সৃষ্টি করেছ আমার দ্বারা তার শেষ হ'ল না। তুমি অবিলম্বে এসে এ থেকে আমাকে মুক্তি না দিলে আমার প্রতি সত্যই অন্যায় করা হবে। আশা করি, এর চেয়ে বেশি-কিছু বল্‌বার প্রয়োজন নেই।

আটত্রিশ

বৈকালে চা পানের পর সন্ধ্যা প্রিয়লালকে মোটর ক'রে বেড়াতে পাঠিয়েছিল। গোমতীর তীরে খানিকটা সময় অতিবাহিত ক'রে এবং দু-চার জন পরিচিত ব্যক্তির খোঁজ-খবর নিয়ে প্রিয়লাল যখন বাড়ি ফিরে এল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

ড্রইং রুমে আলো জলছিল। কথোপকথনের শব্দে সন্ধ্যা ব্যতীত অপর ব্যক্তির উপস্থিতি বুঝতে পেরে প্রিয়লাল সেখানে প্রবেশ না ক'রে বারান্দার একটু দূরে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল।

মোটরের হর্ণের শব্দ সন্ধ্যার কানে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে হরিয়া এসে বললে, "মা, ডাক্তার সাহেব এসেছেন।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কি করছেন? মুখ-হাত ধুয়েছেন? কাপড় বদলেছেন?"

"হ্যাঁ। বারান্দায় ব'সে আছেন।"

"আমাকে ডাকছেন?"

"না, আমি নিজেই আপনাকে খবর দিতে এলাম।"

আগন্তুকের নিকট অল্পক্ষণের অবকাশ গ্রহণ ক'রে প্রিয়লালের কাছে উপস্থিত হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "এরই মধ্যে ফিরলেন ডক্টার চৌধুরী? বন্ধু-বান্ধবদের দেখা পেলেন না বুঝি?"

প্রিয়লাল বললে, "সে কথা আর বলবেন না! দু'জন গেছেন দেশান্তরে, আর একজন গৃহান্তরে। বিরক্ত হ'য়ে ফিরে এলাম।"

"গোমতীর ধারে যাননি?"

"গেছলাম, তাও একা-একা বেশিক্ষণ ভাল লাগল না।"

সন্ধ্যা বল্লে, "চলুন, ঘরে চলুন, চৌবেজীর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। মথুরানাথ চৌবে, লক্ষ্ণৌর একজন বিখ্যাত গাইয়ে লোক।"

প্রিয়লাল বল্লে, "আনন্দের সঙ্গে যাচ্ছি, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে বাক্য-ছন্দের আলাপ, চৌবেজীর পক্ষ থেকেই আসল আলাপটা।"

প্রিয়লালের কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পেরে সন্ধ্যা স্মিতমুখে বল্লে, "সে ত', সে ত' আনন্দের কথা। কিন্তু হিন্দী ওস্তাদি গান ভাল লাগ্‌বে ত'?"

প্রিয়লাল বল্লে, "লাগ্‌বে, যদি-না সেই উপলক্ষে রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে বিদ্যের পরিচয় দিতে হয়। সে যা একবার জব্দ হয়েছিলাম, শিক্ষা হ'য়ে গেছে।"

সহাস্যমুখে সন্ধ্যা বল্লে, "কি হয়েছিল?"

প্রিয়লাল বল্লে, "একটা গানের বড় আসরে দুর্বুদ্ধি বশতঃ কাছাকাছি গিয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ একসময়ে আমাকে সম্বোধন ক'রে গাইয়ে ব'লে বস্‌ল, 'এবার কোন্ রাগিণী গাইব ফরমাস করুন।' গুলো রাগ-রাগিণীর নাম জানা ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা জমকালো নাম মনে পড়ল; বল্লাম, 'একটা সুরফাঁকতাল গান।' শুনে গাইয়ের মুখে বিহ্বলতার ছায়া। চেয়ে দেখি অনেকেই মুখ টিপে হাসছে। গৃহস্বামী, আমার বন্ধু, জোড় হাত ক'রে বল্লেন, 'ওস্তাদজী, সুরফাঁকতাল শব্দের দ্বারা আমার বন্ধু এই কথাই বল্‌তে চাচ্ছেন যে, তাল দিয়ে এমন একটা জমাটি গান করুন যার মধ্যে একটুও সুরের ফাঁকি না থাকে।' একটা প্রচণ্ড হাসিতে আসরটা গম্‌গম্ ক'রে উঠল। তবলার আসরে সুরফাঁকতাল গাইতে ব'লে কি বিপর্য্যয় কাণ্ড করেছিলাম তা অবশ্য আমার বন্ধুরই কাছ থেকে পরে বুঝেছিলাম।

[illegible] সুরু হ'ল 'সুর' দিয়ে সে কথা যে সুরের নাম নয় তাকেও নাম, [illegible] জানব বলুন।"

[illegible] মুখে বল্লে, "কিন্তু শেষ হয়েছে ত' 'তাল' দিয়ে।"

প্রিয়লাল বল্লে, "মাতাল পাতাল নৈনিতাল—এমন অনেক কথা ত' শেষ হয়েছে 'তাল' দিয়ে, কিন্তু তাই ব'লে ত' আর ওগুলো তালের নাম নয়।"

প্রিয়লালের যুক্তিতে পরাজিত হ'য়ে সন্ধ্যা হাসতে হাসতে বল্লে, "তা বটে!"

ড্রয়িং রুমে যেতে যেতে প্রিয়লাল বল্লে, "মিসেস্ মুখার্জ্জি, ঝাঁপতালটা কিন্তু একটা তাল। কি বলুন?"

প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে স্মিতমুখে সন্ধ্যা বল্লে, "আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে চলুন, চৌবেজীর কাছে আপনার এ-সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না।"

মথুরানাথ চৌবের বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে দু-চার বৎসর হবে। সুগঠিত বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ দেহ, মাথার চুলে খামখেয়ালীভাবে স্থানে স্থানে পাক ধরেছে, মুখে প্রসন্ন হাসি,—দেখে মনে হয় তার উৎপত্তিস্থল মনের আকাশও নির্ম্মল।

মথুরা চৌবের নিকট সন্ধ্যা প্রিয়লালের পরিচয় দিলে। বল্লে, 'ইনি [illegible]কাতার একজন প্রসিদ্ধ বড়লোক, মস্ত বিদ্বান ব্যক্তি, সম্প্রতি বিলাত থেকে [illegible] সম্মানজনক উপাধি নিয়ে এসেছেন।' মথুরা চৌবের কথা বল্লে, 'ইনি লক্ষ্ণৌর একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক, কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে ইনি এখানকার সকল ওস্তাদকে পরাজিত করেছেন। ধার্ম্মিক, সাত্ত্বিক প্রকৃতির নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আমি এঁকে আমার অতি নিকট আত্মীয় ব'লে মনে করি।'

বহু বাঙালী মেয়েদের গান শেখাবার সুযোগে মথুরা চৌবে বাঙলা ভাষাটা [illegible] ক'রে নিয়েছে যে বুঝ্‌তে প্রায় কিছুই আটকায় না, কাজ চলা [illegible] কতকটা পারে। সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্লে, "বাবু [illegible] কে আছে উষামায়ী?"

সহসা এই প্রশ্নে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। কি-ভা[illegible]
ভেবে সে কতকটা বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছে, এমন সময়ে প্রিয়লাল তা[illegible]
থেকে উদ্ধার করলে; বল্‌লে, "আমি ওঁর স্বামীর বন্ধু হই।"

প্রসন্নতাব্যঞ্জক শিরশ্চালনা ক'রে মথুরা চৌবে বল্‌লে, "ঠিক

আলাপ-পরিচয়ের পর প্রিয়লালকে গান শোনাবার জন্য সন্ধ্যা
অনুরোধ করলে। এ অনুরোধে মথুরানাথ আনন্দিতই হোল,
এই তার জীবিকা অর্জ্জনের কাজ; দ্বিতীয়ত, গানের একটা তান
পারলে সন্ধ্যার কছে যে মোটা মাসহারার ব্যবস্থা আছে আ
গোড়াপত্তন হয়। পূর্ব্বদিকের একটা ঘরে গানবাজনার যন্ত্রাদি
মথুরা চৌবের তবলা-বাদকও সেই ঘরে অপেক্ষা করছিল। ফর
চেয়ার উভয় প্রকারের ব্যবস্থাই তথায় বর্ত্তমান। সন্ধ্যা, প্রিয়ল
চৌবে সেই ঘরে এসে আসন গ্রহণ করলে।

তবলা এবং তানপুরা বাঁধা হ'লে মথুরানাথ গান আরম্ভ কর
[illegible] লায়োরি মালনিয়াঁ'—সুলতান সালেমের একটি বিখ
দেখ্‌তে দেখ্‌তে কামোদের গভীর-করুণ ধ্বনিতে সমস্ত ঘরখানা
এমন অপূর্ব্ব একটা সঙ্গীত-পরিবেশ স্থাপিত হ'ল, মনে হ'ল যার ম
এবং শ্রোতাদের মন একই বেদনার আনন্দে মিলিত হ'য়ে
দীর্ঘকালব্যাপী নানাবিধ কর্ত্তব-কৌশলের মধ্য দিয়ে গান শেষ হ'ল

প্রিয়লাল মুগ্ধ হ'য়ে মথুরানাথের সুরমাধুর্য্যের মধ্যে [illegible]
গিয়েছিল, গান শেষ হ'লে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা ক'রে আ
গান গাইবার জন্য তাকে অনুরোধ করলে।

আর দু'খানা গান গেয়ে মথুরানাথ বল্‌লে, "বাবুজী, হামার
শুনলেন, এবার হামার সাকরিদ ঊষামায়ীর একখানা গান শু
জোরসে বল্‌তে পারি বাবুজী, সারা লখ্‌নউ শহরমে ঊষামায়ীর

কণ্ঠ্ দুসরা না আছে। মায়ী ত' রেওয়াজ ক'রে না, শুধু হামার গান শোনে। রেওয়াজ করলে মায়ী সারা হিন্দুস্থানকে পরাস্ত্ করতে পারে!"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "মনে মনে তা হ'লে ঠিকই ভাবছিলাম যে, যে-বাড়িতে গানবাজনার এত ব্যবস্থা সেখানে তার একটা গুরুতর কারণ না থেকে যায় না।" তারপর অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সন্ধ্যাকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করলে।

আরক্তমুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, না, আমি গাইব না। ওস্তাদজী আমাকে ভালবাসেন তাই ও-সব কথা বল্‌লেন। ও-সব কথা ঠিক নয়।"

সন্ধ্যার কথা শুনে মথুরনাথ হাসতে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "হামি তোমাকে ভালবাসী মায়ী, সে বাৎ ঠিক আছে। লেকিন তোমার বারে যো-সব বাত বলেছি সে-ভি ঠিক আছে!"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "আপনি যে, গান গাইতে পারেন, আর ভাল গাইতে পারেন, চৌবেজীর কথা থেকে এ বিশ্বাস আমার হয়েছে। এর পর আপনি যদি না গান তা হ'লে এই বুঝ্‌ব যে, যে-আনন্দ আপনি আপনার অতিথিকে অনায়াসে দিতে পার্‌তেন তা ইচ্ছে ক'রেই দিলেন না,—সুতরাং আতিথ্যধর্ম্মে দোষ পড়ল।" মথুরানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "বলুন চৌবেজী, ঠিক কি-না?"

হো হো ক'রে হেসে উঠে মথুরনাথ বল্‌লে, "বহুৎ ঠিক আছে।"

অনেক ওজর-আপত্তির পর সন্ধ্যা যখন দেখ্‌লে যে একটা গান না গাইলে প্রিয়লাল সত্যি ক্ষুন্ন হবে তখন অগত্যা সে গাইবার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

প্রায় চার বৎসর সন্ধ্যা মথুরনাথের নিকট গান শিখ্‌ছে। কাশীতেই প্রমথ সন্ধ্যার গান গাইবার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পেয়েছিল। প্রমথ নিজেও সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী এবং একজন শিক্ষিত গায়ক। লক্ষ্ণৌয়ে এসেই সে তথাকার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ মথুরনাথকে নিযুক্ত করে। চার বৎসর মথুরনাথের

নিকট সন্ধ্যা গান শিক্ষা করছে বটে, কিন্তু এই চার বৎসরের মধ্যে যতক্ষণ সময় সে মথুরনাথের মুখে গান শুনেছে তার এক চতুর্থ অংশও নিজে গানের চর্চ্চা করেনি। গানের ঘরে তার জন্য একটি অর্দ্ধ-হেলা আরাম কেদারা ছিল, তাইতে উপবেশন ক'রে মুদিত নেত্রে নিমজ্জিত মনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে মথুরনাথের গান শ্রবণ করত। সে সময়ে তার মনে হ'ত সুরের সচল স্রোতে অবগাহন করতে করতে তার পরিক্লিন্ন আত্মা নির্ম্মল হ'য়ে উঠ্ছে, নিরাময় হ'য়ে আস্ছে। সঙ্গীতকে সে বিলাস-বস্তুর মতো গ্রহণ করেনি, আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় স্বরূপ গ্রহণ করেছিল। তাই একমাত্র প্রমথ ভিন্ন অপর কারো অনুরোধে সহজে সে গান গাইত না।

সন্ধ্যা চেয়ার পরিত্যাগ ক'রে ফরাসের উপর উঠে বস্‌ল। তারপর দু-চার মোচড়ে তার ছোট তানপুরাটা ঠিক ক'রে নিয়ে মথুরনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "কি গাইব আদেশ করুন ওস্তাদজী।"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে মথুরনাথ বল্‌লে, "সেই ভূপালীটা গাও মায়ী, সে গানটা খুব সুন্দর আছে—'মেরে ঘর বাজে'।"

সে গানের অর্থ, বিশেষতঃ অন্তরা-অংশের অর্থ, স্মরণ ক'রে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। এ পর্য্যন্ত যা কোনো দিন করেনি তাই করলে—প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে, "ও গানটা ভাল হবে না। অন্য কোনো গান বলুন ওস্তাদজী।"

সন্ধ্যার আপত্তির প্রকৃত কারণের কাছ দিয়েও না গিয়ে মথুরানাথ সবেগে বল্‌লে, "না, না, খুব ভাল হবে, তুমি গাও। এখন ভূপালীর লগন্ আছে, ও গান খুব জমবে।"

আর আপত্তি করলে আপত্তির নিগূঢ় কারণটিকেই হয়ত প্রকট ক'রে তোলা হবে আশঙ্কা ক'রে সন্ধ্যা তানপুরাটা তুলে নিয়ে তার উপর মাথার বাম দিকটা স্থাপন ক'রে একাগ্র মনে সুর ছাড়তে লাগ্‌ল; তারপর মাত্র দু-চার

মিনিট ভূপালীর স্বরগ্রামটা একটু ভেঁজে নিয়ে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে গাইতে আরম্ভ করলে—

মেরে ঘর বাজে
সরস সুন্দর বীণা মৃদঙ্গ।
বহুত দিনন পর পিয়া ঘর আয়ে
সব মিলি গায়ে রসকি তান॥

অর্থাৎ,

আমার গৃহে সরস সুন্দর
বীণা মৃদঙ্গ বাজে।
বহুদিন পরে প্রিয়তম ঘরে এসেছেন,
সকলে মিলে গাও সরস তানে॥

গান ত' এইটুকু, এইত এক ফোঁটা তার অর্থ, কিন্তু তান বাঁট সার্গম বিস্তার দিয়ে এই গান সন্ধ্যা আধঘণ্টা ধ'রে গায়। আজ কিন্তু সে তেমন কিছুই করলেনা। দু-চারটে ছোট ছোট তান দিয়ে বার তিনেক গানটা গেয়ে অল্পক্ষণেই শেষ করলে। কিন্তু কোথা থেকে তার মধ্যে এল এমন একটা প্রাণস্পর্শী দরদ যে, গান যখন থামল তখন শুধু সন্ধ্যারই নয়, দেখা গেল প্রিয়লালেরও চোখ সজল হ'য়ে এসেছে।

এই বাঁট-বিস্তারহীন গান ওস্তাদ মথুরানাথকেও এত মুগ্ধ করলে যে, সে তার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত ক'রে বল্‌লে, "ধন্য বেটি, ধন্য! আশ্চর্য্য! এ গান তুমি এত ভাল কোনোদিন গাওনি।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "মিসেস্ মুখার্জ্জি, চৌবেজী বল্‌ছেন আপনি ধন্য, কিন্তু আমি বল্‌ছি, আমিই ধন্য! কি অদ্ভুত গান আপনি গাইলেন! অদ্ভুত ছাড়া একে আমি আর কিছুই বল্‌ব না!"

প্রিয়লালের কথা শুনে মথুরানাথ হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "আর গান শুনবেন বাবুজী?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "আজ আর না চৌবেজী, আজ মন ভ'রে গে... আবার হবে।"

"ঠিক বাৎ।" ব'লে মথুরানাথ তানপুরার খোলটা টেনে নি... পরাতে সুরু করলে।

মথুরানাথ এবং তার তবলচী প্রস্থান করলে প্রিয়লাল ব... ইজিচেয়ারে বস্‌ল। সন্ধ্যা গেল প্রিয়লালের আহারের তত্ত্বাবধানে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "ডক্টার চৌধুরী, আপনার খাবার এ...

"এখনি না দিলে এমন কোনো অসুবিধে হবে কি?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিচ্ছু না, যখন আপনার ইচ্ছে হবে তখনি দে...

"তা হ'লে আধঘণ্টাটাক পরে দিলেই হবে। কিন্তু অ... রইলেন কেন মিসেস্ মুখার্জ্জি, বসুন।"

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সন্ধ্যা বস্‌ল। তারপর ক্রমশঃ না... উঠ্‌ল,—সন্ধ্যার গানের কথা; লক্ষ্ণৌর স্বাস্থ্যের কথা; সেখান... সমাজের কথা; অবশেষে প্রমথর কথা।

প্রিয়লাল বল্‌লে, "প্রমথর উদার অন্তঃকরণের যৎটুকু পরিচয় তাতে আমি তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাকে ভালবাসি মিসেস্ মুখার্জ্জি?"

মৃদুকণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, তা জানিনে।"

"সে আপনার স্বামী ব'লে। মহাভাগ্যবান পুরুষ সে... সৌভাগ্যের পরিমাণ আমার দুর্ভাগ্য দিয়ে চমৎকার মাপতে পারি... লাভ করেছে ব'লে আমি তাকে ভাগ্যবান বল্‌ছি, আমি ঠি... হারিয়েছি মিসেস্ মুখার্জ্জি!"

"মিসেস্ মুখার্জ্জি?"

একমুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রে মৃদু-কম্পিতকণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আজ্ঞে?"

অভিজ্ঞান

"আমি হয়ত আমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করছি, হয়ত আপনাকে 'অফেন্স্' দিচ্ছি, কিন্তু একটা কথা যদি অনুগ্রহ ক'রে স্মরণ রাখেন, তাহ'লে বোধ হয় আপনার মনে আমার প্রতি একটু সহানুভূতিও জাগতে পারে। সে কথাটা একবার গাড়িতে কতকটা আপনাকে বলেছিলাম, আর একবার ভাল ক'রে বলবার আগে একটা গল্প বলি, তাহ'লে বোধ হয় আমার মনের অবস্থা অনেকটা বুঝ্‌তে পারবেন। আমাদের পাড়াতে মাণিকের মা নামে একটি বিধবা স্ত্রীলোক ছিল, তার একমাত্র সন্তান ছিল মাণিক। সেই সতের আঠার বৎসরের ছেলে মাণিক, বিধবার নয়নের মণি, হঠাৎ একদিন তিন দিনের জ্বরে মা'র কোলে মাথা রেখে মারা গেল। দুঃখে শোকে মাণিকের মা ত' একেবারে পাগল হ'য়ে গেল। কিন্তু সে সত্য-সত্যই পাগল হ'ল মাস ছয়েক পরে একদিন, যেদিন তাদের পাশের বাড়িতে একটি সতের আঠার বৎসরের আত্মীয়ের ছেলে এসে উপস্থিত হ'ল। মাণিকের সঙ্গে সে ছেলেটির আশ্চর্য্য রকমের মিল,—বয়সের মিল, আকৃতির মিল, এমন কি কণ্ঠস্বরেরও মিল। একদিন হঠাৎ সে ছেলেটিকে দেখ্‌তে পেয়ে মাণিকের মা পাগলের মতো তাকে জড়িয়ে ধরলে, তারপর 'ওরে আমার মাণিক রে!' ব'লে সে কী কান্না! ছেলেটি ত' অবাক! তারপর তাকে কী আদর যত্ন, কী খাওয়ানো দাওয়ানো, কী জিনিস-পত্র উপহার দেওয়া! তারপর মাসখানেক পরে যেদিন মাণিকের মা'র কাছে বিদায় নিয়ে ছেলেটি নিজের বাড়ী চ'লে গেল সে-দিন মাণিকের মা'র কি নিদারুণ কান্না! সেদিন যেন আবার নতুন ক'রে মাণিকের মৃত্যু হ'ল, এমনি ব্যাপার! বুদ্ধি দিয়ে মাণিকের মা বেশ জানে যে, ও ছেলেটি মাণিক নয়. মাণিক ছমাস হ'ল তারই কোলে মাথা রেখে মারা গেছে—তবু মনের দিক দিয়ে তার ওপর মাণিকেরই মতো প্রবল আকর্ষণ! আপনাকে দিয়ে আমারও হয়েছে মাণিকের মা'র অবস্থা! বুদ্ধি দিয়ে বেশ জানি যে আপনি সে নন, অপর লোক; কিন্তু কর্মাটারে গাড়িতে উঠে আপনাকে

দেখে যে চমকান্‌টা চম্‌কে উঠেছিলাম তার বেগ ত' এখনও থামল না! অহেতুক হ'লেও সেই বেগ থেকে আপনার ওপর এমন একটা প্রবল আকর্ষণ জন্মেছে যার জন্যে সত্যিই বিব্রত হ'য়ে আছি। সেই আকর্ষণের উপদ্রবে যদি মাঝে মাঝে আমার কথায় বা ব্যবহারে একটু অসংযম দেখ্‌তে পান তাহ'লে মাণিকের মা'র গল্প মনে ক'রে আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস্ মুখার্জ্জি! বাস্তবিক আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আশ্চর্য্যরকম মিল! শুধু বয়সে আর আকৃতিতেই নয়, নামেও। আপনার নাম ঊষা, আর আমার স্ত্রীর নাম ছিল সন্ধ্যা; বেশি তফাৎ নয়, মাত্র ঘণ্টা বারোর তফাৎ!" ব'লে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"মা!"

চমকিত হ'য়ে সন্ধ্যা চেয়ে দেখ্‌লে পিছনে সাধুচরণ দাঁড়িয়ে।

"কি সাধু?"

"ডাক্তার সাহেবের খেতে যদি দেরি থাকে ত' তুমি খেয়ে নাও না তোমার আবার পিত্তি পড়লে মাথা ধরে।"

সাধুচরণের কথা শুনে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হ'য়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আচ্ছা আচ্ছা, তুমি যাও! তোমার ও-সব কথা ভাবতে হবে না।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "তা বেশ ত' এবার আমারও খাবার দিক্, রাত হয়েছে অনেক।"

দুর্বোধ্যভাবে ভন্ ভন্ ক'রে কি বক্‌তে বক্‌তে সাধুচরণ প্রস্থান করলে স্পষ্ট বোঝা গেল তার সদুদ্দেশ্যের প্রতি অবিচারের জন্য সে প্রসন্ন হয় নি।

সকৌতূহলে প্রিয়লাল জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, সাধুচরণ আমাকে ডাক্তার সাহেব ব'লে সাব্যস্ত কেন করলে বল্‌তে পারেন মিসেস্ মুখার্জ্জি?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আপনি সাহেবের পোযাক প'রে এসে তার কাছে ...নার চৌধুরী ব'লে পরিচয় দিয়েছিলেন, বোধ হয় সেই জন্যে।"

...'নে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগ্‌ল।

খাবার টেবিলে একজনের খাবার দেখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "শুধু আমার কেন!—আপনার?"

"আমি পরে খাব এখন।"

"কেন মিসেস্ মুখার্জ্জি?—বিলম্ব ক'রে লাভ কি? আপনারও দিতে বলুন না।"

সন্ধ্যা কিন্তু স্বীকৃত হ'ল না, যত্নপূর্ব্বক প্রিয়লালকে খাইয়ে তাকে বাথরুমের দ্বার পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে দ্রুতপদে প্রিয়লালের শয়ন-কক্ষের দিকে প্রস্থান করলে।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে প্রিয়লাল দেখ্‌লে হরিয়া নিকটে দাঁড়িয়ে আছে, আর সন্ধ্যা তার বিছানায় মশারি গুঁজে দিচ্ছে। ব্যগ্রস্বরে বল্‌লে, "আপনি কেন নিজে করছেন মিসেস্ মুখার্জ্জি! - হরিয়া ত' রয়েছে।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা হোক্, ওরা হয়ত কোনো দিকে ফাঁক রেখে দেবে, মশা ঢুক্‌বে।"

"মশা আছে নাকি?"

"যথেষ্ট।"

"কিন্তু মশারি ত' আমার ছিল না?"

"এটা এখানকার মশারি। বিছানার সঙ্গে কিন্তু সর্ব্বদা জুটো ক'রে মশারি রাখবেন।"

মশারি গোঁজা হ'য়ে গেলে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কুঁজোয় জল আছে, আর টেবিলের উপর গেলাস রইল। রাত হয়েছে, এবার আপনি শুয়ে পড়ুন। কোনো দরকার হ'লে হরিয়াকে বলবেন, বারান্দায় সে শুয়ে থাক্‌বে।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "আপনার অনেক কষ্ট হ'ল, এবার গিয়ে খেতে বসুন। আচ্ছা, নমস্কার!"

"নমস্কার!"—বারান্দার আলোছায়ার মধ্য দিয়ে সন্ধ্যা নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

ঊনচল্লিশ

বেলা আটটা বাজে। চা পানের পর বারান্দায় ইজিচেয়ারে ব'সে প্রিয়লাল সেদিনকার সংবাদপত্র পাঠ করছিল। হঠাৎ এক সময়ে উপলব্ধি করলে, যে বিষয়টা তখন পড়ছিল তার আট-দশ ছত্র পড়া হ'য়ে গেছে বটে কিন্তু কী যে পড়েছে তার বিন্দুমাত্র চেতনা নেই। মন যতক্ষণ বিনা নোটিশে বিষয়ান্তরে ডুব মেরেছিল, চক্ষু ততক্ষণ শ্রেণীবদ্ধ অক্ষরগুলোর উপর নিরর্থক বিচরণ ক'রে বেড়িয়েছে, সামান্য মাত্রও তার মর্ম্মগ্রহণ করতে পারেনি। বিরক্ত হ'য়ে প্রিয়লাল কাগজখানা ভাঁজ ক'রে পাশের টেবিলে রেখে দিলে। মনটা হ'য়ে উঠ্ল উৎকণ্ঠিত, অপ্রসন্ন।

আজ আট দিন হ'ল সে লক্ষ্ণৌ পৌছেচে, কিন্তু আট দিন পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশন থেকে মনের যে চাঞ্চল্য নিয়ে এসেছিল তা উপশমিত হওয়া ত' দূরের কথা, উত্তরোত্তর প্রবলতরই হয়েছে। এই চঞ্চলতা যে শুধু চিত্তের গোপন মহলেই নিবদ্ধ নয়, বাহিরেও তার কিছু প্রকাশ আছে, তা সে বুঝ্তে পারে, কিন্তু তাকে রোধ করতে পারে না। বাহিরে তার যতটুকু প্রকাশ তার আকৃতি এবং পরিমাণ হয় ত' এমন যা অপর পক্ষের মনে বিরক্তি এবং বিদ্বেষ উদ্রেক করতে পারে, কিন্তু যা নিয়ে স্পষ্ট প্রতিবাদ করা চলে না। আতিথ্যধর্ম্ম পালনের অনুরোধে সহৃদয়া মিসেস্ মুখার্জ্জি সেটুকু তিতিক্ষার সঙ্গে পরিপাক করেন, কিন্তু মনে মনে তাকে কামিনীপরায়ণ বিশ্বাসহন্তা ব্যক্তির শ্রেণীতে স্থান দেন। অথচ, বস্তুতঃ সে যে একেবারেই তা নয়, এ সে কেমন ক'রে বোঝাবে! কেমন ক'রে বোঝাবে যে, মিসেস্ মুখার্জ্জির প্রতি তার আকর্ষণ কামজ নয়, সে আকর্ষণের সহিত মিসেস্ মুখার্জ্জির দেহের কোনো সম্পর্ক নেই, একমাত্র যে বস্তুর সহিত আছে তা তার পরলোকগত পত্নীর আকৃতির সহিত মিসেস্ মুখার্জ্জির আকৃতির বিস্ময়জনক সাদৃশ্য।

প্রিয়লাল স্থির করলে, যে প্রকারে হোক্ সেইদিনই প্রকৃত কথাটা সন্ধ্যার স্পষ্টতর করবে, নচেৎ তার পক্ষ থেকে অতিথির ধর্ম্ম হয়ত পদে পদে হতেই থাকবে।

"হরিয়া!"

হরিয়া প্রিয়লালের ধৌত বস্ত্রাদি রৌদ্রে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, নিকটে এসে বল্‌লে, "হুজুর?"

"তোমার মা কোথায় আছেন?"

অনুসন্ধান ক'রে এসে হরিয়া জানালে, সন্ধ্যা কম্পাউণ্ডে চন্দ্রমল্লিকার চারাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করছে। ঘরে গিয়ে সুট্‌কেস্ থেকে একটা কি বার ক'রে পকেটে পুরে প্রিয়লাল সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'ল। সন্ধ্যা তখন ভূমিতলে হাঁটু গেড়ে ব'সে ছোট একটা কাঁচি দিয়ে সযত্নে একটি চন্দ্রমল্লিকার চারার পাতা ছাঁটছিল, প্রিয়লালকে দেখ্‌তে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বল্‌লে, "আসুন!"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "স্বহস্তে পরিচর্য্যা করছেন মিসেস্ মুখার্জ্জি?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "এতগুলি গাছের মধ্যে দশ রকমের দশটি গাছ আমার নিজের পরিচর্য্যায় আছে, বাকি মালীর পরিচর্য্যায়। কার গাছের ফুল বড় হয়, তা নিয়ে মনে মনে মালীর সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতা নেই তা বল্‌তে পারিনে; যদিও এ কথাও মনে মনে বেশ জানি যে, মালীর কাছে আমার হার সুনিশ্চিত।" ব'লে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

প্রিয়লাল সহাস্যমুখে বল্‌লে, "আমি যদি আপনার দশটি গাছের মধ্যে একটি গাছ হ'তাম মিসেস্ মুখার্জ্জি, তা হ'লে আপনার কাঁচির আঘাত খেয়ে এমন একটি অদ্ভুত ফুল আপনাকে উপহার দিতাম যাতে শুধু আপনার নিজের মালীই নয়, সারা লক্ষ্ণৌ সহরের মালী আপনার কাছে হার মান্‌ত!"

সন্ধ্যা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না, শুধু তার মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

"মিসেস্ মুখার্জ্জি !"

নিঃশব্দে সন্ধ্যা প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"আমি বুঝ্তে পারছি মিসেস্ মুখার্জ্জি, মাণিকের মা'র
আপনার একটু বেশি-বেশি মনে করবার দরকার হচ্ছে;
প্রকৃত অবস্থাটা একবার যদি আপনি একটু ভাল ক'রে বুঝে
আর আপনার মনে কোনোরকম সঙ্কোচ আসে না, এ
পারি। অনুগ্রহ ক'রে এখন যদি আপনি মিনিট দশ পনে
দিতে পারেন তা হ'লে আমরা ওই বাদামগাছ তলায়
বসি।"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বল্লে, "কিন্তু আমি ত' আপনার মনের
চৌধুরী।"

প্রিয়লাল বল্লে, "জানেন। কিন্তু আজ আপনার কাছে
প্রমাণ দিতে চাই,—একটা tangible প্রমাণ।"

"প্রমাণের কোনো দরকার আছে কি ?"

"একটু আছে। শুধু মুখের কথা, আর প্রমাণাশ্রিত কা
প্রভেদ আছেই। প্রমাণটা পেলে আপনি একেবারে নিশ্চি

নিশ্চিন্ত হওয়া ত' দূরের কথা, প্রিয়লালের কথায়
উদ্বিগ্নই হ'য়ে উঠ্ল; কটিদেশে নিবদ্ধ চামড়ার ব্যাগে কাঁচি
বল্লে, "আচ্ছা চলুন।"

উভয়ে বেঞ্চে গিয়ে উপবেশন করলে প্রিয়লাল বল্লে
কোনো দিক দিয়ে যদি রূঢ়তা প্রকাশ পায় তাহ'লে আমা
ক্ষমা করবেন মিসেস্ মুখার্জ্জি, কিন্তু এ কথা প্রথমেই বলা
স্ত্রীর প্রতি বন্ধুর একান্ত সঙ্গত যেটুকু আকর্ষণ থাকতে পারে
আমার তার বেশি এক বিন্দু আকর্ষণ নেই। মাঝে মাঝে য

পরিচয় পেয়ে থাকেন, নিশ্চয় জানবেন সে আকর্ষণের লক্ষ্য আপনি
সে তার উপলক্ষ; তার একমাত্র লক্ষ্য আমার স্বর্গীয়া স্ত্রী সন্ধ্যা।
আপনি বিশ্বাস করেন ত' মিসেস্ মুখার্জ্জি?"

...লে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "করি।"

...ন জানি, কিন্তু যে প্রমাণটা এখনি আপনাকে আমি দিচ্ছি, সেটা
...নার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে।" ব'লে পকেট থেকে সেই কাগজটা
সন্ধ্যার অনুৎসুক হাতে দিয়ে বল্‌লে, "এটা আমার স্ত্রী সন্ধ্যার
। আচ্ছা, একটা আরসির সামনে দাঁড়িয়ে আপনার আকৃতির সঙ্গে
...াকটা মিলিয়ে দেখে সত্যি ক'রে বলুন দেখি, কার্শ্মাটারে গাড়িতে
দেখে যে চমকে উঠেছিলাম সেটা বিশেষ অন্যায় হয়েছিল কি-না।"
...লাল নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অখণ্ডনীয়তার প্রত্যয়ে হাসতে

... নিশ্বাসে সন্ধ্যা ক্ষণকাল ফটোটার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রইল।
...টো যা তার বিবাহের প্রস্তাবকালে প্রিয়লালদের গৃহে প্রেরিত
প্রিয়লাল ফটোটা হস্তগত করেছিল এবং বিবাহের তিন চার দিন
... দিয়ে ফটোর তলায় নাম লিখিয়ে নিয়েছিল। সন্ধ্যা শুধু দুটি
দিয়েছিল, "তোমার সন্ধ্যা।" এতদিন পরেও লেখাটা সদ্য টাট্‌কা
জ্বলজ্বল করছে! কম্পিত হস্তে সন্ধ্যা ফটোখানা প্রিয়লালকে
...ল।

... দেখ্‌লেন না মিসেস্ মুখার্জ্জি?"

...সন্ধ্যা বল্‌লে, "মেলাবার দরকার নেই, বুঝ্‌তে পেরেছি।"

... প্রিয়লাল বল্‌লে, "তাহ'লে এ কথাও বুঝ্‌তে পারছেন যে,
...ার পক্ষে এমন অদ্ভুত একটি মিডিয়ম যার মধ্যে দিয়ে আমি
...ার, অন্ততঃ সন্ধ্যার স্মৃতির, নাগাল পেতে পারি। মূর্ত্তি পূজো

ক'রে মানুষে যেমন ভগবানকে পাবার চেষ্টা করে, আমিও ঠিক তেমনি করে আপনার দ্বারা সন্ধ্যাকে পাবার চেষ্টা করি। আপনি ত' জানেন মিসেস মুখার্জ্জি, শুধু physical পাওয়াই পাওয়া নয়, spiritual পাওয়াও খুব একটা বড় রকমের পাওয়া।"

এ কথার উত্তরে সন্ধ্যা কোনো কথা বললে না, স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। অদূরে মেহগিনি গাছে একটা ঘুঘু নিরবসর ডেকে চলেছিল। তার এক-টানা করুণ সুরের পীড়নে বাগানের সে অঞ্চলটা আর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল।

"মিসেস্ মুখার্জ্জি ?"

মুখ তুলে প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আজ্ঞে।"

"সন্ধ্যার ফটো দেখার পর এখন যখন আপনি অবস্থাটা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছেন তখন আপনার কাছে একটা প্রার্থনা করা কি? এ কিন্তু এমন অদ্ভুত খেয়ালের কথা যে, শুনে হয়ত আপনি আমাকে পাগল ব'লে মনে করবেন। মনে করলে অবশ্য এমন কিছু অন্যায় করা হবে না, কারণ নিজের স্ত্রীর প্রতি যে আমার মতো গভীর অত্যাচার করতে পারে তার ত' পাগল হওয়াই উচিত। যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন তাহ'লে আমার প্রার্থনাটা নিবেদন করি।" ব'লে প্রিয়লাল উৎসুক নেত্রে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে রইল।

বিহ্বলভাবে প্রিয়লালের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কি বলুন।"

এক মুহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে প্রিয়লাল বললে, "আমার প্রার্থনা,—একদিনের জন্যে,—শুধু একদিনের জন্যে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ভাবতে অনুমতি দিন যে, আপনি যেন মিসেস্ মুখার্জ্জি নন,—আপনি যেন সন্ধ্যা! কালকের দিনই সেই দিন করা যাক্। কাল সকালে উঠে প্রথম দর্শনে আপনাকে বলব 'সুপ্রভাত সন্ধ্যা!' আপনি অবশ্য কোনো উত্তর দেবেন না, চুপ ক'

অভিজ্ঞান

পনার হবে মূক অভিনয়, আমার হবে মুখর। আমি —
, কথা কও! তোমার পাষাণের মত
এসে অপরাধী স্বামীকে দণ্ড ... শুধু তাকে
দূরে রেখো ... এ রকম দুঃখে খেদে আরাধনায় সমস্ত
কেটে যাবে অস্থিরতার চঞ্চলতার মধ্যে। আপনি কিন্তু তার
প্র ...তিমার মতো স্তব্ধ অনড়। ক্রমশঃ আমিও নিশ্চল নীরব হ'য়ে
শেষে গভীর রাত্রের কোনো-এক মুহূর্ত্তে অতি সংক্ষেপে বিদায়ের
ব। শুধু বল্‌ব, 'বিদায় সন্ধ্যা, বিদায়!' সেই বিসর্জ্জনের
ন্য পুনরাগমনের কোনো প্রার্থনা থাক্‌বেনা। তার পরদিন
আবার যে-মিসেস্ মুখার্জ্জি সেই মিসেস্ মুখার্জ্জি! কি বলুন?
—"

হঠাৎ দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল উৎকণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে, "ও কি
! অমন করছেন কেন?" তারপর সাড়া না পেয়ে তাড়াতাড়ি
সন্ধ্যার দুই কাঁধ ধ'রে সজোরে নাড়া দিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাক্‌লে.
র্জ্জি! মিসেস্ মুখার্জ্জি!"

। সন্ধ্যা তার নিমীলিতপ্রায় চক্ষু উন্মীলিত ক'রে চেয়ে দেখ্‌
র ওষ্ঠাধরে অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা স্ফুরিত হ'ল।

প্রিয়লাল বল্‌লে, "একটু ভাল বোধ করছেন কি?"
হ'য়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "ও-কিছু নয়। নিশ্বাসটা কেমন
শরীরটা একটু বেভাব হয়েছিল।"
নও এ রকম হয়েছিল?"
, "হ্যাঁ, আর একবার হয়েছিল।" জামসেদপুর থেকে ফি
দিনকার কথা তার মনে পড়ল।
কার মিসেস মুখার্জ্জি?"